

১ পুথন ভাগ।

নদীমাতৃক মিসর দেশীয় লোকের বিবরণ।

যদ্যপি মিসর দেশীয় লোকেরা সর্ব দেশস্থ মনুষ্যহইতে পুচ্চীন
নহে, তথাপি নীতানুসারে ইহাদের বিবরণ করিতেছি; কেননা
তাহাদের দ্বিতীয় অতি পুরাতন ও বিহারিত বৃত্তান্ত পুথমে পাওয়া
গিয়াছিল, তাহারা যে কখন বিশেষ লোক হইয়া গেল, তাহা
জানা যায় না; কিন্তু এইমাত্র টের পাওয়া যায়, যে জলপ্লাবনের
পর আড়াই শত বৎসরে তাহারা এক মহৎ লোক হইল;
ও ন্যূনতম পৌত্র মিসরাম তাহাদের আদি দেশাধ্যক্ষ ছিলেন; অতএব
পূর্ব দেশ সমুদয়ে ঐ দেশের নাম তাহার নামে খ্যাত আছে।

১ পুথন অধ্যায়।

মিসর দেশ ও তাহার সাধারণ বস্তুর বিবরণ।

মিসরের পূর্ব দিকে সুকসাগর, ও দক্ষিণে কাফরী দেশ, এবং
পশ্চিমে লিবিয়া রাজ্য, আর উত্তরাঞ্চলে মধ্যস্থ সমুদ্র। তাহা দীর্ঘে
৩০০ ক্রোশ, ও পুষ্কে ৪৫ ক্রোশ; এবং তাহার মধ্যে নীল নামে
নদী বহিয়া ঐ দেশকে সেচন ও সফল করে; অপর যে দেশ আদি,
মধ্য, আর এই তিন অংশে বিভক্ত আছে।

পূর্বে নিকট নিকটবর্তী পঞ্চম ভাগ নানা সুন্দর নগর ও বড় দেবালয় ও রাজধানী ও পাকা কবর এবং সম্মুখে বিভীষিত ছিল; বিশেষতঃ তিব্বাস নগর বহু পুজা ও সম্রাট এবং গৃহাদিতে পুসিত ছিল। তাহার শত দ্বার, ও পুতোক দ্বার দিয়া নগরবাসিনা দুইশত রথ ও অযুত সেনা পুরণ করিতে পারিত। অদ্যাপি এই মহা নগরের কোন অবশিষ্ট আছে তাহা দ্বারা বোধ হয়, যে পূর্বোক্ত বিষয় সত্য নহে।

এই ভাগে যেমিস নগর। যদ্যপিও এই মহর তিব্বাসের ন্যায় না হউক তথাপি তাহার অবশিষ্ট বস্তু পশ্চিম লোকদের দৃষ্টিতে মনোহর। তাহার নিকট অতি উচ্চ গাম, ও মিরীশ রাজার কৃত্রিম বিস্তারিত জন্দের চিহ্ন পাওয়া যায়।

অন্য ভাগ নীল নদীর চড়াতে নির্মিত, অতএব সে অতি উন্নত ভূমি। ইহাতে কোরা নামধেয় নগরের বাহ্যে এক আশ্চর্য্য দুর্গ আছে; তাহা পর্বতোপরি নির্মিত, এবং উচ্চ ও দৃঢ় পাচীরে বেষ্টিত। এই দুর্গ পুরোষের পথ পরিত্যক্ত পুরুর মধ্যে পুঙ্খ নহে; তাহা দিয়া ইচ্ছাশক্তি অনায়াসে আরোহণ করিতে পারে। অধিকন্তু এই দুর্গ মধ্যে যুদ্ধের কূপ নামে এক ইন্দ্রা আছে, তাহা পর্বতের নিম্ন পর্যন্ত ও তাহার উনইহইতে জল পুতি দিন বলদের দ্বারা কলসেতে আঁখিত হইয়া নদী দিয়া দুর্গের চতুর্দিকে সঞ্চিত হয়।

নীল নদীর জগদ্বান কাফরা দেশ, তাহা বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের বৃষ্টিতে বহিষ্কৃত হইয়া সাত নিকরে পড়িয়া মিসরে পুৰিষ্ট হয়। পশ্চিম লোক নিকট হইলে তাহা দেখিয়া ও হৃৎ শব্দ শুনিবামাত্র ভয় পায়, কিন্তু তদেশে নিবাসিনা বারম্বার পরিচিত পুঙ্খ ভীত না হইয়া বরং বিদেশি লোক সকলকে আশ্চর্য্য কৌতুক দেখায়; কেননা তাহারা নৌকাহু হইয়া উচ্চ সোতহইতে নামিয়া পড়ে, এবং সফল হুণা জল ও নিত্য কুজুটিকা দিয়া আপনাদের নৌকা বাহিয়া যায়; তাহাতে এমত বোধ হয় যে তাহারা নষ্ট হইয়া গি-

গাছে, কিন্তু ক্রমেক কাল পরে অতি দূরে নদীর স্থির জলের উপরে ভাসিলে দৃষ্ট হয়। নীল নদীর জল তাবৎ মিসর ভূমিতে নিথরে বহিয়া ক্রমেঃ সর্বত্র ব্যাপে, ও অতিদূর পর্য্যন্ত নরদামাদ্বারা চালিত হয়। সেই জল পুরি চারি মাস পর্য্যন্ত স্থির থাকে ও যেন ভূমিতে কান্দা। পতনের পূর্বে জল অতি শীঘ্র বহিয়া না যায়, এ নিমিত্তে সমুদ্রহইতে এ চারি মাস এমনত বায়ু বহে, যাহাতে আটকিয়া থাকে।

এ নদীপ্লাবন সময়ে যদি কেহ কোন উচ্চস্থানস্থ হইয়া দৃষ্টি পাত্ত করে, তবে তাহার একাগ্রব বোধ হয়, ও তাহার মধ্যে উপ-দ্বীপের ন্যায় উচ্চ সেকু সমুদ্র নানা নগর দেখা যায়, আর নিবাসি লোকদের উপকারার্থ নগর নিকটবর্তী নিকুঞ্জ বন পুস্তত আছে। কিন্তু যেখানেই কার্তিক মাসে সর্ব পুকার নৌকা চলে, সেখানেই প্লাবনের পর শুষ্ক হইলে গুম্ফাতে শোভিত ও সুগন্ধি হয়। বিতক্র ও উত্তম ফল ও পুষ্পবদ্ধক্ষুপ্ত পুশস্ত এক মাঠ পৌষ ও মাঘ মাসেতে চরিতেছে ও ক্রীড়া করিতেছে, এমনত গন্তগণ দৃষ্ট হয়। কৃষকদের কৰ্ম্ম বিষয়ে ঐ দর্শন অধিক মনোহর। তাহাদের কার্য্য অতি সহজ, কেননা সেখানে পুচুর ফশল জম্মাইবার জন্য ক্ষেত্র পুস্তত করিতে ভূমি শুষ্ক হইবামাত্র বাৎ হইলে ফালের দ্বারা ভূমিতে বালি মিশ্রিত করা ব্যতিরেকে অন্য কোন পরিশ্রম করিতে হয় না।

পুচুর শস্য জম্মাইবার নিমিত্তে নীল নদীর জল বিশ হাত উচ্চ হওনের আবশ্যক, ইহার নানাদিক হইলে শূকা হাজা ও দুৰ্ভিক্ষ হয়। এই কারণ তদেশীয়েরা নদীর বৃদ্ধি বিষয়ে বিস্তর দৃষ্টাবনা ও চিন্তা করে; আর এই জ্ঞান বৃদ্ধি নিরূপণার্থ তাহার নানা উপায় স্থির করিয়াছে। পূর্বে ঐ নদীর ত্ত্যার্থে এক যুবতী জলেতে মগ্না হইয়াছিল, কিন্তু এখনো তাহার পুতিমা মাত্র জলে বিসর্জন করা যায়। মিসর দেশে নীল নদীর জ্ঞান বৃদ্ধি বিষয়ক কথাবাত্তা পুতি দিন হয়, ও তদনুসারে লোকদের দুঃখ কিম্বা সুখ জন্মে।

মিসরের নিকটে একটা বড় ঘরের চিহ্ন আছে, তদ্বারা বোধ হয় যে সেখানে রাজধানী ছিল। এবং স্তম্ভ ও ভগ্ন পুত্তিমা, আর সুন্দর ও খোদিত শেত পুস্তর যুক্ত সে স্থান আছে। এবং স্তম্ভ নির্মিত গলি দিয়া তাহাতে পবেশ করিতে হয়। অপর পথিকেরা বলেন, যে সেই পথ দিয়া অদ্যাপি ছয় সহস্র খাম উত্তিত কিম্বা পতিত আছে। এই স্তম্ভ নব্বই হাত উচ্চ ও একই দুনিয়াদের উপর তিন ২ ভাগ ও তাহার সম্মুখে নব ও মিসরের বড় ছবি দৃষ্ট হয়। এসকল অতি আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু যে মন্দির মিসরের উপরি ভাগে দেখিরা নগরের নিকটে আছে তাহার তুল্য নয়, কারণ তাহার স্তম্ভ ৮ জনে আঁকাড়িয়া বেড়িতে গুয়ি পারে না, ও তাহা এমন নিস্তারিত যে আরও পাক তাহার উপরে গুম্ব বসায়, ইহা অদ্যাপি ও দেখিতে পাওয়া যায়।

মিসরের উপরি ভাগে সাইমনী নামা গুহাতে পথিক ব্যক্তিরা আরও নামা আশ্চর্য্য দেখিতে পায়। পর্বতের মধ্যে পর্বতীয় পুস্তরের চৌকা ও গোল স্তম্ভেতে বিভূষিত সহস্রাধিক খোদিত গুহা আছে; এরূপ গুহার মধ্যে কোনই গুহা এমন নিস্তারিত, যে তাহাতে ছয় শত অথারোহী এক শ্রেণীতে দণ্ডায়মান হইতে পারে। এই গুহার মধ্যে যে এক শত ত্রিশ হস্ত উচ্চ ও অখণ্ড পুস্তরময় মিসরের বড় স্তম্ভ নির্মিত ছিল, এমন বোধ হয়। তাহা দৃষ্টিমাত্র লোকে আশ্চর্য্য জ্ঞান করে। এ গুহাতে কতকগুলি অসম্মন খাম এখন ও পাওয়া যায়, সাহায্যে আমরা যে কোন গুপ্ত কুখানকে ও রম্য করিতে মিসর নিবাসিদের নৈপুণ্য দেখিতে পাই।

আমরা এই মহা গুহার কারণজ্ঞ না হইলেও মিরোস নামে এক জন্মের নিঃসন্দেহ এই তাৎপর্য্য জানি, যে মিসরের এক রাজা তাহার খাত করাইয়া আপন নামে নাম রাখিয়াছিলেন; এবং যে দেশেরে নীল নদীর প্লাবনাধিক্য হইল, তখন তাহাতে জল পুবেশ করিল; কিন্তু জলের জাস হইলে তাহাই হইতে নির্গত হইল। ভূমির

অনেক পক্ষদ্বারা জন্মের বিস্তারিত। অতি সঙ্কুচিত হইলেও অদ্যাপি তাহার গোলতা ১৬ ক্রোশের অধিক আছে। ইহার মধ্যে এক মণ্ড আছে, বেঁধে হয় যে মিরোস রাজাও তাহার রানীর ২৪ হাত উচ্চ পুতিমায়, আর এক রাজধানীর অবশিষ্টে, তাহা নির্মিত হইয়াছে। এই জন্ম ঝাড়াইতে নিম্নের খন ব্যয় হইয়াছিল, কিন্তু তাহার মৎস্য ব্যবসায়ের অনেক লাভ হইল। এখনও তাহার জনপ্ৰবেশ নির্গমার্থ যে অবশিষ্ট মোহানা ও জনস্থাপনামাৰ্গ বহু দূর ও দূর, এবং জনগণ আছে, এ সকলেতে মিসরের লোকদের রাজমিস্ত্রির কার্যেতেই নয়, কিন্তু জলের কলেতে ও অতি পটুতার প্রমাণ হয়।

১. মিসর দেশেতে তাহা লোকের আশ্চর্য্য বোধক ও ভগ্নতের চমৎকৃত বস্তুর মধ্যে উচিত গণ্য এমন ত্রিকোণ স্তম্ভ আছে। যেখানে পূর্বে মেয়ীস নগর ছিল, ও এখন কেহো সহর আছে, সেগানকার প্রধান স্তম্ভগুলি তিন হাজার বৎসরের বারানগি ছিল। সে সকলের নির্মাণের কারণ আমরা যৎকিঞ্চিৎ জানি। অনুমানেরে বোধ হয়, যে কনরস্থানার্থ সে সকল পুস্ত হইয়াছিল। কারণ ইহা মিসর দেশীয় লোকের বিবেচনায় সব উপযুক্ত কর্ম, যে হেতুক তাহারা আপন জাতিরগণের মৃত দেহ রক্ষা করিতে মহাকল বোধ করে। যে স্তম্ভ সর্বাপেক্ষা উচ্চ ও সুন্দর তাহা মাঠের মধ্যস্থিত এক পর্বতের উপরে উত্তমরূপে নির্মিত আছে। এই স্তম্ভটি চৌকোণা ও গোড়া চতুর্দিকেই চারি শত সত্তর হাত, ও তাহার উচ্চতা তিন শত চল্লিশ হাত, এবং ঐ উচ্চতা ক্রমে সরু, আর তাহার উপরিভাগ সমান চতুর্দিকে ১১ হাত প্রশস্ত ও ১ খান পুস্তেরেতে গঠিত। পুস্তর দিয়া কষ্টেতে তাহার উপর চড়া যাইতে পারে, কেননা সে সিঁড়ি বটে, কিন্তু পুতোক পুস্তরই দুই হাত অন্তর। আমরা গথ খরিয়া ভিত্তির পুবেশ করিলে বারেণ্ডা ও সিঁড়ি পাওয়া যায়। এই উত্তরই তেজোময় অতি পরিষ্কৃত পাতরে গড়া, যাহাতে সূর্য্যকিরণ কখনো পবেশ করে নাই। এমন উচ্চ আছে, যে তিন শত

হাটটি হাজার মনুষ্য কর্তৃক বিংশতি বৎসরেতে সমুদয় লুপ্ত নির্মিত হইয়াছে। এবং তাহাদের ভক্ষণার্থে রসুন ও মূলাতে পঞ্চাশ লক্ষ মূল্য প্রাপ্য হইয়াছিল।

গ্রীষ্ম ঋতুর নিকটে সর্বতোভাবে আশ্রয় গ্রহণীয় বাটী নির্মিত আছে। তাহা বায়ু সুন্দর রূপে পরিষ্কৃত, এবং ভিতরে তিন হাজার কুঠী ও বারান্দা ও দরদালান; কিন্তু এসবলের মধ্যে একটা ৩৭ হাত উচ্চ। এবং এই সমুদয়ের অন্ধক সমান ভূমিতে আর অন্ধক ভূমির মাঝে নির্মিত। অপর এই সুগমীয় বাটীর নির্মাণকর্তা রাজাদের ও তাহাদের পুত্রা কুষ্ঠীর বর্গের মৃত শরীর তাহার নীচস্থ দৃষ্টান্তে সন্নিবিষ্ট হইতে।

এই সমস্ত চমৎকৃত বস্তু ব্যতিরেকে মিসর দেশের নানা ভাগে নানা স্থানে চৌকোণ বেদির বিভূষণার্থে চিত্র বিচিত্র গগনঙ্গুশী প্রভৃতি প্রস্তর স্থাপনা প্রাপ্য। হিব্রু ও পলীয় নামের নগরেতে মিসর জাতিসমূহ এই মৃত দুইটী স্থান স্থাপন করিলেন, এবং এই উভয়ই মিসরের অত্র সীমান্ত পাইবনের বহু শতক পুস্তকদ্বারা নির্মিত, ও এক শত কুণ্ড ভাঙ উচ্চ। এতদ্ভিন্ন রামেসীস্ রাজার কালে সর্বাপেক্ষা বড় ভাগে একটা স্থান নির্মিত ছিল, উক্ত ভাঙে যে তাহার নির্মাণার্থে পাতর কাটিতে বিশ হাজার লোক নিযুক্ত হইল। এইটা ও পূর্বোক্ত দুইটার একটা রোম নগরে লওয়া গেল, এবং এই দুয়ের সৌন্দর্য্য ও উচ্চতা পুস্তক অদ্বৈত। তাহার পুথান বিভূষণ আছে।

মিসর দেশে হিপপটামস্ অর্থাৎ নদীর অশ্ব, ও কুষ্ঠীর এবং নকুল ইত্যাদি পুথান জন্তু থাকে, নদীর অশ্ব অদম্য ও হিংসুক এবং অতি ক্রোধী। কুষ্ঠীর ভূজলচর ও কীকলাসাকার এবং বহুগুণী, তাহার মধ্যে কোনটা ২০ হাত লম্বা। এবং নকুল ইন্দুরাকৃতি জন্তু সে জলপ্লাবনের পর কন্দমজাত কীট ও পোকা সমুদয় প্রাপ্য; আর সে কুষ্ঠীরের পুথান শত্রু কারণ যে কোন স্থলে তাহার ডিম্ব পাইবামাত্র তখায় ই

ভাঙ্গিয়া ফেলে; অধিকন্তু এমন কথিত আছে, যে কুড়ীর ঘুমাইলে নকুল তাহার নলীঘারা অন্তরে পুৰিষ্ট হইয়া নাড়ী ভুঁড়ী ভক্ষণ করে। গরু, ছাগ, মেঘ, ইত্যাদি গুমা পশু সেখানে অতিশয় ক্ষয়পুষ্ট হয়, এবং সে সকলের মাংস অতি সুস্বাদু। আর সেখানে গিরগিটি, বানর, ও উট, পাওয়া যায়।

যে পক্ষিগণ মিসরের আকাশমধ্যে উড়ে, সে সকলের পুধান খাজপক্ষী। মিসরবাসীদের ঘরের উচান সর্ব পুকার পোকা কুক্কট পক্ষিতে পরিপূর্ণ। এবং মিসরের নদীও জন্দের তীরহইতে হাড়িগা, ও বক, এবং বনকুক্কড়ার ঝাঁক, ও আরও নানা পুকার জনহীন পক্ষী সময় বিশেষে উড়িয়া স্থানান্তরে যায়। সেখানে বিস্তর মৎস্য, তাহা মাধারণ লোকের সচরাচর ভক্ষ্য। অপর মিসরটি কটক্ চারিদিকের বালিয়া মাঠের মধ্যে উঠপক্ষী গমনাগমন করে। এবং পূর্বে মিসরীয়দের পূজ্য ও অদ্যপি অতি মান্য ইতি নামে এক জাতীয় পক্ষী; সে অরণ্যের ধারে থাকিয়া পান্ডুভাগের বৃক্ষকতকীরা চিরিয়া দেখাইতে আগত নর সকল ধরিয়া ভক্ষণ করে।

মিসরে ফলবান্ বৃক্ষ বিনা বিস্তর গাছ নাই, ও এই ফলবান্ গুরু মধ্যে গুজ্বের পুধান। বক্ষ্যাগাছের মধ্যে কান ও আরজ বৃক্ষ, আর নৌকানিষ্ঠাণাধ এক পুকার কাঁটাগাছ পুশস্ত। সেখানে অনেক বন না থাকিলেও বিস্তর চারা ও ঘর্ষদা তাবৎ কম্মভোগ্য শোভা জন্মে। মিসরীয় লোকেরা পাঁপাইরন্ নামে এক চারপায়া কাগজ, ও কাপড়, এবং পাতাদি, আর ঔষধ পুস্তত করিত; ও তাহারা মাটি এবং পুষ্করিণীর শোভাকর পদু খাইত। অপর সেখানে সুগন্ধি চারা আছে, যাহাতে স্ত্রীলোকেরা আপনাদের সৌগন্ধ্য প্রয্য পুস্তত করে। মিসরের ফল, ও শাক, আর খাদ্য মূল যে কেহ আহ্বা করিয়াছে, তাহাতে যিশরায়েল লোকেরা ঐ সমস্ত জব্যের অপুষ্টি পুযুক্ত যে দুঃখী ইহাতে কেহ কখনো আশ্চর্য্য জান করিবে না।

২ দ্বিতীয় অধ্যায় ।

মিসরীয় লোকদের আচার ও ব্যবহারের বিবরণ ।

পুৰাণীন লোক কর্তৃক জ্ঞান ও রাজনীতি, এবং শিল্প কৰ্ম, আর বিদ্যালয়ের মান্যমানতাপ্রযুক্ত যুনানী ও অন্য দেশ হইতে বিজ্ঞ ব্যক্তির আশ্রয় জ্ঞান সম্ভারার্থ মিসরে উপস্থিত হইতেন ।

তাহাদের মধ্যে রাজ্যশাসন সদাই রাজ্যদ্বারা হইত; কিন্তু বোধ হয়, যে এক রাজার পরাক্রমে তাবৎ পুজার হিংসা না হয়, এ কারণ তাহারা পুণ্যমাবধি অতি সাবধান থাকিত। যুবরাজের স্বকীয় পিতা মাতা দ্বারা শিক্ষিত হইতে পারিতেন না, বরং আত্মকাল রাজনীতি ও ধর্মের শিক্ষক যে অতি শিক্ত পুরোহিত তাহাদের হস্তে সমর্পিত হইয়া কেবল বিশিষ্ট যুবা মানুষের সহিত ব্যবহার করিতেন, ও কোন দাস কিম্বা অন্তঃকমনা লোকের নিকট যাইতেন না। সূত্রাং ধর্ম কৰ্ম, ও দৃষ্টি, এবং তদ্রূপ কৰ্মের ফল বিষয়ক পাঠ করণেতে নিত্য জ্ঞাত হইতেন, যে পরমেশ্বর পুণ্যের ফল ও পাপের পুতিফল অবশ্যই দেন। তাহাদের কার্য, ও বস্ত্রের বর্ণ, এবং শরীরের স্বাস্থ্যজনক কৰ্মের কাল, ও ভিক্ষুর পুকার আর পরমর্শ এই সমস্ত দিনের পুতি ফলের কারণ নিরূপিত হইত। এ পুকার নিরূপণের কঠিনতাতেও তাহারা যে দুঃখিত হইতেন না তাহার পুমাণ এই, যে মিসরের অনেক রাজা স্বীকৃত হইয়াছেন, যে ঐ নিয়মেতে আপনাদের শারীরিক বল ও স্বাস্থ্য পাইয়াছেন। রাজারা জীবদ্দশা পর্যন্ত দেব তুল্য মান্য থাকিতেন, কিন্তু মরিলে ইতর মানুষের ন্যায় লোকে তাহার ব্যাপার করিত; কেননা সকলে একত্র হইয়া কবরের ধারে গিয়া তাহার জীবদ্দশার তাবৎ কার্যের বিবেচনা করিত। শেষে সুশ্রীমানুষ বিচার করিলে যদি তাহার সৎকর্ম অসংখ্য হইতে অধিক না হইত, তবে অসম্ভবমাত্র তাহাকে কবরে পোয়াইত না।

এই রাজ্য পুদেশদ্বারা বিভক্ত, তাহার পুতোক ভাগে এক জন কর্তা। রাজা, ও পুরোহিত, ও সৈন্য, এই তিন জাতি প্রধান ছিলেন; ইহাদের মধ্যে তাবৎ ভূমি অংশাংশী ছিল। এবং এতদ্ভিন্ন রাখাল, ও কৃষক, ও শিল্পকর, এই তিন জাতিও মিসরে বাস করিত। রাজঅংশের উপস্থিত রাজবাটীর আবশ্যক বহুকার্য্য, ও যুদ্ধ, এবং পারিতোষিক দানেতে ব্যয় হইত। পুরোহিতের অংশ সচরাচর ভজনালয়, ও লোকদের শিক্ষা, আর নিজ জনের ভরণাদিতে ব্যয় হইয়া যাইত। অপর সেনাগণ আপনাদের বেতনার্থে অংশ পাইত।

পুরোহিতেরা স্বজ্ঞান ও স্বধর্ম পুয়ুক্ত মান্য হইয়া বিশেষ বস্ত্র পরিধান পূর্বক মজ্জিবর্গীয় সভাতে পদপাশ্রু হইতেন। মিসর লোকদের মধ্যে পুরোহিতের বিজাতীয় এক রাজা নিরূপিত হইলেও তাহার অভিষেকের পূর্ব উপনয়ন হইত। তাহাদের পুরোহিত্য নিঃসন্দেহ পরমাত্মজ্ঞে থাকিত; যে হেতুক মিসর দেশীয়েরা আপন পৈতৃক বৃত্তি রাখিত, পিতা সৈন্যকর্ম্ম করিলে তাহারা ও সৈন্য হইত। পুরোহিতের ন্যায় সেনাগণও আপনাদের ভূমি কৃষকদের হাতে সমর্পণ করিয়া কর লইত। চাসকরণ ও গবাদির পোষণ রক্ষণের দ্বারা মিসরীয় কৃষকদের নৈপুণ্য সদা অতি পুসিদ্ধ হইয়াছে।

বিচারকতাদিগকে মনোনীত করণের পুধান চিন্তা এই, যেন তাহাদের ধর্ম্ম অমিন্দনীয় হয়। ঐ দেশীয় পুধান সভাতে এমনতরিশ জন নিযুক্ত ছিলেন, ও তাহারা পুধান নগরহইতে মনোনীত হইলেন; ইহাতে বোধ হইল, যে তাহাদের জ্ঞান ও নিপুণতা অধিক ছিল। তাহারা আপনাদের মধ্যে এক জনকে সভাপতি করিয়া নিযুক্ত করিতেন; এবং তিনি আপন গলাতে লুণ্ঠিত হীরাতে জড়িত সত্যতার পুতিমা ধারণ করিতেন, তাহা তাহার পৌন্দর্য্যের চিহ্ন রূপ অলঙ্কার হইত। ইহাদের সকলকে রাজা বেতন দিতেন। বিবাদ হইলে লোকেরা তাহাদের নিকট আপন কথ্য নিবেদন করিত, বাদী ব্যক্তি

আপন ভাষা লিখিয়া দিলে তখন লিপি পুতিবাতির দিতে হইত, এবং সে তাহার উত্তর দিলে বাদী পুনরায় লিখিত, আর আবশ্যক হইলে পুতিবারী পুনরুত্তর দিত। পরে প্রধান বিচারকর্তা কোন কথা না কহিয়া যে স্তরী হইলে তাহার পুতি ঐ সত্যতার পুতিয়া দর্শানরূপ আজ্ঞা দিতেন। তাহাৎকৈ মধ্যে ইকৌল ছিল না, কেননা বাক্যটুতা ও সত্যতা ও সত্যতার আত্মাদক মূল্যে তাহারা অপত্যয়া ছল। মিসর লোকেরা সন্তান জন্ম হাতিরেকে মর্দুদা লিখনের দ্বারা বিচার করিতে পুস্তক হইত, কারণ তখন সৎপুতিতরত যে বিশেষ আছিল তাহা তই এক জন পুস্তক লিখকের দ্বারা নষ্ট কারিতে পারে।

তাহাৎকৈ মিসর এত জ্ঞান পুস্তক যে মূল্যবোধ লোক তাহা শিক্ষার্থে গিয়া দেশবর্তীতে মিসর আনিয়া এই ক্রম মিসর লোকদের জ্ঞান দুই দ্বন্দ্বল লিখিয়া উঠিয়া। তঁহর তাহাৎকৈ লিপি কারহাতে ব্যবস্থা সংস্থাপকদের জ্ঞান জানা যাইত। ঐ সকল লিপি লিখিত হইত। কাহিতেছি। বধ ও মিথ্যা সংক্রমিত হইত। ও পিতা বাতায় আপন সম্মানকে বধ করিত তবে তাহাৎকৈ পুণদত্ত হইত না, কিন্তু ঐ পুত্রের মৃত দেহ তিন দিবস জাতি ক্ষয়মান করিয়া রাখিতে হইত। ও অন্য ব্যক্তির পুণরক্ষা কারতে নত হইয়াও যদি কোন লোক তাহা না করিত, তবে সে পুণরক্ষার নাস্তি পাইত। আর এমন একটা রীতি ছিল যে সকল লোকে আপনার ও নিজ বৃত্তির সম্বৎসরের বৃত্তান্ত বিচারকর্তার নিকটে কহিতে হইত, ইহাতে যদি কোন ব্যক্তি মিথ্যা বলিত তবে তাহার তৎক্ষণাৎ পুণদত্ত হইত। এবং ঋণ বারণ এই নিয়ম ছিল, যে ঋণের জন্যে আপন পিতাকে বন্ধক দিতে হইত, তাহাতে ঐ ঋণ পরিশোধ না করিলে যদি তাহার পিতা মরিত তবে তাহার কবর দিতে বারণ ছিল। ও সেখানকার বৃদ্ধ লোক সকল সর্বত্র মান্য ছিলেন; তাহারা যখন কোন সভায় যাইতেন তখন যুবা পুরুষেরা তাহাদিগকে দেখিবামাত্র সসম্মুখে

গাজোখান পূর্বক উত্তমাসন পুদান করিত। আর সে স্থান ধর্মার মধ্যে কৃতজ্ঞতা সর্বদা পুধান রূপে মান্য ছিল।

মিসরীয় লোকদের পূজ্য দেবতাগণের মধ্যে চন্দ্র ও সূর্য্য পুদান ছিলেন, এবং এই দুয়ের প্রতিমার নাম ওসাইরিম্ এবং আইসিন্। আর তাহারা ক্রিষ্টাপূতেজোমকদ্যোয় এই যে পক্ষ ভূত ইহার প্রত্যেকের একই প্রতিমার দেবতা আছেন, ইহা মানিত; এবং তন্নিম্ন আরও নানা হস্তক দেবতা মানিয়া পূজা করিত। ও তাহাদের ইচ্ছাশক্তি ছাড়া পায় কোন পক্ষ ছিল না, কেননা পুতোক নামক বিড়াল, ও কেশুর, ও কেমদ্যা ও শূকর, ও কুয়ীর, এবং সর্প ও পক্ষী, কিন্তু মৎস্যাদি এই সকলের আরাধনা করিত। আর তাহাদের আকিবাব অনেক বড় বড় ও পিঞ্জর এবং পুষ্পবিনী পুভূতি প্রস্তুত করিয়া পূজার্থে যাজক নিযুক্ত করিত। কিন্তু যে জন্তু এক মুহুরে আরাধা তাহাকেই আরবণ। অন্য মুহুরে বর্জিত করিয়া যাইত, এই কয়টি সন্যাসিকা বড় আশঙ্কিত।

পূরোধবা অতিশয় ধর্মোন্মত্তা পুভূতি সকল লোকের বালককে শিক্ষা করাইতেন, বিশেষতঃ ব্যবসায় করিতে এমন যাহারা তাহাদিগকে ধর্মের বিষয় ও মতাদেশ বিষয় এবং আল গণিতাক, এবং তন্নিম্ন আরও লোক পড়া এই সকল বিদ্যা শিখাইতেন। মিসরদেশীয় লোকেরা ছোট্ট ও পাতল গারিয়া খালিপায়ে বেড়াইত। এবং যৌবনাবস্থাতেই ইচ্ছিয় দমনার্থে মদিরাদি তেজস্কর খাদ্য দ্রব্যের ভোজন নিষেধ মানিয়া পরিমিত আহার করিত। আর বাদ্য ও মল্ল বিদ্যা কদাচ শিখিত না, কেননা তাহা বোপ করিত, যে কাদ্যকে পুরুষকুল লোপ পায়, এবং মল্ল বিদ্যায় শরীরের অগ্নিক অংশসমূহ তেজোজ্বাল হইয়া যায়। অনুমান হয়, যে তাহারা কাহাকেও গান করিতে শ্রবণ করিত না, যে হেতুক সকল সময়ে সর্বত্র গান করণ চলিত আছে; কিন্তু বিশেষ রূপে আপনাদের সুখ সম্ভরণ করিত। আর মহোৎসবের সময়ে ভোজনার্থে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সম্মুখে তাহাতে মৃত

মনুষ্য রাখা যায় এমনত সিন্দুক, কিম্বা এই মৃত শরীরকে দেখে
কিয়ৎ কালানন্তর তুমি এই রূপ হইবা এই লিপিয়ুক্ত শব রাখিত।

মিসর দেশের লোকদের মধ্যে তুচ্ছদের ব্যবস্থা ছিল। ওঁ
তাহারা এমনত বলিত, যে আপনার নিত্য আবশ্যক কর্তব্যের পুতি
দৃষ্টি করিয়া সকলের শরীর পরিষ্কার রাখিতে হয়, আর তাহাদের
প্রিয়তম ধর্ম যে কৃতজ্ঞতা তদ্বিষয়ে তাহারা কহিত, যে মানের পুতি
দৃষ্টি করিয়া কৃতজ্ঞতা রাখ। এবং মিসরের কোনও অঞ্চলে বাণিজ্য
এবং বাহিরের আরও কার্য এই সকল স্ত্রী লোকেই করিত; তাহাতে
অব্যাহত দেখানে স্ত্রী লোকের কর্ম পুরুষে করে, এবং পুরুষের
কার্য স্ত্রী লোক করে, এই রূপ রীত আছে।

অনুমান হয় যে মিসর দেশীয়েরা মানুষের আত্মা দেহান্তরে
পুর্নিত হন, এই কথা কহাতে সকলের অণু আত্মার নিত্যতা প্রকাশ
করিত। তাহারা বলিত, যে আত্মা এক শরীরহইতে শরীরান্তরে যান,
এবং কখনও মর দেহহইতে পশু দেহে পুবেশ করেন, কিন্তু পূর্নশরীর
যুষ্ট না হইলে শরীরান্তরে গমন করেন না; অতএব তাহারা শব
প্রকারে বহুবিধ যত্ন করিত, এবং বিস্তর বায় ও শুম পূরক আপনা-
দের কবর পুস্তত করিয়া ঐ কবরের নাম রাখিত চিরকালের নি-
বাসাগার; কিন্তু রাজাদের অতি রম্য মনোহর যে রাজধানী তাহার
নাম সরাই বলিত।

তাহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রথমে স্ত্রী লোকেরা উচ্চৈঃস্বরে হায়হ
করিয়া কাদিত, ও উৎকট শব্দ করিত; পরে সুগন্ধি দ্রব্য লেপক ব্যক্তি
আসিয়া তাহাদের ধনধানের ভারতমা জানিয়া অল্প কিম্বা বহুমূল্য
সুগন্ধি দ্রব্যেতে ঐ শব মুক্তিত করিত। এবং ঐ দ্রব্য মাথানেতে উহা-
দের এমন নৈপুণ্য ছিল, যে ঐ মৃত শরীর মিছুমাত্র বিরূপ হইত না,
বরং জ ও চকুর পাতার ন্যায় গুলিন অবিকৃত থাকিত, ও মুখের
আকৃতি এমন অবিকল রাখিত, যে তাহা দেখিবার মাত্র হঠাৎ চিনিয়া
লে মানুষকে জ্ঞাত হওয়া যাইত। আর সুগন্ধি দ্রব্য মুক্তিত অথ

রজুতে বদ্ধ যে শব্দ তাহাকে তাহারা সমাজ বলে, একশ শব্দ
অদ্যাপিও মিলে। আর শত বৎসর গত হইয়াছে, তথাপি কতক
গুলি শব্দ এখনও বিদ্যমান আছে; এবং মৃত শরীরের দিম্বুকেতে যে
সাক্ষেতিক চিহ্ন আছে, তাহাতে বোধ হয়, যে এই মৃত ব্যক্তির
তাবৎ খ্যাতি বিষয়ের লিপি।

মৃত ব্যক্তির শরীর পুস্ত হইলে, পর জাতি কটুস্বেরা টেঁড়রা
দিয়া তাবৎ লোককে এই সমাচার দিত, যে আমুক ব্যক্তিকে আমুক
দিনে কবরে রাখা যাইবে, এবং মিত্রগণের সঙ্গে বিচারকর্তাদিগকে
নিমন্ত্রণ পূর্বক আনিয়া তাহাদিগকে এই মৃত মনুষ্যের তাবৎ কৃত
ক্রিয়ার বিচারার্থ নিযুক্ত করিলে তাহারা সমস্ত কর্মের বিচার
করিত; কিন্তু জাতি বিষয়ক কোন কথা কহিত না, কেননা মিসরীয়
লোকেরা সকলকে কল্যাণ জান করিত। অন্তর বিচারিত হইলে এই
ব্যক্তি ধার্মিক ছিলেন যদি এমন বোধ হইত, তবে তাহার নাম
প্রকার প্রশংসা পূর্বক পুস্ত্র নির্মিত কবর দিয়া দেবতাদের নিকটে
প্রদান বিষয়ক গান ও ধন্যবাদ এবং এই ব্যক্তির যেন স্বর্গবাস হয়
এমন প্রার্থনা করিত; কিন্তু এই মরা মানুষ কোন দোষগুণ কিছা খণ্ডী
এমন সুস্থির হইলে কবর না দিয়া গৃহের মধ্যে কোন বিশেষ স্থানে
তাহাকে নিঃশ্রুণ করিত। কিন্তু কখনও এমনও হইয়াছে, যে তদাশ
জাত কোন ব্যক্তি ধন পাইয়া সেই ধনেতে ঋণশোধ দিয়া এই শবের
কবর দিত।

সকল বিদ্যার নাম মাত্র কহিলেই বোধ হয়, যে সে সকল বিদ্যা
মিসরীয় লোকদের ছিল, কিন্তু বিলক্ষণ রূপে বিবেচনা করিতে গেলে
এমন কতক গুলি বিদ্যা আছে, যে কেবল তাহার নাম এবং
সূত্র মাত্র জানিত, এখনকার মনুষ্যদের মত সঙ্গুল্লরূপে জানিত না।
কিন্তু তথাপি তাহারা এই জন্য আমাদের মান্য, যে অন্য দেশীয়
ব্যক্তির যখন ঘোরাঙ্ককারাবৃত ছিল, তখন তাহারা তাহাদিগকে
বিদ্যারূপ দীক্ষি পুদান করিত।

পরিমাণ বিদ্যা বিষয়ে আমরা তাহাদের প্রশংসা করি, কেননা তাহারা আপনাদের নিরূপিতাক্ষপাতানুসারে নদীর সকল চড়া ও ভূমির সীমা নির্ণয় করিতে পারিত, কিন্তু অগম্য স্থল মাপিতে পারিত না। আর তাহাদের অঙ্কবিদ্যা এমন ছিল, যে নিজস্ব সংসারের আর বায় ও ব্যবসায়ের হিসাব করিতে পারিত। আর জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে তারা গণের গমনাগমনের পথ জ্ঞাত হইয়া গণনা পূর্বক বৎসর ও মাসাদির স্থির করিত। আর জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা করিবার উপযুক্ত স্থান যে ঐ মিসর দেশ সেসতা, কেননা সেখানকার আকাশ অতি নির্মল, এবং সে স্থল সমভূমি, সুতরাং আকাশে দূর দৃষ্টি হইতে পারে; কিন্তু এখনকার জ্যোতির্বেত্তারা সপুমাণে যে সকল বিষয় স্থির করিয়াছে তাহা তাহাদের সঙ্গে তুলনা করিতে গেলে বোধ হয়, যে তাহাদের অপেক্ষা ঐ মিসরীয় লোকেরা ঐ শাস্ত্র অত্যন্ত মাত্র জানিত। আর জাতকাদি গণিতবিদ্যায় তাহারা অত্যন্ত রত ছিল, কেননা গৃহগণ যে মনুষ্যের ভদ্রাভয় ফলদাতা এই কথাতে তাহারা দৃঢ় বিশ্বাস করিত। অপর মৃত পর্বতের সিদ্ধান্তে যে সকল ছবি আছে তদ্বিষয় আর কোন ছবি পাওয়া যায় না, এবং ঐ সমস্ত ছবির আকার অতি কুৎসিত, ইহাতেই আমাদের বোধ হয় যে তাহারা চিত্র কর্মেতে নিপুণ ছিল না, তবে কি না যৎকিঞ্চিৎ জানিত এই মাত্র। আর তাহাদের দেশে এমন পুতিমা পাওয়া গিয়াছিল, যে ঐ পুতিমার স্বক দেশ পর্যন্ত বস্ত্রাচ্ছাদিত এবং গলাবধি পাপর্যন্ত ক্রমে সজ্জা। আর উক্ত আছে, যে কেহ পুতিমার পা ও কেহ বা হাত এবং কেহ বা মস্তক এইরূপে অনেকে এক মূর্তি নির্মাণ করিত; ইহাতে অতি কুৎসিত হইয়া উচিত, কেননা এক কর্ম্ম পাঁচ জনে করিতে গেলে যত সুন্দর হয় তাহাতো বৃদ্ধিতে পার। এইরূপ পুতিমা দেখিয়া বোধ হয়, যে তাহাদের চিত্র কর্মে যেমন নৈপুণ্য ছিল তেমনতারিতেও তেমন।

চিকিৎসা বিদ্যাবিশয়েতেও হেতু পুতিবদ্ধকথারা উত্তম রূপে বিদ্যা হইল না, কেননা তাহাদের এক নিয়ম এই প্রকার ছিল, যে কোন চিকিৎসক এক রোগ ব্যতিরিক্ত অন্য রোগের চিকিৎসা করিতে পারিবে না। আর তাহাতে যে ঔষধ নিখিয়াছে, সেই ঔষধ ভিন্ন অন্য কোন ঔষধ সেবন করাইতে পারিত না। যদিপি অন্য ঔষধ সেবন করাইলে ঐ রোগের মরণ হয় তবে তদেশীয় রাজকর্তৃক সেই চিকিৎসকের প্রাণদণ্ড হইত। এই রূপ পূর্বজি ব্যবস্থাতে দুই দোষ জন্মাইল। প্রথমতঃ বৈদ্য এক রোগ ব্যতিরিক্ত অন্য রোগের চিকিৎসা জানিত না, অতএব সকল পীড়াই ঐ ঔষধের দ্বারা জানিয়া তাহাই সেবন করাইত। সুতরাং রোগোপশম দূরে থাকুক বরঞ্চ বৃদ্ধি হইত। দ্বিতীয় এত, যে প্রাণদণ্ড ভয়ে একো-ষধ ব্যতিরিক্ত সেবন করাইতে পারিত না, এ কারণে অন্যান্য ঔষ-ধের গুণ পরীক্ষা হইত না, এই জন্যে তাহারা তদ্বিশয়ে নিপুণ রূপে খ্যাত না হইয়া বরঞ্চ তাহাদের অক্ষমতা প্রকাশ হইত। আর তদেশীয় রাজা চিকিৎসককে বেতন দিতেন। আর তাহারা মৃত শরীরকোম দ্রব্যাদ্বারা লেপন করিয়া শত ২ বৎসর অমনি রাখিতে পারিত; অতএব ঐ বিদ্যাদ্বারাতে ব্যবহৃত বিদ্যা, কি না অত্র চিকিৎসাও সুন্দর রূপে হইবার পথ ছিল, কিন্তু বোধ হয় তাহাতে বড় উপকার হইত না।

ঐ মিশর দেশে অতি পূর্ব পূর্বকালাবধি বাণিজ্যাদি অতি সুন্দর রূপে চলিয়া আসিতেছিল। ঐ দেশের নীল নামে নদীদ্বারা তদন্তঃ-পাতি সকল দেশে ও নগরেতে অনায়াসে ব্যবসায় চলিত; এবং মিশর দেশেহারা অনেক খালের দ্বারা নানা দেশ মহারথাদি উত্তীর্ণ হইয়া গুফসমুদ্রের সঙ্গে মিলিত যে ঐ নীল নামে নদী, তদ্বারা নানা গুহ্ম ছাড়াইয়া ভূমধ্যসু সাগরে পড়িয়া বহু দূর দেশীয় লোকদিগের সঙ্গে পরম সুখে ব্যবসায় করিত। আর ভারত বর্ষ ও আরব দেশহইতে যে সকল বহু মূল্য দ্রব্য বড় ২ শকটের দ্বারা ঐ মিশর

যেমন জাইবাম, সেনা সকল এবং আর অনেক পান্যাদি ইউরপীয়েরা
দক্ষিণ দেশে পাওয়াইত, কারণ সেই সকল দেশে তখন অল্প পান্যাদি
ব্যবহৃত।

মিশর দেশীয় লোকদের যুদ্ধ কর্তে পারগতা ও বিজ্ঞতা
ছিল। কন্যামা দেশীয় লোকেরা তাহাদিগকে কোন প্রকারে আক্রম
করিতে আসিতে পারিত না, কারণ মিশর দেশ নানা বনোপবন-
প্রাণ ও মাংস পর্যন্তদ্বারা বেষ্টিত হইয়া দুর্গের ন্যায় প্রকাশ পাইত,
সুতরাং তাহারা গরম সুখে কাল যাপন করিতে পারিত। কিন্তু অসংখ্য
দেশীয় লোকদের মত স্বভাবতঃ এক ক্ষণ যুদ্ধবাহিরের তাহারা
স্বাধীনতে পারিত না। বিশেষতঃ তাহাদিগের সৈন্যমধ্যে অসংখ্য
সিংহাদি ও তিশয় যোদ্ধা ছিল।

মঙ্গল দেশীয় লোকদের মধ্যে যে রূপ সংস্কৃত ও প্রাকৃত এই দুই
প্রকার ভাষা আছে, তদ্রূপ তাহাদেরও দুই ভাষা ছিল, এক ধর্মবিষ-
য়ে অপর কথ্যরণ জ্ঞানবিষয়ে। কিন্তু এই ধর্মভাষা আরবার বিদ্যা ছিল,
এক অতি গোপনীয়। ফলতঃ, নজ্জাদি বিষয়ে তাহার ব্যবহার ছিল,
আর হেবল পুর্বোক্ত বাতিরেকে কেহই এ কথা জ্ঞাত ছিল না;
অন্য প্রকারে সে স্থানের প্রাচীন লোকের বংশোদ্ভূত যে কপটি
লোক তাহাদের জানিত। এবং তাহাদের কথাও ন্যায় লিপিও দুই প্রকার,
পুথম কেবল মূর্তিতে লেখা যাইত, তাহা এ দেশে স্তম্ভাদির উপরে
অদ্যাপি বিদ্যমান আছে; দ্বিতীয় চিহ্নদ্বারা, সে কেবল সাধারণ বিষয়-
কর্মোপযোগি। অনুমান হয় যে এই অক্ষর সকল প্রায় চীন দেশের
অক্ষরের মত। কিন্তু পূর্বোক্ত যে কপটি লোক তাহারা যে কথা
জানিত তদ্বিষয় ভাষা ও লিপি এই উভয়ই একেবারে লুপ্ত হইয়া
গিয়াছে। অপর মিশর দেশের এই বিষয় ও এতদ্ভিন্ন আরও
অনেক বিষয় যুনানী লোকের ইতিহাসকর্তারা আমাদিগকে জানা-
ইয়াছেন।

তৃতীয় অধ্যায় :

মিশর দেশীয় রাজবংশাবলীর বৃত্তান্ত ।

মিশর দেশীয় নোতের তাৎপর্য ইতিহাসের যে কাল, তাহা তিন ভাগ করা গিয়াছে । তাহার প্রথম যৌন শত তিন বৎসরব্যাপক । কাল তাহার আদিতে মিনিষ নামক রাজা রাজ্যস্থাপক ছিলেন, কিন্তু শেষে কেমাইসিস নামক রাজা এই পূর্ণ স্থাপিত রাজ্য নষ্ট করিলেন । দ্বিতীয় বেসকবৎসর রাজার মত পর্য্যাপ্ত দুই শত দুই বৎসর, তৃতীয় ক্রিয়প নামক রাজার মরণ পর্য্যন্ত দুই শত তিন বৎসর । ইহার মধ্যে দ্বিতীয় জাগ যুগ্মানী নোতদের ইতিহাস । এবং তৃতীয় শতাব্দীর ইতিহাসে পাওয়া যায় : অবশ্য তাহা না নিখিয়া প্রথম ভাগের বিষয় নিখি তহি । মিশরীয় নোতদের ইতিহাসলেখকেরা বলেন, যে প্রথম ভাগ দেবগণ, ও উপদেবগণ, তাহার পর দৈত্যগণ ইত্যাদি অশান্তি বিশালি সভ্যবর্ষ সম্যক এই মিশর দেশে রাজত্ব করিয়াছেন ; কিন্তু একথা স্থাপন বোধ হয় না, কেবল গল্প মাত্র । যে সকল তাৎপদর সভ্য ইতিহাস সকল মানব রাজার কর্তৃত্বাবলি প্রকাশ হইয়াছে ।

পর্য্যাপ্ত কল্পিত এই দেবগণ ও উপদেবগণের রাজত্বকাল বিশালি সহস্র বর্ষ, তদনন্তর রাজবর্গের মধ্যে মিনিষ রাজা রাজত্ব পূর্ণ হইলেন । ইনি মিশরের শেষ ভাগে নিম্ন মত রাজা স্থাপিত ছিল, তাহার মধ্যে নাদা কটিইয়া এই ক্ষেত্র তখন শুষ্ক করিয়া সম্যক রাখা গেলেন, এবং নীল নদীর শৌচ ক্রিয়াইয়া তদনন্তর বিস্তার উপকার করিলেন । আর এই দেশের লোকদিগকে প্যালেংকিকোপদেশে দিয়া পর্য্য বিয়য়ক পর সকল স্থির করিলেন । অপর তদনন্তর পঞ্চাশ জন পর্য্যাপ্ত এই রাজা ভোগ করিলেন ।

অনুমান হয়, যে এই মিশর রাজার উত্তরাধিকারিদেব রাজত্ব কালীন মিশর দেশ ঐশ্বর্য্যাবিত ও সুশোভিত ছিল । পশ্চিম দেশ হইতে এক জাতি আসিয়া আক্রমণ পূর্বক এই উৎকট রাজ্য

হুজুত করিয়া লওয়াতে রাজ্যের সৌন্দর্য্য লুপ্ত হইয়া গেল। আর ইতিহাসরচকদের লিখনানুসারে বোধ হয়, যে ঐ জাতি অত্যন্ত অসভ্য, এবং তাহাদের ভূপতিরাও এমনি দুরাত্ম, ও নির্দয়, যে তাহারা কেবল লুট ও খুন ও আরও উপদ্রব করিতে রত ছিল। আর যে দেশ অধিকার করিয়া লইত তাহার নাম যাহাতে একেবারে লোপ পায় এমন কর্ম্ম ঐ পাপিষ্ঠদের আশংসিত ছিল। অপর তাহাদের নাম ছিল রাখাল রাজা : কেননা তাহারা মাঠে পশুচারণ করিয়া বেড়াইত এমন বোধ হয়। অপর তাহারা যিশেরেতে যে কত দিন পর্য্যন্ত প্রভুত্ব করিল, তাহা জ্ঞাতসার নয়, কিন্তু শেষে তাহারাও পরাভূত হইয়া তদেশের এক কোণে আটকান ছিল। অনন্তর কতক শুলা সেখানে হইতে ছিন্নভিন্ন হইয়া স্বদেশে পলাইল, আর কতক বা ঐ মিশর দেশীয় লোকের সহিত মিলিত হইয়া রহিল।

মিশরনিবাসিরা ঐ শত্রুগণকে জয় পূর্বক দূর করিয়া দিয়া যেই স্বীয় রাজগণের পূজা হইয়া রহিল, ক্রমেতে ঐ রাজাদের বিবরণ দেখা যাইতেছে। প্রথমে বুয়াইরিস নামক যে রাজা তিনি তিনিস নগরের পত্তন করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। পরে উবাইমণ্ডিসরাজা রাজ্যাতিথিত হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন, এবং তিনি এমন বিক্রমাব্ধিত ছিলেন, যে কাফরী লোকদের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে চারিলক্ষ পদাতিক ও বিশ হাজার অশ্বরূঢ় সৈন্য প্রস্তুত করিলেন; আর অনেক প্রাসাদ নির্মিত করাইয়া আশ্রয়ার্থে পূর্বক আপন মুখ হইতে এই বাক্য নির্গত করিলেন, যে কোন ব্যক্তি যদ্যপি আমার ঐশ্বর্য্যদেষ্টা হয়, তবে মৎকর্তৃক যে সকল কর্ম্ম হইয়াছে তাহার মধ্যে একটা করিয়া উঠুক দেখি। এবং তিনি আপনার উপাধি রাজাধিরাজ রাখিয়া অনেক বারাগু ও মন্দির, এবং নিজকবর, এই সকলেতে ও আরও অনেক গৃহাদিতে মেম্বিস নগর সুশোভিত করিলেন। এতদ্বিষয়ে তাহার একটা বিশেষ প্রশংসা এই, যে তৎকর্তৃক নির্মিত যে অট্টালিকাদি সে সকল বহু এবং

সৌন্দর্য্যযুক্ত ছিল। তাহার পূর্বাঙ্গের রাজবর্গের এরূপ ছিল না, কেননা এই সকল রাজাদের ইহাদি প্রস্তুত এবং উচ্চ হইলেই হইত, কোন সৌন্দর্য্যের বিচার ছিল না। অপর তিনি এক পুষ্টকাগার প্রস্তুত করিয়া তদ্বারে ইহাই ঘনের ওষধ, এই নিগি সংস্থাপন করিলেন।

পরে তাহার উত্তরাধিকারী কিয়ৎ সংখ্যক রাজ কর্তৃক এই তিনিস নগর অতি বিস্তৃত ও বিভূষিত হইল। পরন্তু মিশর দেশে জী নৈক-দের মধ্যে সর্ব প্রথমে নিটোক্শ রাণী কি প্রকারে রাজত্ব ভার পাইয়াছিলেন? না, সেখানকার পুজা লোকেরা তাহার ভ্রাতাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া এই রাজীকে রাজমুকুট দিয়া রাজ্যাভিষিক্ত করিল। আর তিনি সূর্য্যশেষে এবং গৌরবর্ণে ও অল্প সৌন্দর্য্যেতে পরম সুন্দরী ছিলেন বটে, কিন্তু তাহার নিষ্ঠুর স্বভাব ছিল, তৎ প্রযুক্ত যে রূপ অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন, তাহা লেখা যাইতেছে। যে সকল প্রধান লোকের আনুকূল্যে রাজ্য পাইয়াছিলেন, তাহাদিগকেই কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাজত্ব ভোগ করিতে লাগিলেন। অপর মিশর দেশের মধ্যে যে কতকগুলি পুস্তুর নির্মিত হুহু ২ স্তম্ভ আছে, তাহার মধ্যে একটা তৎকর্তৃক নির্মিত ছিল।

পরে এই রাজ্ঞী অবধি করিয়া মিরিষ নামধেয় রাজা পর্য্যন্ত দ্বাদশ পুরুষ ছিল, এবং মিরিষ নামে যে জন তাহা এই মিরিষ রাজা কাটাইয়া স্বনামে খ্যাত করেন। আর অনেক ইতিহাসবেত্তারা কহিয়াছেন, যে তিনিই খ্যাতি্যাপন নিষোজ্রীশ নামক রাজার অব্যবহিত উদ্ভাধিকারী ছিলেন। অপর তাহার পুত্রের জন্ম দিবসে যত বালক জন্মিল, তিনি সেই সকলকে আনয়ন পূর্ব্বক আপন সম্মানের সহিত রাখিয়া দিলেন, কেননা তাহারা যেন সমভাবে প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হয়; ইহার ভাব এই, যে তাহাদের বাল্য কালাবধি একত্র থাকিয়া সঙ্গ্য হইলে যৌবनावস্থায় যখন তাহার পুত্র রাজত্ব প্রাপ্ত হইবে, তখন উহাদিগের মধ্যে কেহ তাহার বিধ্বস্ত মন্ত্রী ও কেহ বা রাজপ্রিয়ক সৈন্য হইবে।

সিযোস্ত্রীশ রাজা পিতার অনুমতি ক্রমে লিবিয়া দেশের সর্প ও হিংসুক ভয় সকল নষ্ট করিতে এবং আরবি লোকের সহিত সংগাম করিতে প্রথম যুদ্ধযাত্রা করিলেন, এবং তাঁহার এমনি স্তম্ভ যাত্রা ছিল, যে তৎ কথ্য সকল করিয়া অন্য দেশ জয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া মনে ২ এ প্রকার সাহস কবিলেন, যে পৃথিবী মণ্ডল একাকী জয় করিতে পারিতাম্ভ নহে নিজ রাজ্যের স্বৈর্যা করিতে তাবৎ প্রজা যেন তাঁহার ভয় ও ভক্তি প্রাপ্ত, তদর্পে দান ও লোভের প্রতি অন্যাহ প্রকাশ, এবং উপহাসের অপবাদ ভয়, যাহা খাত বদ্বিত্যক নিঃ প্রত্যাহা প্রকাশ করা ও নির্ভীতমান, প্রত্যাহা কাপায়ের সাধারণ সকলের সঙ্গে শিষ্ট ব্যবহার করা, এই সকলোই ছিলেন। আর ছত্রিশ জনকে রাজ্যাধ্যক্ষ করিয়া তাহাদের উপর আপন ভূতাকে কর্তা করিয়া দিয়া আরবার যুদ্ধ করিতে চলিলেন।

আর সম্মান পাইয়া এক বাকাতার থাকিলে সেনাপতির যে পরাক্রম বাবে সিযোস্ত্রীশ রাজা ইহা স্থির জানিয়া জল ও মলম্ভ যত সৈন্য ছিল তাহার মধ্যে প্রধান ২ বাহিন্যক বাহিন্যা করিয়া বিশেষ ২ সেনাধ্যক্ষতা পদে নিয়োগ পূর্বক মল সংস্থাপন করিলেন। আর তাঁহার সৈন্য সমূহের কথা কি বলিব, জলেতে এত অসংখ্য লোক ছিল, যে তাহাদের কাছাকাছ সকলেতে সমুদ্র প্রায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। পরে রাজা সর্বোপরিষ্ঠ অধিপতি হইয়া কখন হিন্দী সাগরে, ও কোন সময়ে ব ভূমধ্য সাগরে, এক কালক্রমে ত্রেম দেশাবধি গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত ভূমধ্য সাগর প্রবেশ শত্রু নিকটে বিজয়ী হইয়া দেশ প্রদেশের স্বাধীন জয় বিজয় সংস্থাপিত করিয়া তদুপর ভাগে লিখিয়া দিলেন, যে সিযোস্ত্রীশ রাজাধিরাজ ও প্রভুদের প্রভু, আপন ভূজবলেতে এতদেশ পরাভূত করিলেন। সেই স্তম্ভ ওলা চরনের পরেও বহুকাল পর্য্যন্ত ছিল। এই রূপে তিনি নয় বৎসরের মধ্যে বহু দেশ অধিকৃত করিয়া সেই ২ স্থান হইতে অনেক লোককে দাস করিয়া লইয়া মৎকালে মিশরে পুনঃ

বাহুড়িয়া আইলেন, তৎকালে তাঁহার ভ্রাতা আবমাইস কিয়া দানোজ সাহাকে বলে, যে তাঁহার দেশান্তর গমন করিতে রাজত্ব চালাইতেছিল, সেই ঐ সিম্বোড্রীশের বশেষ্চুক হইয়া যে সময়ে রাজা শয়নাগারে ছিলেন, সে সময়ে ঐ গৃহে অগ্নি প্রদান করিল; কিন্তু ঈশ্বরের ঘটনাতে রাজা পলায়িত প্রাণধারণ করিলেন। অনন্তর তিনি ঐ প্রাণদণ্ডে ভ্রাতাকে দণ্ডার প্রদান না করিয়া দেশান্তরে দূর করিয়া দিলেন, তাহাতে সে ব্যক্তি কুমানি দেশে গিয়া গেল; পরন্তু এখানে রাজা যে কাল পর্যন্ত শরীর ধারণ করিলেন, তাহার মধ্যে মিশর দেশ দূর্য্যেত শত্রু ও বিভ্রমিত করিলেন।

সিম্বোড্রীশ রাজার পরাজিত রক্তগণের পুতি যে রূপ ব্যবহার ছিল, তাহার উপর দৃষ্টি করিলে বোধ হইতে পারে, যে আর ২ সাধারণ পরাভূত ব্যক্তিদের পুতিও নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছিলেন। দেখ, কোন সময় তিনি ঐ রাজাদিগকে অশ্ব সাজাইয়া আপন রথ-তে যুক্তিয়া বেড়াইতেন। তাহাতে এক দিবস তাহাদের মধ্যে এক জন দাস ভূপ চিন্তিত ও ম্লান বদনেতে ছাড় বাকাইয়া এক দৃষ্টিতে রথচক্র বারম্বার দেখিতে লাগিলেন। ইহাতে সিম্বোড্রীশ রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে তুমি কি জন্য এমন করিয়া চাকা দর্শন কর? তাহাতে তিনি এই উত্তর দিলেন, যে হে মহারাজ, এই চক্রের পরিবর্তন দেখিয়া আমি স্থির করিলাম, যে চক্রস্থ কাষ্ঠ যেমন নীচে পড়িতেছে, পুনরায় ঐ কাষ্ঠ উপরে উঠিতেছে, তেমনি জানিবা মনুষ্যের অবস্থা। দেখ, অদ্য সিংহাসনোপবীত রাজ নম্রম যুক্ত যে ব্যক্তি সেই আর বার কল্য দাসত্ব ও অপমান প্রাপ্ত হয়। এই হিতোপদেশ বাক্যেতে মহারাজ নমুচিন্ত হইয়া তদবধি ঐ দহ ও অপমানের কৰ্ম্ম ত্যাগ করিলেন। পরে ঐ সিম্বোড্রীশ রাজা বৃদ্ধাবস্থায় অস্থ হইয়া আত্মঘাতী হইলেন।

তৎপশ্চাৎ যাহাদের মধ্যে অন্তিম রাজা বড় উপজীবী ছিল, এমন মিশরীয় অনেক রাজা গত হইলে মিশর দেশস্থ লোকেরা কৃষ্ণ

দেশোদ্ধৃত যে একটাইশনিষ্ট তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিল; তাহাতে তিনি দেশে যেন কোন প্রকারে অন্যায় না হয়, এতদ্ব্যতীত উৎকট রূপে দেশ শাসিত করিয়া মিসর ও সিরিয়া এই উভয়ের সম্যাহিত অথচ মিশরের প্রান্তভাগ যে রিনোকলুরা নামক নগর, তাহা লোকেতে পরিপূর্ণ করিলেন; সে কি প্রকারে, না যত্নেতে নানা অনুসন্ধান পূর্বক দেশ প্রদেশের ডাকাইত ধরিলেন, এবং তাহাদের চিরস্থায়ী অপমান সূচক নাসিকাচ্ছেদন রূপ দণ্ড প্রদান করিয়া ঐ স্থানে পাঠাইয়া দিলেন, সেখানকার ভূমি সকল উর্বরা কিন্তু জল অতিশয় লবণাক্ত ও তিক্ত। অনন্তর সমস্ত উপায় দেখান যে দুর্দশা। সে তাহাদিগকে শরদারা শক্তি মারনের উপায় শিক্ষাইল, তাহাতে তাহারা সময় বিশেষে তদনুশীল্যে যে বাটুয়া পাকি সকল, তাহাদিগকে মারিয়া ভোজন পূর্বক প্রাণধারণ করিল।

একটাইশনিসের পর মেথিষ নামক ব্যক্তি মিশরীয় লোক কর্তৃক মনোনীত হইয়া রাজ পদস্থ হইলেন। পরে যাহাতে যুরাণ কিরণ পথ সমস্ত আছে, এমন এক বৃহৎ বাটী বিশেষ প্রস্তুত করিলেন। এই রাজ্যের কাল প্রাপ্তি হইলে পর পঞ্চম পুরুষ পর্য্যন্ত দেশ অরাজক হইয়া বহিল, পশ্চাৎ মেনিশ নামধেয় এক জন নীচ জাতি রাজ সঙ্কল্প প্রাপ্ত হইয়া সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন।

মেনিশের উক্তরাধিকারী যে রেমফিষ্ কিম্বা রেমসিনাইটস্ তাহাকে বলে তিনি অত্যন্ত কৃপণ ছিলেন, এই হেতুক অর্থ সংস্থাপনার্থে একটা শক দুর্গ প্রস্তুত করাইয়া অনুমান করিলেন, যে কাহারো ক্রমতা নাই যে এখানে আইসে। তখন আপনীর সুবর্ণাদি ধন লইয়া ঐ স্থানে রাখিলেন। পরন্তু এক দিবস তথায় গিয়া দেখেন, যে পূর্বাপেক্ষা মূদ্রাদির অল্পতা হইয়াছে। ইহার বীজ এই, যে রাজ মিস্ত্রি কর্তৃক ঐ ধনভাণ্ডার গুপ্তিত হইল সেই এক খান বৃহৎ প্রস্তর এমন কল করিয়া সেখানে স্থাপিত করিয়াছিল, যে

এক জনে তাহা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ পূর্বক বাহির হইয়া পুন-
রায় তদ্রূপে রাখিতে পারে, যাহাতে অন্য কাহারো সন্ধান
পাইবার সম্ভাবিতা ছিল না; সেই পুকারে ঐ মিস্ত্রি ধনাগারে
প্রবেশ হইয়া চুরি করিত। পরে আপন অধিম কালে ঐ স্তম্ভ কঁথা
দুই পত্রকে জানাইয়া প্রাণত্যাগ করিল। অনন্তর তাহার সম্মানেরও
আপন পিতৃ ব্যবসায় চালাইতে লাগিল, ইহাতে রাজা ধনের
অল্পতা দেখিয়া অবশ্য কেহ আমার বিত্তাপহরণ করে, ইহা জা-
নিয়া ঐ ধনঘড়ার চতুষ্পার্শ্বে ফাঁদ পাতিয়া রাখিলেন: পক্ষাৎ ঐ
দুই জন চোর নিয়মানুসারে নিঃশঙ্ক হইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া
মাত্র প্রথমগত ব্যক্তি ফাঁদে পড়িয়া বদ্ধ হইল, এবং পলাইবার
কোন উপায় না দেখিয়া আপন ভ্রাতাকে কহিল, যে হে ভাই,
আমার মন্তক ক্ষেদন করিয়া লইয়া পলায়ন কর; কেননা ইহাতে
কেহ আমাকে চিনিতে পারিবে না; অতএব তোমার উপরেও
কোন আপদ ঘটবে না। এই কথা শ্রবণেতে উহার ভাই ভীত হইয়া,
তদ্রূপ করিয়া পুস্থান করিল। তৎ পর দিনে ভূপতি সে স্থলে আগমন
করিয়া দেখিলেন, যে একটা ছিন্ন মন্তক শরীর পড়িয়া আছে,
তাহাতে তদ্বিষয়ের কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না।

রোমকিস রাজার পরে আট জন রাজার অধিকার গত হইলে
যাহার নাম থিয়োপস তিনি রাজত্ব পাইয়া সিংহাসনোপবিষ্ট
হইলেন, এবং শির দেশে যে কতক গ্রাম নৃহৎ ২ চতুষ্কোণ স্তম্ভ
স্থাপিত আছে, তাহার মধ্যে একটা তিনিও নির্মাণ করান, ও তাঁ-
হারি উত্তরাধিকারী ছিলেন মাইবিরাইগস্।

ঐ মাইবিরাইগস্ রাজার অধিকারের পর ইতিহাসানুক্রমে জেরি-
ফাক্স রাজার বিবরণ লেখা যাইতেছে। তিনি পরিমিতাহারে
সুখ্যাভ্যাপন্ন হইলেন, ঐ পরিমিত ভোজন যে ঘটনাতে হইয়া
উঠিল, তাহার বিবরণ এই, যে তিনি আরবি লোকের সহিত সমর
যাত্রায় পুস্থান করিয়া তৎ স্থানে সুখাদ্য অব্যাব্য প্রযুক্ত আপনি

সৈন্যে বিদ্বাদ্ কদর্যা সামগ্ৰী কিঞ্চিৎ কাল ভোজন করিলেন; তাহাতে রাজা অন্তঃকরণে হির করিলেন, যে সামান্য ভ্রুণেতেই যদি প্ৰাণ ধারণ হইতে পারে, তবে বিশেষ উৎকৃষ্ট ভোজনের প্রয়োজন কি? ইহাতে উত্তম ভোগের নিষ্ফল্যোজনতা জানিয়া আপনি তাহাতে ক্লান্ত হইলেন, এবং আজ্ঞা দিয়া অধিকারস্থ তাবৎ লোককেও নিবারণ করিলেন। ইহাতে তাঁহার যশের কারণ এইটী হইয়া উঠিল, যে অন্য ব্যক্তি এমন বিপদগ্ৰস্ত হইলে পরে অতিরিক্ত সুভোজনেতে পূর্ব ক্লেশ নিবারণ করিত, কিন্তু তিনি বিস্তর সুখাদ্য বস্তু পাইয়াও তাহা না খাইয়া ঐ রূপে কাল যাপন করিলেন।

ঐ জেনিফাক্টসের সম্ভান যে বখোরিস তিনি রাজ্যাধিপতি হইয়া জ্ঞানবান্ নামে বিখ্যাত ছিলেন; কারণ এই, যে তৎ কর্তৃক উত্তমোত্তম ব্যবস্থা সকল নিরূপিতা হইল। তাঁহার উত্তরাধিকারী আসাইখিস যিনি ঋণবিষয়ে পূর্বোক্ত নিয়ম স্থাপিত করেন; সে নিয়ম কি প্রকার, না যে ব্যক্তি ঋণগ্ৰহণ করিত, তাহাকে আপন পিতার মৃত দেহ বন্ধক দিতে হইত, পরে যাবৎ পর্য্যন্ত ঐ ঋণ পরিশোধ না করিত, তাবৎ পর্য্যন্ত তাহার পিতৃ দেহের ও আজ্ঞা দেহের কবর হইত না। এই আসাইখিসের পঞ্চত্ব হইলে পর কোন রাজা জয়যুক্ত কেহ বা রাজ্যচ্যুত কেহ ২ বা রাজ্যাধিকারী হইয়াতে বহুকাল এই রূপে রাজ্যেতে উপদ্রব জন্মিল। অবশেষে এককালীন দ্বাদশ ব্যক্তির রাজত্ব প্রাপ্তি ও সিংহাসনাধিষ্ঠান হওয়াতে পূর্বোক্ত রাজ্যরীতি লুপ্ত হইয়া গেল।

ঐ দ্বাদশ ব্যক্তি রাজ্যাধিপতি হইয়া শক্তিক্রমে আপন ২ পদ রক্ষা করিতে যতুবান্ হইল। আর তাহাদের পরস্পর এতদ্বিষয়ে বড় ভয় ছিল, যে ইহার মধ্যে কোন জন পাছে আমার বিরুদ্ধে উঠিয়া রাজ্যগ্ৰহণ পূর্বক বহিস্কৃত করে। পরে কিঞ্চিৎ কাল গত হইলে একাদশ জন এক বাক্যতা পূর্বক সামৈতিকদের বিরুদ্ধে উঠিয়া তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া দূর করিয়া দিল; অনন্তর ঐ ব্যক্তি অন্য

কোন প্রবল লোকের সাহায্যে আপন রাজত্বহারক যে একদশ ব্যক্তি তাহাদিগকে আক্রমণ পূর্বক জয় করিয়া একাকী সিংহাসনোপনিষ্ট হইয়া কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। পরে নমুতা ও দানশীলতাতে আপন প্রজাদের সন্তোষ জগাইতে চেষ্টা করিত হইলেন, এবং বিদেশস্থ লোকদিগকেও হেয় জ্ঞান না করিয়া বরং তাহাদিগকে সমাদর পূর্বক যে যেমন লোক তাহাকে তেমনি সম্মান প্রদান করিতে লাগিলেন। ও সচরাচর বাণিজ্য চলিবার জন্যে সমুদ্র তীরস্থ যে নগর, তাহাতে অন্য দেশীয় লোককে জাহাজ লইয়া গমনাগমন করিতে আজ্ঞা দিলেন; ইহাতে ব্যবসায় উত্তম রূপে চলিতে লাগিল। আর প্রথমতঃ নীল নদীর উৎপত্তিস্থান যে কোথা তাহার অন্বেষণ করিলেন, এবং মিশরপ্রাপ্তিদের মধ্যে তিনি মদিরা পান করিতে আরম্ভ করিলেন। আর তাবদ্ভাষার মধ্যে কোনটা আদি ভাষা ইহা জানিতে এই উপায় ছিন্ন করিলেন, যে দুইটী ছোট বালককে নির্জনে রাখিব, যেখানে অন্য কোন মনুষ্যের শব্দ মাত্র শুনিতে না পায়; তাহাতে যে ভাষা ঐ বালকেরা অগ্রে উচ্চারণ করিবে তাহাই হইবে আদি ভাষা, এই সুস্থির করিয়া তদ্রূপ করিলেন। শেষে দুই মাসের পর ঐ দুই জন বালক বেকোষ এই বাক্য উচ্চারণ করিল, ইহার অর্থ ফিগিয় ভাষায় রুটী; ইহাতে তিনি নির্ণয় করিলেন, যে সকল হইতে ফিগিয় লোক প্রাচীন।

উক্ত আছে, যে পূর্বোক্ত রাজগণের উত্তরাধিকারী যে ফেরোনি-কো, তাহার রাজত্ব ভোগকালীন মিশর দেশীয়েরা ফিনিকিয় লোকের সহায়তায় ভরসা পাইয়া জাহাজদ্বারা সুফ সাগর হইতে যাবেল মণ্ডল নামক যে এক ক্ষুদ্র সোঁতা, তাহা অবলম্বন করিয়া আফ্রিকা দেশের উত্তরাঞ্চল বেষ্টন পূর্বক উত্তমাশাখ্য অতুরাপ বেড়িয়া জিব্রালতর নামক ক্ষুদ্র সোঁতা দ্বারা মধ্যস্থ সমুদ্রে উপনীত হইল। তথায় তিন বৎসর গত হইলেন আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিয়া স্বদেশে পুনশ্চ প্রবেশ করিল।

যৎ কালীন ফেরোনিফো নামক রাজার জাহাজ সমূহেতে মধ্যস্থ সাগর ও আরব মোহানা ব্যাপ্ত হইল, তৎকালীন তাঁহার সৈন্য সকল আসরীয় রাজ্যনাশক যে মিডীয় ও বাবেলীয় লোক, তাঁহাদের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিল, তাহাতে ঐ রাজকর্তৃক ফরাৎ নদীর তীরে মিডীয় লোক পরাজিত হইল। পরে যিহদী আহাজ নামক রাজাকে পরাস্ত করিয়া শেষে নেবুখদনেজর নামে যে বাবেলের রাজা তৎকর্তৃক পরাজিত হইলেন।

অনুমানে জান হয়, যে ফেরোনিফোর পুত্র যাঁহার নাম পসামিষ তিনি সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া পিতৃকৃত সমরে নিরস্ত হইলেন। আর তিনি যে জানবান্ ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; এতদ্বিষয়ে অতি খ্যাতি্যাপন্ন ছিলেন, যেহেতুক য়ুনানী লোক রাজনির্গত আলিম্বিক নামে যে খেলা, তাহার নিয়মের উপদেশ গৃহণার্থে তৎসমীপে এক দূত প্রেরণ করিলে পর, তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে এ ক্রীড়ায় যাহারা মধ্যস্থ হইয়া বিচার করে, তাহাদিগকে সেই খেলা করিতে দেও কি না? ইহাতে দূত উত্তর প্রদান করিল, যে হাঁ, তাহারাও ঐ খেলা করে বটে। তখন রাজা কহিলেন, যে তাহারা তবে অকর্তব্য কর্ম করে, কেননা পরকে আত্ম তুল্য দেখিতে হয় এই যে কর্ম, তাহার ব্যাখ্যাত করে; তাহার বোজ এই, যে ব্যক্তি যৎকর্মেতে মধ্যস্থচরণ করে সে যদি আপনি তৎকর্মেতে প্রবৃত্ত হয় তবে স্ব দেশস্থ লোকের প্রতি গণতা হইতে পারে।

আপ্লাইস, কিম্বা ফেরোহফা যাহাকে বলে, তিনি অতিশয় যুদ্ধে নিপুণ হইয়া বাবেল দেশীয় লোকদের সঙ্গে যে সমরে পসামিষ নিবৃত্ত ছিলেন, তাহাতে তিনি পুনশ্চ প্রবৃত্ত হইলেন, এবং সোর ও সোদন আর সিপিওট লোকের বিরুদ্ধে অসংখ্য সৈন্য সমুদ্রপথে ও ভূমিপথে যুদ্ধে পাঠাইলেন। পরে বাবেল দেশাধিপ যে নৌবকদনেসর তাঁহার বিরুদ্ধে যিহদীদিগকে সংগ্রামে নিযুক্ত করিয়া পচাৎ উহাদিগকে প্রতারণাপূর্বক ত্যাগ করিলেন, কিন্তু আপন দেশে উপ-

পূর্ব হওয়াতে এই দৃষ্টান্তের প্রতিকল প্রাপ্ত হইলেন। আর নিজ সৈন্যগণকে বিরক্ত করিয়াছিলেন, এতন্নিমিত্তে তাহার এক যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তাঁহার এই প্রকার অপবাদ দিল, যে ইনি আমাদিগকে ভয়ঙ্কর যে যুদ্ধ ভূমি তাহাতে সংস্থাপিত করিয়া ছাড়িয়া গেলেন। আর আমাসিষ নামক যে তাঁহার এক জন সৈন্যাধিপতি ছিলেন, তিনি ঐ সকল ক্ষুদ্র সৈন্যের কর্তা হইলে পর আপুইস তাহাদের বিরুদ্ধে অন্য দেশীয় সৈন্যগণকে নিযুক্ত করিলেন; ইহাতে তাহার মহাপরাক্রমেতে যুদ্ধ করিলেও পরাভূত হইল, ও তিনি আমাসিষের হস্ত গত হইলেন।

আপুইস রাজার প্রাণরক্ষার্থে আমাসিষের বিস্তর যত্ন ছিল, কিন্তু লোকেরা তাঁহার বধেচ্ছু হইয়া অতিশয় শত্রুতা পূর্বক গল দেশ টিপিয়া প্রাণ বাহির করিল। আর আমাসিষ নীচ লোক ছিলেন, এবং রাজ্যাভিষিক্ত হওনের পূর্বে অভ্যাচারী ও দোষগুস্ত ছিলেন। আর চৌর্য্যভূমিতে বিস্তর ধন সঞ্চয় করিয়া অপকর্মেতে তাবৎ ব্যয় করিতেন, ইহাতে তিনি কতবার বিপদ সাগরে মগ্ন হইয়া তাহা-ইহাতে কেবল অশিক্ষিতা ও নির্লজ্জতা দ্বারা অনেকবার আশ্রয় চা করিলেন, এবং কখনও তাঁহার অধিকারস্থ প্রজাবর্গে উপযুক্ত রাজ সন্ধান প্রদান না করাতেও তিনি তাহাদের প্রতি বিরক্ত হইতেন না। এই রূপে কিয়দিন গত হইলে পর তিনি ইহা স্থির করিলেন, যে আমি নীচ জাতি প্রযুক্ত ইহারা আমার উপযুক্ত সম্মুখ করে না, ভাল এতদ্বিষয়ে আমি যে নিতান্ত অমনোযোগ না করি, তাহা তাহাদিগকে জ্ঞাতনার করাইব; এই মনস্থ করিয়া আজ্ঞা দিলেন, যে পাদপুঙ্খালনাথার এক বৃহৎ স্বর্ণ পাত্র তথ্য করিয়া তাহাতে এক প্রতিমা নির্মাণ কর, এবং নগরস্থ পুণ্ডিত দেবালয়ে রাখ, তদনুসারে তাহার ইহা করিল; পরন্তু লোকেরা তথ্য প্রস্থান পূর্বক ঐ প্রতিমার সম্মুখ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া তাহার পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইল। পর তিনি আপন মজ্জিবর্গকে এক এক করিয়া এতদ্বাক্য প্র-

লজ করিলেন, যে তোমাদের এই ক্ষণের আরাধ্য দেবতা অতি নীচ কার্য্য পাত্র হইতে নিশ্চিত হইয়াছেন, সেই পুকার আমিও পূর্বে নীচ স্থানে পতিত ছিলাম বটে, কিন্তু সম্মুখি তোমাদের রাজা হইয়াছি; অতএব আমার উপযুক্ত সম্মান দিতে যত্ববান হও।

আর ইনি যদ্যপিসাং পারসী দেশাধিপতি যে কেশ্বাসিসিষ তাঁহার ক্রোধ না জন্মাইতেন, তবে ইহার রাজ্য বহুকাল জীযুক্ত হইয়া থাকিত, তাহাতে কোন ব্যাঘাত হইত না। আর ঐ ক্রোধের বীজ এই রূপ উক্ত আছে, যে তিনি আত্ম কন্যাকে তাঁহার সহিত বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলেন না, কেননা তিনি আপন মনে বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন, যে আমার কন্যাকে কেবল উপপত্তীর ন্যায় করিয়া রাখিবে; ইহাতে পারসী দেশাধিপ অত্যন্ত কোপান্বিত হইয়া বিস্তর সৈন্য প্রস্তুত করিয়া ঐ মিশরের রাজার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন, এবং উহারি প্রধান সেনাপতি সকলের ভেদ জন্মাইয়া তাঁহার প্রতিকূলাচারে নিযুক্ত করিলেন।

কেশ্বাসিসিষের জয় হইবার পূর্বে আমাসিসিষ প্রাণত্যাগ করিলেন, কিন্তু এই সকল দূরবত্তা ঐ আমাসিসিষের উত্তরাধিকারি পুত্র যে পসামেনিটস তাঁহার উপর ঘটিল। তিনি প্রথম বার সংগ্রামেতে পারসীদের হস্তে পতিত হইয়া পরাজিত হইলেন। আর তাঁহার পরাভব যে রূপে হইল, ও প্রতিহিংসা করিতে গেলে, মনুষ্য যে কি রূপ নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করে, তাহা দেখাইতে এই ক্ষণে কথা যাইতেছে।

আমাসিসিষকে পরিত্যাগ করিয়াছিল যে ফানীষ নামক সেনাপতি, সে গ্রীক লোক ছিল; সে ব্যক্তি ত্যাগ করিলেও তাহার অধীন যে সৈন্য গণ মিশর দেশীয় লোকদের পক্ষে স্থির থাকিল; এবং তাহার। আপনাদের সেনাধ্যক্ষকে পারসীদের সৈন্য দলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া উভয় দলের সম্মুখ যুদ্ধ হইবার প্রাক্কালীন আপনারা যে পসামেনিটস্ রাজার পক্ষে স্থির

আছে, তাহা জানাইতে এই সেনাপতির সম্মান প্রদানে লইয়া তাহার ও তাহার বন্ধু বর্গের প্রত্যেকে পাত্রের উপর এই বালকদের সম্মুখে রাখিয়া ছেদন পূর্বক তৎপাত্রস্থ রক্তপান করিল। তৎপরে, বড় ভয়ঙ্কর সময় হইয়া উঠিল, কেননা উভয় দলেই ক্রোধে এবং নৈরাশ্যতায় পরিপূর্ণ হইয়া ঘোরতর সংগ্রামে নিযুক্ত হইয়া-ছিল; কিন্তু শেষে মিশরীয় লোকেরা পরাভূত হইয়া মেমফিসনামে নগরে পলায়ন করিলে পর, কেহাইসিস এক দূতকে পাঠাইলেন, যে তুমি গিয়া বল, তাহারা যেন আমার শরণাগত হইয়া থাকে। তাহাতে তাহারা এই বাক্য শুনিবামাত্র অতিশয় ক্রোধাগ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়া এই দূতের অঙ্গ সমস্ত বিদীর্ণ করিয়া তাহার মৃত দেহ নগর মধ্য দিয়া টানিয়া লইয়া গেল; পরন্তু পারসীরা অন্য-রাসে সেই নগর অধিকার করিল। আর অনুমান হয়, যে এই নিষ্ঠুর কর্ম কেবল ইতর লোকেই করিল, কিন্তু তাহার সমুচিত প্রতিফল উহাদের তৎকর্ম করণে অনিবারক যে প্রধান লোক সকল, তাহাদের উপরে খটিল।

নগর করতলস্থ হইলে দশ দিবসের পর এই স্থানের রাজা যে পসামেনিটস তাঁহাকে অপমানিত করিয়া নগরের প্রান্তভাগে লইয়া অপার দুঃখসাগরে মগ্ন করিল। কি রূপদুর্দশাপন্ন করিল না, তন্নগরস্থ অনেক বিশিষ্ট কুলোদ্ভূত ব্যক্তিদের সহিত তাঁহাকে একটা উচ্চ স্থানে বসাইল, ও তাঁহার কন্যাদের দাসীবেশ ধরাইয়া একটা ঘট হস্তে প্রদান পূর্বক সম্মুখে দণ্ডায়মানা করিল, কেননা এই ঘট হাতে দেওয়া অতি নীচ দাসীভূতের চিহ্ন ছিল। আর এই রাজকন্যার দণ্ডাভাগে মিশর দেশীয় প্রধান লোকদের কন্যাগণ তদ্রূপ বেশ বিশিষ্টা হইয়া আপনাদের দূরবস্থা প্রযুক্ত রোদন ও শোকোক্তি করিতে লাগিল, ইহাতে পসামেনিটসের নিকটস্থ তাহাদের পিতৃগণ তাহা দর্শন করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল; কিন্তু রাজা দুঃখার্ণবে ডুবিয়া রোদন না করিয়া কেবল অধোদৃষ্টিতে রহিলেন।

আর ঐ কন্যাসকলের পশ্চাতে পসামেনিটসের পুত্র এবং দুই সহস্র ভদ্র লোকের যুবা সন্তান, তাহাদের মুখ মথো লাগাম ও গলদেশে রজ্জু প্রদান করিয়া মিশরীয় লোক কর্তৃক পূর্ব হত যে পারসী দূত, তাহার উদ্দেশ্যে এই সকলের প্রাণ নষ্ট করিতে উপস্থিত করিল। তাহাতে মিশরাসিপতি মৃত্যুর ন্যায় কেবল অধোবদনে রহিলেন; কিন্তু চতুর্দিকস্থ মিশরীয় লোক বিলাপযুক্ত রোদন করিল। পরে চৈতন্যের লেশচিহ্ন হত যে ঐ রাজা, তিনি জনসমূহের মধ্যে মহা দুঃখ রূপ শূলেতে বিদ্ধ হৃদয় এই রূপ নাজ চিহ্নযুক্ত আপনার এক জন বিশিষ্ট বন্ধকে দেখিবারাত্র হঠাৎ অত্যন্ত রোদন করিয়া উদ্বেগের ন্যায় মস্তকে করাখাত করিলেন। অনন্তর কেষাইসিয় রাজা ইহা দৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, যে তুমি পূর্বে নীরব হইয়া ছিলে, কিন্তু এইক্রমে এইরূপ ব্যবহার করিলে ইহার বীজ কি? তাহাতে পসামেনিটস উত্তর প্রদান করিলেন, যে আমার এই সমস্ত পরিবারের অতিশয় বিপদসম্মানে উৎকট যে দুঃখোদয়, ইহাতে অশ্রুপাত নিবারণ করিল; কিন্তু শেষে এই অত্যন্ত দুঃখগন্ত যে বন্ধু ইহাকে দেখিয়া রোদন করিতেছি।

এবমুকার হওয়াতে মিশর দেশ পারসী রাজ্যান্তঃপাতি এক প্রদেশ হইয়া উপদ্রবের আধার হইয়া উঠিল। হাহঃ! দেখ দেখি, যে স্থান সব দেশোপেক্ষা ঐশ্বর্য্যাবিত ও সুশাসিত, আর শিল্প-কার্য্য ও শাস্ত্রাদি বিদ্যার আকর; এবং জাহাজ সমূহ ও সৈন্যেতে বলবান্; অপর তাম্রকটবর্তী যে নানা দেশ প্রদেশ, তাহার ব্যবস্থা স্থাপক ও অতি দূর দেশীয়দের দর্পহারক; আর রাজনীতি ও আর্য্য সুধারা সকল শুদ্ধা পূর্বক রক্ষা করিতে অতিশয় সুখ্যাতিাগন; এবং সাগরতীরের মধ্যস্থিত প্রযুক্ত বাণিজ্যের প্রধান স্থান, ও নিরিক্ত অরণ্যে বৌদ্ধিত হেতুক অনাক্রমণীয়; এমন উত্তম যে রাজ্য; সে অন্য দেশীয়ের আক্রমণেতে ও আপনাদের এক বাক্যতা না থাকিতে একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। আর এখন পর্য্যন্ত ও অন্য দেশীয়েরা

কেবল সেখানকার পুরাতন ভগ্ন বস্তু ও পূর্ব সৌন্দর্যের অবশিষ্ট
শোভা দেখিতে ভ্রমশে গমন করে।

পুথমাধ্যায়ের পুশ্ন।

ইতিহাসরচনাতে সকল দেশের পুথমেতেই কেন মিশর দেশের
পুসন্না করা যায় ?

কোন সময়ে কে তাহার পতন করিলেন ?

তাহার চারিদিকে যে দেশ আছে সে সকলের নাম কি ?

এ মিশর কয় অংশে বিভক্ত আছে ?

মিশরের আদি ভাগে ও মধ্য ভাগে কিং পুরাতন সামগ্ৰী পাওয়া
যায় ?

তাহার শেষ ভাগে কিছু আশ্চর্য্য বস্তু আছে কি না ?

নীল নদীর বিষয়ে কিং কহা গিয়াছে ?

ঋতুতে ২ এ দেশের কেমন ২ আকার হইয়া উঠে ?

এ দেশের সকল ভূমি কি রূপে উর্বরা হয় ?

নির্কারের কাছে কোন ২ পুরাতন বস্তু আছে ?

উহার বিষয়ে কিং বলা গিয়াছে ?

মিরোব জুদের পরিসর কত, ও সে জুদেতে বিশেষ উপকার কি হয় ?

মিশরের বিশেষ ২ স্তম্ভের বিষয়ে কিং উক্ত আছে ?

সুরন্যা ঘর কোথায়, ও তাহা কি পুকারেই বা নির্মিত হইয়াছে ?

মিশরেতে কোন ২ বিশেষ জন্তু ও গন্ধা এবং বৃক্ষ মিলিতে পারে ?

দ্বিতীয়াধ্যায়ের পুশ্ন।

মিশর দেশের যে এত সূখ্যাতি ছিল তাহার কারণ কি ?

ভ্রমশীয়দের রাজত্ব ও রাজনীতির শিক্ষা কেমন ?

এ রাজা কি পুকারে বিভক্ত হইয়া গেল ?

তাহাদের পুরোহিতগণের ব্যবহার ও বেশ কি রূপ ছিল ?

সেখানকার বিচারকর্তা কোন ? নিয়মে নিযুক্ত হইতেন ?

সে স্থানে যত বিপি ব্যবস্থা ছিল, তাহার মধ্যে বিশেষ বিধিকি ?

তাহাদের ধর্ম কি পুকার ?

তাহাদের বালকগণকে কি রূপে শিক্ষা করাইত ?

জীবাত্মার বিষয়ে তাহারা কি বলিত ?

তাহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কি রূপ রীতি ছিল ?

তাহাদের শিল্পকর্মে ও বিদ্যায় কেমন সূচ্যপত্তি ছিল ?

বৈদ্যক শাস্ত্রে তাহাদের কি পুকার জ্ঞান ও ব্যবহার ছিল ?

তাহাদের বাণিজ্য কি পুকার ?

তাহাদের ভাষা কেমন ?

তৃতীয়াধ্যায়ের পুশ্চ :

মিশর দেশের রাজগণের ইতিহাস কয় অংশে বিভক্ত আছে ?

সেখানে পুণ্যম কে রাজা হইয়াছিলেন ?

কোন দেশের লোক মিশরের উপর আক্রমণ করিল ?

এ আক্রমণ কারিরা বহিষ্কৃত হইলে পরে কোন ব্যক্তি রাজ্য ভোগ করিলেন ?

মিশরের মধ্যে পুণ্যম রাণী কে ?

সীরিব রাজা কোন বিষয়ে আত্যাগম্ব ছিলেন ?

সিষোস্ত্রিব রাজার কি গুণ, কি কর্ম, আর দোষইবা কি ছিল ?

আক্টিসানিব রাজার ব্যবহার কি পুকার ছিল ?

মেণ্ডিব রাজার সূচ্যপত্তি কোন বিষয়ে ছিল ?

মেম্ফিস রাজার কোন দোষ ছিল ?

নকলহইতে বৃহৎ যে স্তম্ভ তাহা কে নিৰ্ম্মাণ করাইল ?

ফেরনিকার্টস কোন বিষয়ে খ্যাতিাপন্ন ছিলেন ?

পসামিতিকস কি প্রকারে রাজা হইলেন, আর তাঁহার আচরণ কেমন ছিল ?

ফেরনিকার জাহাজ যাত্রা ও যুদ্ধের বিষয় কি লেখা গিয়াছে ?

তাঁহার পুত্রের নাম কি, ও কোন বিষয়ে তিনি পুসিদ্ধ হইয়া উঠিলেন ?

আপ্রাইষের খ্যাতি কোন বিষয়ে ছিল ?

তাঁহার উত্তরাধিকারী কে, আর কি প্রকারে আপনার সমুদ্র বাড়াইতে যত্ন করিলেন ?

কোন রাজার রাজত্বের সময়ে, ও কাহা দ্বারা এবং কি প্রকারে মিশর রাজ্য নষ্ট হইল ?

এইক্রমে তাহার কেমন দশা হইয়া উঠিয়াছে ?

উপদেশ কথা ।

পুস্তক অধ্যায় :

লিপি বিদ্যাবিসয়ে পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করা আমাদের উচিত, কি জন্যে না, তাহাতে পূর্ব বৃত্তান্ত সমস্ত আমরা জানিতে পারিতেছি; আর ছাপা বিদ্যাতেও কৃতার্থ হইয়া তাঁহার প্রশংসা করা কর্তব্য, কারণ তাহাতে ঐ সকল ইতিহাস পুস্তক আমরা পুতোক জন অল্প মূল্যে পাইতেছি ।

ইতিহাস পুস্তক পড়াতে বিস্তর ফল দর্শে, তাহার মধ্যে একটা ফল এই, যে সেই সমুদয় বিবরণ পাঠ করিয়া আপনি ব্যবহার স্থধরাইতে পারা যায়; ইহার প্রশংসা এই, যে কোন একটা কর্ম যদি ক্রমে দশ জনকে করিতে বলা যায়, তবে সকলের শেষে যে ব্যক্তি ঐ কার্য করে সে যেমন পূর্বের নয় জন অপেক্ষা উত্তম করিতে পারে, কেননা আগে তাবতের জিয়া দর্শন পুস্তক দোষ গুণ বিবেচনা করিয়া

যাহাতে কোন দোষ না থাকে তাহাই করিতে যত্ন করে; তেমনি ইতি-
হাস পড়িলে এই খানি হইয়া উঠে, যে পূর্বের লোক সকলের ব্যব-
হার জ্ঞাত হইয়া যাহাতে আপমার সু ব্যবহার হয় এই রূপ করিতে
সচেষ্ট থাকে। কলতঃ, পূর্বোক্ত কৰ্ম সকলের মধ্যে যাহা ২
কুশ্লিষ্ট তাহাতে জলাঞ্জলি দিয়া উত্তম কার্য্য সমস্ত গ্রাহ্য করে।

তিব্বাস নামে নগর ও অন্য ২ প্রাচীন নগর এবং অটালিকা এই
সকলের ভাঙ্গা কাঁতড়া দেখিয়া, আর ঐ সমস্তই বা কত বড় বৃহৎ
ও ঐশ্বর্য্যাবিত ছিল তাহা জ্ঞাত হইয়া, পৃথিবীস্থ তাবদন্তর যে
কেমন অচিরস্থায়িত্ব, ইহা আমাদের বোধ হইতেছে। দেখ,
যাহারা ঐ ২ নগরের পত্তন করিয়াছিল, এবং যত লোক সেই ২
স্থানে বাস করিয়াছিল, তাহারা সকলেই পঞ্চদু পাইরাছে; তদ্রূপ
অল্প দিবসের পর আমাদের এই মাটির দেহ মাটিতে মিশাইয়া
যাইবে; অতএব লোকান্তরে গমন করিতে প্রস্তুত থাকা আমাদের
কর্তব্য কি না।

অপর নীল নদীর কথা শ্রবণ করিয়া স্মৃতিকর্তার যে কেমন জ্ঞান
ও কি পর্য্যাপ্ত দয়া, তাহা আমাদের বোধগম্য হইতেছে; আর
নদী সকল বিস্তর ভূমি যুড়িয়া থাকে বটে, তত্রাপি শুষ্ক ক্ষেত্র
যাদৃশ আমাদের জীবনোপায়ের ও স্বচ্ছন্দ রূপে থাকিবার
প্রয়োজনক তাদৃশ নদীও জানিবা। দেখ, নদীর জলপ্লাবনের
সময়ে প্রথমতঃ এমনি জ্ঞান হয়, যে ইহাতে দেশ একে বারে নষ্ট
হইয়া যাইবে; কিন্তু তাহা না হইয়া বরং সেখানকার সমস্ত ভূমি
উর্ব্বরা হইয়া উঠে, ও তাহার সৌন্দর্য্য জন্মে, এ যেমন তেমনি
কখন ২ যুদ্ধ ও আর ২ উৎকট দুর্গতিতে ঐশ্বরের কোশলে মনুষ্যেরা
শেষে জ্ঞান ও সুখ এবং স্থিরতা প্রাপ্ত হয়।

মিশর দেশের তাবৎ কথা শুনিয়া এই ভূমণ্ডলস্থ ঐশ্বর্য্যের যে
কেমন অনিত্যতা তাহা বুঝা যাইতেছে; আর জগৎস্থ পশু
পক্ষ্যাদি অপেক্ষা করিয়া পরমেশ্বর মনুষ্যকে কেমন উত্তম বৃত্তি

প্রদান করিয়াছেন, আর নিরন্তর চেষ্টা করিলে যে কি পর্য্যন্ত ফল হইয়া উঠে, ইহাও এক বার দৃষ্টি করিতে হয়। ৭৭. প্রস্তরের উপর্য্যাপরি প্রস্তর স্থাপন করাতে শেষে একটা পিরামিড অর্থাৎ বৃহৎ স্তম্ভ প্রস্তুত হইয়াছে, এবং এই স্তম্ভ কত শত ২ বৎসর গত হইয়াছে, তথাপি অদ্যাবধি সেই রূপ বিদ্যমান আছে। আর পূর্বাপর এমনি একটা প্রথা আছে, যে অবিচ্ছেদ্যে নাশন করিলে যে সিঁচ না হয় এমন কার্য্যই প্রায় নাই, এই জন্যে বলি, আমরা যেন আলস্যকে কোন প্রকারে শরীরের মধ্যে স্থান না দেই। বিশেষতঃ, পরমায়ু হইয়াছে যে এক দিবস স্বরূপ, তাহার প্রত্যুষ সময় যে বালক কাল, তাহাতে গাজোথান করিয়া যেন স্তম্ভ গাঁথি; কিন্তু প্রস্তর নির্মিত স্তম্ভ নহে; কেননা এই স্তম্ভ লোকের চমৎকার বোধ হইলেও সে কেবল ভূমির ভার মাত্র; তবে কি না বিদ্যা রূপ স্তম্ভ গুহন করিয়া এই রূপে উঠাই, যে পাঠের উপর পাঠ সংস্থাপন করিয়া যেন এমন বিদ্যা প্রাপ্ত হই, যাহাতে পরোপকার করিতে পারি, এবং এইক পারত্রিকেও দূখী হইতে পারি।



দ্বিতীয় অধ্যায়।

যথার্থ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, মিশরীয় লোক প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, কি জন্যে না তাহারা যে বলবান্ ও বড় যোদ্ধা ছিল এমন নয়, তবে কি না বিদ্যাপ্রিয়ও ছিল এ জন্যে, আর বুদ্ধিদ্বারা যে প্রকার কতক গুলি ব্যবহার ও বিধি ব্যবস্থা এবং রাজার পুতিও যে রূপ নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার-সূত্র করিয়াছিল, তাহাতেও তাহাদের প্রশংসা করা যায়। আর তা-বৎ আপদের-মূল হইয়াছে আলস্য; অতএব নিবেদন এই, যে রূপ মাত্রও আলস্য না করিয়া বিদ্যাভ্যাসে কিম্বা আর ২ উপযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত থাকা উচিত।

বোধ হয়, সকল দেশীয় লোকেরাই জানিয়াছে, যে রাজ্য শাসনের জন্যে এক জন রাজার আবশ্যক বটে, এ যেমন তেমনি সকল লোকেই জানের আবশ্যক আছে, কেননা তদ্ব্যতিরেকে ইচ্ছিয় জয় করিবার আর উপায় নাই। দেখ, যাহার মন বশতাপন্ন না হয়, সে ব্যক্তি ভয় প্রাচীর নগর ও অরাজক দেশ এই উভয়ের তুল্য।

বিচারকর্তাকে নিযুক্ত করিবার বিষয়ে যে কতক গুলি কথা লেখা গিয়াছে, তাহাতে এই বোধ হয়, যে মিশর দেশের লোকে-রা রাজ্যের ন্যায় বিচার করা ও সভ্য কথা কহা যে কেমন উচিত কর্তব্য, তাহা জানিত; ইহাতে এই বড় খেদের বিষয়, যে এতদেশে প্রায় সকলেই বাল্য কালাবধি মিথ্যা বাক্য কহিয়া কাল যাপন করে।

আর মিশরীয় লোকের এত জ্ঞান ছিল বটে, কিন্তু স্থানে ২ তাহাদের অনেক ভ্রান্তিও দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে একটা এই, যে মৃত মানুষের দেহ অবিকল রাখিতে বিস্তর ব্যয় ও শ্রম করিত, ইহার প্রয়োজন কি। তাহাতে আমাদের আহুাদের বিষয় এই, যে মিশরীয়দের সময়াপেক্ষা আমাদের এই সময় ভাল, কারণ উহাদের যাদুশ জ্ঞান ছিল, তাহাহইতে আমরা ঐহিক পারত্রিক বিষয়ে উত্তম জ্ঞান পাইতে পারি।



তৃতীয় অধ্যায়।

মিশর ও অন্য ২ কতক দেশের পূর্ব বিবরণ তত্ত্ব করিতে গেলে বোধ হয়, যে যদিবসে গগন মণ্ডল মেঘেতে আচ্ছন্ন হয়, তদ্বিনে এক স্থানে দাঁড়াইয়া দেশ দর্শন করিতে হইলে কিঞ্চিৎ দূর দেখা যায়, কিন্তু অধিক দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত হয় না, কেননা মেঘেতে ঘোর দেখায়, এ যেমন তেমনি এ সকল দেশের পূর্ব বৃত্তান্ত এক

প্রকার অন্ধকারে মগ্ন হইয়া গিয়াছে। ফলতঃ, তথাকার প্রধান ২ রাজগণ ও বীরবর্গ এবং তাহাদের কৃত যে বড় ২ কৰ্ম্ম এই সমস্তের বৃত্তান্ত প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

সে যাহা হউক, যে ব্যক্তির কেবল সম্ভ্রাম ও দেশ জয় করিয়া বেড়াইত তাহাদের সুখ্যাতি না করিয়া বরং যাহারা স্থির হইয়া উত্তম ২ কৰ্ম্ম নির্বাহ করিয়াছে ও কৃষি কৰ্ম্মের কিম্বা আর ২ হিংসা রহিত বিদ্যার সন্নিবিষ্ট করিয়া তাহার উপকার করিয়াছে, তাহাদের পুতি অনেকে মনোযোগ না করিলেও আমরা তাহাদের প্রশংসা কেন না করি। আর যে স্থানে ঘাস মাত্র না থাকে, সেখানে যে ব্যক্তি এক তৃণাকুর জন্মায়, সে যদি প্রশংসাপাত্র হয়, তবে মিনিস রাজার কার্যের পুতি আমরা কি জন্মো নৃক্ষিপাত না করি; তিনি করিয়াছিলেন কি না অনেক খাল কাটিয়া এবং নীল নদীর শ্রোতঃ ফিরাইয়া যে ক্ষেত্র সমুদয় পতিত ছিল, তাহা উর্বরা করিলেন। অপর তাহার এই সকল কৰ্ম্ম যদি উত্তম পদব্যা হইল, তবে যাহাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধির প্রার্থনা হইয়া উঠে, এবং জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়, এমন উপায় সৃষ্টি করা আর স্ভাবতঃ দুষ্ট যে মনুষ্যের মন, তাহাকে ফলবৎ করা, অর্থাৎ কু কৰ্ম্ম হইতে ফিরাইয়া সু ক্রিয়াতে নিযুক্ত করা, এ সকল কেমন উত্তম কৰ্ম্ম!

আর গজাসাগর অঞ্চলে অনেক ২ চড়া আছে, তৎ প্রযুক্ত গজার মোহানা দিয়া যে জাহাজের গমনাগমন সে অতি দৃষ্টুর; অতএব এই সকল জাহাজ কলিকাতায় অতি কষ্টে আসিয়া পৌঁছে। দেখ, এমন হইতে পারে, যে সেখানে এক শত জাহাজ আছে, কিন্তু পথ প্রদর্শক কর্ণধার ব্যতিরেকে এক থানা জাহাজও অগ্নিসর হইতে পারে না। সেই রূপও পৃথিবীর তাবৎ মনুষ্যের দশা হইয়া উঠিয়াছে। ফলতঃ, আমরা সকলেই ভ্রমার্ণবে পড়িয়া সখের চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু ইহাতে পরমেশ্বর পথ না দেখাইলে কেহই তাহা পাইতে পারিবে না। দেখ, ভ্রান্তি প্রযুক্ত সকল পথ হারা-

ইয়াছি, তাহাতে কতক গুলি লোক কহে, যে খনী হইলে সুখী হয়, কিন্তু সে কথা যে অগাছ ইহার পুমাণ স্বরূপ হইয়াছেন সিংহাসী রাজা, যে হেতু তাহার যথেষ্ট ধন ও সমুদ্র এবং আর ঐহিক সুখের বিস্তর সামগ্ৰী ছিল, তথাপি ঐ রাজার মনোমধ্যে এমন উৎকট দুঃখ ছিল, যে তাহা সহ করিতে না পারিয়া শেষে আত্মহত্যা হইলেন। হায়! সুখান্বেষণের বিষয়ে তাহার ভ্রম ছিল। কল, সুখের চেষ্টা বাহু বিষয়ে না করিয়া অন্তরে করিতে হয়, কেননা সামসারিক কোন বস্তুতে তাহা মিলে না, কিন্তু ইশ্বর সেবাতে পাওয়া যায়।

পুনশ্চ লিখি, ঐশ্বর্যোতে মনুষ্যের বুদ্ধি যে কেমন বিগড়িয়া যায় ও মনে কি প্রকার অহঙ্কার জন্মে, ইহার প্রতি এক বার দৃষ্টি পাত কর। দেখ, ঐ রাজা জয়চিহ্ন সম্পাদনার্থে স্তম্ভ সকল নির্মাণ করাইয়া তাহাতে যে কথা লেখাইয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া আমাদের কেমন মনস্তাপ জন্মে।

এই ইতিহাসের শেষে যে কতক গুলি কথা লেখা গিয়াছে, তাহাতে সিংহাসী রাজাকে এক বস্ত্রী রাজা চক্রবর্তীর দৃষ্টান্ত দিয়া যে উত্তর করিয়াছিলেন, তাহা এখন আমাদের মনে উদয় হয়। আর সেই কথা যেমন ব্যক্তির উপর বর্তে তেমনি রাজ্যের প্রতিও খাটে, তাহার শাস্ত্রী দেখ। মিশর পৃথিবীর তাবৎ রাজাই-তে এক প্রধান রাজ্য ছিল, কিন্তু এইরূপে যে কতক গুলি ভাঙ্গা কাঁতড়া পড়িয়া আছে, সে কেবল পূর্বের ঐশ্বর্যের অরণ্যার্থক চিহ্ন মাত্র।

CHAPTER II,
**OF THE ASSYRIANS AND
BABYLONIANS.**

দ্বিতীয় ভাগ ।
আশর ও বাবেল রাজ্যের বিবরণ ।

দ্বিতীয় ভাগ।

আশর ও বাবেল রাজ্যের বিষয়।



১ পৃষ্ঠা অষ্টম অধ্যায়।

আশরীয় প্রথম রাজ্যের বিবরণ।

পৃথিবীর তাবৎ রাজ্যের মধ্যে আশর রাজ্য অতিশয় প্রাচীন ছিল। অনুমান হয় যে নিমরোদ নামক রাজা এই প্রথম রাজ্যাধিকারের সংস্থাপক ছিলেন, এবং এই রাজা অধিক করিয়া সারদনাপালস্ নামে শেষ রাজা পর্যন্ত এক হাজার চাঠি শত পঞ্চাশ বৎসর এই রাজ্যে মহত্ত্ব ও ঐশ্বর্য্যযুক্ত ছিল, কিন্তু কখন বা তাহার ন্যূনতাও হইত। আর নিমরোদ অত্যন্ত মৃণয়াসক্ত ছিলেন, কিন্তু আয়ান পূর্বক এই সাহসিক কন্ম করিতে তাহার দুইটি অতিপ্রায় ছিল। তাহার প্রথম এই, যে হিন্দুক জন্তুর উপদ্রব ও ভয়হইতে আপন প্রজা লোকদিগকে রক্ষা করিয়া তাহাদের তুষ্টি জন্মান। আর দ্বিতীয় এই মৃণয়াদ্বারা অনেক যুবী পুরুষকে অস্ত্র শস্ত্রে পারগ করিয়া ও স্বীয় আজ্ঞা পালনে এবং শুম ও দৃংখ সহিষ্ণুতায় অত্যন্ত করিয়া মৃণয়াপেক্ষা আরও ভারি কন্মে নিযুক্ত হইতে প্রস্তুত করা।

এই রাজ্যের প্রধান নগর বাবেল। এই নিমরোদ সেখানহইতে প্রস্থান করিয়া আশর নামক যে দেশ, তথায় গিয়া নিনিবী নামে এক নগর নির্মাণ করিলেন, কিন্তু এ জয়ি ব্যক্তি আশরের সকল প্রদেশ পাইয়াও একটা উপদ্রবির মত তাবৎ লুটপাট না করিয়া বরং স্থানে ২ সুশৃঙ্খল পূর্বক নগর ও গ্রাম স্থাপিত করিলেন, তাহাতে পূর্ব স্থাপিত প্রজাদিগের যেমন প্রিয়পাত্র ছিলেন নূতন প্রজাগণেরও তেমনি প্রিয়তম হইলেন। পরন্তু তাবৎ নগর অপেক্ষা যে নগর

বৃহৎ ও মনোরম, তাহা তিনি ভাল রূপে নির্মাণ করিয়া আপন পুত্র যে নিনস্, চিরকাল তাহার স্মৃতি করাইতে এই যুবরাজের নামানুসারে নগরের নাম নিনিবী রাখিলেন।

অনেক লোকের বিবেচনায় আইসে যে নিম্রোদের পুত্র নিনস্ কিম্বা বিনস্ইব। ইউক আশরের পুত্রমাধ্যাক ছিলেন, তন্নিমিত্তে তাহার পিতৃকৃত অনেক কর্মের নাম তাহার নামানুসারে রাখা গিয়াছিল। পরে তিনি আপন রাজ্য বাড়াইতে ইচ্ছা করিয়া সেই অভিনাষ পরিপূর্ণ করিতে যেহ সেনাপতি ও যেহ সৈন্যগণ পাঠগ, তাহা-দিগকে প্রস্তুত করিলেন। তদনন্তর নিকটবর্তী যে আরবায় লোক তাহাদের আনুকূল্য পাইয়া স্থানান্তরে যুদ্ধার্থে চলিলেন, তাহাতে নতর বৎসরের মধ্যে নানা দেশ অর্থাৎ মিশর পুভূতি দেশ দমন করিলেন; কিন্তু হিন্দুস্থান ও ব্যাক্টিয়া পর্য্যন্ত গিয়া এই দেশ আক্রমণ করিতে ভীত হইয়া তৎকালে ক্ষান্ত ছিলেন।

নিনস্ আপনার রাজধানীতে পুনশ্চ কিরিয়া আসিয়া আর কোন দেশ করতলস্থ করিবার পূর্বে মনোমধ্যে এই স্থির করিলেন, যে আশ পলাক্রমের বাহুল্যে যদি এক বৃহৎ ও উৎকৃষ্ট নগর বানাই তবে আমার সূচ্যুতি চিরকাল থাকিবে, ইহা নিশ্চয় করিয়া টিগ্ৰিস নদীর পূর্বতটে এক নগর নির্মাণ করিয়া তাহার নাম নিনিবী রাখিলেন; তাহাতে এই অনুমান হয়, যে তিনি তাহার পিতার আরম্ভিত এই কর্মের কেবল নিষ্পত্তি করিলেন। আর নিনসের এই অভিপ্রায় ছিল, যে নিনিবী নগর সর্বপেক্ষা এমন উৎকৃষ্ট ও প্রধান হয় যে আমার কোন উত্তরাধিকারী যেন এরূপ না করিতে পারে। ইহা ও যথার্থ বটে; কেননা এই নগরের মত মহত্ত্ব ও ঐশ্বর্যযুক্ত অন্য কোন নগর আর কখন হয় না। এই নগর চতুষ্কোণ, তাহা দীর্ঘে প্রায় নয় ক্রোশ এবং প্রস্থে ছয় ক্রোশ, সুতরাং তাহার চারিদিকে ত্রিশ ক্রোশ; ও তাহার প্রাচীর অঞ্চাশ হাত উচ্চ, ও ওসার এমন প্রস্তুত যে জিন খান রথ তাহা দিয়া একেবারে যাইতে পারে। আর তাহা এক

শত হাত উচ্চ এমন এক শত মুচ্চাতে বিভূষিত ও রঞ্জিত ছিল।

নিনস্ এই পর্য্যন্ত কৰ্ম্ম সম্বন্ধ করিয়া ব্যাক্টিয়া দেশের লোকের সহিত যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিলেন। আর এই উক্ত আছে, যে তাঁহার সত্তর লক্ষ পদাতিক, এবং দুই লক্ষ অশ্বারূঢ় সৈন্য, ও যে রথের চাকাতে বড় ছোঁরা থাকে এমন ষোল হাজার রথ এই সকল ছিল। পরে তিনি বিস্তর নগর জয় করিয়া দেশের প্রধান নগর যে ব্যাক্টিয়া, তাহা সসৈন্যে ঘোরলেন, কিন্তু তাঁহার এক জন সেনাপতির যে স্ত্রী ছিল সে বড় বলবতী ও অত্যন্ত সাহসযুক্ত, তাহার নাম গিমিরামিস্, সে যদি তদ্বিষয়ে তাঁহার সাহায্য না করিত তবে বোধ হয় যে তিনি বিপদ সাগরে মগ্ন হইতেন। আর সে করিয়াছিল কি, না যেহেতু উপায়ে গড় আক্রমণ করিতে হইবে তাহা নিনস্ রাজাকে শিক্ষাইল, তিনি তদনুসারেই ঐ স্থান জয় করিলেন: এবং তত্ত্বগারাকারী হইয়া তাহাতে বিপুল ধন পাইলেন। অপর ঐ স্ত্রীর প্রেম রূপ রজ্জুতে বদ্ধ হইয়া তাহার স্বামির প্রতি তিনি ক্রুদ্ধ ছিলেন; অতএব উহার স্বামী রাজভয়েতে সেখানহইতে পলাইয়া আত্মঘাতী হইল, পরে রাজা ঐ স্ত্রীকে বিবাহ করিলেন।

নিনিবী নগরে তিনি পুনরাগমন করিলে পর ঐ রাজার সেই স্ত্রীর গর্ভে এক পুত্র জন্মিল, ঐ সন্তানের নাম নিনিয়স্ রাখা গেল, তাহার কিছু কাল পরে রাজা ঐ রানীকে রাজ্য সমর্পিয়া লোকান্তর প্রাপ্ত হইলেন। পরে রাজ্যী তাঁহার অরণার্থে ও সন্তুমানার্থে তাঁহার কবর স্থানে একটা বড় আশ্চর্য্য স্তম্ভ বানাইলেন, নিনিবী নগর উচ্ছিন্ন গেলে পরও সেটা অনেক কাল পর্য্যন্ত ছিল।

ঐ গিমিরামিস্ রানী কোন আশ্চর্য্য ক্রিয়াদ্বারা আপনার নাম অক্ষয় করিতে এবং নিজের পূর্বের ক্ষুদ্রতা ঢাকাইতে বড়

নচেষ্টিতা ছিলেন; অতএব আপনাদের পূর্ব পুরুষের তাবৎ কীর্তি অপেক্ষা নিজের এক মহৎ কীর্তি প্রকাশ করিবার জন্যে বাবেল নামে এক বৃহত্তমগরের পত্তন করিতে স্বকীয় রাজ্য-ইহাতে বিশ লক্ষ লোককে নিযুক্ত করিলেন। আর এই রাজার উত্তরাধিকারিরা এই মহা নগর বিস্তীর্ণ এবং সুশোভিত করিয়া এমনতর উৎকৃষ্ট করিল, যে শেষে পৃথিবীর মধ্যে এই ক্রিয়া আশ্চর্য্য রূপে গণিত হইল।

এই নগর প্রাচীর, দ্বার, সেতু, স্তম্ভ, খাল, রাজগৃহ, দেবমন্দির এই সকলেতে প্রসিদ্ধ ছিল। আর এই সমস্ত এমনি আশ্চর্য্য ছিল যে প্রায় তাহা কেহই নির্বৃতিতে পারিত না।

বাবেল নগর এক মহামাঠের মধ্যে স্থাপিত ছিল, ও তাহার প্রাচীর অত্যশ্চর্য্য, তাহা চৌবাঁট হাত চৌড়া ও দুই শত বত্রিশ হাত উচ্চ। আর সে নগর চতুরস্র, তাহার প্রত্যেক দিক্ সাড়ে সাত কোশ লম্বা, সুতরাং চতুর্দিকে ত্রিশ কোশ আয়তন ছিল; ও সে অতিবৃহৎ আর ইষ্টকদ্বারা গুণ্ঠিত; এবং সে দেশে এক প্রকার আঠা জন্মে তাহাতে তাহার গাঁথনি ছিল, তৎপ্রযুক্ত সে প্রাচীর পর্বতের মত শক্ত ছিল।

প্রাচীরের চতুর্দিকে জলেতে পরিপূর্ণ এক খাল ছিল, সেই খালের উত্তর পার্শ্ব ইষ্টকের দ্বারা গুণ্ঠিত। সেই খালের মূহুরিকাতে নগরের প্রাচীরের ইষ্টক প্রস্তুত হইয়াছিল, ইহাতে বৃক যে সে খাল কত বড়।

এই মহাশত্ৰুক্ষোণ নগরের প্রত্যেক দিকে পিত্তলময় গাচিশ দ্বার ছিল, এবং তাহার চতুর্দিকে স্থানেই প্রাচীরহইতে ও উচ্চ দুর্গসকল ছিল; আর প্রত্যেক দ্বারহইতে তৎসম্মুখবর্ত্তি দ্বারপর্য্যন্ত এক শত হাত চৌড়া ও সাড়ে সাত কোশ লম্বা এমন সোজা এক রাজপথ ছিল, এই ক্রমে এই নগরের মধ্যে এই প্রকার পঞ্চাশটা রাজপথ ছিল। এতদ্ভাতিরিক্ত চারিদিকে চারিটা বড় রাজপথ ছিল, সে প্রতি রাজ-

পথ এক শত তেত্রিশ হাত চৌড়া। এই পুকুর পথদ্বারা ছয় শত ছেহত্তর চতুদশ পল্লী ছিল; তাহার প্রত্যেক পল্লী চতুর্দিকে এক ক্রোশ পরিমিত, এবং এই পুতি পল্লীর চতুর্দিক অতি সুন্দর গৃহিত ও নানা ভূষণে ভূষিত এমন তেতাল ও চৌতাল বাটী ছিল। আর এই সকল পল্লীর মধ্যস্থলে কেবল উদ্যান।

এই নগরের মধ্যে উত্তর দক্ষিণ দীর্ঘ ফরাং নামে নদী বহিত, ও সেই নদীর উভয় তীরে নগরের প্রাচীরের মত চৌড়া প্রাচীর ছিল, আর সেই উভয় পার্শ্ব প্রাচীরে পিহলময় দ্বার সমস্ত ছিল, এবং নগরস্থ লোকের উপকারের জন্যে তাহার বাঁধা ঘাট ছিল। রাত্রিতে সেই সকল দ্বার বন্ধ করিলে দুই নগর জ্ঞান হইত।

নগরের মধ্যে নদীর উপরে অতি সুন্দর এক সেতু ছিল। এই সেতু অত্যশ্চর্য্য রূপে গৃহিত হইয়াছিল, যেহেতুক নদীর তলায় বাসি ছিল, ও তাহার খালান শত পুস্তরেতে গৃহিত, এবং লৌহ ও সীসা-দ্বারা পাতর সকল বদ্ধ। আর সেতু গাঁথিবার পূর্বে এই নদীর শোভা অন্য পক্ষে ফিরাইয়া গাঁথিয়াছিল।

নগরের নিকটে যে জঙ্গ ও খাল কাটা গেল, সে অতিশয় আশ্চর্য্য, ও অত্যন্ত কঠোরপূর্ব্বক। আর ফরাং নদীর উৎপত্তি স্থান যে আরমানী পর্ব্বত, তাহাতে গুষ্ম কালে জমাং জল গলিয়া এই নদীতে বন্যা হইত, এই পুয়ুক নগরে ও তাহার চতুর্দিকস্থ দেশে লোকদের কষ্ট হইত, তন্নিবারণার্থে নগরের উজানে কতক দূর দুই মহা-খাল কাটা গেল, ও সেই খালের দ্বারা বন্যার জল সকল টিগিষ নদীতে পড়িত, এবং বন্যার জল নদীর উভয় তীরস্থ দেশ নষ্ট যেন না করে, এই নিমিত্ত নদীর উভয় পার্শ্বে উচ্চ প্রাচীর গাঁথা গেল।

এই প্রাচীর গাঁথিবার কারণ বাবেল নগরের পশ্চিম ভাগে প্রত্যেক দিকে বিশ ক্রোশ পরিমিত ও তেইশ হাত গভীর ফলতঃ চারিদিকে আশী ক্রোশ আয়তন এমন এক জঙ্গ কাটা গেল; এবং এই জঙ্গের মধ্যে তাহার ফরাং নদীর জল আনা হইল, ও কঠোরা কঠোর সমাপ্ত হইলে

পুনর্বার ঐ জল ফরাং নদীতে আনা হইল। কিন্তু বৎসর বন্যা হইলে ফরাং নদী দ্বার দিয়া বহিয়া নগর নষ্ট যেন না করে, এই প্রিমিত্ত সেই ক্ষুদ্র বজায় রাখিল। দেশের উপকারার্থে তাহার মধ্যে সমুদ্র-সরের জল রাখিত, এবং অনেক প্রকার ক্ষুদ্র খালদ্বারা সে জল চতুর্দিকের ক্ষেত্রে দিত। তাহাএব ঐ ক্ষুদ্রহইতে দেশের দুই প্রকার উপকার হইল; যে বন্যা হইলে জল ঐ ক্ষেত্রে থাকিত ও উপরের দেশ ডুবাইত, ও বন্যা না হইলেও ঐ ক্ষেত্রে জলদ্বারা ক্ষেত্রে শস্যাদি জন্মিত। কেহ কহে যে নিবুকদনেসর রাজা এই সকল কর্ম করিলেন, ও অন্যো কহে ঐ রাজার পুত্রবধু ইহা করিল।

নগরের মধ্যে সেতুর উভয় পার্শ্বে দুই রাজগৃহ ছিল, তাহার এক রাজগৃহ হইতে অন্য রাজগৃহে যাইতে ঐ নদীর নীচে দিয়া পথ ছিল, সে পথ নদীর শুষ্কতা দশাতে প্রস্তুত করা গিয়া ছিল। নদীর পূর্ব পার্শ্বে যে প্রাচীন রাজগৃহ ছিল, সে চতুর্দিকে দুই কোশ। ও নদীর পশ্চিম পার্শ্বে যে নূতন রাজগৃহ ছিল, সে চতুর্দিকে পোনে চারি কোশ। সেই নূতন রাজগৃহের চতুর্দিকে এক প্রাচীর অন্য প্রাচীরের মধ্যে এই রীতিক্ষেত্রে তিন প্রাচীর ছিল, ঐ সকল রাজগৃহের প্রাচীরের উপরে প্রস্তরে লিখিত নানা প্রকার জন্তর আকার ছিল। নূতন রাজগৃহে অতিথ্যাত্ত কুলান নামে উদ্যান ছিল। ঐ উদ্যান চতুষ্কোণ, ও তাহার প্রত্যেক দিক দুই শত ছোশটি হাত পরিমিত। আর তাহার গুহন এই রূপ ছিল, যে মস্তিকার উপরে খীলান করিয়া তাহার উপরে ছাত করিল। সেই ছাতের উপরে পুনর্বার খীলান করিয়া তাহার উপরে ছাত করিল। এই মস্ত খীলানের উপরে খীলান করিল, যে পর্যন্ত নগরের সমান হইয়া উঠিল। পরে সকলের উপরিস্থ খীলানের উপরে নাড়ু দশ হাত লম্বা আড়াই হাত চৌড়া এমত বড় পাতর রাখা গেল। পরে এক প্রকার আঠাদ্বারা মল সংলগ্ন করিয়া বিছাইল, তাহার উপরে

মোহারা করিয়া ইটক গাঁথিল, তাহার উপরে অতিশয় শক্ত করিয়া সীসার দ্বারা মোড়াইল। উদ্যানের মৃত্তিকার রস গলিয়া না পড়নের কারণ এই সকল প্রক্রিয়া করা গেল। ছাঁতের উপরে এত মৃত্তিকা দেওয়া গেল, যে বটবৃক্ষ পর্য্যন্তও সেখানে আপন মূল দৃঢ় করিতে পারিত। আর সে উদ্যানে সকলইহাতে বৃহদ্রূপ ও যাহার পত্র পুষ্পাদিতে উদ্যান শোভা পায়, সে বৃক্ষও রোপণ করা গেল।

ইতিহাসবেত্তারা কহে, যে নিবুকদ্নেসর রাজার স্ত্রী আমাতস্ মিদীয় দেশের রাজার কন্যা ছিলেন। তিনি আপন দেশের পর্বত ও উদ্যান দর্শনে উৎসূকা ছিলেন, তৎপুত্রুত তিনি বাবেল নগরে এই রূপ উদ্যান সম্বর্শন করিতে বাসনা করিয়াছিলেন, তাহাতে নিবুকদ্নেসর তাহার তথির নিমিত্ত এই রূপ করিলেন।

বাবেল নগরে পঞ্চম আশ্চর্য্য বেল দেবতার মন্দির; সে চতুর্দিকে অর্দ্ধকোশ পরিমিত, এবং চারি শত আশী হাত উচ্চ। সে মন্দির আট তাল, ও তাহার গাত্রে লম্ব সোপান ছিল, এবং সে সোপানদ্বারা চতুর্দিকে আট বার প্রদক্ষিণ করিয়া উপরে উঠিতে হইত। আর মন্দিরের উপরে গৃহ নক্সাদির দেখিবার স্থান ছিল, তাহার দ্বারা বাবেল নগরীয় লোকেরা অন্য সকল জাতিহইতে জ্যোতিঃশাস্ত্রে নিপুণ হইল। কিন্তু ঐ মন্দিরের মধ্যে বেল নামক দেবতার সম্ভাপন ছিল, আর ঐ দেবতার স্বর্ণময়ী এক মূর্ত্তি সাতাইশ হাত উচ্চ ছিল, তাহার মূল্য দুই কোটি ছেয়টি লক্ষ টাকা।

অত্যশ্চর্য্য রূপ গুণিত যে ঐ মহানগর, তাহা এখন এমনত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, যে প্রায় তাহার নিদর্শনস্থানও নাই। এবং তাহার সৌন্দর্য্য যুক্ত উদ্যান, ও বৃহৎ প্রাচীর, ও ঐশ্বর্য্যশালি মন্দির, এই সকলের এক প্রস্তর অন্য প্রস্তরের উপরেও এখন দেখা যায় না।

এবং সে দেশের লোকেরা এখন প্রায় জানে না, যে স্বদেশে পূর্বে এই রূপ মহানগর ছিল, কিন্তু অন্য ২ জাতিদের মধ্যে তাহার বিবরণ আছে।

পূর্বোক্ত ঐ সকল অতি উত্তম প্রাচীরাদিদ্বারা বাবেল নামে যে মহা নগর, সে অতিশয় খ্যাত হইল, এবং প্রাচীন ইতিহাসরচকেরা বলেন, যে সিমিরামিচ রানী প্রায় ঐ সকলি নির্মাণ করাইয়াছিলেন, তিনি স্বেক্ষানুসারে ঐ মহানগর শীঘ্র পুস্তত করাইতে আপনার মনোনীত এবং বিশ্বস্ত যে লোক সকল, তাহাদিগকে ডাকিয়া ঐ নগর নির্মাণ করিতে যে ২ সামগ্ৰীর প্রয়োজন ছিল তাহাও তাবৎ দিয়া প্রত্যেককে কিছু ২ করিয়া বানাইতে দিলেন, এই প্রকারে কেবল তাহারি আজ্ঞা পূরণে ঐ সকল কার্য অতি জ্বরায় সম্ভব হইল। তদনন্তর রাজমহিষী এই সকল আশ্চর্য্য কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিয়া আপনার সকল রাজ্য দেখিতে স্থানে ২ বেড়াইতে লাগিলেন; এবং যেখানে ২ যান সেখানে ২ প্রয়োজনানুসারে নগর ও গ্রাম এবং তাহার সৌন্দর্য্যের কারণ আর ২ আশ্চর্য্য ক্রিয়া, এই সকল আপনার মহিমার চিহ্ন স্বরূপ করিয়া সংস্থাপন করেন। বিশেষতঃ, যে ২ স্থানে জলাভাব ছিল, সেই ২ স্থানে জলানয়নার্থে বড় ২ জলের নালা কাটান, এবং পর্বতদ্বারা যে সকল স্থান উচ্চ ও নিম্ন হইয়াছিল, সেই ২ পর্বত কাটাইয়া নীচ স্থান সকল পূরাইয়া ঐ সমস্ত ভূমি সমান পূর্বক রাজপথ সকল সোজা করিয়া প্রস্তুত করাইয়া দেন। আর পূর্বে প্রজারা যক্তি পূর্বক ভিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, যে কোন বিশেষ সময়ে রানীকে বধ করিয়া রাজ্য লইব, তাহা তাহার দর্শন মাত্রেই শূচিয়া গেল। ইহাতে দেখা দেখি, যে প্রজা লোকদের কাছে তাঁহার কত দূর পর্য্যন্ত সম্মান ছিল।

তাঁহার পতি তাঁহাকে যে মহারাজ্যের কর্ত্তা করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা পাইয়াও তিনি পরিতুষ্ট না হইয়া কাকরি দেশের প্রধান এক ভাগ জয় করিয়া লইয়া আপন রাজ্য বাড়াইলেন।

পরে হিন্দু স্থান জয় করিবার জন্য যুদ্ধ যাত্রা করিয়া আপনার
 এই বৃহৎ রাজ্যের যত দেশ প্রদেশ ছিল, তাহা হইতে অসংখ্য
 সৈন্য লইয়া তাহাদিগকে একত্র করিবার জন্য বেক্তা নামক এক
 স্থান স্থির করিলেন। আর হিন্দু নৌকাদের বিস্তর বড় হস্তী
 ছিল, কেননা তাহাারা তাহারা যুদ্ধ করিত; অতএব এই হস্তীগণ
 তাহাদের এক প্রকার প্রাণ বল ছিল। কিন্তু এই রাণী তাহাদিগকে
 বধনা করিবার মনস্থ করিয়া উট প্রভৃতি হাতির মত সাজাই-
 লেন। পরে হিন্দু রাজা তাহার আগমনের সম্বাদ পাইয়া তাহা-
 কে জিজ্ঞাসা করিতে এক জন দূতকে প্রেরণ করিলেন, যে তুমি
 গিয়া তাহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা কর, যে তুমি কো? আর আ-
 মার রাজা তোমার কোন অপকার করেন নাই, তথাপি কোন
 বিচারে মিথ্যা দুষ্ট দিতে ও তাহার উপর আক্রমণ করিতে আসি-
 যাছ? ও পরের পরাক্রম না জানিয়া সাহস পূর্বক যে এই কু-
 ব্যবহার করিতেছ, ইহার উপযুক্ত দণ্ড ত্বরাতেই দেওয়া যাইবে।
 অনন্তর এই দূত গিয়া রাণীকে এই সকল কথা কহিলে, রাজ্ঞী
 ইহা শুনিয়া উত্তর দিলেন, যে তোমার রাজাকে বল গিয়া, যে
 আমি আপনার পরিচয় শীঘ্র যাইয়া আপনি দিব, এই কথা
 কহিয়া তিনি সিন্ধু নদীর নিকটে গিয়া পৌঁছিলেন। পরে বিস্তর
 নৌকা প্রস্তুত করিয়া সৈন্য পার হইতে অনেক দিন পর্যন্ত
 যুদ্ধ হইল, ইহাতে ও পরে উত্তরিবার বাধ জমিল, কিন্তু শেষে
 এক বার তুমুল সংগ্রাম পূর্বক আপনার শত্রুকে জয় করিয়া এই নদী
 পার হইলেন, তাহাতে হিন্দুদের হাজার হইতেও অধিক নৌকা
 জলে মগ্ন হইয়া গেল, ও এক লক্ষ সৈন্য তাহার হাতে ধরা
 পড়িল।

রাণী আপনার জন্মে প্রকল্পচিত্তা হইয়া সিন্ধু নদীতে যে নৌকার
 সেতু করিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করিতে যাঁটি হাজার সৈন্যকে
 সেখানে রাখিয়া এই দেশের ভিতর প্রবেশ করিলেন; ইহাতে হিন্দু

রাজারও মত ছিল, কেননা রাণীর সঙ্গে পুনরায় যুদ্ধ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল; অতএব আপন দেশের মধ্যে পলাইয়া যখন অনুনয় করিলেন, যে আর যাইবার আবশ্যক নাই, তখন ঐ রাজমহিশীর সঙ্গে পূর্বাপেক্ষা প্রাণপণে সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে কেবল যাজ্ঞান যে কাল্পনিক হস্তি সকল তাহারা প্রকৃত হস্তির প্রতাপ সহিতে না পারাতে ঐ সমস্ত হাতি রাণীর সৈন্য মধ্যে প্রবিক্ত হইয়া সমুদায় লণ্ড ভণ্ড করিয়া দিল, ও পশ্চিমধ্যে যে সকল সেনা ছিল তাহাদিগকেও পদতলে দলিয়া ফেলিল; ইহাতে সেনাগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া প্রাণ ভয়ে পলাইল। পরন্তু রাজা তাহাদিগকে একত্র করিতে ও তাহাদের নাহস জয়াইতে বিস্তর যত্ন করিলেন, কিন্তু তাবৎ বিফল হইল। শেষে আপনি অশ্বের বেগ গতি প্রযুক্ত শত্রুহস্তহইতে রক্ষা পাইয়া বগলহইতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর তাঁহার সৈন্য সকল নদী পার হইবার জন্যে ঐ নৌকাসেতুর উপরে অতান্ত ঘেষা ঘেষি করিয়া বড় গোলমাল ও কলহ করিতে লাগিল, তাহাতে অনেকেও মারা পড়িল। আর আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ যে সকল লোক তাহারা পার হইবা মাত্র রাণী নৌকাসেতু তাদ্রিয়া শত্রুর আক্রমণ নিবারণ করিলেন। ঐ দিমিরামিধ রাণী আর তাহার পর সেকন্দর রাজা এই দুই জন ছাড়া সিংহনদী পার হইতে আর কাহারো সাহস ছিল না।

ঐ রাণী হিন্দুস্থানহইতে পরাভূত হইয়া নিজরাজধানীতে ফিরিয়া আইলে পর সন্ধান পাইলেন, যে তাঁহার মিনায়স নামাপুত্র আপন প্রধান সেনাপতির সঙ্গে মন্ত্রণা করিতেছেন, যে রাজ্যের প্রাণ দণ্ড করিয়া আপনি রাজা হইব; অতএব রাণী ঐ কুমন্ত্রি সেনাপতিকে আর কোন শাস্তি না দিয়া কেবল কারাগারে বদ্ধ করিয়া দিল। পূর্বক আপন সিংহাসন ছাড়িয়া তাহাতে ঐ পুত্রকে বসাইয়া রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন।

নির্নয়স যে গিতামাতাইতে জন্মগুহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া তত্বল্য কোন আচরণ না করিয়া, কেবল নিজ রাজধানীতে সুখামোদে মগ্ন হইয়া থাকিতেন। আর কুত্রাপি প্রায় কোন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেও যাইতেন না, এবং তিনি আপন প্রজালোককে স্বয়ং কার্যো সর্বদা নিবিক্ত রাখিবার জন্যে রাজ্যের সকল স্থানহইতে বিস্তর সৈন্য আনাইয়া তাহাদিগকে একত্র করিয়া সেনাপতির সহিত নির্নিবী নগরে রাখিতেন। আর আপনীর অত্যন্ত বিশ্বস্ত এক জন সেনাপতিকে তাহাদের সকলের উপর কর্তা করিয়া দিয়া এক বৎসর গত হইলে তাহাদিগকে পরিদর্শন করিয়া ঐরূপ অন্য সৈন্য গণকে নিযুক্ত করিতেন। ইহার ভাব এই, যে দশ জন ঐক্য হইয়া এক জন মহতেরো মন্দ করিতে পারে, অতএব সেনাপতির পাছে অনকাশ পাইয়া সৈন্যের সঙ্গে পুতি করিয়া কোন প্রকারে তাহার মন্দ করে, এই জন্যে তিনি এমনত করিতেন।

নির্নয়স অবশি করিয়া সার্দনাপলস শেষ রাজা পর্য্যন্ত ত্রিশপুরুষ, কিন্তু নির্নয়সের যে রূপ আচরণ তদ্রূপ তাহার উত্তরাধিকারীদেরও ছিল, বরং তাঁহাইতে তাহাদের আরও অধিক আলস্য ছিল, কেননা তাহারা রাজকীয় কর্ম্যনা করিয়া সর্বদা সুখভোগ করিত, আর এই সকল রাজারা কোন সময় রাজত্ব পাইয়া কত দিন পর্য্যন্ত তাহা ভোগ করিল, আর কি কর্ম্য করিল, এই সকলও তাহাদের বংশাবলী ইহা প্রায় কিছুই জানা যায় না।

সুর্বশেষের রাজা যে সার্দনাপলস তাহার কৃত যত কর্ম্য সে সকল এক প্রকার অপকীর্তির দৃষ্টান্ত স্থল হইতে পারে, এবং তাহার যে সকল কাহিনী শুনিতে পাই, তাহা যদি সত্য হয় তবে তিনি সমূহ অপযশের আধার হইয়া বড় কুপাজ ছিলেন বটে। আর তিনি কি অপকর্ম্য করিয়াছিলেন, না কখনবা স্ত্রী মূর্ত্তিধারণ করিয়া উপপত্নীর সঙ্গে সূতা কাটিতেন, এবং কখনবা স্ত্রী লোকের অলঙ্কার সর্বদা

পরিয়া ও তাহাদের মত অলকা তিলকাদিদ্বারা বেশভূষা করিয়া নির্মজ্জ রূপে লম্বটটা করিতেন। পরে ঐ দূরাত্মার এই সকল কুব্যবহার প্রযুক্ত তাঁহারি দুই জন পুত্রা ক্রোধেতে হউক কিম্বা রাজত্ব লইবার আশাতেই বা হউক, তাঁহাকে সিংহাসনহইতে দূর করিতে মনস্থ করিল; কিন্তু ঐ দুই জন পুত্রার এক জনের নাম আবাসীস, সে মিতীয় দেশ জাত এক প্রধান সেনাপতি ছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম বিলীসীস, সে বাবেল নগরোদ্ভূত এক পুরোহিত, এবং বড় গণক ছিল। কিন্তু সে প্রথমে আপনার মনে পরামর্শ করিয়া ঐ আবাসীসকে আনিয়া কাল্পনিক কতকগুলি ভবিষ্যদ্বাক্যেতে তাহার অন্তঃকরণে ফল দর্শাইয়া দিল। তৎকালে রাজা আপনার অসাবধানতা প্রযুক্ত উহাদের কৰ্তব্য জানিতে না পারিয়া, আর কোন অভিপ্ৰায়ে সেনাপতি গণকে নানা স্থানহইতে আনাইয়া নিনোবি নগরে একত্র করিয়াছিলেন। এই সময়ে ঐ দুই জন সেনাধ্যক্ষদের সঙ্গে গিয়া মিলিল, তাহাতে তাহারাও ঐ পরামর্শে সম্মত হইয়া যুক্তি পূর্বক বৎসর ২ যে সেনাগণকে আনা যাইত তাহাদিগকে সম্বাদ দিয়া আন ইয়া রাজার উপরে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। ইতোমধ্যে রাজা এই সকল অনর্থের সমাচার শুনিয়া অন্তঃপুরের মধ্যে গিয়া গুপ্ত ভাবে রহিলেন। কতক দিনের পরে সৈন্যের সঙ্গে নিজের যাওনের নিতান্ত আবশ্যক জানিয়া সেনাগণকে লইয়া রণ সজ্জা পূর্বক নগরের বাহিরে যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিলেন। অনন্তর তিন বার রণজয় করিলেন, কিন্তু শেষে পরাজিত হইয়া নিনোবি নগর পর্য্যন্ত পলায়ন পূর্বক শীঘ্র ঐ নগরের দ্বার বন্ধ করিয়া অরিগণকে আটকাইলেন, এবং মনে ২ এই ভরসা বাস্তবিলেন, যে এমন শক্ত বঁজুতুল্য প্রাচীরেতে আবৃত যে এই নগর, ইহা শত্রুরা কখন মারিয়া নিতে পারিবে না; অতএব প্রচুর খাদ্যদ্রব্যেতে পরিপূর্ণ যে এই স্থান, ইহাতে থাকিয়া অনায়াসে কাল কাটাইতে পারিব, ইহা চাহরাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া তাহার ভিতরে রহিলেন।

মতে তাহার বিপক্ষদের ছাটমি সকল ঐ নগর ঘেরিয়া অনেক দি। পর্য্যন্ত থাকিল; কতক কালের পর যখন টিগৌষ নদীর জল উথলিয়া ঐ পুরীর প্রাচীর দেহ জ্রোশ পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া গেল, তখন রাজা দেখিলেন যে শত্রু সর্গের প্রবেশের পথ হইয়া উঠিল; ইহাতে বুঝিলেন যে আর কোন প্রকার আমার বাঁচবার উপায় নাই; অতএব আপনার পূর্ব্বর ঐ সকল কবাবহার যাহাতে অক্ষত হয় এ রূপে মরিতে মনস্থ করিয়া ভূতাবগকে আজ্ঞা দিলেন, যে রাণীকৃত দ্রাক্ষ গুল্মের আনিয়া রাখ। ইহা শুনিয়া চাকরেরা তাকা করিল; তখন তিনি তাহাতে আপন হস্তে অগ্নি দিয়া প্রজ্বলিত করিয়া নিজ স্ত্রী সকল ও খোজা ও ধন সম্বন্ধি এই সমস্তকে আপনি ঐ অগ্নিতে পুড়িয়া মরিলেন।

যে রাজ্যের রাজা এমন পাপিষ্ঠ হয় সে রাজ্য উচ্ছিন্ন হইবার আশ্চর্য্য কি? আর অনুভব হয়, যে এই রাজ্যে নষ্ট হইবার পূর্ব্ব কথায় উহার বৃত্তি ও কখন বা হুস এবং কোন সময়ে বা রাজ-নির্নিমগ্ন, এই সকল ঘটিয়াছিল, কেননা প্রায় তাবৎ রাজ্যেই এই সমস্ত সম্ভবে; অতএব বৃহৎ রাজ্য যদি অনেক কাল পর্য্যন্ত থাকে তবে তাহাতে কি এমন হয় না? অর্থাৎ অবশ্য হইতে পারে; এই হেতুক এই সমস্ত ঘটিলে পর তাহার নাশ হইল।

ঐ রাজ্য নষ্ট হইলে পর তাহার মধ্যে তিন রাজ্য হইয়া উঠিল; তাহার প্রথম রাজ্যের নাম মিডীয়, যাহার কর্তা আবাসীস, যিনি নিম্ন রাজ্যের উপর আক্রমণ করিবার প্রধান কর্তা ছিলেন। তিনি পূর্ব্বের মত ঐ রাজ্য স্থাপন করিলেন। দ্বিতীয় আশর দেশের বাবেলাখ্য রাজ্য, যাহার কর্তা ছিলেন বিলীসীস, তিনি নাবোনা-নার নামেতেও খ্যাত ছিলেন। তৃতীয় ঐ আশর দেশের নিনিবী নামে খ্যাত-যে রাজ্য, যাহার প্রথম রাজা সিংহাসনে বসিয়া আ-পনার নাম কনিষ্ঠ নিনিম রাখিলেন।

২ দ্বিতীয়াধ্যায় ।

আশরীয় দ্বিতীয় রাজ্যের বৃত্তান্ত ।

সাদনাগনন্ রাজার পরলোক প্রাপ্তি হইলে পর যে ব্যক্তির
তাহার উপর আক্রমণ করিয়াছিল, তাহার রাজ্যধিপতি হইলে
শেষে ঐ কনিষ্ঠ নিনস আশরীয় দ্বিতীয় রাজ্যে সিংহাসনোপবিষ্ট
হইলেন। আর বোধ হয় পূন ও ফুল এই যে দুই সংজ্ঞা, এ তাহারি
ছিল; কিন্তু মানাহিম যখন যিশরায়েল দেশের রাজা ছিলেন,
তখন নিনস ঐ রাজার উপর আক্রমণ করিতে গিয়া সফল হওয়াতে
তাহার স্থানে তিন কোটি টাকা পাইলেন, তাহাতে ঐ রাজ্যে
কোন উৎপাত না করিয়া পুনশ্চ আপন অধিকারে ফিরিয়া
গেলেন, কিন্তু ঐ পুন সর্ব্বাগ্রে সিরিয়া রাজ্যের উপর আক্রমণ
করাতে ঐ রাজ্য তাহার করতলস্থ হইয়া রহিল।

টিগ্লাৎ পেলিসর নামে যে তাহার এক জন উত্তরাধিকারী,
তিনি রাজ্যভিষিক্ত হইয়া কিছু কালের পর আত্মপরাজয় স্থাপ-
নার্থে, এবং নিকটস্থ দেশাধ্যক্ষেরা ভয় প্রযুক্ত বশীভূত হইয়া আ-
পন ২ সাধ্যানুসারে প্রাণপণে সাহায্য করিবে, তাহার জন্যেও
বটে, যিশরায়েল রাজ্যের উপর আক্রমণ করিলেন। এই সময়ে
আহাজ নামক যে যিহুদা দেশের রাজা, তিনি সিরিয়া দেশাধিপতি
ও যিশরায়েল দেশাধিপতি এই দুই জন কর্তৃক অক্রান্ত হইকা,
টিগ্লাৎ পেলিসরের নিকটে এই সমাচার পাঠাইয়া শত্রুহস্তহইতে
রক্ষা পাইবার জন্যে ধর্ম্ম মন্দিরের তাবৎ রূপা ও স্বর্ণ লইয়া ঐ
আশর দেশের রাজাকে ডালি পাঠাইয়া দিলেন; এবং আরও এই
কথা বলিয়া পাঠাইলেন, যে আমি চিরকাল তোমার দাস হইয়া
থাকিব এবং করও দিব। ইহাতে আশর দেশাধিপ সিরিয়া ও যিহু-
দা দেশ আপন রাজ্যভাঙ্গাতি করিবার উপযুক্ত সময় বুঝিয়া
আহাজ পূর্ব্বক ঐ উপাটোকন গৃহণ করিলেন। পরে বিস্তর সৈন্যের

সহিত ঐ অঞ্চলে গমন পূর্বক নিরিয়া দেশের রেজিন নামক রাজাকে পরাভূত করিয়া দমক্ক নগর অধিকার করিলেন, এবং ঐ রাজা টা উল্কাইয়া দিলেন। অনন্তর যিশরায়েল দেশের পিকা নামে রাজার নিকটে গিয়া যর্দন নদীর ওপারে ঐ যিশরায়েলের অন্তঃপাতি সমস্ত দেশ ও গালিলীর তাবৎদেশ প্রদেণ এই সকল আপন অধিকার করিয়া লইলেন। আর আহাজ রাজা যে তৎকর্তৃক উপকৃত হইলেন, তন্নিমিত্তে ঐ আহাজ রাজার স্থানে বিস্তর কর লইলেন। তিনি এত ধন তাঁহার চাই চাহিলেন, যে তিনি আপন ভাণ্ডারের তাবৎ ধন দিয়া কুলাইতে পারিলেন না। শেষে ধর্ম্মমন্দিরের সমস্ত সোণা রূপা লইয়াও দিলেন, কিন্তু তিনি ইহাহইতেও যিশরায়েলের লোকদিগকে এ রূপ অধিক ক্রোশ দিলেন, যে তথাকার অনেককে দাস করিয়া লইয়া নিজ বাজ্যে প্রস্থান করিলেন।

আর শাল্‌মানাসর নামে যে তাঁহার পুত্র তিনি যিশরায়েলের লোকদিগকে পূর্বাশ্রয়ক্কা এমন বিপদ সাগরে মগ্ন করিলেন, যে সেখানকার অবশিষ্ট প্রায় সকলকেই দাস করিয়া লইয়া আপন দেশে স্থানে ২ রাখিয়া দিলেন।

পরে কাকরি দেশাধিপতি যে সানাকস তিনি যিশর দেশ যখন জয় করিয়াছিলেন, তখন হোবিয়া নামক যে যিশরায়েলের রাজা, তিনি তাঁহার সঙ্গে মিত্রতা করিলেন, কেননা তাঁহার মনে ২ এই আশয় ছিল, যে ইহার দ্বারা অশর দেশাধিকারির অধীনতা ঘুচাইর; অতএব তিনি আর শাল্‌মানাসরের বসতাপন না হইয়া কর বা উপঢৌকন ইহা কিছুই দিতে অস্বীকার করিলেন না।

শাল্‌মানাসর ঐ হোবিয়াখা রাজাকে এই কন্ঠের পুতিফল দিতে যথেষ্ট সৈন্য লইয়া তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে চলিলেন। পরে যত দূর পর্য্যন্ত পথ পর্বতাদি দ্বারা দুর্গম নয় তত দূর জয় করিয়া শেষে শমরোণ নগরেতে হোবিয়াকে ঘেরিয়া বন্ধ করিলেন, এবং তিন বৎসর পর্য্যন্ত ঐ রূপ বদ্ধ রাখিয়া শেষে ঐ নগর

আক্রমণ পূর্বক অধিকার করিয়া হোহিয়া রাজাকে শৃঙ্খলে দৃঢ় বন্ধন পূর্বক মরণ পর্য্যন্ত কারাগারে রাখিলেন। আর উহার যত লোক ছিল সে সমুদায়কেই ভৃত্য করিয়া মিডীর রাজ্যের মদ্যো হালা ও হাওয়ার নামে যে দুই নগর ছিল তাহাতে রাখিলেন।

শাল্ম্যানাসর চতুর্দশ বর্ষ রাজ্য করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইলে পর সিন্ধাথরিব নামে যে তাঁহার এক পুত্র উত্তরাধিকারী ছিলেন, তিনি আপন পিতৃ রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া যিহদী দেশের হিজকিয়া নামক রাজার স্থানে তাঁহার পিতা যে কর লইতেন তিনিও তাহা লইতে আশ্রয় করিলেন। তাহাতে হিজকিয়া কর দিতে অস্বীকার না করাতে তিনি সুসজ্জীকৃত অনেক সৈন্য লইয়া উহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যিহদী দেশে প্রস্থান করিলেন। পরে হিজকিয়া আপন রাজ্যে লুট হইতে দেখিয়া কোন রূপে সন্ধি হয় এই জন্যে তাঁহার নিকটে দৃত পাঠাইয়া দিলেন। অনন্তর দূতের প্রমুখাৎ সকল কথা শুনিয়া ঐ সিন্ধাথরিব সমুদায় প্রকাশ করিয়া যিহদীর রাজার স্থানে বিস্তর স্বর্ণ রূপা চাহিয়া এক নিয়ম স্থির করিলেন। ইচ্ছাতে তিনি নিজ ভাণ্ডার ও মন্দির শূন্য করিয়া তাহাতে যত অর্থ ছিল সকলি তাঁহাকে দিলেন। তথাপি আশরাধিপতি নিজ পূর্ববৃত্ত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া আরব্যাক সংগ্রাম করিয়া পূর্বাশ্রয় জয়ী হইলেন। আর এমন মহাবল পরাক্রান্ত ছিলেন, যে তাঁহার সম্মুখ রণে কেহ স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিল না; এবং যিরশালম ব্যতিরেকে যিহদী দেশের যত প্রাচীরাবৃত্ত নগর ছিল, সে সকলি তিনি হস্তগত করিয়া পশ্চাৎ সৈন্যের গিয়া যিরশালম নগর ঘেরিলেন। ইহাতে ঐ নগরে বড় দুঃখ ও বিপদ উপস্থিত হইল। ছেন কালে সিন্ধাথরিব সম্রাট পাইলেন, যে তিরহাকা নামক কাকরীর রাজা মিশরাধিপতির সঙ্গে যোগ করিয়া উভয়ের সৈন্য সম্মিলিত এই নগরের সাহায্যার্থে আসিতেছেন, ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ আগামি শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আগ বাড়িয়া চলিলেন। পরে যুদ্ধেতে জয়ী হই-

এই যিশর দেশ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে তাড়িয়া লইয়া এই দেশ সমস্ত লুট করিতে লাগিলেন, এবং যথেষ্ট সামগ্ৰী লুটিয়া ফিরিয়া পুনশ্চ আপন বিজয়ি সৈন্য শুদ্ধা যিরূশালেমের চারিদিকে ছাউনি করিয়া ঘেরিয়া রহিলেন; কিন্তু ইচ্ছারেচ্ছাতে সেই কালে একটা মহামারী হইয়া এক রাত্রিতে ১৮৫০০০ সৈন্য মারা পড়িল, ইহাতে প্রায় তাঁহার সকল সেনা নষ্ট হইল।

আশর দেশের রাজা উপায়ান্তর না দেখিয়া নিজ রাজধানী যে নিবিনী নগর, তাহাতে বাহুড়িয়া আইলেন, এবং সৈন্য সকল নষ্ট হওয়াতে পরাজিত হইয়া আপন পুজাগণের প্রতি অভ্যন্ত রাগান্বিত হইয়া বিস্তর উপদ্রব ও নিষ্ঠুরতাচরণ করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ, এই কোপ যিহুদীর ও যিশরায়েলের লোকদের প্রতি আরো অধিক প্রকাশ করিলেন; ফল তিনি আজ্ঞা দিলেন, যে প্রতি দিন অনেক লোককে বধ করিয়া এই শব শুলাকে রাজপথে কেল, আর তাহাদের কবর কেহ যেন না দেয়। এবং এই দুরাচার এমন নির্দয় চরিত্র ছিল, যে অন্য লোক ওদিকে থাকুক তাঁহার পরিবারই তাহা সহ করিতে পারিত না; অতএব এই রাজার জ্যেষ্ঠ এবং মধ্যম এই দুই পুত্র আপনাদের পিতাকে নষ্ট করিতে মন্ত্রণা করিল। পরে রাজা যখন মন্দিরে গিয়া নিসোক নামক যে তাঁহার ইস্ট দেব, তদগৌ মণ্ডবৎ করেন, তখন তাহারা তাঁহাকে কাটিয়া ফেলিল। তদনন্তর এই দুই জন যুবরাজ পিতৃহত্যা করিয়া নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতা যে এশারহাদন তাহাকে রাজ্য প্রদান পূর্বক আরমানী দেশে পলায়ন করিল।

বাবেল দেশেতে বিলিসীস রাজার উত্তরাধিকারী মিরোদক বলাদন ছিলেন, তাহার পর যাহারা রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, রাজাবলীতে কেবল তাঁহাদের নাম মাত্র পাওয়া যায়, কিন্তু আর কোন বিবরণ মিলে না। আর আশর দেশের রাজবংশ লোপ হইলে পর ৮ বৎসর পর্য্যন্ত সেখানে কোন রাজা না থাকাতে এই

দেশে বিস্তর দুঃখ ও কলহাদি হইতে লাগিল। এই কালে এশারহাদন রাজা ইহা দেখিয়া ঐ রাজ্য লাভের যিনক্ষণ অবকাশকাল জানিয়া বাবেল রাজ্যে অভিযুক্ত হইয়া ঐ রাজ্যটা এবং নিজ রাজ্য একত্রীকরণ পূর্বক ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত ঐ দুই রাজ্য ভোগ করিলেন। পূর্বে কালের কোন রাজকর্তৃক আশর দেশহইতে পৃথক্কৃত হইয়াছিল যে শিরিয়া ও যিহুদা দেশ। এই দুইকে ঐ এশারহাদন রাজ্য আশরের অন্তঃপাতি করিয়া শিরিয়ার দেশে আগমন করিবার সময়ে সেখানে অবস্থিতি যে লোক ছিল তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া নিজ দেশে লইয়া গেলেন, কিন্তু অত্যন্ত লোক তাঁহাদের হাত ছাড়িয়া সেখানে রহিল। আর পারস্য সাম্রাজ্য দেশে গিয়া শূন্য হইয়া অরণ্যের প্রায় হইয়া যায়। এই জন্যে করাখ দেশের পারহইতে অনেক লোককে আনাইয়া ঐ দেশে বাস করিতে পাঠাইলেন।

এশারহাদন রাজা আশরীয় দেশে উন্নয়নিত ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব রাজ্য করিয়া বাবেল দেশে ত্রয়োদশ বর্ষ প্রভুক্ত করিলেন। তাহার প্রাণত্যাগ হইল। পরে সাহসবুকিনস নামা তাহার পুত্র উত্তরাধিকারী হইলেন, তিনি বাবেল দেশের রাজবর্গের সাধারণ পদনী যে নাবুকদনেসর ইহাতেও খ্যাত ছিলেন, কিন্তু বাবেলের আর সকল রাজ্যহইতে বিশেষ করিবার জন্যে লোকের তাহাকে প্রথম নাবুকদনেসর বলিত; পরন্তু দ্বাদশ বৎসর রাজ্য করিবার মধ্যে রাগো মাঠেতে তাহার একত্রীকৃত সৈন্যগণ মীড রাজার ঐ রূপ সৈন্যের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ করাতে তিনি জয়ী হইয়া মীড রাজার রাজ্যের মধ্যে প্রধান নগর যে বিতানা, তাহা জয় করিয়া আপনার মিনিবী নগরে পুনর্যাত্রা করিলেন।

তাহাকে সারাকস বলে কিম্বা খইনানানিস্ বলে, তিনি তাহার উত্তরাধিকারী হইয়া অত্যন্ত ত্রৈল হওয়াতে এবং রাজ্যের পালন না করাতে প্রজাগণ তাহাকে নিতান্ত তুচ্ছ জান করিল। পরে নাবো-

পলাসর নামক বাবেল দেশ জাত যে তাহার এক জন সেনাপতি ছিল, সে তাহারি আশরীয় রাজ্যের একাংশ হরণ করিয়া লইয়া ১১ বৎসর পর্য্যন্ত তাহাতে প্রভুত্ব করিল। পরে ঐ ব্যক্তি নিজাক্রান্ত রাজ্য রক্ষার্থে সাইআকসারিয নামে যে মিডীয় দেশের রাজা, তাহার সঙ্গে বন্ধুতা পাঠাইয়া পরস্পর এক বাক্যতা পূর্বক আপনাদের উভয়ের সৈন্য একত্র করিয়া নিনিবী নগর ঘেরিয়া জয় করিলেন, এবং সেখানকার সারাকস রাজাকে নষ্ট করিয়া ঐ বৃহত্তরটা সর্ব-স্বত্বা উচ্ছিন্ন প্রকৃত্ব করিলেন। ঐ কালাবধি আশরীয় রাজ্যান্তঃ-পাতি যত নগর ছিল তাহার মধ্যে কেবল বাবেল প্রধান হইয়া উঠিল।

নিনিবী নগর নষ্ট হওয়াতে বাবেল ও মিডীয় দেশ এমন বর্জিত হইয়া উঠিল, যে উহাদের নিকট রাজ্যস্থ ব্যক্তি সকল তাহা-দিগকে ভয় ও দ্বেষ করিতে লাগিল, এবং নিখো নামক যে মিশরের রাজা, তিনিও তাহাদের প্রতাপেতে শঙ্কিত হইয়া ঐ পরাক্রমদমনা-র্থে বিস্তার সেনা একত্রীকরণ পূর্বক সৈন্যে ফরাৎ নদীর নিকটে গমন করিয়া নানা নগর জয় করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, কিন্তু যখন তিনি কারথিমিয নগর জয় করিলেন, তখন সিরিয়ার ও যিহদী দেশের সমস্ত লোক নাবোপলাসরের বিপক্ষ হইয়া উঠিল; নাবো-পলাসর ইহা দেখিয়া আপনার বাদ্ধক্য ও দৌর্বল্য প্রযুক্ত তাহা-দের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্যে যাইতে অসমর্থ হইয়া ঐ সমস্ত দেশ করতলস্থ করিতে আপন পুত্র যে নাবুকদনসর, তাহাকে নিজ রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া সমুহ সৈন্য তাহার সঙ্গে দিয়া পাঠাই-লেন।

এই দ্বিতীয় নাবুকদনসর যুগেই সৈন্য লইয়া ফরাৎ নদীর তীরে গিয়া নিখো রাজাকে সৈন্যের সহিত পরাভূত করিয়া কারথিমিয নগর পুনশ্চ অধিকার করিলেন। অনন্তর সে স্থানহইতে সিরিয়ায় ও যিহদী দেশে প্রস্থান করিয়া ঐ দুই রাজ্য জয় পূর্বক আপন রাজ্যান্তঃ-

পাতি করিয়া যিহুদী দেশে প্রবেশ করণান্তর যিরূশালম নগর ঘেরিয়া জর করিলেন ; পরন্তু তাঁহার এই মনস্থ ছিল, যে যিহুয়াকিম রাজাকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া আপনার সঙ্গে বাবেলে লইয়া যান, কিন্তু ঐ রাজার দুঃখ দর্শনে এবং খেদোক্তি শ্রবণে করুণাবিক্ত হইয়া তাহাকে পুনশ্চ সিংহাসনে বসাইয়া পূর্ব পদস্থ করিলেন, এবং যিহুদী দেশের কতকগুলি রাজবংশীয় সন্তানকে রাজধানীর বিভব এবং মন্দিরের কতক সুবর্ণাদি নির্মিত পাত্র শুদ্ধা লইয়া ও ঐখানকারি আর ২ অনেক লোককেও লইয়া বাবেল দেশে সংস্থাপন করিলেন ।

যিহুয়াকিমের পঞ্চম বর্ষীয় রাজত্বের সময়ে নাবোপলাসর নামক যে বাবেলের রাজা, তিনি একুশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজ্যভোগ করিয়া পঞ্চদশ পাইলে পর তাঁহার পুত্র নাবুকদনসর এই সমাচার পাইবামাত্র তাবৎ লুটিত সামগ্ৰী পশ্চাৎ লইয়া যাইতে ভৃত্যগণকে আজ্ঞা দিয়া, এবং সেনাপতির হস্তে তাবৎ সৈন্যকে সমর্পণ করিয়া অরণ্যের মধ্যস্থান দিয়া যে সোজা পথ ছিল, সেই পথ ধরিয়া দ্রুতায় বাবেল দেশে উত্তরিলেন। আর যে ব্যক্তি তাঁহার নিমিত্তে রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছিল, তাহাইহতে তিনি আপন ঐপতৃক রাজ্য লইয়া উন্নয়নস্থ যে খাসদি, ও আশর, এবং আরাবী, ও মিরিয়া, ও যিহুদী দেশ ছিল, এই সকল ব্যক্তি পাইয়া ৪৩ বৎসর পর্য্যন্ত এই সমস্তের উপর রাজত্ব করিলেন ।

কিয়ৎকালানন্তর যিহুয়াকিম রাজা বাবেল দেশাধিপতির অধীনতা ঘূচাইয়া স্বাধীন হইলেন, অর্থাৎ পূর্বে যেমন কর প্রদান করিতেন তেমন আর করিলেন না, ইহাতে বাবেলীয় রাজার পূর্ব স্থাপিত যিহুদী দেশে যে কতকগুলি সেনাপতি ছিল, তাহারা ঐ যিহুয়াকিমের বিপক্ষ হইয়া তদদেশে বিস্তর দৌরাণ্ডা ব্যবহার করিল। তৎকালে যিহুয়াকিম পরলোকে যাজ্ঞ করিলেন পর যি-
শোখোনি নামে যে তাঁহার পুত্র উত্তরাধিকারী ছিলেন, তিনি যিরূ-

শলম নগরে পৈতৃক সিংহাসনে বসাতে ঐ সেনাপতিরা গিয়া ও মাস পর্য্যন্ত সে নগর ঘেরিয়া রহিল; ইতোমধ্যে বাবুদুন্দসর এই সমাচার পাই বা মাত্র সমূহ সৈন্য লইয়া আপনি যিরূশালমের সমীপে গমন পূর্বক ঐ সৈন্য সেনাপতির সঙ্গে আপন সমভিব্যাহারী সৈন্য সকল মিনাইয়া সে নগর অবিলম্বে জয় করিয়া সে স্থানে আপনি সর্ব্ব সর্বা হইলেন। পরে রাজধানীর ও মান্দরের সমস্ত ধন এবং শালিম্ন নামে যে পূর্ব্ব রাজা ছিলেন তাঁহার কৃত অবশিষ্ট যত স্বর্ণাদি পাত্র ছিল, এই সর্ব্বস্বদ্ধা বাবেলে চালান করিয়া যিথোনিয়স ও তাঁহার মাতা এবং তাঁহার স্ত্রী সকল আর রাজ মন্ত্রিগণ ও আর ২ বিস্তর ধনবস্ত্র লোক, এতদ্ভিন্ন আর ও যথেষ্ট লোক, এই সকলকে দাস দাসী করিয়া নিজ দেশে লইয়া গেলেন, এবং যাইবার সময় যিথোনিয়সের খুড়া মাতানিয়াকে কিম্বা জেদিকিয়াকেই বা ইউক ঐ যিথোনিয়সের স্বরূপ করিয়া তাঁহার সিংহাসনে বসাইয়া রাজা করিয়া গেলেন।

ঐ জেদিকিয়া নামক যিহুদী দেশের রাজা, মিশর দেশের ফরওহ রাজার সঙ্গে মিত্রতা করিয়া সেই ভরসাতে বাবেল রাজ্যধিপতির সঙ্গে শপথ পূর্বক পূর্ব্ব যে নিয়ম করিয়াছিলেন, তাহা ভঙ্গ করিয়া কর দিলেন না, এই হেতু বাবেলাধিকারী ক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্যে পুনশ্চ গিয়া যিরূশালম নগর বেষ্টিত পূর্বক তাঁহাকে শীঘ্র দণ্ড দিতে যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে করিতে ফরওহ রাজা ঐ বেষ্টিত নগরের সাহায্য করিতে সৈন্যে আসিয়া তথাকার লোকদের আহ্বাদজনক ভরসা দিতে লাগিলেন; কিন্তু সে আহ্বাদ ফলেক মাত্র হইল, কেননা বাবেলীয় সৈন্যের হাতে মিশরীয় সেনাগণ আশু পরাভূত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইলে পর, ঐ বাবেলের জয়ি সৈন্য সমূহ এক বৎসর পর্য্যন্ত যিরূশালম ঘেরিয়া থাকিয়া শেষে চড়াউ হইয়া অধিকার করিয়া লইল। আর এমন বাড়ীবাড়ী মারামারি হইয়া উঠিল, যে, তাহাতে সহস্র লোক মারা পড়িল, তাহার মধ্যে বাবেলীয় রাজার

আজানুসারে জেদিকিয়ার প্রত্যক্ষেতে তাঁহার দুই পুত্র ও মন্ত্রিগণ এবং আরও অনেক প্রধান লোক হত হইল। পরে রাজা পুনশ্চ অনুমতি দিয়া সেই নগর ও মন্দির লুট করানিয়া শেষে অগ্নিপ্রদান পূর্বক ভস্মসাৎ করাইলেন, ও মূর্চা সকল লুপ্ত করিয়া সমভূমি করাইলেন। অনন্তর জেদিকিয়ার চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটন পূর্বক তাঁহাকে বেড়ি দিয়া বাবেলে লইয়া যাবজ্জীবন কারাগারে বন্ধি করিয়া রাখিলেন।

নাসরুদ্দীনসহ পূর্বের সকল রাজা অপেক্ষা প্রধান রূপে ২৩ বৎসর পর্য্যন্ত রাজ্যভোগ করিয়া পঞ্চত্ব পাইলে পর ইবিলমিরোদক নামে তাঁহার পুত্র উত্তরাধিকারী হইয়া আপন কাশ্মত্যা ও অপব্যয় প্রযুক্ত সকলের নিকট এমন ঘৃণিত হইলেন, যে অন্যের কথা দূরে থাকুক তাঁহারি পরিজন তাঁহার প্রাণ হিংসা করিল। পরে নেটোকুশ নাম্নী উহারি স্ত্রী রাজ্যাভিযুক্তা হইয়া এই বাবেল দেশে বিস্তর উৎকৃষ্ট মনোরম অটালিকাদি নির্মাণ করাইলেন, ও বহু কাল পর্য্যন্ত আপনার নাম রাখিতে নগরের এক প্রধান দ্বারের উপরে একটা বড় স্তম্ভ প্রস্থত করিয়া তাহাতে ইহা লিগিয়া রাখিলেন, যে কোন উত্তরাধিকারী জীবনোপায় থাকিতে কিম্বা অত্যাচার্য্যক না হইলে ইহার মধ্য স্থাপিত হইবে, তাহা ভ্রংশও করিবেন না। পরে ফারসী দেশীয় দারায়স কিম্বা গটান্ন যাহাকে বলে, এই রাজার আগল পর্য্যন্ত সে স্তম্ভ পূর্য্যমত গাঁথা ছিল, কিন্তু দারায়স ইহার ভিতর কিছু অর্থ আছে, ইহা অনুমান করিয়া এই স্তম্ভ ভাঙ্গিলেন, কিন্তু কিছুই না পাইয়া কেবল এই এক লিখন দেখিলেন যে “তোমার মন যদি এমন ধন ভ্রুণিত ও অর্থলোভি হইয়া ভূচ্ছিত না হইত তবে মৃত লোকের অরণ্যার্থক হইত, তাহা কদাচ ভাঙ্গিতা না।”

ইবিলমিরোদক রাজার ভগিনীপতি যে নিরীহগণ: যিনি উহার প্রাণহস্তাদের মধ্যে প্রধান এক জন, তিনিই এই রাজ্য লইয়া মিত্র

রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে শীঘ্র সাজিলেন; তাহাতে মিডীয় দেশাধিপতি যে সাইকুরীস, তিনি কারশী দেশের সাইরস রাজাকে আশ্বাস পূর্বক দুই জনে মিলিয়া এই নিরিপ্তিষের সহিত সঙ্গাম করিয়া তাঁহার চতুর্থ বৎসর রাজ্য করিবার বেলা তাঁহাকে বধ করিলেন।

তদনন্তর লাবরোসোরোখদ নামক তাঁহার সন্তান, ৩৭ সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া অত্যুৎকরণে যে ২ অভিনাব উদয় হইল, তাহা অবশ্যে পূর্ণ করিলেন; ইহাতে অনেকে তাহার এই কু ব্যবহার দেখিয়া মনে ২ ঠাইরাইত, যে ইনি উপযুক্ত দণ্ড না পাওয়াতে কেবল নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া পৃথিবীতে অগম্য রাখিতে রাজা হইয়াছেন। বিশেষতঃ, দুইটী কুক্রিয়া করিয়া যে আপনার কলঙ্ক সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা লেখা যাইতেছে। তাহার প্রথম কৰ্ম্ম এই, যে তিনি একবার মৃগয়াতে গিয়া একটা পশুর প্রতি শর নিঃক্ষেপ করিয়া তাহাকে বিদ্ধিতে পারিলেন না, কিছু বাবেল দেশের এক ব্যক্তি প্রধান গাব্রিয়স নামা যুবা পুরুষ তাঁহার সঙ্গে ছিল, সে এই পশুকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিল, এই হেতু তিনি তাহার প্রাণ দণ্ড করিলেন। দ্বিতীয়, গাদাভিস নামে তাঁহার এক সেনাপতি ছিল, সে তাঁহার উপজীবীর লাবণ্যের প্রশংসা করিয়াছিল, এই জন্যে তাহার অঙ্গচ্ছেদন করিলেন। অতএব শেষে এই দুই ব্যক্তির পরিজন প্রবল হইয়া মিডীয় ও কারশীয় লোকের সহিত মিত্রতা করিয়া তাঁহার সিংহাসন টলটলায়মান করিল। ইহাতে তাঁহার রাজ্য কেবল ৯ মাস মাত্র এই অবস্থাপন্ন হইয়া রহিল, পরে এই সকলে একা হইয়া তাঁহাকে নষ্ট করিল।

ইহার পর বেলসাজ্জর এই রাজ্যাধিকারী হইয়া সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। আর বোধ হয়, যে ইনিই নাবুকদনসরের পৌত্র নেটোবুস রাণীর গর্ভজাত ইবিলমিরোদকের ঔরস পুত্র ছিলেন। পরন্তু তিনি রাজত্ব করিতেছেন এই সময়ে সাইরস রাজা সৈন্য লইয়া এই

বাবেল নগর ধেরিয়া রহিলেন; কিন্তু সেখানকার চারিদিকের প্রাচীর অত্যন্ত শক্ত ছিল, এই ভরসাতে বেলসাজ্জর শত্রুদমনার্থে কোন উপায় চেষ্টা না করিয়া প্রতিবৎসর নিয়মিত একটা বিশেষ পর্ব ছিল তাহা করিতে আহ্বাদ পূর্বক মন্ত্রিবর্গের কারণ চর্চা চোষা লেহু পেয় এই চতুর্বিধ উৎকৃষ্ট ভক্ষ্যদ্রব্য যে দিবসে প্রস্তুত করিলেন, সেই রাত্রিতে বিপ্লবেরা নদীর শোভা বদ্ধ করিয়া তাহার নীলা দিয়া নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রাজাকে এবং তাহার সৈন্যগণকে ও পুত্রাবর্গকে শানিত খেজ্বতে ছেদন করিয়া ফেলিল। আশ্রয় বৃহদ্রাজ্য লুপ্ত হইলে পর বাবেল রাজ্য দুই শত দশ বৎসর পর্যন্ত থাকিয়া শেষে এই রূপে নষ্ট হইয়া গেল।



উপদেশ কথা।

জানেন চেষ্টা করিতে গেলে আপনাকে চিন, এই কথাটি হইয়াছে যে তাহার প্রথম সোপান স্বরূপ, ইহা পূর্বাপর লোক প্রসিদ্ধ আছে। আরও এমনি একটি কথা আছে, যে মনুষ্যের মন জ্ঞাত হওয়া যে বিদ্যা, সে তাবৎ বিদ্যা অপেক্ষা করিয়া অধিক প্রয়োজনক। আর ইহা পাইবার উত্তম উপায় হইয়াছে প্রাচীন ইতিহাস সন্ধান; যে হেতুক কল দেখিয়া যেমন গাছ জানা যায়, তেমনি মনুষ্য সকল যে কি প্রকার, তাহা তাহাদের ক্রিয়ানুসারেই বোধ হয়। তবে কি ইতিহাস পড়াতে মানুষের কর্ম সকল দেখিয়া যে রূপ স্থির হইয়া উঠে তাহাতে আমাদের অশ্রিয়কোভ জন্মে। ফলতঃ এমনি বোধ হয় যে আপনাদের কুৎসিত আকার দেখিতে ঐ দর্পণ স্বরূপ ইতিহাস হাতে করিয়া রহিয়াছিল, ইহাতে কখনও এমনি বিরক্ত হইতে হয়। যে তাহা ফেলিয়া পলাইতে উদ্যত হই। হায়! পৃথিবীর যে কোন বেশ হটক না কেন, তাহার ইতিহাস পাঠ করিতে গেলে সচরাচর এমনি দেখিতে পাই, যে তাহার অধিক ভাগ কেবল দুঃখের

বিবরণ। আরও একটি আশ্চর্য্য এই, যে সাক্ষররা এই সকল দুষ্কর্ম করিতে শেষ্ঠ, অনেকে তাহাদিগকে বীর ও দেবতা বলিয়া ব্যাখ্যা করে, এবং জগৎ সংসার ব্যাপিয়া তাহাদের যশো ঘোষণা করিয়াছে। ফলতঃ মানুষের নানা প্রকার অসামান্য ক্ষমতা থাকিলেও পাপেতে এমনি পতিত হইয়াছে যে কোনও অংশে বন্য পশু অপেক্ষাও অধম। তাহার সাক্ষী দেখ, বাঘাদি হিংসক জন্তু সকল স্বভাবীয় পশুর হিংসা করে না, কিন্তু মনুষ্য যে কত মনুষ্যকে নীক করিয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। এই কারণে এসকলেতে আমরা এই শিক্ষা পাইতে পারি, যে অহঙ্কার না করিয়া নম্র হওয়া উচিত, ও আপনঃ মনের উপর বিশ্বাস না রাখা উচিত।

আর দেখা যাইতেছে যে কোন দোক আপনঃ পরাক্রম যত বাড়াইতে চেষ্টা করে শেষে ততই তাহাদের দুর্বলতা প্রকাশ হইয়া উঠে। ইহাট সাক্ষী দেখ, মিনো ও বাবেল নগরের মত ঐশ্বর্য্যবিত্ত মহা নগর পৃথিবীর নেশা খার ছিল না, তথাপি কত শত বৎসর গত হইল যে সে দুই নগর এমন উদ্ধিন্ন হইয়া গিয়াছে যে কোনখানে নগরের পত্তন কতখানি তাহা নির্ণয় করা যায় না; কেবল অনুমানেতে মাত্র বোধ করা যায়। অতএব পরমেশ্বর যদি রক্ষা না করেন তবে তজ্জন্তু শক্ত যে দুর্গ বেলতে ও বুদ্ধিতে আর যতঃ উপায় থাকে সে সকল বিফল হয়; কেমনা বাবেল নগর অতিশয় উচ্চ অথচ শক্ত প্রাচীরেতে বেষ্টিত ছিল, আর তাহার দ্বার এবং হড়কা সকলও তদ্রূপ শক্ত; তথাপি ঈশ্বর কর্তৃক নিরূপিত তাহার নাশ হইবার দিন যখন উপস্থিত হইল তখন কিছুতেই আটকাইতে পারিল না; এই জন্য বলি কোন রাজ্য কত দিন থাকিবে ও তাহার শ্রী বা কেমন বাড়িবে ইহা অনুভব করিতে গেলে তাহার সৈন্য সামন্ত ও ঐশ্বর্য্যের আধিক্যেই যে অধিক দিন থাকিবে এবং উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইবে এমন নহে। তবে কি না সেই রাজ্যবাসিরা যদি ঈশ্বরকে ভক্তি করিয়া তাহার আজ্ঞা সকল

পালন করে তবেই জানিবা যে তাহার ভদ্রত্বের লক্ষণ সেই। আরও
 ইহ কাল ও পর কালের বিষয় এই উভয় তৌল করিয়া দেখিলে
 কোন দিক্ ভারি ইহা যদি আমরা বুঝিতে পারি, তবে যাহারা
 উচ্চপদস্থ তাহাদের প্রতি ইঙ্গা করা আমাদের কোন পুকারে কর্তব্য
 নহে। মহল্লোকের নামের সঙ্গে আমাদের নাম যে গণিত
 নহে এ বিষয়ে শিদ্যমান না হইয়া কণ জাগরণকে ক্ষুদ্র পদে
 মিশ্রিত করিয়া নানা আপদহইতে রক্ষা করিয়াছেন যে ইন্দ্র
 তাহার ধন্যবাদ গ্রহণ করি। যেমন পর্বত শৃঙ্গের উপরিস্থ যে গাছ,
 সে অড়ে একেবারে উৎপাটিত হইয়া পড়ে; কিন্তু নাচে যে গাছ
 থাকে তাহার কোন বিষয় ঘটে না। কিম্বা জুফানের বেলা যে সকল
 ক্ষুদ্র ২ জাহাজ সমুদ্রের ধারে ২ যায়, সে সমস্ত খালের ভিতর পু-
 বিষ্ট হইয়া রক্ষা পাইতে পারে; কিন্তু যে বৃহৎ ২ জাহাজ সাগরের
 মধ্য দিয়া যায়, সেই গুলি তৎকালীন প্রবল তরঙ্গে বিদৌর্ণ হইয়া
 মারা পড়ে। এই ২ কথাই দৃষ্টান্ত হুল ২ ইচ্ছাছি সিমিতামিস রানী;
 দেখ, ও রানী অতুলনীয় পাইয়াও আপন পুত্রহইতে তাহার
 মনোভয় ছিল।

CHAPTER III.

OF THE

MEDES AND PERSIANS.

—◆—◆—◆—
তৃতীয় খণ্ড ।

মীড ও পার্শী লোকের বিষয় ।

তৃতীয় খণ্ড ।

মীড ও পারশী লোকের বিষয়ে ।



১ পৃথক অধ্যায় ।

মীড লোকের বিষয়ে ।

যাকতের তৃতীয় পুত্র যে মাডাই, তৎকালোদ্ভূত লোকেরা মীড সঞ্চিত ছিল; আর ঐ মাডাইর নামানুসারেই দেশের নাম রাখা গিয়াছিল মীডিয়া দেশ। উদ্দেশের উত্তর সীমা কান্নায়ন নামে খ্যাত সাগরের এক ভাগ, এবং পূর্ব সীমা পারতীয়া ও হিরকেনিয়া এই দুই প্রদেশ, আর দক্ষিণ সীমা পারশী ও সুযোয়ানা এবং আশরিয়া এই তিন প্রদেশ, ও পশ্চিম সীমা আরমানী মেজর নামে এক দেশ। আর ঐ দেশের পর্বতোপরিষ্কৃত অত্যন্ত শীতল, এবং উদ্ভিন্ন মাঠের ভূমি সকল অতিশয় উষ্ণ; অতএব তৎস্থানানুসারে দুবা সহল ও তদ্রূপ উৎপন্ন হইত। আর যে সকল নদীর জল আনিয়া ঐ কান্নায়ন সাগরে পড়িত সে সমস্ত নদী বাহ্যার উপ্ছিয়া যাওয়াতে তৎসমীপস্থিত প্রদেশে জলপ্লাবন হইয়া সেই স্থানে সমূহ বাষ্প উঠাতে ওখানকার বায়ু অস্বাস্থ্যজনক ছিল। আর মীডিয়াখ্য দেশের কোনই ভাগেতে নীরস বাষ্পমেতে রুটি করা যাইত, কিন্তু উদ্দেশের দক্ষিণাংশে অতিরিক্ত শস্য ও মদিরা জন্মিত।

মীড নামক ব্যক্তিদের পূর্বকালীন অতিশয় পরাক্রম ছিল, কিন্তু পশ্চাৎ সুখার্ণবে গা ঢালিয়া তাহাদের পুরুষত্ব সকল একেবারে লোপ হইয়া গেল। ঐ মীড লোকদের বিধি ও ধর্ম সকল প্রায় পারশী লোকদের সদৃশ ছিল। এমনি একটি রীতি ছিল, যে কোন ব্যক্তি মদিরা পান করিত তাহার অন্তঃকরণে রাজাও সমর্থ হই-

তেন না, অন্যের কথা কি বলিব ; অতএব ইতিহাসবেত্তারা যখন কোন অশুভিত বিষয়ের পুসঙ্গ করেন তখন এই ব্যবস্থা সকল তাহার দৃষ্টান্ত দিয়া কহেন ।

আশর দেশীয় দ্বিতীয় রাজাসম্রাট যে পাল, তৎকর্তৃক কিম্বা ভিগলার্থপালিসর নামক যে তাঁহার উত্তরাধিকারী তৎকর্তৃক মীডাখা লোকেরা পরাজিত হইয়া এই আশরীয় সিনকরিব রাজার অধিকার পর্যাভ বশতাপন্ন থাকিয়া শেষে সাহস পূর্বক পরাধীনতা ঘূচাইয়া স্ববশে কিয়ৎকাল অরাজক হইয়া বাস করিতে ২ অস্বামিক প্রযুক্ত তাহাদের লাল্লটোর আধিকা হইয়া উঠিল ; অতএব তৎদেশীয় ভিজাসিস নামক এক চতুর ব্যক্তি ঐশয্যেচ্ছুক হইয়া নরুলের উপরে কতৃত্ব করিতে সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া অহঙ্কারী ও দাম্ভিক এবং অত্যাচারী ইত্যাদির ন্যায় কদাচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । অনন্তর তিনি সৈন্যে আশর দেশাক্রমণ করিতে যাত্রা করিয়া নিজ সেনাগণ বিপন্নহস্তে পরাজিত হইলে পর আপনি সোয়াজডিউকিনস্ কিম্বা নাবুকদনসর যাহাকে বলে, তাঁহার হাতে প্রাণ হারাইলেন ।

তিনি পর লোকে যাত্রা করিলে পর ফাওটিস নামক তাঁহার পুত্র পৈতৃক পদ পাইয়া অত্যন্ত সাহসান্বিত হইয়া উঠিলেন, এবং টারস পর্বত অবধি করিয়া হানিস্ নদী পর্য্যন্ত ইহার মধ্যবর্ত্তি যত দেশ প্রদেশ ছিল, আর আশিয়া দেশ এই সকল জয় করিয়া গইলেন । পরে আশর দেশ আক্রমণ পূর্বক সেখানকার রাজধানী ঘেরিয়া রহিলেন, কিন্তু তথায় তিনি ও তাঁহার বিস্তর সৈন্য প্রাণপরিভ্যাগ করিয়া লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন ।

তদনন্তর অত্যন্ত সাহসান্বিত এবং চতুর সযাকজরেষ, তিনি রাজ মুকুট মস্তকোপরি ধারণ পূর্বক মীডিয়া দেশাধিপতি হইয়া আপন পিতৃবৃত্তা যে আশর দেশীয় লোক, তাহাদিগকে পিতার পরাজিত ও মৃত্যুর পুতিফল প্রদান করিলেন ; এবং সিথিয়া দেশীয় ব্যক্তি-

রা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ পূর্বক যৎকালে লুট করে তৎকালীন তিনি তাহাদের হাতহইতে রক্ষা পাইবার জন্যে তাহাদের অনেককে ছেনেতে ভোজনের নিমন্ত্রণ পূর্বক আনাইয়া নির্দয় রূপে হত্যা করিলেন, এবং তিনি বাবেল রাজ্যাভিষিক্ত যে নাবুকদনসর তাঁহার সহিত বন্ধুতা করিয়া নিনিবো নগর পুনরায় ঘেরিয়া এই নগরাধিপ যে সেরকাখা রাজা, তাঁহার প্রাণ দণ্ড পূর্বক এই মহা রাজধানী একেবারে সমভূমি করিয়া দিলেন। আর পুতাপেতে আপন রাজ্যের অতিশয় বৃদ্ধি করিয়া নিজপুত্র যে এসটিয়াজেস তাঁহাকে রাজ দণ্ড দিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

এ রাজার আর একটি নাম ছিল আহাসিউরস, পরন্তু বাবেল দেশবাসি লোকেরা ইবিল মিরডাক্কে অধ্যাক্ষ করিয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিলে পর, তিনি তাহাদিগকে নিজাধিকারহইতে দূর করিয়া দিলেন। আর যিহুদী লোকদের এক পরম সুন্দরী কন্যা ছিল তাহাকে বিবাহ করিলেন, তজ্জনা এই লোকদের প্রতিপালন পূর্বক তাহাদের সঙ্গে বন্ধুতা করিলেন।

এ এসটিয়াজেসের শরীর পতনের পর দ্বিতীয় সায়াকজেরেস নামক যে তাঁহার পুত্র, তাঁহার আর একটি সন্তান ছিল মিডিয়া দেশীয় ডারিয়স, তিনি পৈতৃক পদাভিষিক্ত হইয়া সাইরস নামক যে তাহার সাহসী ভাগিনেয় ছিল, তাহার সঙ্গে একত্র করিয়া বাবেল দেশ জয় পূর্বক অধিকার করিলেন, ও দানিএল নামা এক ব্যক্তিকে এই অধিকৃত রাজ্যের শাসনকর্তা করিয়া রাখিয়া দিলেন; এবং মিডিয়া ও পারসী এই দুই রাজ্য সাইরস একসাৎ করাত্তে মীড লোকদের নাম একেবারে লুপ্ত হইয়া গেল।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

পারশী রাজ্যের বিষয়ে ।

আশিয়াস্তঃপার্শ্বি তাবদেশঃ অপেক্ষা পারশী দেশ সর্বাপেক্ষে
অত্যন্তম, এবং এই দেশ ভিন্ন কালে ভিন্ন নামে বিখ্যাত হইয়াছে ।
আর পূর্বে তাহার দীর্ঘতা হেলেন্‌পার্টস মোহানা অবধি সিন্ধুনদীর
উত্তর দিক্ পর্যন্ত এক হাজার চারিশত কোশ ছিল, এবং আফে
পার্টস নদী অবধি করিয়া আরব সাগর পর্যন্ত এক হাজার কোশ ।

এ দেশের মানা স্থানে নানা প্রকার বায়ু বহে, তাহাতে কিয়ৎ
সংখ্যক দেশে অসহ্য গীষ্ম হয়, ও কতকগুলি দেশে ঈশন প্রবল শীত,
যে তাহাতে জল পুস্তের ন্যায় কঠিন হইয়া যায় । আর উহার
কতক প্রদেশের উর্বরা যে নিম্ন ভূমি সকল, তাহাতে যথেষ্ট ফল ফুল
ও অনেক প্রকার সুগন্ধি বৃক্ষ এই সকল উৎপন্ন হয়; এবং এই কথা
ওনা গিয়াছে, যে অতি সুন্দর একটা প্রান্তরের মধ্যে এক হাজার
পাঁচ শত গ্রাম ছিল, তন্মধ্যে পারশী লোকদের পরাক্রম ও ঐশ্বর্য্য-
যুক্ত যে রাজ্য, তদুপযুক্ত উৎকৃষ্ট মনোরম পারসেনপালিষ নামক
রাজধানী স্থাপিত ছিল। পারশী দেশাধিপতিদের পূর্বকার রাজ্যই
এক পার্বত্যের তলেতে স্থাপিত ছিল, তাহার তিন দিকের প্রাচীর
অদ্যাপিও বিদ্যমান আছে । আর যে সকল বৃহৎ পুস্তরেতে এই
দেওয়ান গৃহিত হইয়াছে সেই সমস্ত পাতরের উপরে নানা কথা
অর্থবোধক যে সাক্ষেতিক মূর্তি সকল, এবং ইতিহাস ও যুদ্ধ ও
মর্গিয়া প্রভৃতি, যে আকার দেখিয়া মাত্র বোধ হয় এমন আকার
সমস্ত আছে, আর ধর্ম্মবিষয়ের এবং রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞা-
পক যে আকৃতি সমূহ, এই তাবৎ তাহাতে খোদিত আছে ।

বোধ হয় পারশী দেশীয় লোকেরা শেমের পুত্র যে এলাম,
তদংশজাত; অতএব কখনও তাহারা এলামীয় পদবাচ্যও হয় ।
আর তাহাদের রাজ্যে এমনি প্রথা ছিল, যে যিনি রাজপদাভিষিক্ত

হইতেন, তিনি অন্য কাহার অপেক্ষা না করিয়া কেবল আপন ইচ্ছাতেই তাবৎ কৰ্ম চালাইতেন, এবং রাজা কাল প্রাপ্ত হইলে পর তাঁহারি পুত্র পৌত্রাদি ক্রমেতে রাজ্যমুকুট পাইতেন। আর তুল-
তির আজ্ঞা না পাইয়া যে রাজগৃহে প্রবেশ করি, এবং ভূমিত হইয়া পুণাম না করিয়া যে সিংহাসন সন্নিধানে যাওয়া, এ সকল কাহারো সাধ্য হইত না। আর ঐ রাজারা সমস্ত বিশেষে প্রজাত নিবেদন শ্রবণ করিয়া প্রায় ন্যায়পূর্বক সু বিচার করিতেন।

পারশী দেশের প্রাচীন লোকেরা আপনঃ সন্তানদের বিদ্যা-
ভাস যে প্রকারে হয় তাহাতে অতিশয় যত্ন করিয়া তৎসন্তানকে
ভদ্র লোক সকলে আপনঃ বালকদের পঞ্চম বর্ষ বয়স্ হইলেই
তাহাদিগকে বিদ্যান্ শিক্কের পাঠশালায় প্রেরণ করিতেন, তা-
হাতে শিক্কেরা ঐ ছাত্রদের মন যাহাতে কুকর্ম সকল হইতে
ফিরিয়া সংকর্মে নিবন্ধি হয়, এমন সমস্ত উদাহরণ বাক্যদ্বারা যত্ন
পূর্বক তাহাদিগকে শিক্ষা করাইতেন।

পারশী লোকের দোষি লোকদের প্রতি এই সকল দণ্ডের
নিয়ম ছিল। যে জন রাজদ্রোহ কারণ অপরাধী, পুমানদ্বারা এমন
নিরুপণ হইলে অগ্রে ঐ ব্যক্তির দক্ষিণ হস্ত ছেদন করিয়া পশ্চাৎ মস্তক
ছেদন করিত। আর যে বিষ ভোজন করাইয়া পরের প্রাণ হরণ
করিত, তাহাকে পাষণ দ্বয়ের মধ্যে ফেলিয়া অস্থি সকল চূর্ণ করি-
য়া প্রাণে মারিত। এবং তাহাদের মধ্যে অত্যন্ত অকরণ দারুণ এই
দণ্ড ছিল, যে দোষযুক্ত মনুষ্যকে শত্রু রূপে বন্ধনগুস্ত করিয়া এই
প্রকারে মৌকাধয়ের মধ্যবর্ত্তি করিয়া ফেলিয়া রাখিত, যে তাহার
হস্ত মস্তক পদাদি প্রকাশিত থাকিয়াও ঐ সকল অবয়বের স্পন্দন
করিবার শক্তি থাকিত না। আর তাহার বদন এমন করিয়া
রাখিত, যে সূর্য্যকিরণের উত্তাপে উত্তপ্ত হওয়াতে অতি কাতর
হইত, এবং মুখেতে মধু লেপন করিয়া দিত। তাহার কারণ এই,
যে মধুমক্ষিকা ও বোলতা ঝাঁকে উহার মুখ মণ্ডলে বসিয়া ছল

ফুটাইয়া, বিস্তর যত্ন দিত, তাহাতে হননকারকেরা ঐ দো-
ষকে উদর পূরণ করিয়া অন্ন ভোজন করাইত, কেননা অধিক
কাল দুঃখভোগ হইবে। আর পারশীরা যে সকল অপরাধের দণ্ড
বিধান করিয়াছিল, তাহা দোষার্থক অপেক্ষা করিয়া প্রায় দোষ
নিবারণার্থে হইতে পারে; এবং অনুমান হয় যে কৃতঘ্নতার যে দণ্ড-
বিধান, তাহা কেবল তাহারাই করিয়াছিল।

আর ঐ পূর্বকালীন পারশী দেশীয় লোকেরা প্রায় সকলেই অস্ত্র-
শিক্ষা বিশেষতঃ ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করিত। আর সেই স্থানের প্রধান
ব্যক্তির ব্যক্ত রূপে বাহিরে গমন করিতে হইলে অশ্বারূঢ় হইয়া যা-
ইত, নতুবা তাহাদের মানের হানি হইত। এই কারণ উহাদের
ছোটক স্বর্ণ রজতাদিতে বিভূষিত ছিল; আর তাহার যে কালে রণ-
স্থলে গমন করিত, সে কালে চতুঃ সংখ্যক কিছা ঘট্ট সংখ্যক বা
অষ্ট সংখ্যক অশ্বযুক্ত রথের আরোহণ করিয়া পুত্ৰান করিত। আরও
তাহাদের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত ছিল, যে অন্য কোন লোকের
সহিত সংগ্রাম করিতে মনস্থ হইলে ঐ বিপক্ষদের নিকটে এক জন
দূত প্রেরণ করিয়া মৃত্তিকা ও জল যাচ্ঞা করিত; ইহার ভাব এই,
যে তাহাতে তাহাদের অধীনতা বাঞ্ছা থাকিলে মৃত্তিকা ও জল দিয়া
কর পুত্ৰান করিবে, ও পারশীর রাজা সম্মুখ হইয়া থাকিবেন, নতুবা
তুমুল সংগ্রাম হইবে।

অনুমান সিদ্ধ এই, যে পারশী লোকদের পূর্ব পুরুষ যে এলাম,
তৎকর্তৃক তাহার প্রথমতঃ ইশ্বরবিষয়ক জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়াছিল,
পরে আব্রাহাম নামক যে যিহুদী লোকের পূর্ব পুরুষ, তাহার দ্বারা
ভ্রান্তিজনক এমন যে কতক গুলি অশান্ত্রীয় মত তাহাই হইতে রক্ষা
পাইয়াছিল; কিন্তু তথাপি তাহার চিরকাল সূর্য ও অগ্নিকে যথেষ্ট
ভক্তি করে। কল জোরাকীর নামে তাহাদের যে এক জন প্রধান
গুরু, তিনি উহাদিগকে এই শিক্ষা দিত্তাছিলেন, যে পরমেশ্বরের
ভাবঃ সৃষ্টির মধ্যে প্রধান রূপে সূর্য্যের সৃষ্টি হয়, এবং ঐ সূর্য্য

মণ্ডল তাঁহার বাসস্থান; ও ইখর যে কৌদূশ ইহাও সকলহইতে উত্তম দৃষ্টান্ত হইয়াছে অধি। অপর তাহার ইহাও কহে, যে ভাল কার্যের সৃষ্টি করেন ও মন্দ কার্যের সৃষ্টি করেন এমন দুই জন কৰ্ত্তা আছেন, তদনুসারেই তাহা ঘটে। আর বলে, যে পরলোকে দোষগুণ ব্যক্তিকে মন্দ দুই দূত বিবেচনা পূর্বক উপযুক্ত পুণ্য প্রদান করিবে, পশ্চাৎ দ্বাদশ সহস্র বৎসর গত হইলে মহা প্রায়শ্চালী সঙ্কলনই মুক্ত হইয়া যাইবে। আর এই কথা কহে, যে পরমেশ্বর হয় বারে তাবতের সৃষ্টি করিলেন।

তাহাদের দ্বারপরিগৃহের যে সকল রীতি তাহা লেখা যাইতেছে। তাহাদের বাল্যাবস্থায় বিবাহ হয়, আর স্ত্রী বিয়োগির অন্য স্ত্রীর সহিত পুনর্বার উদ্বাহ হয়; তাহার মধ্যে আরবার এই বিশেষ, যে কতগুলি লোক স্বেচ্ছা পূর্বক বিবাহ করে, ও কতক বা উত্তর কাল ধনাধিকারী হইবার জন্যে অন্যের ইচ্ছাতে বিবাহিত হয়। আর এক আশ্চর্য্য কথা শুনি, যে মৃত শরীরেরও বিবাহ দেয়, কেননা তাহাদের এমন গুহ আছে যে বিবাহিত ব্যক্তি পরকালে গিয়া পুণ্য হয়। আর বিবাহের পূর্বে পুরোহিত সমীপে বস কন্যা এই উভয়ের সম্মতি জানাইতে হয়, তখন ঐ পুরোহিত ঐ উভয়ের মস্তকে ধান্য দূর্য্য প্রদান করিয়া আশীর্বাদ করেন।

ঐ পারশী দেশ নিবাসিরা সেখানকার মৃত দেহ সকলের কবর না দিয়া নিঃশব্দ নামক এক উচ্চ মূর্ত্তার মধ্যে রাখিয়া দিত; ইহার ভাব এই, যে আগ্নেয়াস্তিত্বাধি শকুনি পক্ষি প্রভৃতি ঐ স্থানে গিয়া শব্দমাংসভোজন করিত, তৎ প্রযুক্ত তৎ স্থানস্থ মনিকার অশুচি জন্মিত না, ও বায়ু মন্দ না হওয়াতে মারীভয়ও হইত না। আর তাহার জোরাটেরের মন্ত্রণানুসারে বিস্তর বেদি নিৰ্ম্মাণ করিয়া প্রত্যেকের উপরিভাগে ইখর যে কৌদূশ, ইহার দৃষ্টান্ত হেতুক ও তাঁহার গুণের প্রতিবিম্ব জ্ঞাপনার্থে এক ২ অধি সংস্থাপনার্থক মন্দির প্রস্তুত করিল।

এলায় অর্থাৎ পারশী দেশের আদি রাজা যে চেদারলোয়ারিয়ার, তিনি আশিরার অন্তর্গত কিয়ৎ সংখ্যক দেশ জয় করিয়া সদম ও গমোরা এবং বেলী ও আদমা আর জেবইম এই সকল দেশাধিপতিদিগকে ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর বশীভূত করিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু পরে যিহুদী লোকের পূর্ব পুরুষ রো আব্রাহাম তৎ কর্তৃক সংগৃহীত হইলেন, এবং পেলাগোলিস নামক যে রাজ্য ছিল, তাহাইহতেও চ্যুত হইলেন। এই সময়ে ব্যাপার যৎ কালে হইয়াছিল, তৎ কালাবধি সাইরস নামা রাজার রাজ্যভোগ পর্য্যন্ত ঐ পারশী দেশের বিবরণ কেবল কৃত্রিম ইতিহাসে ব্যাপ্ত।

এই সাইরস নামধেয় ভূপতি বিস্তর ভয়ঙ্কর তুমুল সংগ্রাম জয় করিয়াছিলেন, এবং যে সমস্ত যিহুদী দেশস্থ লোক বন্দী হইয়াছিল, তাহাদিগকে মুক্ত করিয়াছিলেন, এ জনো তাঁহার রাজাধিরাজ উপাধি ছিল। আর তিনি ঐ পারশী দেশীয় কেষাইশেষ নামধেয় এক জন মহান্নকের ঔরসজাত ও মীড লোকের রাজা যে এক্টোএজিস, তাঁহার কন্যা যে মাস্দেনী তদগর্ভজাত পুত্র ছিলেন। অপর ইনিই দ্বাদশ বৎসর ঐ পারশী দেশে বাস করিয়া সেখানকার দুঃখ সকল সহ্য করিতে এমন অভ্যাগ করিলেন, যে তিনি যুদ্ধের যত পরিশুম ও ক্লেশ তাহা অনারাসেই সহিষ্ণুতা করিতে পারিতেন; এবং তাঁহার তৎ স্থানে থাকিয়া নানা প্রকার রণপাণ্ডিত্যও হইয়া উঠিল। পরে দ্বাদশ বৎসরানন্তরে এক্টোএজিস নামে যে তাঁহার মাতামহ, তৎসমীপে ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত থাকিয়া শেষে পুনশ্চ আপন দেশে ফিরিয়া আইলেন; পরন্তু যখন চত্বারিংশৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন তখন সাইআক্সেরস নামক যে তাঁহার মাতুল, তিনি যৎকালে মিডীয়ের রাজা ছিলেন, তৎকালে আব্রাহামার্থে ঐ সাইরস রাজাকে আপনার কাছে আনিয়া মীড ও পারশীর তাবৎ সৈন্যের অধ্যক্ষ করিয়া রাখিলেন। অপর আরমানীর রাজা

আপনানিকট রাজ্য লোককে দলবদ্ধ দেখিয়া পূর্বে মীড লোকের রাজ্যকে যে কর প্রদান করিতেন, তাহা রহিত করিলেন; ইহাতে ঐ সাইরস তাহার উপর আক্রমণ করিয়া পরাভূত করিলেন, ও পূর্ববৎ কর প্রদান এবং সেনাঘারা আত্মসাহায্য করাইলেন।

মিশর দেশীয়েরা, ও গ্রীক লোকেরা, এবং বাবেলীয় মনুষ্যেরা, আর খুব দেশস্থ ব্যক্তিরা, এবং আশিয়ার অন্যান্য দেশস্থ লোকেরা, এই সকলে একত্র হইয়া সাইরসের সহিত যুদ্ধ করিতে ক্রীস নামক যে লিডিয়ার রাজা, তাহাকে আপনাদিগের সেনা-ধ্যক্ষ কর্ত্তে নিযুক্ত করিলেন। অনন্তর সকলে সৈন্যে পাক্টোলস নদীর তীরে প্রস্থান পূর্বক একত্র হইয়া, থিমবু দেশে উপনীত হইলেন। পরে সাইরস ইহা জাত হইয়া এক লক্ষ ত্রিশ হাজার সৈন্য ও তিন শত রণের রথ এবং কতক গুলি চলিত মূচ্চা আর সহস্র ২ উষ্ট্রারূপ আরবী ঘনুধর, এই সমস্ত লইয়া রণসজ্জা পূর্বক ঐ থিমবুয় গমন করিলেন; কিন্তু সাইরসের সৈন্য অপেক্ষা করিয়া ক্রীসের বিপ্লব সেনা, তাহা গণনায় চারি লক্ষ ছিল; আর ঐ দুই জনেতে খোরতর অতি ভয়ঙ্কর সমর হইয়াছিল; আর তাহাতে কোনই সময় সাইরসের উপর এমন আগুন ঘটয়াছিল, যে তাহাতে তাহার প্রাণ সংশয়াপন্ন হইয়া ছিল; কিন্তু শেষে এমনি হইয়া উঠিল যে ক্রীসের বশীভূত হইয়া যে সমস্ত লোক সংগ্ৰামে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধে তত্র দিয়া পলায়ন করাতে সাইরস নিজ বিপক্ষকে পরাভূত করিয়া লিডিয়া দেশের সারডিষ নামক রাজধানী করতলস্থ করিয়া লইলেন, এবং ক্রীসকে বন্দী করিয়া ক্রিয়কালানন্তর পুনশ্চ পূর্বগত হইলেন। পশ্চাৎ সিরিয়া ও আরব দেশ অধিকৃত করিয়া বাবেল নগর আক্রমণ করিতে যাত্রা করিলেন, ও তথায় উপস্থিত হইয়া দুই বৎসর তন্মগর বেটন পূর্বক আগুন হস্তগত করিয়া, একেবারে ঐ রাজ্য উঠাইয়া দিলেন।

অনন্তর দুই বৎসর গত হইলে সাইআক্সেরস তাবৎ রাজকীয় কার্যের ভার সাইরসের হস্তে অর্পণ করিয়া গণ্ডত্ব পাইলেন। পরে এই সাইরস এই সুখ্যাতি যুক্ত আইন প্রকাশ করিলেন, যে বর্ষা যিহুদী লোকদিগকে স্বদেশে যাইতে দেও, এই অনুমতানুসারে যিহুদী লোকেরা আহ্বাদিত হইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিল। আর করিলেন কি না নাবুকদনসর নামক রাজা পূর্বে যিরূশালেম নগরক মন্দিরহইতে যে সকল সুবর্ণ রজতাদি নিষ্কৃত পাত্র লুট করিয়া আনিয়াছিলেন, সেই সমস্ত তিনি ফিরাইয়া দিলেন। আর এই ভূপতি সমস্ত প্রজা লোকের পুরাতন হইয়া রাজ্যের কর্তৃত্ব করিলেন, এবং অন্তর বৎসর বৎসরকমে পরলোকে প্রস্থান করিলেন। আর এই ভূপাল পারশী রাজ্যের অধ্যাপক ছিলেন, যাহার অন্তর্গত ভারত বর্ষ, আশর, মিডিয়া, পারশী এই সকল দেশ, এবং ইকুইন ও কাল্লী-রূম সাগরের নিকটস্থ অনেক দেশ প্রদেশ ছিল। অপর তিনি বৃদ্ধির বাহুল্যে এই রাজ্যের দৃঢ়রূপে পতন করিয়াছিলেন। আর তাহার উত্তরাধিকারিরা অবিরেচক হইয়া অনেক অপকর্ম করিয়াছিল, তথাপি ঈশ্বরেরোচ্চাতে দুই শত বৎসরের মধ্যে তাহার বড় একটা ব্যাঘাত জমিল না।

এই সাইরস রাজার সম্বান যে কেয়াইসিয় তিনি পিতৃপদাভি-
ষিক্ত হইয়া মিশরীয় লোকের সহিত যুদ্ধার্থে যাত্রা করিতে মনস্থ
করিলেন। অনন্তর তৎস্থানে সৈন্যে প্রস্থান পূর্বক তুমুল সংগ্রাম
করিয়া লুট পাটেতে উদ্দেশ্য একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন,
এবং এরূপ সমাপন হইলে পথ কাফরী লোকদের সঙ্গে সমর করিতে
মনে হইর করিয়া কতক দূর উকিলবোশে এই দেশে প্রেরণ করি-
লেন। এইরূপ করিয়া যে পাঠাইলেন ইহার কারণ এই, যে সেখান-
কার লোকের বল ও রাজ্যের বৃদ্ধান্ত সকল তাহাদের অজ্ঞাতসারে
জানিয়া আসিবে। পরন্তু এই লোকেরা কাফরীর ভূপসমীপে উত্তরিলে
এ রাজ্য ঈশ্বরেরোচ্চাত তাহাদের যাওনের যে ভাব, তাহার অনুসন্ধান

পাইয়া কহিলেন, যে তোমাদের রাজার স্বভাব যদি ভাল হইত তবে তিনি আপন সন্নতিতে অসন্তুষ্ট হইয়া পরজীব্য এমন লোভ প্রদান করিতেন না। আর যে জন কখন তাঁহার কোন হিংসা করে নাই তাহাকে বশীভূত করিতে সচেষ্ট হইতেন না; ভাল একথা ওদিকে থাকুক, এইরূপে এই ধনুক খানি তাঁহাকে দিয়া কহ যে পারশীরা যৎকালীন ইহাতে জ্যারোপন করিতে পারিবে, তৎকালীন যেন কাফরীদের সহিত যুদ্ধ দেয়। আর তাঁহাকে এই ভাণ্ডা করিয়া মানিতে বলিও, যে কাফরী লোক আপন রাজ্য বৃত্তিতে ইচ্ছুক নহে, অর্থাৎ তাহা হইলে তিনি বিপদগ্ৰস্ত হইতেন। কেয়াইসিষ নিজ চরদের গুমুখাৎ কাফরী রাজার এই পুকার দস্তবচন সকল শ্রবণ করিয়া উৎকট রাগাপন্ন হইলেন, এবং তৎকালীন কাফর দেশ পর্য্যন্ত যে যাওয়া যায় এমন উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য ছিলনা, তত্রাপি আপন সৈন্যগণকে আজ্ঞা দিলেন যে তোমরা শীঘ্র সুসজ্জীভূত হইয়া যুদ্ধার্থে প্রস্থান কর। ইহাতে সেনা সকল চলিল। কিছুদিন পরে রাজা দেখিলেন, যে জন ও আরও দ্রব্যের অপুতুল হইয়াছে, তাহাতে সেনাগণ এমন দুর্গতিতে পড়িল যে পশ্চি মধ্য ক্ষুধার্ত হইয়া ভারবাহক যে সমস্ত জন্ত ছিল, তাহাদিগকে ক্রমে ভোজন করিয়া পশ্চাৎ সরতি খেলাতে দশ জনের মধ্যে এক জনকে আহাৰ করিয়া চলিল। এই রূপে যাইতে উত্তম সৈন্য সকল নষ্ট হইয়া গেল; অতএব শেষে ঐ কেয়াইসিষ বিমুখ হইয়া ঘিবেজ নগরে ফিরিয়া গেলেন। আর তাঁহার যে কেবল এই আপদ হইয়া উঠিল এমন নয়, আরও এক খানা মহা উৎপাত ঘটিল; সে কি না তিনি আর এক দল সৈন্য আমন দেশে সপ্তগ্রাম করিতে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে তাহারা যে ওয়াসিষ নগর পর্য্যন্ত গিয়া উপনীত হইল, এই সমাচার প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু তাহার পর কোন খানে গেল, আর কি রূপ বা হইল, তাহার কিছুই সম্বাদ পাইলেন না।

কেম্বাইসিষ এই সমস্ত দর্শনাতে রাণাজি হইয়া মিশর দেশে নানা প্রকার নির্দয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন, আর এলিস নামে খ্যাত এক দেবকে বধ করিলেন। শেষে আপন ভ্রাতা যে অর্ডিস তাহার প্রতি বিস্তর ইহা প্রকাশিয়া প্রেক্সাপেথ নামক যে এক জন আপনার প্রধান অমাত্য ছিল, তৎ কর্তৃক ঐ অর্ডিসকে বধ করিলেন। পরে মিরই নামী যে তাহার এক ভগিনী ছিল তাহাকে ভ্রাতৃশোকাভা দেখিয়া এমন নিষ্ঠুরতা প্রকাশিয়া পদাঘাত করিলেন, যে তাহাতে তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল। আর করিলেন কি, না সুরাপানে জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য হয় না, এই কথা কহিয়া প্রেক্সাপেথের পুত্রের বক্ষঃস্থলে এক তীর মারিলেন, তাহাতে তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া পৃষ্ঠ দিয়া ঐ তীর বাহির হইলে সেও প্রাণ পরিত্যাগ করিল। পরন্তু তিনি মিডিয়ায় অধিপতি যে ক্রীস তাহার মন্তক ছেদন করিতে অনুমতি দিলে পর জয়াদেয়া বিবেচনা করিল, যে এই রাজাকে বধ করিলে গশ্চাৎ ইনি অনুভাপী হইবেন, অতএব ইহাকে রক্ষা করা উচিত, এই সকল ভাবিয়া ঐ ভূগতিক লুপ্তায়িত করিয়া রাখিল; আর কেম্বাইসিষ তৎ পর দিবস ক্রীস রাজা জীবিত আছে, ইহা জ্ঞাত হইয়া মনেঃ আহ্লাদিত হইলেন, কিন্তু ঐ আজালধ্বনকারীদের প্রাণ দণ্ড করিতে অনুজ্ঞা করিলেন, তাহাতে তাহাদেরও প্রাণ গেল। আর অর্ডিস নামক এক ব্যক্তি গণক ছিল, সে ছল করিয়া আমি রাজার ভ্রাতা এই কথা কহিয়া পারসী দেশের উগ্ধব করিয়া-ছিল; অতএব তাহার শাস্তি করিতে ৪০ কালীন কেম্বাইসিষ ঐ দেশে পুনরাগমন করিতে ছিলেন, তৎ কালীন আপনার অজ্ঞা-হাতে ক্ষতাজী হইয়া সাইরিয়া দেশের একবাটানা নামক নগরে প্রাণ হারাইলেন।

ঐ কল্পিত অর্ডিসের অসম্মত সাবধানতাতে অমঙ্গল হইয়া উঠিল, বল সাইরাস রাজা তাবদগণকের কর্ণক্ষেমন করিয়াছিলেন, ঐ

চিহ্নেই অতিথির সকল মিথ্যা চতুরতা প্রকাশ পাইল। পরে সাত জন প্রধান ২০ লোক পরামর্শ পূর্বক ঐ প্রতারণাকে গুপ্ত ভাবে বধ করিল, ইহাতে সে স্থানের উপদ্রবের শান্তি হইল। অনন্তর ঐ ব্যক্তির কোন ২ উপায়েতে রাজ্যশাসন করা কর্তব্য এই যুক্তি করিতে একত্র হইল, এবং বিবেচনা করিয়া চাহিল, যে এক জন সিংহাসনাধিষ্ঠিত হইয়া আজ্ঞা প্রদান করিলে তদনুসারে রাজত্ব ভাল রূপে চলিবে; অতএব এক ব্যক্তি ভূপতি স্থাপিত করিবার জন্যে এই নির্ণয় করিল, যে কল্যাণ প্রভাষে সকলে অস্বারূঢ় হইয়া নগরসন্নিধানে অমুক স্থানে আসিবা, তাহাতে যাহার অধিনাদ অণু হইবে, তিনিই এই পারশী রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া মুকুট প্রাপ্ত হইবেন। এবম্বিধ নিয়ম করিয়া পর দিন ঐ নিয়মিত স্থানে উপস্থিত হইলে পর হিক্টোরসের পুত্র যে ডারাইয়স তাহার সহিত কোন কৌশলদ্বারা উহারি ঘোটক প্রথম ডাকিয়া উঠিল, তৎপূর্বক তিনিই ঐ রাজ্যাধিপ হইলেন।

তিনি রাজ্য প্রাপ্তির পূর্বে যে ব্যক্তিদের সহিত যুক্তি করিয়া ছিলেন, তাহাদের মধ্যে ইণ্টাকরনস নামক এক জনকে রাজ-ভোগের প্রথমেতেই বধ করিলেন; তাহার বিবরণ এই, যে ৩০ অনিয়মিত সময়ে রাজবাটীতে প্রবেশ করিতেছিল, এই হেতুক এক দূত ও এক জন দারী তাহাকে যাইতে বারণ করাত্তে সে ঐ দুই জনের নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করিল, তাহাতে ডারাইয়স রাজা ঐ ব্যক্তিকে সপরিবার ধরাইয়া আনয়ন পূর্বক কয়েদ রাখিলেন, কেননা পাছে তাহার কোন পরিজন তাহার বিপকৃত্যেরণ করে। এবম্বিধ করিলে ইণ্টাকরনসের পত্নী রাজবাটীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া বিস্তর বিলাপ পূর্বক রোদন করিতে লাগিল, তাহাতে ভূপতি ঐ স্ত্রীর দৃশ্য দেখিয়া সন্দেহ হইলেন, ও তাহার পরিবারের মধ্যে এক জনকে ছাড়িয়া দিতে অনুমতি করিলেন; তাহাতে ঐ দারী আপন ভাতাকে বাঁচাইতে চাহিল, কেননা

সে মনে এই বিচার করিল, যে পুনরায় বিবাহ করিলে স্বামী ও সন্তান সহিত এই সমস্ত পাইতে পারিব; কিন্তু গিতা মাতার পরলোক হইয়াছে; অতএব আর সহোদর হইবার সম্ভাবনা নাই। পরে রাজা ঐ জ্বর ভ্রাতাকে এবং এক পুত্রকে মৃত্যু করিয়া দিয়া অন্য সকলকেই নষ্ট করিলেন।

ডারাইয়স ক্রমাগত চারি বৎসর রাজত্ব করিয়া পঞ্চম বৎসরে প্রুটি হইবামাত্র সৈন্য সকল লইয়া বাবেল নগরে যুদ্ধার্থে প্রস্থান করিলেন; কি জন্যে না সেখানকার লোকেরা তাঁহার বিপক্ষ হইয়া বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল, এবং তাহার সঙ্গীত করিবার জন্যে এত খাদ্যাদি অব্যয় আহরণ করিয়া রাখিল, যে ডারাইয়স কর্তৃক নগর বেষ্টিত হইলেও বহু দিন পর্যন্ত স্বচ্ছন্দ রূপে কালক্ষেপ করিতে পারিলে। আর তাহাদের খাদ্যঅব্যয়ের পাছে হ্রাসতা হয় এতদ্বিমিত্তক এমন নির্দয়তা প্রকাশ করিল, যে বৃহৎ লোক ও স্ত্রী লোক এবং বালকাদি এই সমস্তকে গল দেশ টিগিয়া নষ্ট করিল, কেবল পুত্রকে পুরুষের কারণ এক ২ স্ত্রী ও পুত্র গৃহের কৰ্ম্ম নির্বাহের জন্যে এক ২ জন দাসী রাখিল। পরে ডারাইয়স সৈন্যে বাবেল নগর এক বৎসর আট মাস পর্যন্ত বেষ্টিত করিয়া রহিলেন; তদনন্তর জোকাইরস নামক এক ব্যক্তির চাতুর্য্যেতে ঐ নগর তাঁহার করতলস্থ হইল। সে এই রূপ চাতুরি প্রকাশ করিল, যে আপনার দাসিকা কর্ণ আপনি ছেদন করিয়া বাবেল নগরস্থ লোকের সমীপে গিয়া কহিল, যে পারস্য দেশের নরপতিকে আমি কহিলাম, যে আপনি এই উদ্যোগ হইতে ক্লান্ত হউন, কেননা ইহাতে কিছুই ফল দর্শিবে না; তাহাতেই তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আমার এই অবস্থা করিলেন। এই বাক্যেতে বাবেলীয় লোকেরা তাহাকে বিশ্বাস করিয়া নগরमध्ये প্রবেষ্ট হইতে দিল।

পরে ডারাইস বাবেলের তাবদ্বিষয়ের তদ্বিষয় করিয়া সিথিয়া দেশস্থ লোকেরা একসত্ত বিপত্তি বৎসরের পূর্বে আশিয়া দেশে বিস্তর

উপদ্রব উপস্থিত করিয়া তদেশস্থ লোকদিগকে অতিশয় দুঃখগ্ৰস্ত করিয়াছিল; সেই কু কৰ্মের প্রতিকূল তাহাদিগকে দিবার জন্য যত্নযাত্রা করিলেন। পরে তরলী নির্মিত সেতু করিয়া তদ্বারা সৈন্য সামন্ত সকলকে বাসকারস নদী পার করিলেন, এবং প্রেষ দেশ জয় করিয়া আপন জনস্থ সৈন্যগণকে এই আত্মা প্রদান করিলেন, যে ইক্টর নদী অর্থাৎ যাহাকে ডানিউব বলে তাহাতে সকলে একত্র হইয়া আমার সহিত মিলিবা। তদনুসারে সকলে ঐ স্থানে তাহার সন্নিহিত হইয়া সে নদী পার হইল, এবং মিথিয়া দেশে উত্তরিলে পর ঐ দেশীয় ব্যক্তির সমুখ যুদ্ধ না দিয়া রূপ ও উন্নয় ইত্যাদি সকল পুরাইয়া পিছে হটিল, ইহাতে ডারাইয়সের সেনা সমস্ত ঐ দর্গম পথ হেতুক জলাদি প্রাপ্ত না হওয়াতে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া ওষ্ঠানত-প্রাপ্ত হইল। পশ্চাৎ ডারাইয়স ঐ দুষ্কর কার্য পরিত্যাগ করিতে মনস্ত করিয়া শিবিরের ভিতরে ২ অধি প্রস্থানিত করাইলেন, এবং বৃদ্ধ ও পীড়িত ব্যক্তিদিগকে সেই স্থানে ফেলিয়া ঐ ডানিউব নদী পুনশ্চ পার হইতে অতি ত্বরায় তাহার তীরস্থ হইলেন, এবং পার হইয়া প্রেষ দেশে বাহুড়িয়া আইলেন। আর ঐ দেশ ভাল রূপে স্বাধীন করিতে মিগাবাইজস নামক এক জন আপনার সেনাপাশ্রকে ওখানে রাখিয়া গেলেন, পরন্তু বাসকারস নদী পার হইয়া সাত্ত্বি নগরে অবস্থিতি করিলেন।

ডারাইয়স সেই নগর শাসন করিবার জন্যে আপনার ভ্রাতা যে মার্টাকর্নেস তাহাকে সেখানে রাখিয়া আপনি প্রস্থান করিলেন। অনন্তর ইজিরান সমুদ্রস্থ সাইক্লোডিজ নামে যে সকল উপদ্বীপ আছে, তাহার মধ্যে প্রধান উপদ্বীপ যে নাক্সস, তাহাতে একটা বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে ঐ স্থানের অধ্যক্ষ আপন প্রভু ভূপতির সন্তান করিতে এবং সুনানী দেশে গমনাগমন করিবার পথ প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিত হইল। কিন্তু ডারাইয়স নাক্সস উপদ্বীপ কর-
ণ করিবার জন্যে যে আপা করিয়াছিলেন তাহাই যে কেবল

বিকলা হইল এমন নয়, আর ও এই রূপ ঘটিল, যে যুনানী লোকেরা প্রকাশ রূপে তাহার বৈরি হইয়া উঠিল, এবং জন ও জন পথে সংগ্রাম করিতে তত্তদ্ব্যবহার আয়োজন করিতে লাগিল। অপর বিশ-তি জাহাজ লুপ্ত এখেন্নু নগরস্থ লোকের সাহায্য পাইয়া আপনাদের সৈন্য সামন্ত সকল একত্রীভূত করিয়া রণসজ্জা পূর্বক এফিসস্ নগরে প্রস্থান করিল; এবং তথায় ঐ জাহাজ সমস্ত সংস্থাপন করিয়া মার্টিন নামক নগরে গমন পূর্বক তন্নগর একেবারে ভয়সাপ্ত করিল। পরন্তু পারশী দেশীয়েরা যুনানী লোকদের উপরে প্রবল হওয়াতে তাহারা যৎকালীন যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে তৎকালীন বিস্তর মনুষ্যকে বধ করিল; তাহাতে এখেন্নু নগর নিবাসিরা সংগ্রামে ক্ষান্ত হইয়া স্বদেশে পলায়ন করিল; কিন্তু এই যুদ্ধ হওয়াতে পারশী দেশীয়দের সঙ্গে তাহাদের এমন বিচ্ছেদ হইয়া উঠিল, যে তাহাতে পরে পরস্পর ঘোরতর সমর হওয়াতে শেষে ঐ পারশী রাজ্য একেবারে ধ্বংস হইয়া গেল।

তারাইয়স রাজা যুনানী দেশ এবং আশিয়ায় নিকটবর্তি উপ-দ্বীপ সকল বশতাপন্ন করিয়া মার্ডোনিয়স নামা ব্যক্তিকে আপনার তাবৎ সৈন্যের উপর অধ্যক্ষ করিয়া নিযুক্ত করিলেন, এবং যুনানী দেশ আক্রমণ করিতে ও তদন্তঃপাতী যে এখেন্নু আর ইরিট্রিয়া দেশ, সেখানকার যে সমস্ত লোকেরা পূর্বে সাডিস নগর নষ্ট করিয়া-ছিল, তাহাদিগকে তৎকর্মের প্রতিফল দিতে তাহাকে অনুমতি করিলেন। তদনন্তর ঐ মহাযাত্রী এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া আপন সৈন্য দল লইয়া হেলেন্টিস নামক মোহানার তীরে একত্র করিলেন, এবং খুব দেশের মধ্য দিয়া মাকিডোনিয়াতে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তৎস্থানস্থ ব্যক্তি সমস্ত যুদ্ধ বিক্রম ব্যতিরেকে তাহার বশীভূত হইল, কিন্তু আথস নামে খ্যাত যে পর্বত, তাহা বেষ্টন করিয়া যাইবার সময় প্রচণ্ড বায়ুতে অতিশয় তুফান হইয়া উঠিল, তাহাতে তাহার অনেক জাহাজ সমুদ্রজলে মগ্ন হইলে পর আশিষ্ট যে সকল

ছিল তাহাও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। জলপথে তো অবশ্যকার আশ্রয় উপস্থিত হইল, কিন্তু স্থলেতেও যে সেনাগণ যাইতেছিল তাহারা খুব দেশের বাইজিব নামধেয় এক জাতীয় লোককর্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিস্তর নষ্ট হইল। এই সমস্ত উৎপাত ঘটাতো মার্তোনিয়সকে আশিয়া দেশে পুনরায় গমন করিতে হইল।

ডারাইয়স রাজা এইরূপ বিবেচনা করিলেন, যে মার্তোনিয়সের অক্ষমতা প্রযুক্ত এইরূপ ব্যাঘাত হইল; অতএব তাহাকে তৎপদ-চ্যুত করিয়া তাহারি পরিবর্তে মিত জাতীয় ডেটিস নামক এক ব্যক্তি ও সার্ডিস নগরের এক জন মৃত্যাক্ষের পুত্র যে অর্টাফর্নেস এই উভয়কেই ঐ সেনাপতি কর্মে নিযুক্ত করিলেন। আর তিনি গ্রীক দেশে পুনশ্চ হটাৎ যুদ্ধ যাত্রার উদ্যোগ না করিয়া প্রথমেতে কতক স্থলি দূত প্রেরণ করিলেন, কারণ এই যে ঐ দেশস্থ লোকেরা যদি সমর ব্যতিরেকে বশীভূত হয় তবে ভাল। পরন্তু প্রেরিত দূতেরা গ্রীক দেশের অন্তঃপাতি নানা রাজ্যে গিয়া অধীন হওনের চিহ্ন জল ও মৃত্তিকা চাহিল, তাহাতে এথেন্স নগর ও প্লাটা দেশহইতে অনাদৃত হইয়া পুনরায় গমন করিলে পর ডারাইয়স মনেঃ বিচার করিলেন, যে তাহারা সহজে বশীভূত হইবে না; অতএব ঐ দুই জন সেনাপতিকে ছয় শত জাহাজ ও পাঁচ লক্ষ সৈন্য প্রদান করিয়া এই আজ্ঞা দিলেন, যে এথেন্স ও ইরিট্রিয়া নগর করতলস্থ করিয়া সেখানকার তাবৎ গৃহ ও মন্দির একেবারে ভস্মসাৎ কর; এবং নগরস্থ তাবদ্যক্তিকে শৃঙ্খলেতে বান্ধিয়া এই শ্রম্য নগরে পাঠাও।

পারসী দেশীয় ঐ দুই জন সেনাধ্যক্ষ নাক্সস ও ইরিট্রিয়া দেশ করতলস্থ করিলে পর, জাহাজ ধুনিয়া আটিকাতে প্রস্থান করিল। পরে পিসসট্রেটসের পুত্র যে হিপোএস, সে তাহাদিগকে সে স্থান-হইতে লইয়া মারাথনের প্রান্তরে উত্তরিল। তৎকালে লানিডিমন দেশীয় লোক উহাদের সহিত সংগ্রাম করিতে পারিল না, কেননা তাহাদের এই একমাত্রি রীতি ছিল, যে পূর্নিবার পূর্বে যুদ্ধযাত্রা

করা নিষেধ। কিন্তু মিলটিএডেস নামা এক ব্যক্তি সেনাধ্যক্ষ হইয়া প্লেটের নগরের এক হাজার ও আথেনের নয় হাজার লোক একত্র করিয়া ঐ মারাথনের প্রান্তরে সংগ্ৰাম করিতে রণভূমিতে উপস্থিত হইল; আর নানা প্রকার বাক্য ও ক্রিয়াতে সেনাদের মনোমগ্ন্যে অতিশয় সাহস জন্মাইয়া তাহাদিগকে সমর করিতে আজ্ঞা দিল। তাহাতে তাহারা পারশী দেশীয় সৈন্য অপেক্ষা এত অল্প হইয়াও অতিবেগে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। এই প্রকার তুমুল সংগ্ৰাম ত্রিফিৎ কাল করিয়া আপন বিপক্ষদিগকে পরাভূত করিল, ও তাহাদের জাহাজ পর্য্যন্ত তাড়াইয়া শেষে অনেক জাহাজ দগ্ধ করিয়া ডগ্ধসাৎ করিল, এবং ঐ পারশী দেশীয় সৈন্যেরা জয়শা পূর্বক তক্ষিহু স্তম্ভ নিষ্কাগার্থ যে সমস্ত পুস্তর এবং শত্রু বন্ধনার্থে যে শৃঙ্খল সকল আনিয়াছিল, এই সমুদায় উহাদের ছাউনিতে গিয়া পাইল।

ডারাইয়স রাজা আপন সৈন্যেরা কৰ্ম্ম নিদ্ধ না করিতে পারিয়া যে পুনশ্চ করিয়া আসিয়াছে, ইহা শ্রবণ মাজেই মনে ২ হির করিলেন, যে পূর্বাপেক্ষা অধিক সেনা সংগ্ৰহ পূর্বক তাহার অধ্যক্ষ আপনি হইয়া গ্রীক দেশের উপর আক্রমণ করিতে যুদ্ধযাত্রা করিবেন; অতএব তিনি তিন বৎসর পর্য্যন্ত ঐ সমরযাত্রার উদ্যোগ করিয়া শেষে পীড়িত হইয়া লোকান্তরে গমন করিলেন। আর ধর্ম্মপুস্তকে এতদ্বিষয়েতে তাঁহার সুখ্যাতি আছে, যে তিনি যিহুদী লোকদের বড় উপকারী ছিলেন, এবং যিরূশালম নগরে যে পরমেশ্বরের মন্দির ছিল, তাহা পুনর্ব্বার নির্মাণ করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, ও তথায় ঈশ্বরারাধনার বৃদ্ধি করিতে বিস্তর সাহায্য করিয়াছিলেন। আর প্রাচীন ইতিহাসবেত্তারা তাঁহার জ্ঞান ও যথার্থতা এবং দয়া এই সকলের কারণ যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।

ডারাইস রাজা বহু দিন রাজ্যশাসন করিয়া ঐ রূপ বলিয়াছিলেন, যে এই অর্কসেস নামক আমার পুত্র আমার উত্তরাধি-

কারী হইবেন; তাহাতে ঐ রাজপুত্র রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া আপন পিতৃকৃত গৃহ দেশ আক্রমণার্থক যে যুদ্ধের আয়োজন তাহা করিতে লাগিলেন, এবং কারথেজ নগরবাসি লোকদের সহিত এই অভিপ্রায়ে সন্ধি করিলেন, যে তাহার গৃহ রাজ্যের যে সমস্ত লোক সিসিলি ও ইটালি দেশেতে বাস করে, তাহাদের উপর আক্রমণ করিবে; এবং স্পেন ও গাল আর ইটালি ও আফ্রিকা এই সমস্ত স্থানেতে তিন লক্ষ সৈন্য তাহার সাহায্যার্থে সঙ্গুহ করিবে। আর পূর্বে জলস্থ সৈন্যদের অথস্ পর্বত বেষ্টিত করিতে যে আপন ঘটয়াছিল, সে বিপদে পুনর্ব্বার না মধ্য হইতে হয়, এতদর্থ জর্কসেস রাজা ঐ পর্বতের মধ্য দিয়া জাহাজ যাইবার জন্যে এক খাল কাটিতে ও সৈন্য সামন্ত সকলের ইউরোপে যাইবার কারণ হেলিস্পান্ট নামক মোহানাতে নৌকা নির্ম্মিত একটা সেতু প্রস্তুত করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন।

ঐ পারসী হেপাথিপতি যে জর্কসেস, তিনি পূর্ব সঙ্গীত যুদ্ধ অব্য সমস্ত লইয়া গৃহ রাজ্য আক্রমণ করিতে যাত্রা করিলেন, তাহাতে তাহার সঙ্গে অষ্টাদশ লক্ষ পদাতিক স্তলপথে চলিল, এবং জলপথে পাঁচ লক্ষ সতের হাজার ছয় শত দশ জন মনুষ্য, বার শত সাত খান বৃহৎ জাহাজ, ও তিন হাজার ক্ষুদ্র জাহাজ, আর কএক খান সৈন্য পুরণ করা যায় এমন জাহাজ, এই সকল লইয়া প্রস্থান করিল। ইহাতে সর্ব্বদা ত্রয়োবিংশতি লক্ষ সতের হাজার ছয় শত দশ জন সৈন্য মহা কোলাহল করিয়া গমন করিল। পরে পথে যাইতে অনেক দেশস্থ লোক পরাভূত হইয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দিল, তাহাতে এত সেনার বাহুল্য হইয়া উঠিল যে জর্কসেস রাজা ছাব্বিশ লক্ষ একচব্বিশ হাজার ছয় শত দশ জন সৈন্য বৃদ্ধা থরমাপেলি নামক স্থানে উত্তরিলেন।

তৎকালে থেব্রিয়ান ও প্লেটিয়ান লোক ব্যতিরেকে লাসিডি-মোনীয় এবং আথেন্সীয়দিগের আর সমস্ত স্বদেশীয় ব্যক্তির তাহা-

নিগকে ত্যাগকরিল, তাহাতে এই তাজা ব্যক্তির পুত্র শত্রু আগমন প্রযুক্ত পূর্বের পরস্পর বিবাদ ভঞ্জন পূর্বক আপনারা একা হইয়া আখেন্নীয়েদের মধ্যে থিমিটাকিস্ নামক এক ব্যক্তিকে ও আর্টিনদিগের মধ্যে লিয়নিডাসকে আপনাদের সেনাপতি করিল। আর অনেক বিবেচনা করিয়া ইহা স্থির করিল, যে লিয়নিডাস চারি হাজার সেনা লইয়া যে সকল পর্বতদ্বারা খেমালিহইতে গুরু দেশ পৃথক্ হইয়াছে, এই পর্বতের সম্মুখিত্তি ধরমাপোলিতে যে ক্ষুদ্র এক পথ আছে, যাহা ব্যতিরেকে পারশী দেশীয় মনুষ্যের আটকা দেশে থুস্থিতে যাইবার আর সম্ভাবনা নাই; সেই পথ আটক করণ গিয়া। ইহাতে এই সেনাপতি কহিল, যে আমি সাধানুসারে পারশী দেশীয় লোকের আগমনের বাধ জমাইব, নতুবা আপন প্রাণ দিব, এই রূপ পণ করিয়া অতি ত্বরায় এই স্থানে পুহান করিল। পরে জর্কসেহ তাহাকে যুষ দিয়া বশ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহার এই উদ্যোগ বিফল হইলে তাহার অস্ত্র চাহিতে এক জন দূতকে পাঠাইলেন; তাহাতে এই সেনাধ্যক্ষ এই মাত্র উত্তর করিল, যে তুমি বল গিয়া তিনি যেন আপনি লইয়া যান। অতঃপর সময় উপস্থিত হওয়াতে লিয়নিডাসের সেনা এত অল্প হইয়াও অনেক কাল পর্যন্ত পারশী দেশীয় সৈন্যাক্রমণের বাধ জমাইল, কিন্তু শেষে জর্কসেয়ের অসংখ্য সেনার তীর ও বঁড়শা ইত্যাদি যে নিঃকিণ্ডার, তাহাতে ক্রতঙ্গী হইয়া গচ্ছত পাইল।

যৎকালীন আখেন্ন নগরে শত্রুদের আগমন সম্বাদ পৌঁছিল, তৎকালীন থিমিটাকিস্ এই নগরস্থ লোকদিগকে লইয়া এই পরামর্শ করিলেন, যে সকলে আপন ২ স্ত্রী পুত্রগণকে এক উপত্যক রহিত আশুয়ে পাঠাইয়া দিয়া এই নগর পরিত্যাগ পূর্বক আহাজে আরোহণ কর গিয়া চল, কেননা ইহাতে এই জরী ও দাম্বিক অরিদের আগমনের বাধ হইতে পারিবে। এই মুক্তির কারণ এই, যে দৈবজেরা কহিয়াছিলেন, যে কান্ত নিম্নিত প্রাণীদ্বারা আখেন্ন নগরের

রক্ষা হইবে। এই কথাই প্রকৃত ভাব এই ছিল, যে জাহাজে আরোহণ করিলে বাঁজিবে; কিন্তু তাহারাই এই তাৎপর্য্য না বুঝিয়া তন্নগরের চতুর্দিকে দৃঢ়রূপে কাঠময় প্রাচীর প্রস্তুত করিতে লাগিল। তাহারাই কতক দিন বিলম্বে আপনাদের ভ্রম জ্ঞাত হইল।

সেই সময়ে গ্রীক দেশীয় কএক খান জাহাজই কতক গুলি সৈন্য পারশী দেশের কিয়ৎ সংখ্যক জাহাজের কতক সৈন্যকে যুদ্ধে জয় করিল; তাহার পর সালামিষ দেশ অঞ্চলে তুমুল সংগ্রাম করিয়া সমুদয় পারশী জাহাজই লোককে পরাভব করিল। এই সময়ে জর্কসেবের জাহাজ গুলি এমন ভয় হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইল, যে তাহাতে তিনি এই শঙ্কা করিলেন, যে আমি পশ্চাৎ এক জাহাজও পাইতে পারিব না; অতএব এক ক্ষুদ্র নৌকায় আরোহণ পূর্বক আশিয়া দেশে পলায়ন করিলেন। এই রণ জয়েতে গ্রীক লোকেরা বড় সাহসী হইয়া পারশী লোকদের চতুর্দিকে সম্যক্ প্রকারে আক্রমণ করিল; এবং আরবেরীয় ও লাসিডিমোনিয় ব্যক্তিদের সাহায্য করিতে লাগিল। আর পারশীর স্বল্প সৈন্য সমুদ্রের সঙ্গে বিয়ো-
নিয়ার অন্তঃপাতি প্লাটাইয়া দেশে ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিল, এই যুদ্ধে পারশী রাজ্যের তিন লক্ষ সৈন্যের মধ্যে কেবল তিন সহস্র বেটিল, বাকি তাবতই মারা পড়িল। আর অবশিষ্ট যে জাহাজ সমুদ্র ছিল, তাহা আশিয়ার মধ্যে মাইকাল নামক অন্তরীপে নষ্ট হইয়া গেল; তথাপি ঐ পারশী দেশীয়দের ধন ও ছলছারা কিঞ্চিৎ প্রাপ্য ছিল, ও তদ্বারা অনেক দিবস পর্য্যন্ত তাহাদের যুদ্ধোপকার হইল।

জর্কসেব রাজা যে সময়ে সার্তিষ নগরে ছিলেন, সে সময়ে জা-
লন ভ্রাতা যে মানিকেষ তাহার পত্নীর প্রতি গমন করিতে আসক্ত হইয়া সাধ্যানুসারে তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করি-
লেন, ও তাহার আটনটা, নানী কন্যার সঙ্গে আপনাদের জ্যেষ্ঠ

পুত্রের বিবাহ দিলেন; কিন্তু ঐ স্ত্রী সাধু ও পতিব্রতা ছিল, এই হেতুক জর্কসেবের আশা বিফল হইল। পরে ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ গমন করিতে আসক্ত হইলেন, তাহাতে আর্টিনটা আপন মাতৃ-বহ্যবহার না করিয়া স্বীকৃতি হইল।

জর্কসেবের স্ত্রী যে হামেট্টিস রানী তিনি এই বোধ করিলেন যে মাসিক্টেবের স্ত্রীর মতেই আর্টিনটার সঙ্গে জর্কসেব রাজার ঘটনা হইয়াছে, ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। পরে আপন স্বামীর জন্য দিবসে ঐ মাসিক্টেবের ভ্রাতাকে চাহিলেন, কেননা সেখানে এমন রীতি ছিল, যে পতির জন্য দিবসে পাত্রী অভিযতিত অব্যাপাই-তে পারে; অতএব রাজার এই রূপ প্রার্থনা করাতে ঐ পতিব্রতা স্ত্রী তাহার হস্তে সমর্পিতা হইল, পরে হামেট্টিস পূর্ববর্ণ প্রযুক্ত তাহার ওদ্বার জিহ্বা নাসিকা কণ এই সকল ছেদন করিলেন, ও তাহার স্বামী যে মাসিক্টেব, তাহার নিকটে তাহাকে এই রূপ দুর্দশাগুস্তা করিয়া পাঠাইলেন।

মাসিক্টেব এই অসম্ভব দৌরাঙ্গ্য প্রযুক্ত ক্রোধেতে পরিপূর্ণ হইয়া তৎক্ষণাৎ আপন সকল পরিবার ও অমাত্য বর্গকে লইয়া বাক্-টিয়া নামক স্থানে পুস্থান করিলেন, কেননা তৎকালীন তিনি সে স্থানের শাসনকর্তা ছিলেন। ঐ সময়ে জর্কসেব রাজা তাহার পলায়নের সন্ধান পাইয়া এক দল সৈন্য তৎপক্ষাৎ পাঠাইলেন। পরে ঐ সেনাগণ গমন করিয়া সেই দুর্ভাগ্য মাসিক্টেবের ও তাহার স্ত্রী পুত্রগণের এবং তাহার অমাত্য বর্গের মস্তক ছেদন করিল। জর্কসেবের এই সমস্ত লম্বটতা প্রভৃতি অত্যন্ত দুর্ভীতাচরণে প্রজা লোকেরা তাহাকে বড় বিরক্ত হইল, এবং তাহার পুত্র এক বন্ধু যে আর্টাবেনিষ, সে তাহাকে বধ করিয়া তৃতীয় পুত্র যে আর্টাজর্কসেব, তাহার এই কথায় বিশ্বাস জন্মাইল, যে তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তারাইরস তোমার পিতাকে মর্দন করিয়াছেন, তাহাতে ঐ আর্টাজর্কসেব আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সংহার করিলেন, এবং আর্ট-

বেনিষ যে উহার মন্দ চেষ্টা করিতেছে, ইহা জ্ঞাত হইয়া তাহাকেও নষ্ট করিতে আজ্ঞা দিলেন।

এ আর্টাজর্কসেয নব্য রাজা, আপনার পুত্রন পুত্রিয়োগী যে আর্টাবেনিষ, তাহাকে এই রূপে নষ্ট করিয়া তৎকালীন বাক্ট্রিয়া সুবার কর্ত্তা ইক্টাপেথ নামক সে তাঁহার ভ্রাতা, তিনি পারশী রাজ্য লইতেসচেষ্ট ছিলেন, ও সেই চেষ্টা নিবারণ করিতে উদ্যোগী হইলেন; এবং আর্টাবেনিষের পক্ষী-সৈন্যকে আক্রমণ করিয়া জয় করিলেন। পশ্চাৎ বাক্ট্রিয়ায় তাহার অনেক সৈন্য প্রেরণ করিলেন, কেমনা সেখানেও তাহার পুনঃ বাধা ছিল, যে ইক্টাপেথ রাজা হন। অনন্তর উক্ত পক্ষের প্রথম সমরকালীন জানা গেল না যে তাহার জয় হইবে, কিন্তু শেষে আর্টাজর্কসেয জয়ী হইয়া সিংহাসনাস্থিত হইলেন।

পরে আর্টাজর্কসেয রাজার পঞ্চম বৎসর রাজ্যশাসন কালীন মিশর দেশীয়েরা স্বাধীন হইতে বিস্তর চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহা বিফল হইয়া উঠিল। সে যাহা হউক আর্টাজর্কসেয গ্রীক লোকদের সঙ্গে এই নিয়ম স্থির করিয়া সন্ধি করিলেন, যে পারশী দেশে কোন যুদ্ধের জাহাজ নিষেধিত। ডলিডোনিয়ন নামক উপদ্বীপের মধ্য দিয়া গমনাগমন করি পার্শ্ববর্তী না, এবং সেখানেকার কোন সেনাপতি গ্রীক লোকের সহকারিত্ব সমুদ্রহইতে তিন দিবসের পথ পৰ্য্যন্ত যাইতে পারেন।

অনন্তর মিগাবাইজস নামে পারশী দেশের এক জন কুলীন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আর্টাজর্কসেযের বিরুদ্ধে গভীরা উদ্যোগ্যমানা করিলেন। ইহার কারণ এই, যে আর্টাজর্কসেয আপন মাতার অনুমতিতে আর এক জন রাজাকে জুশে নষ্ট করিলেন, কিন্তু এ ব্যক্তির অপরাধ পূর্বে আপনি মার্জনা করিয়াছিলেন। শেষে উভয় দলের এই বিবাদ ভঙ্গন হইল, ও মিগাবাইজস রাজসভায় পূর্বমত স্থান প্রাপ্ত হইলেন। পরন্তু আর্টাজর্কসেয পত্নীগর্ভজাত জর্কসেয

নামক যে একটা পুত্র, তাহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন, কিন্তু আরো সতের জন পুত্র তাহার ভোগ্য। জীর গর্ভজাত হইল, তাহাদের মধ্যে সাগডিয়ানস, ওকস, আরসাই-টিব, এই তিন জন বর্তমান ছিল।

দ্বিতীয় জর্কসেব কেবল পঁয়তাল্লিশ দিবস রাজ্যভোগ করিয়া এক রাজকীয় ভোজে মত্ত হইলেন, এই অবকাশ ক্রমে সাগডিয়ানস নামা এক জন তাহাকে বধ করিল; পরে ঐ রাজহত্যা সিংহাসনে বসিবামাত্র ওকস জর্কসেবের পুত্র হিংসার প্রতিকূল তাহাকে দিবার মনস্থ করিয়া প্রকাশ করাতে তাবৎ পুজা লোক সাগডিয়ানসকে ত্যাগ করিল, এবং শেষে অতিশয় যত্না-ধারক মৃত্যুতে সে পঞ্চদ্ব পাইল। ইহাতে তাহার যেমন দুঃখমুগ্ধ দুঃ-পযুক্ত ফল হইয়া উঠিল।

পরে ওকস রাজপদস্থ হইয়া আগনার খ্যাতি করিলেন ডারাই-য়স, কিন্তু ইতিহাসবেত্তারা ডারাইয়স নোথস নামে বর্ণনা করেন। অনন্তর আরসাইটিব নামক যে তাহার ভ্রাতা তিনি মিগাবাইজশের পুত্র আফিকিয়সের সাহায্যেতে আপনি রাজ পদাভিলাষী হইয়া নিজ ভ্রাতাকে রাজ্যভুক্ত করিতে চেষ্টা করিলেন; তাহাতে তিন বার যুদ্ধ হইয়া গেল, পরে ঐ আফিকিয়স ওকস রাজার শরণাগত হইল। পরে আরসাইটিব আপন সহকারি ব্যক্তি রাজার নিকটে গিয়া তাহার অনুগৃহীত পাত্র হইয়াছে ইহা শুনিয়া তিনিও তাহার মত ব্যবহার করিলেন, পরে ঐ দুই জনকে ওকস রাজা জলদঙ্গারে নিঃক্ষেপ করিয়া ভয়সাৎ করিলেন।

ঐ রাজার রাজত্ব কালীন মিশর দেশীয়েরা স্বপরাক্রম প্রকাশ করিয়া স্বাধীন হইয়া রহিল, এবং মীড লোকেরাও তদ্রূপ করিল; পরন্তু ডারাইয়স যে সকল প্রদেশে কলহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার সমাধান পূর্বক আশিয়া মাইনর অর্থাৎ ক্ষুদ্র আশিয়ার প্রধান কর্তৃত্ব তার তাহার কনিষ্ঠ পুত্র সাইরসকে দিলেন, আর আথেন্সীয়-

সের বিরোধী যে লাসিভিমোনীয় লোক, তাহাদের সাহায্য করিতে
 আজ্ঞা দিলেন; ইহাতে তাঁহার রাজনীতিজ্ঞতার অমৈপুণ্য প্রকাশ
 হইয়া উঠিল, কেননা এই লাসিভিমোনীয় লোক আশ্বেনীয়দিগকে
 জয় করিয়া পারশী দেশাধিপতির অধিকার যে আশিয়াস্থ অনেক
 প্রদেশ, তাহা আক্রমণ করিয়া নইল। সে যাহা হউক, ওখানে
 সাইরস করিলেন কি, না পারশী দেশস্থ দুই জন কুলীনের প্রাণ দণ্ড
 করিতে অনুমতি দিলেন; ইহার কারণ এই মাত্র ছিল, যে তাহা-
 রা এই সাইরসের সম্মুখে হস্তে আনিব অর্থৎ করাবরণ বস্তাদি না
 দিয়া আসিয়াছিল, কেননা সেখানে এমন রীতি ছিল, যে
 বস্তাদিতে করাচাদিত করিয়া রাজসম্মিথানে আনিতে হয়। পরে
 ডারাইয়স এই সমস্ত বস্তাদি গুলি এই কমিষ্ঠ পুত্রকে আত্ম নিকটে
 আনাইলেন, কিন্তু রাজী সাইরসকে বহু ভাল বাসিতেন, এবং তা-
 জাও এই রানীর মিত্র বশতাপন্ন ছিলেন; এই প্রযুক্ত রাজমহিষী
 সাইরসকে রাজার সহিত মিলাইয়া প্রিয়পাত্র করিলেন; তাহাতে
 রাজা এই প্রিয়তম পুত্রকে যে সকল প্রদান শাসন করিতে নিযুক্ত
 করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত পুনরায় তাঁহাকে অর্পণ করিলেন।

কিঞ্চিৎকালানন্তর ডারাইয়স আপন পুত্র যে আরশাসেস, তাঁ-
 হাকে রাজমুকুট প্রদান করিয়া লোকাঙ্করে প্রহান করিলেন। পরে
 এই আরশাসেস আর্টাঙ্কর্সেস নামে আপনার খ্যাতি করিলেন,
 এবং তিনি বড় আরক ছিলেন। এ প্রযুক্ত তাঁহার আর একটা নাম
 হইয়া উঠিল বেমন। পরে সাইরস নামে তাঁহার এক ভ্রাতা তাঁহা-
 কে সিংহাসনচ্যুত করিতে নিম্নর চেষ্টা করিতে লাগিল, এবং আপ-
 নার অনুকূল এমন কতক গুলি গ্রীক দেশের সৈন্যকে লইয়া
 বাবেলের প্রদেশ কনাক্সার নামক যে প্রান্তর, তাহাতে উপস্থিত
 হইল। কিন্তু দেখিল, যে আর্টাঙ্কর্সেস নর লক্ষ সূক্ষ্ম সৈন্য স্ত্রী
 যুদ্ধ করিতে সেখানে প্রস্তুত আছেন। তাঁহার পর উভয়ে উৎকট
 সংগ্রাম হইয়া উঠিল, আর সাইরস আপন ভ্রাতাকে দর্শন মাত্রেই

এমন রাগান্বিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল, যে ঐ দুই দলের সমর যেন দুই জনে হইতেছে এমন বোধ হয়। এই রূপ যোঁরতর রণেতে ঐ সাইরস আর্টাজর্কসের রাজা ও তাহার সৈন্যদের হাতে পড়িয়া কালপ্ৰাপ্ত হইল। এই সময়ে গ্রীক দেশীয় দশ হাজার সৈন্যের অধ্যক্ষ যে জেনফল, সে ঐ সেনাগণ লইয়া এমন সুসজ্জিতে পলায়ন করিল, যে অদ্যাবধি সেই কোশল যুদ্ধবিষয়ে প্রশংসিত রূপে গৃহ্য হইতেছে। পরন্তু পারিসাটিস নামে গত রাজার স্ত্রী আর্টাজর্কসের স্ত্রী যে ফাঁটাইরা তাহার পুতি অতিশয় ঘেব করিয়া তাহাকে এই রূপে বিষভঞ্জন করাইল, যে এক খানি ছুরিকার একাংশে বিষ মাখাইয়া তাহাতে এক পক্ষিকে দুই খণ্ড করিল, এবং যে অংশে বিষ ছিল সেই অংশ তাহাকে দিল। তাহাতে রাজা পারিসাটিসকে কিঞ্চিৎ কালের জন্যে বাবেলস্থ কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন, পরে তাহাকে রাজসভায় আনিতে অনুমতি হইল।

আর্টাজর্কসের মিশরীয় লোকদের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে তিনি সতক ছিলেন না, অতএব জয়ী হইতেও পারিলেন না। আর তিনি গ্রীক লোকদের সঙ্গে পূর্বাপর সমর করিতেন, তাহাতে ঐ গ্রীক লোকদের অনেকে প্রযুক্ত তাহার শৃঙ্খলা ক্রমে রণ করিতে পারিল না, কিন্তু পারশী দেশীয় সৈন্যাদ্য-ক্ষেত্রায়ুদের সুশিক্ষা প্রযুক্ত অনেক দেশ প্রদেশ অধিকার করিয়া লইল। শেষে লাসিডিমোনিয় লোকেরা আপনাদিগকে অসমর্থ জানিয়া সার্ডিস নগরের অধিপতির সঙ্গে যে প্রকারে সন্ধি হইয়া উঠে, তাহা করিতে আণ্টালসাইডাস নামক এক ব্যক্তিকে পাঠাইল, আর আথেন্স নগরের ও গ্রীক দেশস্থ অন্য ২ নগরের লোকেরাও ঐ জন্যে আপনাদের পক্ষের উকীল পাঠাইয়া দিল; ইহাতে ঐ রাজার সঙ্গে সকলের সন্ধি স্থির হইল, কিন্তু তাহাতে আণ্টালসাইডাসের বড় অবিজ্ঞতা প্রকাশ হইল, কি জন্যে না

গ্রীকদের আশিয়া দেশস্থ তাবৎ নগর পারশী লোকদিগকে সমর্পণ করিল।

আর্টাজর্কসের গ্রীক লোকদের সঙ্গে যে যুদ্ধে পুনরুত্ব হইয়াছিল, তাহা এই রূপে সমাপ্ত করিয়া অবকাশক্রমে নাইপোলের রাজা যে ইবাগোরাস, তাহার সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে উদ্যত হইলেন; তাহাতে জয়ী হইয়া তাহার তাবৎ দেশ প্রদেশ অধিকার করিয়া লইলেন, আর বৎসর ২ কর প্রদান করিবে ইহা স্বীকার করাইয়া কেবল সালামিন নামক এক নগর তাহাকে দিলেন। পরে কান্ডিসিয়ান লোকদের সঙ্গে সমর করিতে স্থির করিলেন, কিন্তু তাহার বড় যোদ্ধা ছিল, এবং উক্সীন ও কাল্লিয়ন সমুদ্রের মধ্যে এক পর্বতীয় দেশে বাস করিত; অতএব এই রূপে রাজা আপনি সেনাধ্যক্ষ হইলেন। পরে পারশীদের উপরে হঠাৎ এক বড় বিপদ পড়িল, তাহাতে টিরিবেজস নামক এক জন পারশী দেশীয় মহাত্মকের উপায়েতে রক্ষা পাইল।

আর্টাজর্কসের পুত্রেরা পৈতৃক রাজ্য লইয়া রাজপদাভিনাষ কনহ উপস্থিত করিল। রাজা ইহা দেখিয়া ঐ বিবাদ ভঞ্জনার্থ আপনি জীবদশায় থাকিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র যে ডারাইয়স, তাহাকে রাজপদবী ও মুকুট প্রদান করিলেন। পরে ঐ যুবরাজ এবলুকার মর্যাদাধিত হইয়াও তাহাতে অসন্তুষ্ট হইলেন, এবং টিরিবেজসের সঙ্গে মিলন পূর্বক আপন পিতার গ্লান দণ্ড করিতে মনস্থ করিলেন; কিন্তু তাহার এই কৃতযুতা ছুরায় ব্যক্ত হওয়াতে যেমন কণ্ডিতদুঃপযুক্ত প্রতিকল পাইলেন।

ডারাইয়সের মৃত্যুর পর তিন জন যুবরাজ রাজ মুকুট পরিধান করিতে পরস্পর যোরতর অরিভাবাপন্ন হইয়া উঠিল, তাহাদের নাম আরিয়ান্নিস এবং ওকস ও আরসেমেষ। পরে আরিয়ান্নিস ওকসের প্রভাবনা বাক্যেতে বঞ্চিত হইয়া বিয়পানেতে গ্লানহারা হইলেন, এবং টিরিবেজসের পুত্র আরসেমেষকে গুপ্ত রূপে অস্ত্রাঘাতে

বধ করিল, তাহাতে আর্টিকর্সেস এই সমস্ত নৈমিত্ত্যচরণে শোক
নাগরে মগ্ন হইয়া কাল প্রাপ্ত হইলেন।

আর্টিকর্সেস রাজ্যস্থ সকলের নিকটেই আদৃত ছিলেন, ওকস
ইহা জ্ঞাত হইয়া, এবং আপনি নীচু রাজ্য হইলেই রাজ্যে পাছে
উপদ্রব উপস্থিত হয়, ইহাতেও ভীত হইয়া আপন পিতার মরণ
গোপন করিলেন, ও তাহার নাম করিয়া রাজকীয় কার্য চালা-
ইতে লাগিলেন। আর আপনি যে পিতার অনুমতিতে রাজ্যাভিষিক্ত
হইয়াছেন, ইহা প্রকাশ করিয়া দশ স্রাসের পর তাহার পিতৃ মৃত্যু
প্রকাশ করিলেন। পরে নানা প্রদেশের লোক নীচল এই দূতান্ত
শ্রুতিবামাত্র এই ওকস রাজার বিপক্ষ হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহাদের
মধ্যে প্রথমতঃ লোকদের অঈনকা প্রযুক্ত যুদ্ধ ব্যতিরেকে এই উপ-
দ্রবের শান্তি হইল। কিন্তু ওকস রাজ্যপ্রতিষিক্ত হইয়াই আপন
রাজধানীর ও অন্যতম নগরস্থ লোক-সম্মিলনের সাহায্য করিয়া তাবৎ
রাজ্য দুঃখনাগরে মগ্ন করিলেন। আর তিনি করিলেন কি, না ওয়া
নামে আপন ভগিনী, এবং নিজ শত্রু এই দুই জনকে জীবন্ত থাকিতে
পুঁতিতে আজ্ঞা দিয়া বধ করিলেন। আর এক শত পুত্র পৌত্র শুভা
এক জন পিতৃব্যকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া শেষ কতক গুলি মনুপকে
অনুজ্ঞা করিলেন, যে ইহাদিগকে একেবারে প্রাণ মার, তাহাতে
তাহারা তরুণ করিল; এবং তাহারা তাহার নিকটে অত্যন্ত অনুরাগ
করিল তাহাদের প্রতিও এইরূপ নির্জয় ব্যবহার করিয়া পারশী
দেশের অনেক মহাদেশের সমলোৎপাতন করিলেন।

এই রূপ অসহ্য দৌরাত্ম্য প্রযুক্ত তথায় আর এক উপদ্রব উঠিল,
কিন্তু বহু কষ্টে তাহার শান্তি হইলে কিছু কালের পর নীচনীয়
ব্যক্তি সকল ও কিনিমিরার লোকেরা এবং সাইপ্লিয়াট মনুষ্যেরা,
ইহারা সকলে মিশর দেশীয়দের সঙ্গে মিলিয়া পারশী রাজ্যের
বিপক্ষ হইয়া উঠিল, তাহাতে ওকস নীচন জয় করিয়া অন্যান্য নগর
সমূহ নিজ পরাক্রমে কর্তৃত্ব করিলেন; পরন্তু যিরিখো নগর

স্বাধীন করিয়া নাইগুস দেশের মহাপালদের সহিত সন্ধি করিলেন, এবং আগনার বিজয়ী সৈন্য সকল মিশর দেশে লইয়া গিয়া উদ্দেশ্য সর্বতোভাবে জয় করিয়া লইলেন।

ওকস এই রূপে আপন প্রতিকূলাচারি সকলের দমন করিলেন পর ইজি়র সম্বোধার্থে মুগ্ধ হইয়া নানা প্রকার সুখভোগে ও সুভোজনে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরে যে বেগোজ নামক মিশর দেশীয় খোজাকে রাজ্যের সকল ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তি মিশর দেশ ওকস রাজ্য কর্তৃক জয়কালীন স্ব পক্ষ বিরুদ্ধ কর্ম হওয়াতে অত্যন্ত রাগান্বিত ছিল; তৎপুত্রক এই তুণতির চিকিৎসাকে সম্মত করিয়া তাহার দ্বারা ওষধের পরিনর্তে আপন পুত্র ওকস রাজ্যকে কালকূট পান করাইল, এবং তাঁহার মৃত দেহ খণ্ড করিয়া কুক্কুর ও বিড়ালকে ভোজন করিতে দিল। অনন্তর আরম্বেষ নামক সর্ষ কনিষ্ঠ যে রাজপুত্র, তাঁহাকে সিংহাসনোপবিষ্ট করিয়া আর সকলের প্রাণ দত্ত করিল; কিন্তু আরম্বেষ আপনি যে পরাধীন ইহা ভ্রাত হইয়া স্বাধীন হইবার জন্য গোপনে তাহার উপায় চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে বেগোজ তাহা জানিতে পারিয়া এই রাজকুমারের দ্বিতীয় বৎসর রাজত্ব ভোগ কালীন তাঁহার প্রাণ হিংসা করিল। পরে ভারাইয়স কোডোম্বের পুত্র যে ভারাইয়স কোডোমানস, যিনি আরমানি দেশের কর্তা ছিলেন, তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিল। সে যাহা হউক ঐ পূর্বরাজ্যে কিঞ্চিৎ কাল রাজ্য চালাইতেছেন, ইহার মধ্যে ঐ বেগোজ উত্তরোত্তর অধিক ঐশ্বর্য্যাকাঙ্ক্ষানিমিত্তক ঐ ভারাইয়স কোডোমানসকে বধ করিতে প্রাণ নাশক এক পেরদুবা প্রস্তুত করিল; কিন্তু তিনি তাহা অবগত হইয়া সেই বিষ ঐ লুন্ধ বেগোজকে পান করাইলেন, ইহাতে আপনি দৃঢ় রূপে সিংহাসনাধিষ্ঠিত হইয়া রহিলেন।

তিন শত বৎসর অধি পারশী দেশীয় লোকেরা গুীক লোককে যে দুঃখগুস্ত করিয়াছিল, তাহার প্রতিফল দিবার জন্যে মেসিডনের রাজা যে সেকন্দর শাহ, তিনি ভারাইয়সের দ্বিতীয় বৎসর রাজত্ব ভোগ কালীন কতক গুলিন সুশাসিত সৈন্যের অধিপতি হইয়া হেল-লুপ্ট নামক নদী পার হইলেন। পরে গুণিকস নামে যে নদী, তাহার তীরে উপস্থিত হইবামাত্র দেখিলেন, যে নদীর ওপারে পারশী দেশীয় এক লক্ষ পদাতিক ও দশ সহস্র অশ্বরূঢ় সৈন্য প্রস্তুত হইয়া আছে, কিন্তু সেকন্দর শাহের ত্রিশ হাজার পদাতিক এবং পাঁচ হাজার অশ্বরূঢ় সেনার অধিক ছিল না, তথাপি আপন অশ্বরূঢ় সৈন্য-গণের অগুবর্তী হইয়া গুণিকস নদী পার হইলেন, এবং অতিশয় বেগেতে শত্রু পক্ষীয় সেনাগণকে আক্রমণ করিলেন, আর প্রাণ পণ ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া পারশীদের বিশতি সহস্র পদাতিক ও দুই হাজার অশ্বরূঢ় সৈন্যকে সংহার করিয়া পরাজয় করিলেন। এই সময়ে স্লিথুবেটিয় সংজ্ঞক এক ব্যক্তি যে ভারাইয়সের জামাতা হইবে এমন সম্ভাবনা ছিল, সে মেসিডনের রাজার প্রতি এক শেল নিঃক্ষেপ করিল, কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইলে পর পুনরার অস্ত্র ধারণ করিয়া হস্তোত্তোলন করিবামাত্র সেকন্দর শাহ তাহাকে বঁড়শাভারা বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর স্লিথুবেটিয়ের ভ্রাতা রোবেষেষ সেকন্দর শাহের উপর আক্রমণ করিয়া টাকীতে তাঁহার ক্রীট ছেদন করিল, ইতোমধ্যে ক্লাইটস নামক এক জন শাসিত ঋত্নেতে ঐ রোবেষেষের মস্তক ছেদন করিয়া মেসিডনের রাজাকে রক্ষা করিল। এবম্বূদ্ধারে সেকন্দর শাহ কর্তৃক পারশীরা নিতান্ত পরাজিত হইলে পর অনেক ২ দেশীয় লোকেরা তাঁহার নিরুটে উকীল পাঠাইয়া বাধ্য হইতে অঙ্গীকার করিল।

এই আক্রমণ ক্রমে ২ অতিশয় প্রবল হইয়া উঠাতে ভারাইয়স রাজা চিন্তিত হইয়া অসংখ্য সৈন্যের সংগৃহ করিলেন, এবং আপ-

নি সেনাধ্যক্ষ হইয়া সৈন্য সংঘের সম্মুখে এক রোপ্যময় যজ্ঞ বে-
 দীর উপরে 'হোমার্থক' অগ্নি সংস্থাপন করিলেন, এবং তৎপশ্চাতে
 গণক সমূহ, ও তাহাদের গিছে রক্তবর্ণ বস্ত্র পরা এমন তিন শত
 পুংস্বাটী জন যুবক। তাহার পশ্চাভাগে জুপিটর নামে দেবতার
 মণি মুকুটাদিতে খচিত যে মনোহর রথ, ও সুবর্ণাদিতে চিত্রিত
 আর দশ খান বহু মূল্য রথ, এবং সুবর্ণের জরিতে জড়িত যে উত্তম ২
 বস্ত্র তাহাতে বিভূষিত পারশী রাজ্যের অজের নামে খ্যাত যে এক
 দল সৈন্য, আর রত্নভরণে ভূষিত রাজ পরিবারবর্গ, এই সকল
 লইয়া ডারাইয়স রাজা আগনি নানা রত্ন যুক্ত চিত্রহর বস্ত্র পরি-
 ধান পূর্বক রণসজ্জা করিলেন ; এবং এক খান স্বর্ণময় অপূর্ব রথে
 আরোহণ করিয়া যুদ্ধ যাত্রা করিলেন ।

অপর রাজা আপনার সৈন্য সামন্ত সকল লইয়া সিলিষিয়া
 দেশে উত্তরিলেন । পরে সেখানহইতে অগুসর হইয়া দেখিলেন,
 যে ইসুস নগরের নিকটে যুদ্ধ করিবার এক সুগম স্থানে সেকন্দর
 শাহ নিজ সেনাগণ শুলীবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন । তাহাতে ঐ পা-
 রশী দেশীয় সম্রাট সম্মুখবর্ত্তি অরিসৈন্য শুলী অপেক্ষা আত্মসৈন্য
 শুলী বিস্তারিত করিতে অসমর্থ হইয়া নিজ সেনাগণকে সারি ২
 করিয়া সংস্থাপন করিলেন । অনন্তর মাসিডনীয়েরা শত্রু সেনার
 প্রথম পংক্তি ভগ্ন করিবামাত্র তাহারা ইতস্ততঃ হইয়া পড়িল ; তা-
 হাতে পারশী দেশীয়েরা একেবারে পরাভূত হইল, এবং তাহাদের
 সেনাধিপতি যে ডারাইয়স, তিনিও অতিশয় ক্রম গমনে নিকটস্থ
 পর্বতের মধ্যে পুস্তান করিয়া সেখানহইতে অস্থায়ী হইয়া বিপদ
 ভঞ্জনার্থে আরও দূরে পলাইলেন । সেই সময়ে কতক গুলি গ্রীক
 সৈন্য যাহারা পারশী দেশীয় রাজার বশীভূত হইয়া বেতন লইতে
 ছিল, তাহারা নিজ বিক্রমেতে ঘোরতর যুদ্ধ করিল, এবং যতক্ষণ
 পর্যন্ত তাহাদের ষাটশ সহস্র জন সৈন্য নষ্ট না হইল ততক্ষণ
 বিপক্ষদের উৎকট আক্রমণ সামলাইল ; কিন্তু শেষে সেকন্দর শাহ

রূপ তুমির ও পারশীর রাজার শিবিরের পুতু হইয়া তথায় ডারাইয়সের জননী ও ভাৰ্য্যা এবং তনয় এই সকলকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। এই যুদ্ধের পর উত্তরোত্তর তাঁহার জীবদ্ভি হইয়া উঠিল। দেখ, তিনি সাইদিয়ানদের অহংকার চূর্ণ করিয়া য়িহুদী দেশে জয় পূর্বক যিরূশালেম নগরের মন্দিরে কতক গুলি নৈবেদ্য উৎসর্গ করিলেন; পশ্চাৎ মিশর দেশীয়দিগকে স্বাধীন করিয়া ওয়্যাসিবের অরণ্য পার হইলেন, এবং তথাকার জুপিটর আমন নামে দেবতা-ছারা আপনি দেব পদবাচ্য হইলেন।

তৎকালীন ডারাইয়স আপন ভাৰ্য্যা ও জননী, এবং তনয়, ইহাদের প্রতি সেকন্দর শাহর সম্ভাবহার দেখিয়া এমন বাধ্য হইলেন, যে হেলিয় নদী অবধি আশিয়ার যাবৎ প্রদেশ তাহা সমুদয় ও করাত নদী অবধি হেলেন্‌পোল্ট পর্য্যন্ত যত দেশ ছিল, তাহা ছাড়িয়া দিতে অঙ্গীকার করিলেন: পুনশ্চ তাঁহার পরিবারের উদ্ধারণার্থে ত্রিশং সহস্র মুদ্রা অর্পণ করিতে চাহিলেন। কিন্তু সেকন্দর শাহ তাহাতে সম্মত না হইয়া কহিলেন, যে তুমি আমাকে রাজপদাভিষিক্ত করিয়া অধীন হইয়া থাক।

ডারাইয়স রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া ইসুস নগরে যত সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ততোধিক সেনার সংগৃহ করিয়া পারশী দেশের সীমান্ন আরবেলা নামক নগরের এক বড় মাঠের মধ্যে যুদ্ধার্থে সূসজ্জ হইয়া রহিলেন। পরে ডারাইয়সের ঐ সেনাগণ অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পূর্বক অত্যন্ত বেগে সমরারম্ভ করিল; কিন্তু এক বার ঘোরতর সংগ্রাম হইলে পর পরাভূত হইয়া অনেকে শত্রু হস্তগত হইল, তাহাতে ডারাইয়স পুনশ্চ প্রাণলইয়া পলাইলেন। অনন্তর লিকস নামক নদী পার হইলে তাহার অমাত্য বর্গ তাঁহাকে এই পরামর্শ দিল, যে পশ্চাদ্গামী শত্রুর আগমন বারণার্থে এই নদীর সেতু ভাঙ্গিতে অনুমতি করুন; ইহাতে তিনি উত্তর করিলেন, যে দয়্যাবান্ বন্ধুর পথ রোধ করা অপেক্ষা পশ্চা-

স্বামী তাত্ত্বিকারী যে শত্রু, তাহার পথ ছাড়িয়া দেওয়া ভাল! পশ্চাৎ তিনি আরবেলা নগরে উপস্থিত হইয়া আরমানির পর্বত উত্তীর্ণ হইয়া গেলেন।

অনন্তর সেকন্দর শাহ এই যুদ্ধের পর দ্বীয় সৈন্যগণকে অতি-শয় শাস্ত দেখিয়া পুনশ্চ সবল হইবার জন্যে ক্রিষ্ট ৭ কাল বিশ্রাম করিতে দিলেন। অনন্তর ঐ সমস্ত সৈন্যগণকে লইয়া পারশী দেশীয়-দের প্রাচীন রাজধানী যে পারসিপলিস, তথায় উপস্থিত হইলেন; এবং ঐ স্থানের দুর্ভাগ্য মনুষ্যদের প্রতি আপন সৈন্যগণের ক্রোধ জন্মাইয়া সেখানকার লোকদের উপর এমন নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিলেন, যে তথাকার সকল পথে রক্ত শোত বহাইলেন, এবং এক দুষ্ট মন্ত্রির কথাস্থে অনর্থক ক্রোধভাবে রাজবাটীতে অগ্নি প্রদান করিয়া ভয়সাৎ করিলেন।

ইতোমধ্যে ডারাইয়স রাজা ইহা শুনিয়া মিত্রীয় দেশান্তর্গত যে একবাটান নগর, তথায় আশ্রয় পাইয়া সে স্থানে পুনরায় সৈন্য সংগ্ৰহ করিতে লাগিলেন; কেননা তাহার মনোবৃত্তি এইখানি ছিল, যে দুই বার তাে রণে পরাজিত হইয়াছি, কিন্তু আর একবার মাত্র সংগ্রাম করিব। তাহাতে বাক্ট্রিয়া দেশের অধ্যক্ষ যে বেসস এবং নাবারজেনিস নামে পারশীর এক জন কুলীন প্রধান সেনাপতি, এই উভয়ে ঐ রাজার প্রাণ হিংসার্থে মন্ত্রণা করিয়া তাহার উদ্যোগ ভঙ্গ করিল; তাহারা করিল কি, না ডারাইয়সকে সূচন শূন্যে বন্ধন পূর্বক এক খান আচ্ছাদিত শকটে বদ্ধ করিয়া লইয়া অতি ত্বরায় বাক্ট্রিয়া দেশাভিমুখে পলায়ন করিল; ও মনে এই স্থির করিল, যে যদি সেকন্দর শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তবে তাহার ক্রোধের পাত্র যে এই ডারাইয়স, ইহাকে সমর্পণ করিব, নতুবা এই রাজাকে বধ করিয়া ইহার মুকুট ধারণ পূর্বক সমর করিব। এই সকল বৃত্তান্ত সেকন্দর শাহ ঐনিয়া আপনার প্রধান ২ সেনাগণ ক্রাটীরসের বশেতে রাখিলেন, এবং কতক মলি অশ্বারূঢ় অস্ত্রধারী

সৈন্য লইয়া প্রস্থান করিলেন। পরে যাইতে ১ পারশীর রাজাকে আচ্ছাদিত শকটে করিয়া লইয়া যাইতেছে, এবং বেঘনকে সেনা-ধ্যক্ষ করিয়াছে, এই সমস্ত বিশেষ রূপে অবগত হইয়া অবিলম্বে শত্রু সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তাহাতে ঐ দুইয়েরা সেকন্দর শাহের দর্শন পাইবামাত্র দুর্ভাগ্য ডারাইয়সের প্রতি বঁড়শা নিঃক্ষেপ করিয়া রক্তারক্তি করিল, ও আপনারা প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল।

এবমুকারে ডারাইয়স রাজা ছয় বৎসর রাজত্ব করিয়া পঞ্চাশৎ বৎসর বয়স্কে কাল প্রাপ্ত হইলেন, আর পারশী দেশীয় রাজা ক্রমাগত দুই শত বৎসর থাকিয়া তৎকালীন সমাপ্ত হইল। অপর ঐ রাজার স্বভাব নম্র ও মিলনশীল, আর তিনি এক প্রকার যথার্থ রূপে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, ও তাঁহার চরিত্র পূর্ব রাজাদের ন্যায় দুষ্কর্মজন্য কলঙ্কাক্ত ছিল না।



উপদেশ কথা।



প্ৰথম অধ্যায়।

যে দেশে দয়া ও যথায়োগ্য সুবিচার পূর্বক রাজশাসন হয়, তত্তদেশীয় লোকেরাই সৌভাগ্যবিত্ত এবং ধন্য, এমন যদি আমাদিগের ভাণ্যক্রমে ঘটনা হয়, তবে স্বর্গ মর্ত্যের একাধিপতি যাহাদ্বারা ঐ ভূপাল বর্গেরা শাসনকর্তা ও ন্যায়া বিচারক হইয়াছেন, এমন যে জগদীশ্বর, তাঁহার নিকটে আমাদিগের অবশ্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা উচিত। ফলতঃ পরমেশ্বর পুস্প হইলে দয়া পূর্বক সুপ্রতিপালক সুবিচারক হিতকারী রাজাদ্বারা লোকদিগের আশীর্বাদ করেন, অথবা প্রতিকূল হইয়া দুর্দান্ত দুরাচার একটা কুরাজাদ্বারা লোকদের শাস্তিনাশ হইয়েন। আর রাজা এবং প্রজা

এই উভয়ের একের সদসঙ্গরিত্রদ্বারা উভয়কেই মঙ্গলামঙ্গল ও শাপ কিম্বা বরপ্রাপ্ত করান; অতএব প্রজাবর্গের সর্ব প্রকারে এই উচিত হয়, যে সর্বদা রাজশাসনেতে বশীভূত হইয়া থাকে, এবং প্রজাদিগের হিত চেষ্টা ও ন্যায্য বিচার এ সকলও ক্ষিতিপালের অবশ্য কৰ্তব্য হয়। দেখ, যে রাজা উত্তম ব্যবস্থা রূপে প্রজাপালন করেন তাঁহাকে প্রজাগণেরাও পিতৃতুল্য রক্ষাকর্তা করিয়া মান্য করে; কিন্তু একটি খেদের বিষয় এই দেখিতেছি, যে এই সকল ইতিহাসের মধ্যে যে ২ রাজার বিষয় পাঠ করিলাম তাহার অনেক ২ রাজাই ইহার বিপরীত মহাবলম্ব্য অর্থাৎ দুষ্ক। তাহারা আপন ২ উচ্চপদের দ্বারা কেবল নিজ ২ কুস্বভাব প্রকাশ করিয়াছে। ফল, রাজকৰ্ম্ম যে কি প্রকার গুরুতর, এবং যে ২ লোকেরা এই কৰ্ম্ম প্রাপ্ত হয় পরকালে তাহাদের নিকটে যে কত বাহুল্য রূপে হিসাব নিতে হইবে, ইহা তাহারা এক বার মনে করে নাই। আর অতি ক্ষুদ্র প্রজার ন্যায় মরিতে হইবে তাহাও বিস্মৃত হইয়াছিল; কিন্তু এ প্রকার বিস্মৃত হইলেও পরমেশ্বরের নিয়মের বহির্ভূত কখন হইতে পারিবে না। তাহার স্বাক্ষী দেখ, লেখা আছে, যে সাইএকজারিস নামে ক্ষিতিপাল নিনিবো নগর করতলস্থ করিয়া এবং আপন রাজ্য অতিশয় বিস্তারিত করিলেও তিনি আপনি মরিলেন; অতএব এই জন্য আমরা লিখি, যে রাজা কি প্রজা সকলের সর্বদা কৰ্তব্য এই, যে পরকালের পুতি দৃষ্টি রাখিয়া নিজ ২ কৰ্ম্ম নির্বাহ করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অপর পারশী লোকদিগের রীতি ব্যবহার বিষয় যে ২ লেখা গিয়াছে, তাহার মধ্যে কোন ২ ব্যবস্থা অতি নিষ্ঠুর এবং রাক্ষসের ব্যবহার মত, আর কোন ২ ব্যবস্থা অসঙ্গতও বোধ হইতেছে। সে

যাহা হউক, বালকদের নীতি শিক্ষাবিষয়ে যে পুকার লিখিত আছে তাহাতে তাহারা যে এত পরিশ্রম পাইয়াছিল তাহা তাহাদের প্রশংসার যোগ্য বটে; কেননা মনুষ্যদিগের মন শিক্ষাবিহীন হইলে কেবল অরণ্যের সদৃশ। এখন দেখ, একটি নিবিড় কণ্টকারণ্যকে রাখা উচিত, কি দৃঢ়তর শুমিতে ঐ কুসিত বৃক্ষাদি উৎপাটন করিয়া উত্তম ২ বৃক্ষদ্বারা উত্তম উদ্যানের ন্যায় করা ভাল, ইহার কি রূপ কর্তব্য হয়? আর মনুষ্যদের মন মাজেই বিপথগামী ও কুকর্মাশক্ত ইহা সত্য বটে, তত্রাপি বোধ হয় যে বৃক্ষের অপেক্ষা বালকের মন শিক্ষা পাইলে শিক্ষিত হইবার উপযুক্ত; যেমন বৃক্ষের কোঁড়াকে নোয়াইতে গেলে সে নুইয়া যায়, কিন্তু বৃক্ষাবস্থাতে নোয়াইতে গেলে বরং ভাঙ্গিয়া যায়, তত্রাপি নত হয় না। কিম্বা বন্যাতিদ্বারা যে সকল ভূমিতে নূতন মৃত্তিকাদি পতিত হয়, সে সকল ভূমি চাষ করিলে তাহাতে অনায়াসে শস্যাদি জন্মে; কিন্তু চিরকালের পতিত শুষ্ক ভূমিতে চাষ ও শস্য কিছুই হইতে পারে না, তাদৃশ জানিবা।

পারশী লোকেরাও আপন ২ যুবাদিগের কার্যিক শুমাদি অভ্যাস করাইয়া তাহাদের আলস্যকে দূর করাইত, সেও ভাল; কেননা শরীরেতে ও মনেতে এমন একটি অপূর্ব সম্বন্ধ আছে যে এক জনের শুভাশুভভেতে উভয়েরই ভাল মন্দ হয়। দেখ, শরীরের দুর্বলতা ও ক্ষীণতার প্রতি যে ২ কর্ম কারণ হয়, সে ২ কর্ম মনের তেজোহানির প্রতিও অবশ্য হেতু হয়; অতএব লিখি, কোন ব্যক্তি আলস্যকে নিজ শরীরে থাকিতে এক দণ্ডও স্থান যেন না দেয়। দেখ, কার্যাসক্ত থাকিলে শরীরের দৃঢ়তা ও বলবত্তা হয় কেবল তাহা নয়, মনেরও নানা পুকার সূখ জন্মে। এতদ্বিষয়ে সাইরস নামক রাজার চরিত্র প্রশংসনীয় ছিল বটে; ফলতঃ তিনি কেবল রাজশাসন বিষয়েতেই এতবুদ্ধির কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন এমন নহে, তবে কি না আত্মশরীর বিষয়ে, অর্থাৎ ঐ রাজা অল্পভোগী, ও নিরা-

লসা, ও বহুশুমী, এবং কয়েকটি অভ্যন্তরীণ আবিষ্কৃত হওয়াতে রাজ্যের
এবং আশুর বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

আর অভ্যন্তরীণ পাপেতে পতিত হইয়া আমানিগের মনেতে যে
নাম কুচেষ্টা জন্মিয়াছে, তাহা সাইরস রাজার উত্তরাধিকারি
কায়াইশস নামক ভূপালের চরিত্রেতে প্রকাশ পাইতেছে। ভাল
যদি ঐশ্বর্য্য কর্তৃক পদাদি চেষ্টা করা উচিত, তবে অগ্নে ইহা জাত
হওয়া অতি আবশ্যক, যে ঐশ্বর্য্য হইলে ঐশ্বরের আরাধনা ও
লোকনিগের মঙ্গল হয়; এ নিমিত্তে তাহার চেষ্টা করিতে হয়। কিন্তু
কয়াইশস রাজার চরিত্রেতে ইহার বিপরীত দেখিতেছি, অর্থাৎ কি
না তাহাকে শত্রুহস্তা ভরয়াল দত্ত হইলে তিনি ঐ ভরয়াল নিরপরাধি
আপন নিকটবর্ত্তি গণের উপর নির্য্যপন করিতে সচেষ্ট হইতেন,
ইহাতে যৎকালে অন্যায়ে কৃতিকারক তাঁহার পুত্র কয়েক উদ্যোগ
সম্পন্ন না হইয়া বিফল হইত, তখন তিনি লজ্জিত এবং নম্রও না
হইয়া রাগান্বিত হইয়া উঠিতেন; যেমন কোন একটা ব্যাপ্তিকে
ব্যক্তিরা রাখিলে সে বশীভূত না হইয়া বরং অধিক ক্রোধাপন্ন
হইয়া ইঠে, তাহার ন্যায়। অতএব স্বজাতিয়ের এই রূপ কথ্য দে-
খিয়া আমাদের লজ্জাতে অধোমুখ হইতে হইল। পরে ঐ রাজা
যে বকীর অস্ত্রধারা নিজপুণ ত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহাতে জগদী-
শ্বর যে যথার্থ বিচার তাহা আমাদের অবশ্য স্মরণীয় হইয়াছে;
অতএব পাপের ভোগ যে এই রূপই সর্বত্র সর্বদা ঘটনা হয় ইহা
স্মরণীয় জানিবা। ফলতঃ পাপ বিধার অস্ত্রের স্বরূপ হইয়া প্রথমতঃ
আপনকে নষ্ট করিয়া পরে আপন আশ্রয়কেও বিনাশ করে।

তদনন্তর ডারাইয়স নামক রাজা যৎকালে গ্রীক দেশীয় লোকের
বিরুদ্ধে আক্রমণ করিয়াছিলেন, ততৎকালে তাঁহার এমন অনুভব
ছিল যে গ্রীক দেশ জয়ার্থেই উদ্যোগ করিতেছি তাহা অবশ্য সম্ভব
হইবে, এ কারণে ক্রটিবশে তাঁহার দৃঢ়তর ভরসা ছিল। কিন্তু
যখন আপন সৈন্যগণ প্রাণভয়ে রণে ভঙ্গ দিয়া বেগেতে জা-

হাজমধ্যে পলায়ন করিল তখন তাঁহার তাদৃশ ক্রোধ জন্মিয়াছিল ; অতএব ইহাতে আমরা এই শিক্ষা পাইতেছি, যে আমাদের কৰ্মের শুভাশুভ ফল জগদীশ্বরের হস্তগত। আর বলবান্ হইলেই যুদ্ধে জয়ী হয় এমন নয়, কি ক্ষতগামী হইলেই বেগ যুদ্ধে জিত হয় তাহাও নয় ; এ সকল যেন আমাদের স্মরণমধ্যে বাস করে। সে যাহা হউক, ঐ গ্রীক লোকদিগের দশ হাজার সৈন্যগণ যে আপন দেশ রক্ষার্থে প্রাণপণে এতাদৃশ উৎকট বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিল, ইহাতে তাহারা পুণঃসার যোগ্য পাত্র বটে। হায় ২ আমরা কি ভ্রান্তিযুক্ত মনুষ্য ! দেখ, যদি পরমেশ্বর নিমিত্তক তাহাদের মত প্রাণপণে তাদৃশ মহোদ্যোগী হইয়া ইশ্বর শক্তিদ্বারা শয়তান ও পাপ ও বুজাণ্ডের কুরীতির সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতাম, তবে তত্তৎ শত্রুদিগের নিরাশ করিয়া জয়ী হইয়া মুকুট ধারণ করিতাম ; অর্থাৎ স্বর্গপ্রাপ্ত হইতাম। দেখ, মারাত্মক স্থলে গীক লোকেরাও শত্রু দমন করিয়া মুকুট ধারণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু এতাদৃশ অক্লয় অম্লান মুকুট তাহাদিগের কখন ইচ্ছিয়গোচরও হয় নাই।

তেমনিও যে ইতিহাসের পুঙ্করূপে জর্কসেন নামক ভূপতির বিবরণ লেখা গিয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া বিবেচনা করিলেও আমরা এই উপদেশ পাইতে পারি, যে অতি দৃঢ়তর রূপে অনেক আয়োজন করিলেও সে কৰ্মের ফল জগদীশ্বরের হস্তগত, মনুষ্যের হাত নহে। আর বিশেষতঃ উদ্যক্তির চরিত্রবিষয়ে যে রূপ লেখা গিয়াছে, উদ্ভূত কামার্ত হইলে যে মনুষ্যদিগের কত হানি জন্মে তাহা যেন আমরা সর্বদা স্মরণে রাখি ; কেননা কাম হইয়াছে এক প্রকার কীটের স্বরূপ, যেমন বৃক্ষাদি মূলে কীট লাগিলে ক্রমে ২ তাহার অন্তর্জর্জরিত হইয়া শাখাপত্রাদি শূকায়ীরা বিনাশকে প্রাপ্ত হয়, তাদৃশ মনুষ্যেতে কাম প্রবিক্ত হইলে তাহার হৃদয় জর্জরীভূত হইয়া শেষে রাজ্য ও বংশের সহিত সে ব্যক্তি নষ্ট হয়।

আর দেখ! এই সকল ইতিহাসের লিখিত পরাক্রান্ত দুর্দান্ত অতি বৃহৎ ২ যে সকল রাজ্য, তাহারাও ক্রমে ২ একেবারে সমূলে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; যেমন সমুদ্রের অতি পুৰল ২ তরঙ্গ সকল আশ্রয় গর্বেতে গর্বিত হইয়া অতি গভীর তর্জ্জন গর্জনেতে আকাশ প্রমাণ উদ্ধ হইয়া অতি বেগেতে গমন করে, কিন্তু শেষে কূল প্রাপ্ত হইলে ক্রমে ২ সকলেই বিনাশকে প্রাপ্ত হয় তাদৃশ। অতএব পরমেশ্বরের অভূত ২ কর্ম যে সকল দৃষ্টিগোচর হইতেছে তাহার মধ্যে এই সকল আমাদের বিবেচ্য, যে ঐ ২ রাজ্যাদির উৎপত্তি ও বিনাশ কী হইতে কি জন্য হইতেছে? দেখ, অতি বড় ঐশ্বর্য্যাবিত যে পার্শ্বী দেশীয় রাজ্য, সে যে ত্রিশ হাজার সৈন্যাধ্যক্ষ সেকন্দর শাহ কর্তৃক ধ্বস্ত হইবে এ আশাদিগের বুদ্ধির অসম্ভবনীয় বটে। কিন্তু শেষে ঐ অভাগ্য ডারাইরস রাজার অবস্থা দেখিয়া সকলেরই অন্তঃকরণে দয়া উপস্থিত হইতেছে, কেননা যাহাদের ঐ রাজাকে রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য হইয়াছিল, তাহাদিগের হস্তেতেই তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন; অতএব লিখি যে ২ লোকেরা মনুষ্যোতে আত্মনা করিয়া জগদীশ্বরেতে আত্ম রাখি, তাহারাই ধন্য ও মঙ্গলের আশ্রয় হয়।

CHAPTER IV.
OF
THE GREEKANS.

চতুর্থ খণ্ড ।
গ্রীক লোকের বিষয় ।

চতুর্থ খণ্ড ।

গ্রীক লোকের বিষয় ।

গ্রীক লোকদের যে প্রধান ২ বিবরণ, তাহা আথেন্সীয়, ও লাসিডিমোনীয়, এবং মাসিডোনীয়, এই সকল লোকের বিবরণের মধ্যে পাওয়া যায়; অতএব ইহাদের বৃত্তান্ত পুস্তকে রীত্যানুসারে লেখা যাইতেছে ।

—•••••—
পুস্তক অধ্যায় ।

আথেন্সীয় লোকের উপাখ্যান ।

আটিকা দেশের পশ্চিম সীমা মিনারা ও সাইথেরিয়ন নামক পর্বত, এবং বইসিয়া দেশের একাংশ; আর তাহার উত্তর সীমা ইউরিপিক মোহানা, ও ঐ বইসিয়ার ক্রিয়দংশ; এবং উহার পূর্বসীমা ইউরোপাস নদী; দক্ষিণ সীমা সেরোনিক মোহানা। অপর ঐ দেশ বায়ু কোণহইতে নৈঋত কোণ পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ কোশ দীর্ঘ এবং উত্তরহইতে দক্ষিণ পর্যন্ত অষ্টাবিংশতি কোশ প্রস্থ। আর তদদেশ স্বাভাবিক মরুভূমি, তবে যে উর্বরা হইয়া উঠিয়াছে, সে কেবল লোকদের অভ্যন্ত শুমদারা; ও আথেন্সের লোকেরা পূর্বে বাণিজ্যবিষয়ে সত্যতাচরণ প্রযুক্ত খ্যাতিাগর ছিল, ও নিষ্ঠতা তাহাদের ধনমূল ছিল, ঐ ধনদ্বারা উহারা বিস্তর সৈন্য সংগৃহ করিতে পারিত।

মিশর দেশস্থ সিক্রাপ্স নামে এক ব্যক্তি নীল নদীর মোহানার নিকটস্থ লোকদিগকে আনয়ন পূর্বক বসতি করাইয়া ঐ আথেন্স রাজ্য স্থাপিত করিয়াছিলেন, এমনি উক্ত আছে; এবং আথেন্স নামক যে নগর, তাহার সংস্থাপনকর্তা তিনিই ছিলেন, ও য়ণিটর

নামক এক জনকে দেবতা করিয়াছিলেন, আর ধর্মের নিয়মের মত বিবাহের নিয়ম তাঁহাইতেই সুস্থির হয়; অপর দেবতার নিকটে পশু বলিদান করিতে নিষেধ তিনিই করিয়াছিলেন। আর এমন বোধ হয়, যে মিশর দেশের পুণালীর ন্যায় এরিওপোগাস নামক এক আদালৎ তৎকর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। পরে আথেন্সের তৃতীয় রাজা যে এমফিকটিয়ন, তিনি এমফিকটিয়নস্ নামে এক সভা স্থাপিত করিলেন; সেখানে হইত কি, না গ্রীক দেশের অন্তর্গত যে দ্বাদশ স্বভা, তাহাদের এক ২ জন প্রতিনিধি যাহাতে রাজ্য সুশাসিত হইয়া উঠে, এমন উপায় স্থির করিতে বৎসরের মধ্যে দুইবার আসিয়া বসিত। তাহার পর থিবস রাজা পূর্ব্বীতি ঘুচাইয়া প্রজাদের মধ্যে প্রধান ২ যে সকল লোক, তাহাদের দ্বারা রাজ্য-শাসন করিতে লাগিলেন, ইহাতে পূর্ব্বের মত একাধিপত্য আর রহিল না। সে যাহা হউক, কিন্তু ঐ রাজার রাজনীতিভ্রাতা ইত্যাদি নানা গুণ ছিল, তথাপি কোন কারণেতে প্রজা লোকেৱা চঞ্চলমনা হইয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিল; কিন্তু তিনি আপনি করিয়া-ছিলেন যে * আক্সিসিজন অর্থাৎ শস্য কিম্বা এক প্রকার বড় কোড়িয়ারা দুইটের প্রতি এক দণ্ডের নিয়ম, সেই নিয়মেতে দেশচ্যুত হইলেন।

সর্ব্বশেষে কোড্রুস নামে এক ব্যক্তি আথেন্স নগরে রাজা হইয়া-ছিলেন, তাহার রাজত্বকালীন ডোরিয়নেরা ও হিরাক্লিডির আথেন্স রাজ্যের অন্তর্গত যে গিলাপনোসস দেশ, তাহা পুনর্বার পাইয়া আথেন্স নগর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল; তাহাতে স্পেলকস দেশের দৈবজ্ঞ এক ব্যক্তি এ কথা কহিল, যে হিরাক্লিডির যদি আ-

* আক্সিসিজন এই শব্দ গ্রীক ভাষাহইতে ওৎপন্ন হইয়াছে; ইহার অর্থ এই, যে শস্য কিম্বা এক প্রকার বড় কোড়িতে দণ্ড করা। এ বিষয়ে এই আজ্ঞা ছিল, যে যদি কোন ব্যক্তি রাজ্যের হানি জন্মাইতে চেষ্টা করে, তবে সে দশ বৎসরের জন্য রাজ্যহইতে দূরীকৃত হইবে।

খেন্স নগরের রাজশরীরে কোন আঘাত না করে তাকে পশ্চাৎ জয়া হইতে পারিবে। কোডুস রাজা ইহা জ্ঞাত হইয়া কৃষক বেশ ধারণ পূর্বক শত্রু শিবিরেতে গমন করিলেন, এবং এক জন সৈন্যের সহিত সংগাম করিয়া তাহার হাতে প্রাণ ত্যাগ করিলেন; তাহার পর দিবসে আথেল্সোয়েরা আপনাদের রাজাকে চাহিল, ইহাতে হিরাক্টিডিয়া জয়াশা রহিত হইয়া আর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল না। পরে কোডুস রাজার এই পুরুষত্ব প্রকাশ হওয়াতে তাহার এই পর্য্যন্ত সম্মান হইয়া উঠিল, যে আথেল্সোয়েরা বুঝিল, যে ততুল্য লোক আর পাওয়া যাইবে না; অতএব রাজপদ একেবারে উঠাইয়া দিল।

পরে তাহারা ঐ কোডুস রাজার বংশ এক জনকে আরকন্ নামে খ্যাত করিয়া আপনাদের উপর প্রধান বিচারকর্তা রূপে স্থাপিত করিল, এবং আরকন্ যাবজ্জীবন তৎপদে নিযুক্ত রহিলেন। কিন্তু পরে তাহারা আরবার এই রূপ রীতি করিল, যে ঐ পদে এক ২ জন দশ বৎসর পর্য্যন্ত থাকিবেন। এই প্রকার কতক কাল গত হইল, পশ্চাৎ সামান্য লোকেরা কলহ উপস্থিত করিয়া আরকন্কে পদচ্যুত করিল, এবং ঐ পদে নয় জন আরকন্কে রাখিয়া তাহাদিগকে পৃথক্ ২ কর্মের ভার দিল, এবং এক ২ বৎসরের জন্যে ঐ পদাভিষিক্ত থাকিবেন এমন ধারা করিল।

এই সকল করণিতে ঐ রাজ্য কুশৃঙ্খল হইয়া উঠিল, ইহাতে আথেল্সোয়েরা অতিশয় দুর্দশাগুস্ত হইলে পর আরকন্ অর্থাৎ প্রধান বিচারকর্তা অথচ কুলীন যে যেকো, তিনি দেশের বৈলক্ষণ্য সকল শুধরাইতে এই শক্ত আইন সুস্থির করিলেন, যে যাহারা অল্পই হউক কিম্বা অধিক হউক দোষ মাত্র করিবে, সে সকলকারই প্রাণ দণ্ড হইবে। ইহাতে দেশ সুশাসিত হওয়া ওদিকে থাকুক, বরং পূর্বাপেক্ষা লোক সমস্ত আরো বিরক্ত হইল। তাহাতে এরিক্টিল নামে এক জন বিদ্বান লেখেন, যে হিরডিকস বলিয়াছেন, যে যেকোর ব্যবস্থা সকল মনুষ্য কৃত নহে, কিন্তু ভূতের করা এমন

বোধ হয়। এবং ভিমাভিষ নামে আর এক ব্যক্তি এই কথা কহিয়া আস্ত্র খ্যাতি রাখিলেন, যে ত্রেকোর ব্যবস্থা সকল কালীতে লেখা যায় না, কিন্তু রক্তেতে লেখা গিয়াছে।

পরে জ্ঞানি রূপে খ্যাত ছিলেন যে সোলন নামক এক ব্যক্তি, তিনি আরকনের পদ প্রাপ্ত হইয়া ঐ রাজ্যের পূর্ব ব্যবস্থা সকল শুধরাইতে ও নূতন আইন করিতে ভার পাইলেন, তাহাতে প্রথমতঃ খুনি ব্যক্তির প্রাণ দণ্ড ব্যতিরেকে ত্রেকোর আর তাবৎ ব্যবস্থা লোপ করিলেন। পরে ঋণ পরিশোধ করিতে অসমর্থ যে সকল ব্যক্তি, তাহাদের পক্ষে এক আইন সুস্থির করিয়া তাহাদিগকে সে দায়হইতে মুক্ত করিলেন, এবং তদ্বিষয়ের জন্যে টাকার শুল্ক ও মূল্য অল্প করিলেন; ইতোমধ্যে সোলনের কতক গুলি বন্ধু লোক বিখ্যাস-যাতকী হইয়া এই ব্যবস্থা প্রচার হওনের পূর্বে বিস্তর মুদ্রা কৰ্জ করিয়া স্থাবরাদি ক্রয় করিল, কিন্তু এই নূতন আইনেতে সোলনের নিজের অনেক কতি হইবে ইহা যখন লোকে বুঝিল, তখন তিনি যে ঐ দুষ্ট্মের অন্তর্ভূত এমন বোধ তাহারা আর করিল না।

পরে সোলন যে সকল পদ ও কর্ম ও বিচারের নিয়ম সুস্থির করিলেন, তাহা তদ্দেশের ভাগ্যবন্ত লোকদের হস্তে সমর্পণ করিলেন, তাহাতে তাহাদের নিতান্ত কৰ্ত্তৃত্ব না রাখিয়া এই রূপ আজ্ঞা দিলেন, যে রাজ্য তাবৎ লোকের অনুমতি ব্যতিরেকে তাহারা কোন বিষয় স্থির করিতে পারিবে না। এই অভিপ্রায়ে আশ্বেষ রাজ্যের সকল লোককে চারি ভাগ করিয়া তাহার মধ্যে যাহাদের ঐশ্বর্য্য ছিল তাহাদিগকে ধারানুসারে তিন ভাগে নিযুক্ত করিলেন; আর যাহারা নির্ধনী ছিল তাহাদিগকে চতুর্থ ভাগে নিযুক্ত করিলেন; তাহারা কোন পদস্থ হইতে পারিত না, কিন্তু যৎকালীন কোন বিষয়ের নির্ণয় করিবার নিমিত্তে তাবৎ লোকের সভা হইত, তৎকালীন তাহারা আপনাদের সম্মতি অসম্মতি প্রকাশ করিতে পারিত। তদনন্তর সোলন আরিওপেগস নামক যে আদালত স্থাপিত ছিল, তা-

হার কর্তাদিগকে এই অধিক ভার দিলেন, যে যেন তাহারা রাজ্য-শাসনার্থ তাবৎ নিয়মের প্রতি সতর্ক থাকে; এবং তাহাদের উপর সেনেট নামে এক মহাসভা সংস্থাপন করিয়া তাহাতে চারিশত লোক নিযুক্ত করিলেন, ও তদ্বিষয়ে এই নিয়ম স্থির করিলেন, যে আরিওপেগাস আদালতে যে বিচার নিষ্পন্ন না হইবে তাহা ঐ সেনেট সভাতে না গিয়া তাবৎ লোকের সভাতে যাইতে পারিবে না।

পরে সোলন এই ব্যবস্থা স্থির করিলেন, যে রাজ্যে কোন উপ-দ্রব উপস্থিত হইলে প্রজা লোকের মধ্যে যে ব্যক্তি তাচ্ছল্য করিয়া তাহার শান্তি করিতে উদ্যত না হইবে সে যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত দেশহইতে বহিস্কৃত হইবে, এবং তাহার তাবদ্বিষয় রাজার হইবে। আর তাহার এক কন্যা মাত্র কেবল সেই পণ দিবে তদ্বতিরেকে বিবাহের পণ বারণ করিলেন। এবং স্ত্রী লোকের পক্ষে এই নিয়ম করিলেন, যে তাহারা বিবাহের সময়ে কেবল তিন প্রহ পরি-ধেয় বস্ত্র ও গৃহের আবশ্যক কতক গুলি সামগ্ৰী তদ্বতিরেকে আর অধিক ধন পাইবে না, ইহার অভিপ্রায় এই যে স্ত্রী পুরুষে সম্মুখি থাকিবে। এই সকল ব্যবস্থা ছাড়া আরও অনেক বিষয়ের নিয়ম তিনি স্থাপন করিলেন, তাহা তাবৎ লিখিতে গেলে পুস্তক বৃদ্ধি হইয়া উঠে; অতএব লেখা গেল না। কিন্তু ইদানীন্তন কোন ২ রাজ্যেতে যে সকল নিয়ম চলিতেছে, তাহার মধ্যে কতক ২ হই-য়াছে সোলনের ব্যবস্থামূলক। এই হেতুক এমন বলা যাই-তেছে, যে সোলনের ব্যবস্থা সকল এক প্রকার আজি পর্য্যন্ত চলি-তেছে।

আর গ্রীক দেশীয় আদি ইতিহাসবেত্তাদিগের মধ্যে এক জন ইতিহাসবেত্তা কর্তৃক সেই সোলন নামক জ্ঞানি পুরুষের চরিত্র বিষয়ে যে একটি কথা লিখিত আছে, তাহা লিখিবার প্রয়োজ-নাহঁয়। অতএব বলা দুষ্ট ভেমনি লিখিতে হয়, যে ঐ মহামান্য

সোলন নামক ব্যক্তি রাজনীতিবিষয়ে ও সাম্প্রদায়িক নীতিবিষয়েতে অতিশয় নিপুণ হইয়া তিনি নানা দিক্ দেশ দর্শনার্থে যাত্রা করিয়া লিদিয়া দেশের রাজধানী সারদিশ নামক নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আর তৎকালে ঐ লিদিয়া দেশীয় ক্রীশস নামক রাজা সৌর্য্য বীর্য্যোতে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায় দোদীর্ঘ প্রতাপাঙ্কিত, এবং অতুল্য ঐশ্বর্য্যোতে খ্যাতি্যাপন্ন ছিলেন। ঐ ভূপতি আপন রাজধানীতে খ্যাতি্যাপন্ন মহামান্য সোলনের আগমন শুনিয়া লোকদ্বারা তাঁহাকে আপন রাজগৃহে আনয়ন করাইয়া সমাদর পূর্ব্বক আতিথ্য করিলেন, এবং সাম্প্রদায়িক লোকের ন্যায় ঐ জ্ঞানি ব্যক্তির স্বভাব বুঝিয়া আপন অতুল্য ঐশ্বর্য্য ও বিবিধ ইন্দ্ৰিয় সুখ সম্ভ্রত্যাদি তাঁহাকে একে ২ দেখাইয়া তিনি আপনি যে ভূমণ্ডলের মধ্যে অতুল্য সুখী, ইহা পুনঃ ২ ভাব ক্রমে জ্ঞাত করাইতে লাগিলেন। তাহাতে আশ্চর্য্য নগরে সুশিক্ষিত যে ঐ মহা জ্ঞানি সোলন, তাঁহার এমন স্বভাব ছিল না, যে মুখাপেক্ষা করিয়া মিথ্যা বচনেতে কোন রাজারও অহঙ্কারের পোষণ করেন; এ জনো পৃথিবীর মধ্যে কোন ব্যক্তি সুখী? রাজার এই কথা পুনঃ ২ জিজ্ঞাসা করণেতে তিনি ক্রীশসের কথা না कहিয়া কেবল কতক গুলিন লোক যাহারা দেশের এমন উপকার করিয়াছিল, যে তাহাদের মরণেতে তাবলোকই শোকাকুল হইয়াছিল, তাহাদিগের কথা कहিলেন। তখন রাজা ক্রীশস সোলনের এ রূপ উত্তর শুনিয়া অন্তঃকরণে কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ এবং চমৎকৃত হইলেন, কেননা ঐ ব্যক্তি যে আমাপেক্ষা কোন সামান্য লোককে অধিক সুখী বোধ করিলেন, এ অতি আশ্চর্য্য বোধের বিষয় বটে। তখন ঐ জ্ঞানি ব্যক্তি ঐ আশ্চর্য্যবান রাজাকে আপন উত্তর বাক্যার্থ বিশেষ রূপে বুঝাইতে লাগিলেন, যে মহারাজ তবে শ্রবণ কর, কোন ব্যক্তি সুখী, আর কোন ব্যক্তি দুঃখী, ইহা তদ্যক্তি বিদ্যমান কখন বোধগম্য হয় না; কেননা উত্তর কালের সুখ দুঃখ ঘটনা আগে কখন বুঝা যায় না; অতএব মনুষ্য হউক কি

কোন বিষয় ইউক, তাহার শেষ না হইলে ভাল মন্দ বিবেচনা অসম্ভব। তখন কুমন্ত্রি মন্ত্রণাতে দুষিত চিত্ত যে ক্রীশস ভূপতি, তিনি এই যথার্থ কথা শ্রবণ করিয়া কোন প্রকারে গৃহ ও প্রামাণ্য করিলেন না, বরং অতিশয় তুচ্ছনীয় করিয়া জানাইলেন। সে যাহা ইউক তিনি এই জানি ব্যক্তিকে যে অকস্মাৎ বিদায় দিয়াছিলেন, ইহাতেই স্পষ্ট বোধ হইতেছে, যে এই কথা তাহার হৃদয়ে শেল স্বরূপ বিদ্ধ হইয়াছিল।

তদনন্তর এই জানি সোলন স্থানান্তরে প্রস্থান করিলে পর এই ক্ষিতিপাল ক্রীশসের রাজলক্ষ্মী ও সৌভাগ্য সুখ সম্ভবাদি কৃষ্ণ পক্ষীয় চত্বকনার ন্যায় ক্রমে ২ ক্রয় ভাবাপন্ন হইতে লাগিল, এবং নানা-বিধ দুর্ঘটনাতে রাজ্যের ও প্রাণের বিষটিত হইতে লাগিল; কি না তাহার প্রাণ প্রিয়তম আর্টিস নামক পুত্র মৃগয়াতে গমন করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল, ও পারশী দেশীয় সাইরস নামক নৃপতি মহাবল পরাক্রান্ত হইয়া নানা দেশ জয় করত শুক্ল পক্ষীয় চত্বকর ন্যায় রাজ্যের অ্রিবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। ইহাতে এই ক্রীশস এই ভূপতি পারশী দেশীয় রাজার সহিত সংগ্রামার্থে কথক স্তলিন সৈন্য সামন্ত প্রেরণ করিলেন, তাহাতে তাহার গতিমাত্র নিজ ২ প্রাণ ত্যাগ করিল। এই প্রকার হইলে কিছুকালের পর এমন রূপ হইয়া উঠিল, যে এই ক্রীশস রাজা আপন রাজধানীর সহিত পারশী দেশীয় ভূপালের হস্তগত হইলেন, তাহাতে এই রাজা দৃঢ় পাশেতে বদ্ধ হইয়া সাইরস রাজার নিকটে সমর্পিত হইলেন। তখন রাজা বিচার পূর্বক এই আজ্ঞা প্রকাশ করিলেন, যে আমার জয়ের প্রথম ফলের স্বরূপ এই ক্রীশস রাজাকে আর নিদিয়া দেশীয় চতুর্দশ জন কুলীনকে উৎসর্গ পূর্বক দত্ত করিয়া দেবতাদের ভূমি জম্মাও। তাহাতে তাহার তদা-জানুয়ারি কষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যখন এই দুর্ভাগ্য ক্রীশস রাজাকে দহনার্থ চিতারোহণ করায়, তখন এই রাজা ক্রীশসের অন্তঃকরণে হঠাৎ সেই সোলনের পূর্ব কথা স্মরণ হইয়া দৃঢ় রূপে বিদ্ধ

হওয়াতে তিনি অস্ত্রধারণের সহিত সোলন হইয়া বসিয়া তিন বার তাঁহার নামোচ্চারণ করিলেন। তাহাতে পারশী দেশীয় রাজা ক্রীশন রাজার এই আক্ষেপ বাক্য শুনিয়া কারণ কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার মন্ত্রী সোলনের সহিত আর এই রাজার সহিত যে কথোপকথন তাহা বিস্তারিত রূপে শ্রবণ করাইলেন; তাহাতে তুপতি মন্ত্রী বাক্য শুনিয়া সোলনের তত্ত্ব কথা যে সঙ্গুর্ণ রূপে সাক্ষাৎ প্রমাণ্য হইয়াছে ইহাতেই চমৎকৃত হইয়া ক্রীশন রাজার পুণ দণ্ডের আজ্ঞা মুক্তি করিলেন, এবং এই রাজাকে আপন মন্ত্রীবর্গের সহিত তৃত্ব করিতে আজ্ঞা প্রকাশ করিলেন।

আর এ কথা আশাধিগের আরণীয় বটে, যে যাহাতে এই ক্রীশন রাজার সিংহাসন গেল, এবং পুণসংশয় হইয়াছিল, তিনি যে এমন ভয়ানক সময়ে হঠাৎ প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ইহার বীজ এই, যে যখন পারশী লোকের সহিত যুদ্ধার্থী হইয়া তাহার জয় পরাজয় জানিতে অসংখ্য ধন ব্যয় পূর্বক দেলফস দেশীয় এক জন দৈবজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন তাহাই হইতে এই দ্বার্দ কথা শুনিলেন, যে ক্রীশন রাজা যদি হেলিস নদী উত্তীর্ণ হইয়া যুদ্ধ করিতে গমন করেন তবে একটি মহারাজ্য অবশ্য উচ্ছিন্ন করিবেন; কিন্তু এ কথা অর্থেতে যে আপন রাজ্য লোপ করিবেন, তাহা গর্ভ প্রযুক্ত বুদ্ধিগত না হওয়াতে এই সামান্যার্থ ধরিয়া তিনি সাহসেতে এই সর্বনাশক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

পরে সোলন এই সকল ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়া দশ বৎসর পর্য্যন্ত তাহা পুতিপালন করিতে আশ্রয় দেশের তাবৎ লোককে শপথিতে বদ্ধ করিয়া দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিবার জন্য যাত্রা করিতে হির করিলেন; কিন্তু তাহার গমনের কিঞ্চিৎ কাল পরে এই দেশের উচ্চ ভাগে ও নিম্ন ভাগে এবং সমুদ্র তীরে এই তিন স্থানের লোক সকল তিন দল হইয়া উঠিল। পশ্চাৎ তাহার রাজ্যের তাবৎ লোককে উদ্ধৃত্ত করিয়া সোলনের নিয়ম সমস্ত উঠাইয়া দিতে এবং রাজ্যও

আপন ২ করতলহু করিতে উদ্যত হইল। তাহাতে উক্ত ভাগের যে দল তাহার অধ্যক্ষ পিজাফ্টেটস নামে এক জন ছিল, এবং নিম্ন স্থলহু দলের অধ্যক্ষ লাইকরগস নামে এক জন, ও ম্রিগাক্লিজ সজ্জক যে এক ব্যক্তি সে ছিল সমুদ্র তীরস্থ সমুদায়ের অধ্যক্ষ, কিন্তু ইহাদের মধ্যে পিজাফ্টেটস ঐ দুই জন অপেক্ষায় অধিক পরাক্রান্ত।

শেষে ঐ ব্যক্তির সকল অভিলাষ পরিপূর্ণ হওনের সময় দশ বৎসরের পর বাবস্থাপক যে সোলন, তিনি দেশ ভ্রমণ করিয়া আর্থেন্স দেশে পুনরাগমন করিলেন; কিন্তু তিনি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া যে ঐ সকল উপপূর্ব শান্তি করিতে পারেন এবং জাহাজ স্বরূপ হইয়াছে যে রাজ্যশাসন তাহার হাইল যে রাজনোতি, তাহা ধরিয়া ঐ বিপদ সাগরে যে ফিরাইতে শক্ত হন এমন সম্ভবে না। আর পিজাফ্টেটস আপনার অন্ন সকল আপনি ক্ষত বিক্ষত করিয়া শত্রুগণ তাড়না পূর্বক বেগেতে যেন পশ্চাত্তাবমান হইয়া আসিতেছে এই ছলেতে রক্ষারূঢ় হইয়া ইউমধ্যে উপস্থিত হইলেন, এবং লোকদিগকে ক্ষত শরীর দেখাইয়া তাহাদের শরণাগত হইতে প্রার্থনা করিলেন; তাহাতে তাহারা এক সভা করিয়া আরিষ্টন নামক এক ব্যক্তির কথানুসারে পঞ্চাশত জন সৈন্য ঐ পিজাফ্টেটসকে দিল। ইহাতে পিজাফ্টেটস ঐ রাজ্যের গড় আক্রমণ পূর্বক আর্থেন্স দেশ স্বাধীন করিয়া রাজনিয়ম সকল চালাইতে লাগিলেন; কিন্তু সোলনের স্থাপিত যে সকল নিয়ম, সে সকল উত্তম রূপে চলে এমন চেষ্টা করিলেন না। ফলতঃ পূর্বে যাহারা যে ২ পদস্থ ছিল, তাহাদের কোন শক্তির জুটি করিয়া তাহাদিগকে সেই ২ পদে রাখিলেন। আর এমত লেখা আছে, যে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে খুনের অপবাদ দিয়াছিল; ইহাতে আরিওপেগন নামক যে সভা, তাহার অধ্যক্ষদের আজ্ঞাপত্র পাইবামাত্র সেখানে উপস্থিত হইলেন।

তখনন্তর গিজার্টেটস দুই বৎসর রাজ্যশাসন করিলে পর সোলন অশীতি বৎসর বয়স্ক হইয়া সাইপ্রেস দেশে পলায়ন গেলেন। পরে আথেন্স দেশীয় লোকেরা তাঁহার বিস্তর সম্মানের নিমিত্তে যে প্রকারে তিনি বহুমধ্যে হস্ত রাখিয়া লোক সমূহের মধ্যে কথকতা করিতেন, সেই প্রকার পিত্তলময় তাঁহার দুই প্রতিমূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া এক আথেন্স নগরে সভাগৃহে, এবং আর এক তাঁহার জন্ম স্থান যে সেলামিস দেশ তাহাতে স্থাপন করিল। আর সোলন যে কেবল রাজনীতি বিষয়েতেই অতি নিপুণ ছিলেন এমন নয়, তবে কি না তিনি বড় সুবক্তাও ছিলেন, এবং তাঁহার অভ্যুত কবিতাশক্তি ছিল।

আর দুইবার তাঁহাকে রাজ্য ত্যাগ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার এমন নিপুণতা, যে তিনি নানা প্রকার বিনয়াদি কৌশলেতে পুনর্বার রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শাস্ত্র বিদ্যা ও শিল্প বিদ্যাতে তিনি অতিশয় প্রিয় ছিলেন; অতএব লোক সাধারণের বিদ্যাভ্যাসের জন্যে এক পুস্তকালয় করিয়া তাহাতে নানা শাস্ত্র রাখিয়া ছিলেন। আর হোমর নামক যে এক জন সুকবি ছিল, তাঁহার সকল কবিতা সংগৃহ করিয়াছেন, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এবং শিষ্যেরা নামে এক জন রম্মী লোকের মধ্যে প্রধান বক্তা এই কথা কহিয়াছে, যে গ্রীক দেশে কথা কহিবার যে উত্তম ধারা, তাহার মূলভূত তিনিই ছিলেন। অপর তিনি অনেক কাল পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়া বার্ষিক দশাতে লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

পরে হিগিরস এবং হিপার্কস নামে তাঁহার দুই পুত্র রাজ্যের অধিকারী হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। এবং তাঁহারা বড় বিদ্যাপ্রিয় ও বিদ্বান্ লোকের মর্যাদক ছিলেন; অতএব টিয়স দেশের আনাক্ক্যন নামক এক জন, আর শীয়া দেশের সিমানীদীস নামে অন্য এক ব্যক্তি, এই দুই জন বিদ্বানকে আশ্রয় প্রদ

আথেল দেশে আনাইয়া রাখিলেন। পরন্তু এই দুই যুবরাজকে নষ্ট করিতে কতক গুলি লোক গুপ্ত ভাবে একা হইয়া এক দল হইয়া উঠিল, তদ্বারা হিপার্কসের প্রাণদণ্ড হইল; ইহাতে হিপিয়সের মন পূর্বে যে রূপ স্থির ছিল, সে রূপ সূচিয়া অতিশয় ক্রুর ও ক্রোধান্বিত এবং দয়ারহিত হইয়া উঠিল; আর এই সম্মুখায়ের মধ্যে এক জনকে আনাইলেন, এবং তাহাকে বিস্তর যত্ন দিয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, যে আমার ভাতাকে কে বধ করিল, ইহা তুমি জান? তাহাতে এই ব্যক্তি হিপিয়সের অনেক দক্ষ লোকের নাম করিলে এবং তাহার হত হইল; পশ্চাৎ পুনরায় এই রূপ জিজ্ঞাসা করিতে সে আরো তেমনি কতক গুলি লোকের উপর অপবাদ দেওয়াতে তাহাদেরও প্রাণদণ্ড হইল। পরে আর-বার হিপিয়স যখন তাহাকে এই প্রশ্ন করিলেন, তখন সে হাস্যবদনে কহিল, যে তোমাব্যতিরেকে আর কাহাকেও এই দৃষ্টান্ত করিতে আমি দেখি নাই; ইহাতে এই দণ্ড স্বীকার করা তোমারও কর্তব্য।

এই সকল নিষ্ঠুর ব্যবহারেতে আথেল দেশের লোকেরা অতিশয় বিরক্ত হইল, এবং হিপিয়সকে পদচ্যুত করিয়া দেশহইতে দূর করিল। আর হিপিয়সের উপর উহাদের এমনই ঘৃণা হইয়া উঠিল, যে নিরস্তর তাহার উপর হিংসা করিতে প্রতিজ্ঞা করিল। পরে হিপিয়স রাজ্যহইতে বহিস্কৃত হইয়া ফারসী দেশের রাজার সাহায্য করিতে তাহার আশ্রয়াকাঙ্ক্ষী হইলেন; ইহার ভাব এই, যে এই রাজা আথেলীয়দের উপর ক্রোধান্বিত ছিলেন, কেননা তাহার পূর্বে গুলি লোকের সহিত যোগ করিয়া সার্ডিস নগর লুণ্ঠ করিয়াছিল, এই হেতুক তিনি হিপিয়সের নিবেদনেতে সন্তুষ্ট হইয়া যুদ্ধার্থে মারাথন নামক মাঠেতে বিস্তর সৈন্য সামন্ত হস্তা চলিলেন। এখানে আথেলীয় লোকের দশ হাজার সৈন্য ও দশ জন সেনাধ্যক্ষ ছিল। সেই দশ জনের মধ্যে মিল্টাইয়াডিজ ও আরিস্টাইডিজ এবং থিমিষ্টাক্লিজ এই তিন ব্যক্তি ছিল, কিন্তু এই তিন জনের

মধ্যে দুই জন মিল্টাইয়াডিককে প্রধান করিয়া নিজ কর্মের ভার উহার উপর দিল, ইহাতে সে ব্যক্তি এক বার সংগ্রাম করিতে দ্বিষ্ট করিল। পরে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে রণ ভূমিতে কারশীর রাজা আথেল্জীয় সৈন্যের সাহস দেখিয়া বিস্মিত ও ভীত হইলেন, শেষে আথেল্জীয় সেনাগণ বৈর্য ও সশিখাতে জয়ী হইল। এতদ্বিষয়ে হিরনটস নামে এক জন ইতিহাসলেখক লেখেন, যে এক রণে কারশী রাজার ছয় হাজার তিন শত সৈন্য নষ্ট করিল এবং আথেল্জীয়দের কেবল এক শত বিদ্রোহী জন মনোভাঙ্গা পড়িল।

এই যুদ্ধের পর কারশী দেশীয় সেনাগণ আথেল্জীয় নগর জয় করিবার অভিপ্রায়ে তাহার আরোহণ পূর্বক বেগবান্ হইয়া গেল, কিন্তু মিল্টাইয়াডিক নামে যে সেনাপতি সে তাহার পূর্বে আথেল্জ দেশে গাঁহিছিরাজে, এই বাহ্যে সন্নিবৃত্ত নিক্রোধানী হইয়া সকল জাহাজ শুদ্ধা কারশী দেশে প্রিহিয়া গেল। পরে মিল্টাইয়াডিক লোকদের কাছে আশ্রয় আশ্রয় আছে ইহা শুধিয়া শুভ রূপে যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য সাহস সমূহ ও সৈন্য সামন্ত আথেল্জীয়দের নিকটে গেল। ইহাতে এই সমস্ত প্রাপ্ত হইয়া পারস নামক উপদ্বীপে প্রস্থান করিয়া সেই স্থান বেষ্টিত করিল, তাহাতে সেখানকার লোকেরা অত্যন্ত ভয় পূর্বক সংগ্রাম করিয়া সন্ধান রক্ষা করিল, এবং মিল্টাইয়াডিককে অতিশয় আঘাত করিল; ইহাতে সে ব্যক্তি এই যুদ্ধে হত্যা প্রত্যাগমন করিলে পর আথেল্জীয়েরা তাহাকে ২০০০০০ দুই কোটি টাকা দণ্ড দিতে আজ্ঞা করিল, কিন্তু সে এই দণ্ড দিতে না পারাতে কারাগারে বদ্ধ হইয়া সেই স্থানে মরিল।

আথেল্জীয় লোকেরা এই প্রকারে সকল বিপদহইতে উদ্ধার হইলে তাহাদের উপর আর কোন শত্রুর আক্রমণের ভয় ছিল না; কিন্তু রাজা শাসনার্থে লোকসমূহের প্রভুত্ব থাকিবে, কি কুলোনের প্রভুত্ব থাকিবে, এতদ্বিষয়ে আপনাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হইয়া দুই দল হইয়া

উঠিল; তাহার এক পাশে আরিকাইডিজ আর অন্য পাশে থিমিটাক্লিজ ছিল, আর ঐ দুই জন সমবয়স্ক এবং ঐশ্বর্য্য ও মহত্বভেদেও তুল্য, ইহাতে আরিকাইডিজ রাজনীতি ও আর্য্য সুনীতি সমস্ত লোক সকলকে শিক্ষাইবার জন্যে উত্তম ২ বিদ্যালয়েতে আপনি শিক্ষিত হইয়া ঐহিক সুখের পুতি দৃষ্টি না করিয়া আত্মরক্ষা অপেক্ষা লোক সাধারণের হিত চেষ্টাতে যত্ববান্ ছিলেন; এবং তাঁহার এই রূপ চরিত্র হওয়াতে লৌকিক মানাপমানের দিকে এত দৃষ্টি ছিল না। কিন্তু থিমিটাক্লিজ তাঁহার মত ছিল না, কেননা সে ব্যক্তি উচ্চাভিলাষী হইয়া সর্বদা বৃহৎ ২ কর্ম্ম ও সংগৃহীতে রত থাকিত, আর বিদ্যোপার্জনের দ্বারা সম্বল ও সতর্ক এবং অত্যন্ত উদ্যোগী ছিল। অপর যাহাতে আপনার সুখ্যাতি বাড়ে এমন কর্ম্ম একান্ত মনে উৎকৃষ্ট জ্ঞানে সতত সাবধান করিতে উদ্যত ছিল। আর যে সমস্ত অব্যবহার্য্য কর্ম্ম করিতে মনস্থ করিত আরিকাইডিজ তাহার বাধ জন্মাইতেন; অতএব আফ্রুসিয়া নামে এক পুকার দণ্ড বিশেষদ্বারা আরিকাইডিজকে দেশহইতে বহিস্কৃত করিল।

এই রূপে তিন বৎসর গত হইলে পর পারশী দেশের রাজা আথেন্স দেশ আক্রমণ করিবার অভিপ্ৰায়ে বিস্তর সৈন্য সামন্ত সুসজ্জ করিয়া ঐ আথেন্স রাজ্যের অনেক পুদেশে অধীনতা স্বীকারের চিহ্ন স্বরূপ যে জল ও মৃত্তিকা, তাহা দূতদ্বারা চাহিয়া পাঠালেন, কিন্তু আথেন্সীয়দের পুতি গণকের এই কথা ছিল, যে তাহারা কেবল কাষ্ঠময় পুাচীরদ্বারা রক্ষা পাইবে; থিমিটাক্লিজ ঐ কথাই ভাব এই রূপ বুঝাইল, যে তাহারা জাহাজারোহণ করিলে রক্ষা পাইবে। এই বিপদের সময়ে আরিকাইডিজ যে দেশ বহিস্কৃত হইয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া লোক সকলে বড় খেদান্বিত হইল, ইহাতে থিমিটাক্লিজ আরিকাইডিজকে ও তাঁহার সহিত যাহারা দেশচ্যুত হইয়াছিল তাহাদিগকে আনিতে আত্মান করিয়া পাঠা-

ইল। এই মতে লোক সাধারণের মঙ্গলার্থে আপনাদের মধ্যে যে বিবাদ হইয়া উঠিয়াছিল তাহা সামাই করিল।

আথেলীয় লোকদের উপর বিপদ ঘটবে এই সম্ভাবনাতে গ্রীক দেশের অন্তঃপাতি অন্য ২ প্রদেশস্থ লোকেরা তাহাদের সাহায্য করিতে উদ্যত হইল; কেমনা সেই উপদ্রব পশ্চাৎ তাহাদের উপরেও পড়িতে পারে, এই শঙ্কায় তাহারা শঙ্কিত ছিল; কিন্তু সর্বাপেক্ষা লাসিডিমনিয়েরা অধিক সহায়তায় প্রবৃত্ত হইয়া আপনাদের জাহাজের অধ্যক্ষ যে ইউরিবাইওডিস, তাহাকে সকল বিষয়ের অধ্যক্ষ করিয়া দিল। পশ্চাৎ পেলোপনিষস দেশের অঞ্চলে সালামিস নগরের নিকটে ফারশী দেশের জাহাজস্থ সৈন্যের সঙ্গে আথেলীয় জাহাজস্থ সৈন্যের সাক্ষাৎ হইল, এবং থিমিক্টাকিজের পরামর্শক্রমে সেনাগণ ফারশী সৈন্যের সহিত সমুদ্রের কাঁড়ীর মধ্যে সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইল, তাহাতে আথেলীয় লোকেরা সম্যক্ প্রকারে সমরে জয়ী হইয়া ফারশীর রাজা যে জর্কসেস, তিনি অবশিষ্ট সেনা লইয়া যেন আর যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হন এই জন্যে থিমিক্টাকিজ তাঁহার এমন বোধ জন্মাইয়া দিল, যে হেলিস্পান্ট নদীর সেতু ভাঙ্গিয়া ফেলিব, রাজা এই ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া অতি বেগে পলায়ন করিলেন, তাহাতে তাঁহার অবশিষ্ট সৈন্য সামন্ত সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল।

পরে গ্রীক দেশস্থ লোকেরা, প্রত্যেক প্রদেশস্থ অধ্যক্ষের বিবেচনাতে যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ হইবে, তাহাকে পুরস্কার দিবার জন্যে পেলোপনিষস দেশের প্রান্ত ভাগে সমুদ্র তীরস্থ এক মণ্ডলীণ ভূমির মধ্যে নেপটুন নামক দেবতার মন্দিরে একত্র হইল, এবং অধ্যক্ষদিগের প্রতি এই অনুমতি দিল, যে যাহাকে শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান হইবে তাহার নামে অকুপাত প্রথমে করা যাইবে, ও তাহার পর যে ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান হইবে দ্বিতীয় পদে তাহার নামে অকুপাত হইবে; ইহাতে তাবৎ সেনাপতিরা আপনাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান

করিয়া নিজ ২ অঙ্কপাত পুথম পদে করিয়া আথেন্স দেশের অধ্যক্ষ যে থিমিষ্টাক্লিজ, তাহার অঙ্কপাত দ্বিতীয় পদে করিল; ইহাতে তাহার কেমন গুণ ও সম্ভাবহার তাহা প্রকাশ পাইল। তাহাতেও ফ্রান্স দেশীয় লোক ইউরিবাইডিসকে সাহসের পুরস্কার প্রদান প্রক পরিণাম দর্শির পুরস্কার থিমিষ্টাক্লিজকে দিল; এবং শিরো-মালা দিয়া তাহার যথেষ্ট সম্মান বাড়াইল।

এই সকল যুদ্ধ জয় কালীন ফারশী দেশের রাজা সসৈন্য আসিয়া আথেন্স নগর ইচ্ছা নষ্ট করিলেন। ইহার কারণ এই, যে ঐ রাজার বস্তুর অপচয় ও পরাজয় আথেন্সীয় লোক কর্তৃক হইয়াছিল। দখ, গৃক দেশের লোক আরিস্টাইডিজকে অধ্যক্ষ করিয়া প্লাটি-রা নামক স্থান কেবল আথেন্সীয় লোকের সাহায্যে জয় করিয়া লইয়াছিল। আর মিকাল নামক স্থানে যে ফারশী দেশীয়দের জাহাজ সমূহ ধ্বংস হইয়াছিল, তাহার মূলীভূতও তাহারা জানিবা; অতএব পূর্ব্বার ফারশী দেশের সেনাগণ আথেন্স নগরে আসিয়া দেখানে যে সকল পুরাতন কীৰ্ত্তি ছিল, তাহাও একেবারে সমভূমি করিয়া গেল। এমন হইলেও কিঞ্চিৎ কালের পর সেই নগর ভস্মসাৎ হইয়াও পুনশ্চ পূর্ব্বমত ঐশ্বর্য্যবিত্ত ও সুশোভিত হইয়া উঠিল। আর ঐ নগরস্থ লোকদের যে সকল পরিবার নানা দেশে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল, তাহাদিগকে আরবার আনিয়া বসতি করাইল। এবং থিমিষ্টাক্লিজের যুক্তানুসারে, কিন্তু লাসিডিমনিয়দের অসম্মতিতে ঐ আথেন্স নগর উচ্চ ২ প্রাচীর ও শক্ত ২ দুর্গদ্বারা আবৃত করিল। আর জাহাজ সকল রাখিতে একটা বড় ঘাট কাটাইল, এবং ঐ ঘাট বৃহৎ প্রাচীরদ্বারা নগরের সহিত সংযুক্ত করিল।

থিমিষ্টাক্লিজের যুক্তানুসারে উচ্চ ২ প্রাচীর ও শক্ত দুর্গেতে আথেন্স নগর গৃক দেশের তাবৎ স্থানহইতে উত্তম হইয়া উঠিল। এই জন্যে থিমিষ্টাক্লিজের সঙ্গে লাসিডিমনিয়দের কোন প্রকারে প্রণয় রহিল না; এই হেতুক তাহাদের লোকেরা আথেন্স নগরে

গিয়া গোপমন্ডে কু পরামর্শ করিতে লাগিল। তাহাতে তাহাদের মনোভাঙে এমনি সিদ্ধ হইয়া উঠিল, যে আথেন্সীয়েরা পূর্বে যে থিমিটাক্লিজকে দেবতার তুল্য করিয়া মানিত তাহাকেই আট্টা-সিস্ম নিয়মদ্বারা দেশহইতে বহিস্কৃত করিল; ইহাতে থিমিটাক্লিজ মগ্ননি দেশের রাজা যে আডমিটস, তাহার নিকটে প্রস্থান করিল; কিন্তু লাসডিমনীয়েরা সেখানেও লোক পাঠাইয়া তাহার উপর এমনি উৎপাত ঘটাইল, যে সে ব্যক্তি সে স্থানহইতে পলাইয়া ফারসীয়ার রাজার শরণাগত হইয়া রহিল : তাহাতে ঐ রাজা তাহাকে অনুগৃহ পূর্বক রাখিলেন, এবং তদনুসারে তাহার বিবাহ দিয়া অনেক ভূমি দান করিলেন, এবং তাহার ও তৎপুত্রের প্রতি এই রূপ নানা প্রকার বিশেষ অনুগৃহ প্রকাশ করিলেন, যে আর ২ লোকেরা যে সকল কর্ম করিতে পারিত না, তাহা তাহারা করিতে পাইবে এমন অনুমতি দিলেন। অপর আরিষ্টাইডিজ থিমিটাক্লিজের শত্রু সমভিব্যাহারে মেল করিতে স্বীকৃত ছিলেন না, কিন্তু সরদা থিমিটাক্লিজের সুখ্যাতির কথা কহিতেন।

অনন্তর আরিষ্টাইডিজের মৃত্যুর পর মিলটাইয়াডিজের পুত্র যে সীমন, তাহার তুল্য লোকদের মান্য ও অনুগৃহ আর কেহই ছিল না। আর এই প্রকার উক্ত আছে, যে তাহার পিতার যেমন সাহস এবং থিমিটাক্লিজের যাদৃশ পরিণাম দর্শিতা ছিল, তাদৃশ ঐ দুইজন তাহার শরীরে ছিল; অধিকন্তু তাহাদের দুই জন অপেক্ষা করিয়া সে ব্যক্তির শীরল্য ছিল। অতএব ফারসীর রাজার সঙ্গে যে যুদ্ধ ছিল, তাহা তৎকালীন তাহার উপর পড়িল, ইহাতে তিনি এক দিনের মধ্যে জলযুদ্ধ ও স্থলযুদ্ধ এই দুই জয় করিয়া সেই ২ স্থানে বিস্তর ধন লুট করিলেন। আর ঐ ব্যক্তি এমনি পরাক্রান্ত, যে চারিগান জাহাজ লইয়া ফারসী দেশের জাহাজ সমূহ জয় পূর্বক চার্মনীসস নামে নগর করতলস্থ করিলেন, এবং তাহার যুদ্ধ যাত্রার প্রধানোদ্যোগ যে খ্রুষ দেশের স্বর্ণাকর লওয়া, তাহাও সিদ্ধ করিলেন। এবং

কারে তিনি অতুলনীয় সফল করিয়া রাজ ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিলেন, আর অকাতরে বিতরণ করিয়া আপনার যে দাতৃত্ব গুণ, তাহা প্রকাশ করিলেন। অপর তাঁহার ক্ষুদ্রতারহিত শীলতা এবং অহংকার রহিত গান্ধীর্ষ্য ইত্যাদি নানা গুণ ছিল।

এই সময়ে পেনসিল্‌ভ্যানিয়ায় যাহারা দেশ ত্যাগী করিয়াছিল, তাহাদের বংশ এবং মহৎকুলোদ্ভূত ও আর ২ অনেক গুণযুক্ত যে পেরিক্লিজ, তিনি রাজ পদাভিলাষী হইয়া উপস্থিত হইলেন। অপর সীমন মহৎ সভাতে বসিতে যে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহা গোপন করিলেন না; অতএব লোক সাধারণের কাছে তাঁহার মর্যাদার ক্রিষ্টিং ত্রুটি হইল, এবং তাঁহার দান পারোপকারার্থে কি আশ্রয়্যতির নিমিত্তে ইহাতেও সকলের সন্দেহ হইয়া উঠিল। আর সীমন বহির্গত হইয়া বেড়াইতে ভাল বাসিতেন, কিন্তু পেরিক্লিজ আবশ্যক কর্ম ব্যতিরেকে বাহির হইতেন না। এই পেরিক্লিজের অবয়ব ও চরিত্র এবং স্বর এই সকল প্রায় পেনসিল্‌ভ্যানিয়ার ন্যায় ছিল, এই প্রযুক্ত তাঁহার অসাধারণ যে সমস্ত গুণ ছিল, তাহা অনেক দিন পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে রাখিতে হইল। আর যৌবনাবস্থায় তিনি যুদ্ধেতে ও ক্রীড়া পিঠায় প্রবৃত্ত ছিলেন, কিন্তু তাহার মধ্যে ২ যে অবকাশ হইত, তাহাতেই লেখা পড়া চালাইতেন, ও তাঁহার পরিবার এবং দলস্থ যে লোক সকল, তাহাদের উপরোধে তিনি মহৎ সভায় লোকদের বিগল্ল স্বরূপ হইয়া লোক সাধারণের অনগুহ পাইতে যত্ন করিলেন। আর তাঁহার এমন উত্তম বক্তৃতা গুণ ছিল, যে কাহাতে অলিম্‌স নামক উপাধি পাইলেন।

পরন্তু পেরিক্লিজ ও সীমন এই উভয়ের উচ্চ পদের নিমিত্তে বিবাদ হইয়া উঠিল, ইহাতে কোন ব্যক্তির জয় হইবে তাহা বহু দিন পর্যন্ত কেহই স্থির জানিতে পারিল না; কিন্তু শেষে সীমনের এই অপবাদ প্রকাশ হইয়া উঠিল, যে ফারশী রাজ্যের অন্তর্গত যে প্রেব দেশ, সেখানকার সুবর্ণাকর তিনি যখন অধিকার করিয়া লন, তখন

মাসিডনীয় লোকেরা স্বদেশ রক্ষার্থে তাঁহাকে যুগ দেয়। ইহাতে তাবৎ লোক তাঁহার প্রতি বিরক্ত হওয়াতে শত্রু পক্ষীয়েরা সুসময় পাইয়া অক্টাসিফ্‌ নিয়মদ্বারা তাঁহাকে দেশহইতে বহিস্কৃত করিতে লোক সমূহের কাছে নিবেদন করিল, তাহাতে লোকেরা স্বীকৃত হইয়া তাহা করিতে রাজ্য শাসনের ভার পেরিক্লিড্‌জের হইল। পরন্তু যৎকালীন সীমন দেশ চ্যুত হইলেন তৎকালে আথেম্‌সীয় লোক শত্রু হস্তে পরাজিত হইয়া সীমনের সাহায্য শক্তি সে সময়ে না থাকিতে বড় খেদান্বিত হইল। শেষে কলীনের প্রভুত্বাভিলাষী যে সকল ব্যক্তি, ও লোক সমূহের প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষী যাহারা, এই দুই দলে মেল হইয়া উঠিল। অপর লোক সাধারণের সভাতে পেরিক্লিড্‌জ এই নিবেদন করিলেন, যে সীমন পুনরায় আসিয়া যেন পূর্বের স্বপদে নিযুক্ত হন।

পরন্তু সীমন সকলের আশ্বাসে আথেম্‌স দেশে পুনরাগত হইয়া এই রূপ বিবেচনা করিলেন, যে অন্য দেশীয় লোকের সঙ্গে যুদ্ধোপহিত না করিলে এখানকার লোক স্থির হইতে পারিবে না। বিশেষতঃ পূর্বাপর গ্রীক দেশের প্রবল শত্রু যে ফারসী দেশের রাজা, তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিতে মনস্থ করিলেন। পরে সেই যুদ্ধে অনেক বার জয় হইয়া সাইপ্‌স নামক উপদ্বীপের প্রধান নগর বেটন করিবার কালে পঞ্চত্ব পাইলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু পীড়াতে কি শত্রুর অত্যাচারে হইল, তাহা জানা যায় না। আর সীমন সমরেতে বড় সাহসী ছিলেন, অধিকন্তু তাঁহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, ও যাতার্থিকতা, এবং পরিমিতাচার, আর শীলতা এই সকল গুণ ছিল, তৎপ্রযুক্ত আথেম্‌সীয় লোকেরা বড় খিদ্যমান হইল। আর জাহাজ সমূহের ও সৈন্য সামন্তের অধ্যক্ষ হইয়া যে রণ জয় করিতে পারে এমন অনেক ব্যক্তি ছিল, কিন্তু গ্রীকদের বিরোধ সমাধা পূর্বক তাবৎকে খামাইয়া রাজ্যশাসন করিতে সীমনের তুল্য এক জনও ছিল না।

সীমন পঞ্চদশ পাইলে পর পেরিক্লিজ রাজ্যের প্রধান কর্তা হইলেন, কিন্তু কুলীন বর্গেরা তাঁহার গুণিকূলাচরণে ও তাহাকে বিরক্ত করিতে ক্রান্ত ছিল না। অপর তিনি এই পরামর্শ করিলেন, যে গ্রীক দেশের তাবৎ প্রদেশ একত্রীভূত করিয়া এক সাধারণ রাজ্য করেন, এবং আথেস নগর তাহার মধ্যে রাজধানী করিয়া সাধারণ পুঁজু করেন; কিন্তু পেলোপনিসীয় ও লাসিডিমনীয় লোক আপনাদের ন্যূনতা হইবে, এই জন্যে গার্ব প্রযুক্ত ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহার ঐ চেষ্টার বাধা প্রাণপণে করিতে লাগিল, সুতরাং তাঁহাকে তদ্বিষয়ে ক্রান্ত হইতে হইল। অপর মেগারিয়া লোক আথেসীয়দের বিপক্ষ হইয়া লাসিডিমনীয় লোকের সঙ্গে যোগ করিল, তাহাতে আথেসীয়দের সহিত স্পার্টা দেশীয়দের যুদ্ধোপস্থিত হইল। শেষে ঐ আথেসীয়দের সঙ্গে লাসিডিমনীয়দের সন্ধি হওয়াতে ক্রমিক ত্রিশ বৎসর সংগ্রামের সমাপ্তিও হইল না।

ষাদশ অধিকর্ণা রাশীকৃত তুলিতে লাগিয়া তাবৎ দক্ষ হয়, তাদৃশ গ্রীক দেশের প্রান্তভাগে যে সংগ্রাম উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাতে তাবৎ প্রদেশের মধ্যে মহা উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছে। সেই যুদ্ধ পেলোপনিসীয়ন নামে খ্যাত আছে। আর ঐ রণের প্রথম বোজ কি ইহার তাবৎ বৃত্তান্ত লিখিতে গেলে তদদেশের নিকটস্থ যত প্রদেশ, তাহাতে যত ২ আপৎ উপস্থিত হইয়াছিল, সে সকলি বিবরিয়া লিখিতে হয়; অতএব তাহাতে নিবৃত্ত হইয়া কেবল সংক্ষেপে এই মাত্র কহি, যে লাসিডিমনিয়েরা ও আথেসীয়েরা পরস্পর বিবাদ করিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত ছেষভাব ও হিংসা করিতে লাগিল; আর শেষে এমনি হইয়া উঠিল, যে উভয় দলের মধ্যে কেহ বা স্পার্টা দেশীয়দের কেহ বা আথেসীয়দের পক্ষ হইয়া তাহাতে যুদ্ধোপস্থিত হয় এমন চেষ্টা করে। পরে স্পার্টায়েরা এই নিবেদন করিল যে আথেসীয়েরা লাসিডিমনীয়দিগের যত ক্ষতি করিয়াছে তাহার উপযুক্ত দণ্ড দিতে হইবে, ইহাতে পেরিক্লিজ

সম্মত নাহইয়া সুবক্তা পূর্বক বাগ্মানেতে আত্মা ও বন্ধুদিগের দোষ আচ্ছাদিত করিয়া বিস্তর সুখ্যাতি পাইলেন; কিন্তু তাহাতে লোক-
হৃদয়কারক যে পেলোপনীসীয়ন নামক যুদ্ধ, তাহা দৃঢ় রূপে রোপিত
হইল।

ঐ যুদ্ধের পুথ্যম বৎসরে লাসিডিমনিয়েরা আথেন্স দেশান্তঃপাতি
নানা দেশ লুট করিয়া আথেন্স নগরের প্রাচীর পর্য্যন্ত আগিয়া
চড়াও হইল, তৎ প্রযুক্ত পেরিক্লিজ অনেক যুদ্ধের জাহাজ প্রস্তুত
করিয়া ঐ শত্রুদিগকে প্রতিফল প্রদান করিতে পাঠাইলেন; এবং
আটিকা কি না আথেন্স দেশের যত লোক আথেন্স নগরে বদ্ধ
ছিল, তাহাদের তুষ্ট্যার্থে রাজভাণ্ডারহইতে নানা ধন বিতরণ করি-
লেন। আর ভূমি সকল বিভাগ করিবার এক নূতন রীতি স্থাপিত
করিলেন, এবং মৃত লোকদের সম্মুখের জন্যে শ্রাদ্ধানি ক্রিয়া
করাইলেন।

অপর বিত্তীয় বৎসরে যখন শত্রু বর্গেরা আটিকা দেশ লুট করি-
তেছিল, তখন ঐ দেশে এক মহামারী উপস্থিত হইল, তৎ প্রযুক্ত
পেরিক্লিজ আথেন্সীয় লোক সকলকে রাজধানীহইতে বাহিরাইতে
দিলেন না; কিন্তু শেষে ঐ মহামারী সৈন্য ও নাবিকদের মধ্যে
অতিশয় প্রবল হইয়া উঠাতে আথেন্সীয় লোকেরা সাহসহীন হই-
য়া শত্রুদিগকে সন্ধি প্রার্থনা করিল, তাহা না হওয়াতে আথে-
ন্সীয় লোক পেরিক্লিজকে পদচ্যুত করিল, এবং তাঁহাকে অপ-
রাধী করিয়া বিস্তর দণ্ড করিল। কিন্তু পশ্চাৎ ঐ লোকদের চক্ষু
সত্য প্রযুক্ত সঙ্কল্পের যে দৃঢ়তা ছিল, তাহার অন্যথা হইয়া ঐ
পেরিক্লিজকে পুনরার পূর্বপদে স্থাপিত করিল, এবং পূর্বমত
বন্ধু ও পরাক্রম তাঁহাকে দিল। পরে আথেন্সীয়েরা পটিভিয়া
নগর আক্রমণ পূর্বক বেটন করিয়া সেখানকার লোকদিগকে এমন
বিপদাশয়ে ফেলিল, যে তাহারা খাদ্যমাত্র না পাইয়া মহামার্স

ভোজন করিতে লাগিল; অতএব শেষে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া শত্রু-
বর্গের অধীনতা স্বীকার করিল।

পরে তৃতীয় বৎসরে ঐ দুই যুদ্ধ কারক দলের সমভাবে জয়
পরাভয় হইল। পরে পেরিক্লিজের পরিবার ও কুটুম্বগণ প্রায়
সকল ঐ মরকেতে মরিয়াছিল, কিন্তু শেষে তিনিও সেই রোগেতে
মরণাপন্ন হইলেন। তৎকালীন তাঁহার কতকগুলি বন্ধুবর্গ তাঁহাকে
অচৈতন্য বোধ করিয়া এই সমস্ত স্মৃতিবাদ করিতে লাগিল, যে
ইনি উত্তম জ্ঞানে ও শরলতাচরণে রাজকর্ম চালাইয়াছেন, এবং
জাহাজে ও ভূমিতে দুর্জয় সঙ্গ্যাম সকল জয় করিয়াছেন; ইতো-
মধ্যে এই সকল কথা তাঁহার কণ কুহরে পুষ্টি হইবামাত্র তিনি
শয্যা হইতে আপন মস্তক কিঞ্চিৎ উঠাইয়া কহিলেন, যে হে
মিত্রবর্গেরা, আমি যত্ন কর্ম করিয়াছি তাহার মধ্যে সর্বাংশে
উত্তম যে ক্রিয়া, তাহা কি তোমরা বিস্মৃত হইয়াছ? আমি
অন্যায় পূর্বক কখন কাহাকেও শোকাগ্নিতে দগ্ধ করি নাই। ইহা
কহিয়া পঞ্চত্ব পাইলেন।

ক্রমিক পাঁচ বৎসরে লাসিডিমনোয়েরা যে সমস্ত দেশ প্রদেশে
চড়াউ হইয়া অধিকার করিয়াছিল, তাহাতে কলীন লোকের কর্তৃহ
স্থাপিত করিল; এবং আথেন্সোয়েরা যে ২ দেশ ও রাজ্য করতলস্থ
করিয়াছিল, তাহা সাধারণ লোকের কর্তৃত্ব দ্বারা শাসন করিতে লা-
গিল। আর ঐ সকল রাজ্যে তাহারা উভয়ে অনেক দল স্থাপিত করা-
তেই পরস্পর ঘেষ ও হিংসা উপস্থিত হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম হইতে
লাগিল। বিশেষতঃ স্বদেশীর যুদ্ধোপস্থিতি হইলে মনুষ্য যে প্রকারে
উৎকট নিষ্ঠুরতাচরণ প্রকাশ করে, তাহার দৃষ্টান্ত স্থল হইয়াছে
কোকেইরা নামক নগর।

পরে নবম এবং দশম বৎসরে লাসিডিমনোয়েরা ও আথেন্সো-
য়েরা এই উভয় পক্ষে সন্ধির চেষ্টা করিয়া তদ্বিষয়ের এক লিপি

প্রস্তুত করিল; কিন্তু গ্রীক দেশের মধ্যবর্তী যে সমস্ত ক্ষুদ্র প্রদেশ ছিল, তথাকার লোকদের দেনা পাওনার বিষয় বিলক্ষণ রূপে তাহাতে লেখা যায় নাই, এই ভুলটিতে তাহারা যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইল; এবং প্রধান রাজারাও তাহাতে যোগ দিয়া সংগ্রাম বাড়াইলেন।

তাহার পর তিন বৎসর পর্যান্ত আলসিবাইডিস নামক একব্যক্তি রাজ কার্যে প্রধান হইলেন। তিনি ক্লিনিয়সের পুত্র ও পেরিক্লিজের ভ্রাতৃপুত্র এবং একাকিসের বংশোদ্ভূত; আর এই ব্যক্তি পরম সুন্দর, অথচ আত্মশ্রমী তাবৎ প্রধান লোকহইতে বমী ছিলেন, এবং তিনি পণ্ডিত ও সম্বক্তা অথচ শ্রমী ঐশ্বর্য্যান্বিত এবং শিষ্ট ছিলেন। কিন্তু এই সকল কেবল লোকদের কাছে ব্যক্ত করিতেন, ফলতঃ কথোঁতে অলস ও সুখভোগী এবং কামা অপরিমিতাচারী ও অধ্যাত্মিক ছিলেন। অপর তাহার বিষয় অধিক আর কি লিখিব আত্মশ্রমী লোক কখনও বোধ করিত, যে ইনি উত্তম কর্ম করিতে শ্রেষ্ঠ, ও কখনও জান করিত, যে ইনি সকলহইতে অধম। পরে পেরিক্লিজের আত্মশ্রম দেশে কতক গুলি উকীল পাঠাইয়া দিল, তাহাদের নিষিয়াস নামক এক জনের সঙ্গে উহাদের সাক্ষাৎ হওয়াতে, এই নিষিয়াস তাহাদিগকে মহা সভাতে নইয়া গিয়া সভাস্থ লোকদের কাছে তাহাদের পবিচয় দিল। পরন্তু সেই উকীলগণ কহিল যে আমাদের বিবাদ ভঞ্জন করিবার সম্মুখ ক্ষমতা আছে। পশ্চাৎ তাহারা যখন সভাহইতে উঠিয়া যায়, তখন আলসিবাইডিস তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ পূর্বক আপন বাটীতে আনাইয়া তাহারা যে অগ্রে নিষিয়াসের নিকটে গিয়াছিল তজ্জন্যে অপরাধ করিলেন। আর তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া এই পরামর্শ দিলেন, যে তোমরা অদ্য সভাতে যে কথা কহিয়াছ, তাহা পুনশ্চ কহিও না; কেননা কি জানি লোকেরা পাছে তোমাদের নিকটে অসম্মত প্রার্থনা করে। পরে এই উকীলেরা যখন পুনর্ব্বার মহা সভাতে উপস্থিত হইল তখন আলসি-

বাইভিস তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে ভোমাদের বিরোধ সমাধা করিবার সম্মর্ণ শক্তি আছে কিনা? তাহাতে তাহারা যে সময় উত্তর করিল, যে না মহাশয়, সেই সময়ে আলসিবাইভিস স্ব দেশস্থ লোকদিগকে কহিলেন, যে হে স্বদেশীয়েরা দেহ, এমন লোকদের উপর কি প্রকারে বিশ্বাস করা যায়? কেননা ইহারা কল্যাণার্থে কার্যরাজ্যে অদ্য তাহার অন্যথা করিতেছে। লোকেরা এই কথা শুনিয়া ঐ উকীলদের আর কোন বাক্যে শ্রদ্ধা না করিয়া তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ বিদায় করিল।

তৎপরে চারিবৎসর পয্যন্ত আর্গেন্টিন দেশস্থ লোকেরা স্পার্টা-দেশীয়দের সঙ্গে যোগ করিয়া গুরু দেশবাসীহুদে যে সাধারণ লোকের কর্তৃত্ব ছিল, তাহা লোপ করিয়া কুলীনের কর্তৃত্ব স্থাপিত করিল। কিন্তু এই রূপ করা গেলেও কিছু কালের পর প্রজা লোক বিরক্ত হইয়া কুলীন কর্তৃত্ব মতাবলম্বী যে সকল লোক, ও লাসিভিম্নীয় লোক এই উভয়কে দেশহইতে বহিস্কৃত করিয়া দিল, এবং আথেল্লীয় লোককে গ্রাস্তান করিল; ইহাতে আথেল্ল দেশীয়েরা আলসিবাইভিসকে এই জন্যে প্রেরণ করিল, যে তিনি যেন সাধারণ লোকের কর্তৃত্ব পক্ষে যাহারা আছে, ও লাসিভিম্নীয় লোক এই উভয়কেই দেশহইতে দূর করেন, ইহাতে তিনি গিয়া অনেকের দণ্ড করিতে লাগিলেন; বিশেষতঃ মিলাস নামক উপদ্বীপস্থ লোক স্পার্টা দেশীয়দের পক্ষে ছিল, এই জন্যে তাহাদিগকে অতিশয় নিগূহ করিলেন।

এই যুদ্ধের সপ্তম বৎসরে আথেল্লীয় ও লাসিভিম্নীয় লোক সিবিলা দেশে সমরারম্ভ করিল। এবং ইজেক্টিন দেশের লোকেরা সাইরেকিউয়ান দেশস্থদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াতে আথেল্লীয় লোক তাহাদের সাহায্যার্থে সৈন্যে বিস্তর জাহাজ পাঠাইয়া দিল। এই যুদ্ধ যাত্রায় নিষিয়াসকে আলসিবাইভিস ও লামার্কসের সহিত সেনাধ্যক্ষ করিয়া দিল; কিন্তু ঐ সকল জাহাজেতে আবশ্যক

রণ সামগ্ৰী প্রস্তুত করিবার কালীন এক রাত্রিতে মার্কিউরি নামে দেবতার মূর্তি নষ্ট হইল, ইহাতে আথেল্জিয়েরা আলসিবাইডিয়ের প্রতি সন্দেহ করিয়া আর দুই জন সেনাধ্যক্ষের প্রতি এই আত্মা পাঠাইল, যে তোমরা আলসিবাইডিয়কে বদ্ধ করিয়া রক্তকের সহিত পুনশ্চ আথেল্জ দেশে পাঠাইবা। এই সমস্ত বিষয় স্মৃত হইয়া তিনি লাসিডিম্ন দেশে পলায়ন পূর্বক তদদেশীয় যে সমস্ত ব্যবহার, তাহা স্বীকার করিলেন; এবং আথেল্জীয় লোকদের গৃহ কথ্য সকল তাহাদের নিকটে প্রকাশ করিয়া তাহাদের বিশ্বাসের পাত্র হইলেন।

তাহার পর বৎসরে লাসিডিম্নীয়েরা আলসিবাইডিয়ের পরামর্শানুসারে ডেবিলিয়া নামে এক নগর করতলহু করিয়া ইন্দ্র সামন্ত ও দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত করিল, ঐ নগর আথেল্জ ও বৈথিয়া এই দুই দেশের মধ্যস্থলহু ছিল। ঐ বৎসরে আথেল্জীয়েরা সিবিলি দেশে পরাভূত হইল, এবং উহাদের সেনাধ্যক্ষ ও সৈন্য এবং জাহাজ সমূহ এই সমস্ত শত্রু হস্তগত হইল। এই সমস্ত অপচয় ও পরাজয় হওয়াতে আথেল্জীয়েরা বিবেচনা পূর্বক প্রাচীন লোকদের মন্ত-গাথ্রে এক সভা স্থাপন করিল। পরে তাবৎ কর্ম ঐ সভাতে আগে বিবেচনা করিয়া শেষে লোকদের কাছে প্রকাশ করিতে লাগিল।

এই যুদ্ধ বিশতি বৎসর পর্য্যন্ত হইলে পর আলসিবাইডিয় ফারশী দেশীয় লোকদিগকে লাসিডিম্নীয়দের সহিত ঐক্য করিয়া দিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ দেশের আজিষ নামক রাজার ভ্রাতৃকে ব্যতি-চারিণী করিলেন, এই প্রযুক্ত ফারশী দেশের সেনাধ্যক্ষ যে টিশাকানিষ, তাহার শরণ লইয়া তদদেশীয় লোকের মত অতি দুর্নী হইয়া নানা প্রকার সুখভোগের পথ দেখানতে উদ্বিগ্নে এক জন শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। তাহার পর তিনি এই প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে আথেল্জীয়েরা যদ্যপি সাধারণ লোকের কর্তৃত্ব লোপ করিয়া

পুথান২ লোকের কর্তৃত্ব স্থাপন করে, তবে আমি তথায় পুত্যা-
গমন করিয়া তাহাদের সঙ্গে ফারশী দেশস্থ লোকের মিলন করিয়া
দিব। অনন্তর পাইসাওয়ার নামে এক জন ও আর ২ উকীলগণ প্রেরিত
হইয়া এই সকল কথা আর্থেন্স দেশে গিয়া কহিল, তাহাতে সে
স্থানের লোকেরা চঞ্চলিতচিত্ত ও সন্দানুতন ২ খারা স্থাপনে পুয় এই
পুথুক এই বাক্যে স্বীকৃত হইল। তখন ঐ আলসিবাইডিষের প্রেরি-
তেরা পূরী বীতি উঠাইয়া পাঁচ হাজার পুথান লোকের কর্তৃত্ব স্থাপন
করিল। কিন্তু ইহাতে পুথান ২ ব্যক্তির অসন্তুষ্টি হইলেন; কেননা
সর্বাপেক্ষা তাহাদের অধিক ক্ষমতা থাকে এমনত বাঞ্ছা ছিল; এই
জন্যে পাইসাওয়ার পনশ এই পরামর্শ দিলেন, যে তবে মনোমত
পাঁচ জন পুথানকে প্রিটানী নামে স্থাপিত করিতে হয়। পরে তাহারা
আরবার এক শত জনকে নিরীক্ষিয়া নিযুক্ত করিবেন, শেষে ঐ এক
শত ব্যক্তি প্রত্যেকে আপন ২ স্থানে তিন ২ জনকে স্থাপন করিবেন,
এই সর্বস্ত্রী চারি শত লোক আপনাদের ইচ্ছানুসারে ঐ পাঁচ সহস্র
লোকের পরামর্শ শুনিবেন। ইহাতে তাবৎ লোক সম্মত হইয়া এই
রূপ নিয়ম স্থাপন করিল, শেষে এই হইয়া উঠিল, যে ঐ চারি
শত লোক কিরিচ হস্তে করিয়া সৈন্য পূরী স্থাপিত সভার
লোকদিগকে দূর করিয়া দিল।

এই রূপ রাজ্যাশাসনের নিয়ম পরিবর্তন সৈন্য সামন্তদিগের ও
আলসিবাইডিষের অগ্ৰাহ হইল, কারণ কুলীন লোকেরা বিদ্যমান
থাকিতে তাহাদের ভার অত্যন্ত লোকের উপরে দেওয়া গেল;
অতএব সেনাগণ একা হইয়া আলসিবাইডিষকে সেনাপাক কর্ণে
নিযুক্ত করিল। পরে আলসিবাইডিষ ঐ চারি শত ব্যক্তিকে পদচ্যুত
করিতে ও পূর্বমত সভা স্থাপন করিতে আজ্ঞা দিলেন, সুতরাং ঐ
আজ্ঞাতে আর্থেন্স নগরে বড় কোলাহল উপস্থিত হইয়া উঠিল।
কিন্তু শেষে ঐ চারি শত ব্যক্তির কর্তৃত্ব নষ্ট করিয়া পূরী স্থাপিত
যে পাঁচ সহস্র লোক, তাহাদিগকে ঐ ভার দেওয়া গেল।

পরে আলসিবাইতিস আথেন্স দেশে সেনাপাধ্যক্ষ হইয়া বহুযুদ্ধে জয়ী হইলেন, এবং শত্রুদিগের জলস্থ সেনাগণকে এক দিনের মধ্যে স্বায়ত্তে আনিলেন; ইহাতে আথেন্সীয়েরা তাঁহার পুত্যাগমনকালে পূর্বকার দেশত্যাগের লিপিতে জলাঙ্কলি দিয়া তাঁহাকে সম্মুখ পরাক্রম পুদান পূর্বক জলস্থ ও স্থলস্থ তাবৎ সৈন্যের অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত করিল। কিন্তু পরে এই রূপ ঘটিয়া উঠিল, যে তিনি সৈন্যের মধ্যে উপস্থিত না থাকিতে শুদ্ধকৃত এক জন জলস্থ সেনাপতিকে শত্রুগণ আসিয়া পরাভূত করিল; ইহাতে আথেন্সীয় লোক বোধ করিল, যে এই কর্ম আলসিবাইতিসের সুগেচ্ছা ও আলস্য প্রযুক্ত হইয়াছে, এবং লাসিডিমনিয়দের সঙ্গেও লিপিত্যয়া তাঁহার যোগ আছে, এই সকল অনুমান করিয়া তৎক্ষণাৎ পূর্বদত্ত পরাক্রম ও পদহইতে তাঁহাকে চ্যুত করিল; আর তাঁহার পরিবর্তে দশ জনকে জলস্থ সেনাপাধ্যক্ষ কর্ত্তে নিযুক্ত করিল। তদনন্তর আলসিবাইতিস থ্রেস দেশে পলায়ন পূর্বক বিস্তর প্রবল শত্রুর মধ্যে এক ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়া অসহ রক্ষার্থে এক দুর্গা নির্মাণ করিলেন।

পরে ঐ দশ জন সেনাপাধ্যক্ষ এক তুমুল যুদ্ধে জয়ী হইল, তথাপি তাহাদের পঞ্চবিংশতি জাহাজ প্রায় সকল নাবিক বৃদ্ধা নষ্ট হইল; ইহাতে তাহাদের মধ্যে থারামিনিষ নামে এক জন আপন সহ-বর্ত্তি অধ্যক্ষদের উপরে এই নালিশ করিল, যে ইহাদের তুচ্ছতা প্রযুক্ত আঘাতীদের তত্ত্বাবধারণ ও চিকিৎসা না হওয়াতে তাহারা পঞ্চস্থ পাইয়াছে, এবং মরণানন্তর তাহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও করেন নাই; ইহাতে তাহাদের বিচার হইয়া ছয় জন অপরাধী হইল, তৎপ্রযুক্ত তাহাদের প্রাণ দণ্ড করা গেল।

তদনন্তর ফ্লার্টা দেশের জাহাজের অধ্যক্ষ যে লাইসাগুর, তিনি থ্রেস দেশের নিকটাত্ত দেশে গিয়া আথেন্সীয়দিগকে জলস্থ পথেতে আক্রমণ পূর্বক পরাভূত করিলেন। ইতিহাস পুস্তকে

তাবৎ সন্ধ্যাহইতে এই যুদ্ধে সর্বতোভাবে জয় হইরাছিল এমন নিশ্চিত আছে। পরে ঐ লাইসাগুর জন গণ্ঠেতে আথেন্স নগরে চড়াও হইয়া তাহা বেটেন করিলেন। এই সময়ে এজিথ নামক আর এক ব্যক্তি স্থল পথে গিয়া ঐ নগর বেটেন করিল; ইহাতে আথেন্সীয়েরা সাহস পূর্বক যুদ্ধ করিয়া অস্ত্র রক্ষা করিল; অতএব বহু দিন পর্য্যন্ত সন্ধি করিবার কোন চেষ্টা পাইল না; কিন্তু শেষে আকাল প্রযুক্ত খাদ্যাতাব হওয়াতে তাহারা সন্ধি করিল। সেই সন্ধির নিয়মেতে পাইরিয়স নামে যে উচ্চ ২ প্রাচীর ও দুর্গ, এ সকল ভাঙিতে হইবে, এবং জাহাজ সমূহের মধ্যে কেবল দ্বাদশ খান রাখিয়া আর সমস্ত বিদায় করিতে হইবে। আর তাহাদিগকে দেশহইতে দূর করিয়াছিল তাহাদিগকে পুনরায় আনয়ন পূর্বক লাসিডিম্নীয়-দিগের অনুগত হইয়া থাকিতে হইবে। গণ্ঠাৎ লাইসাগুর এই আজ্ঞা দিলেন, যে রণ বাদ্য পূর্বক উচ্চ ২ প্রাচীর ও দুর্গ সমস্ত ভগ্ন করিয়া আথেন্স নগর সমভূমি করিয়া কেল; এই প্রকারে ঐ পেলোপনিসস নামক তুমুল সন্ধ্যাম সপ্তবিংশতি বৎসরের পর সমাপ্ত হইল।

গরে পাইরিয়স নামে যে উচ্চ ২ প্রাচীর ও দুর্গ ছিল, তাহা ভগ্ন করিয়া সমভূমি করিলে পর লাইসাগুর ত্রিশ জন মন্ত্রিকে স্থাপিত করিলেন। ঐ মন্ত্রিগণ ইতিহাস গুহে দুরাফ্রা নামে খ্যাত আছে, কারণ তাহারা উক্ত ২ ব্যবস্থা কিছুই সংস্থাপিত না করিয়া কেবল স্বেচ্ছানুসারে অব্যবস্থিত রূপে কৰ্ম্ম সকল করিতে লাগিল। এবং এক সভা স্থাপন করিয়া কতকগুলি বিচারকত্বকে নিযুক্ত করিল; আর লাসিডিম্ন দেশের এক দুর্গেতে যত সেনা ছিল, তাহাদিগকে আনয়ন করিল। অপর ঐ ত্রিশ জনের মধ্যে কুটিয়াস ও থারামিনিথ নামে দুই জন প্রধানতম ছিল, এবং আথেন্সীয় তাবৎ লোকের মধ্যে তাহারা উভয়ে বড় ক্রমতাপন্ন রূপে খ্যাত ছিল। আর তাহাদের মধ্যে পুখম ব্যক্তি যে কুটিয়াস সে উচ্চাভিলাষী ও

অত্যন্ত নির্দয় ছিল, কিন্তু খারামিনিষ তাহা অপেক্ষায় সমস্ত ছিল।
অতএব এই দ্বিতীয় ব্যক্তি আর সকল অত্যাচারিদের দৌরাঙ্গ্য
নিবারণার্থে সচেষ্ট হইল, এই প্রযুক্ত ক্রিটিয়াস তাহাকে রা-
জ্যের অহিতকারি রূপে দোষী করাতে লোকেরা এই ব্যক্তিকে
মশানে লইয়া বিধপান করাইল, তাহাতে তাহার প্রাণ ত্যাগ
হইল।

এই রূপে খারামিনিষের মৃত্যু হইলে পর এই ত্রিশ জনের দৌ-
রাঙ্গ্যের কোন প্রকারে ত্রুটি হইল না, ইহাতে আশ্চর্য দেশহইতে
অনেক লোক পলাইয়া দেশান্তরে গেল। পরে থ্রাসিবোলস না-
মক এক জন এই দুর্ভাগ্যবন্ত পলায়িত ব্যক্তিদিগকে একত্র করিল।
আর তাহাদের মনে ২ এমনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল, যে স্বদেশচ্যুত না
হইয়া আমাদিগকে যদি বিপৎসাগরে মগ্ন হইতে হয়, তাহাও
স্বীকার করিব। ইহাতে এই থ্রাসিবোলস প্রথমতঃ আটিকা দেশের
এক দুর্গ করতলস্থ করিয়া পাইরিয়স নামক দুর্গ জয় করিল। পরে
লাসিডিমনীয়দিগকে পরাভূত করিয়া এই ত্রিশ জনের দৌরাঙ্গ্য এম-
নি অপমণ্ড পূর্বক প্রকাশ করিল, যে তাহাতে সামান্য লোকেরা
তাহাদিগকে দেশচ্যুত করিয়া অন্য দশ জনকে বিচারকর্তা করিয়া
তাহাদের উপর রাজ্যশাসনের ভার দিল। পরন্তু থ্রাসিবোলস
লাসিডিমনীয়দের সহিত সন্ধি করিয়া তাবতের নিকট পুরুত্ব
সকল দোষের ক্ষমা যাহাতে হয় এমন এক লিপি লইল। অপর এই
ত্রিশ জন দুরাঙ্গ্যদের অল্প কাল রাজ্য শাসনের মধ্যে চৌদ্দ শত লো-
কের প্রাণ দগ্ধ হইয়াছিল, এবং পাঁচ হাজার লোক দেশ বহিস্কৃত
হইয়া পলায়ন করিয়াছিল; এবং এই ক্ষুরেরা আলসিবাইডিসের
মৃত্যুর প্রধান কারণ ছিল, কেননা লাসিডিমনীয়দিগের নিকটে
আলসিবাইডিসকে সিংহ পুরুষ রূপে জানের পাত্র বোধ করাইয়া
তাহার মান হানি করিয়াছিল, ইহাতে গুপ্ত ষাতকদের হস্তে তাহার
প্রাণ গেল।

লোক সাধারণ কর্তৃক এই রূপ রাজ্যশাসনের নিয়ম স্থাপিত হইলে পর আলসিবাইডিষের গুরু এবং বন্ধু যে সক্রাটিস, তাহার বিচার হইয়া তাহার প্ৰাণ দণ্ড হইল। এই সক্রাটিস সুদ্বৈত অতিশয় সাহসাস্বিত ছিল, এবং তাহার মৃদু স্বভাব ও ক্ষান্তি শীলতা ছিল, আর তাহার বুদ্ধি ও সারল্যবিষয়ে সুখ্যাতি ছিল; সুতরাং তাহার প্রতি এই ত্রিশ জনের ইর্ষা জন্মিল, এই পুয়ুক্ত প্রথমতঃ তাবতের কাছে তাহার শিক্ষা ও রীতি বিষয়ে নিন্দা করিতে লাগিল। পরে তাহারা এই মনস্থ করিল, যে এ ব্যক্তিকে আমাদের ন্যায় দুষ্কর্ম করাইব, নতুবা রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন জন্য দোষ তাহার উপর বজ্রাইব; এই রূপে এই দুইজন তাহার সর্বদা দোষাশ্বেষণ করিতে লাগিল, আর অধিক কি বলিব তাহারা সর্বদা নিষ্কারণে তাহাকে দুঃখ দিতে সচেষ্ট হইল, এবং নানা প্রকারে তাহার অপ্ৰতিষ্ঠা করিতে লাগিল। আর যাহারা সং করে, তাহাদের মধ্যে আরিস্টফানিস নামক এক জন, অপকর্ম সকলকে সংকর্ম রূপে বোধ করায় এমন যে গুরু, তাহার সং এই ব্যক্তির সদৃশ করিয়া মঞ্চের উপরে করিল। পশ্চাৎ এই ত্রিশ জন সক্রাটিষের উপর এই সমস্ত অপবাদ দিতে লাগিল, যে এ ব্যক্তি প্রাচীন দেবতা ও মত সকলের নিন্দাকারী, এবং নূতন দেবতার প্রকাশক। অপর শেষে এই দোষ সপ্তমাণ করিল, যে আথেন্স দেশের দেবতাকে এ মানে না, ইহাতে এই সক্রাটিস আপনার মোকদ্দমায় উত্তম রূপে বিস্তর উত্তর প্রত্যুত্তর করিল, তথাচ দোষারোপণ করিয়া তাহার প্ৰাণ দণ্ড করিল।

তাহার পর কোনন নামে এক ব্যক্তি ফারশীর রাজার সঙ্গে যোগ করিয়া আথেন্স দেশের তাবদ্বিষয় ভাঙ্গ রূপে স্থির করিতে মনস্থ করিলেন, ইহাতে অতি সতর্ক অথচ পরিণামবশিষ্টরূপে পূর্বাপর খ্যাত যে ইগিক্রেটিস, এবং থ্রাসিবোলস, এই দুই জনে সহকারী হইল; শেষে জাটা দেশীয় জাহাজ সমূহের অধ্যক্ষ যে

আন্টালসিডাস, সে কারশী দেশের রাজার সঙ্গে এখন একখানি সাধারণ সন্ধিপত্র স্থির করিল, যে তাহাতে গুট দেশের তাবৎ দেশ প্রদেশ সুস্থান রূপে চলিতে পারে; এ সন্ধিপত্র আন্টালসিডাসের সন্ধিপত্ররূপে খ্যাত ছিল। কিন্তু লাসিডিমনিয় ও আথেলীয় লোকদের মনে এই অভিমান ছিল, যে আমাদের ব্যতিরেকে কোন বিবাদের সমাধা হইবে না, ইহাতে তাহারা ইচ্ছা গিয়া আর ২ রাজ্যের কলহেতে উপস্থিত হইল; তাহাতে কিয়ৎ সংখ্যক নগরস্থ লোক স্বাধীন হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করিল না, ও আর কতক দেশের লোক অন্য বৃহৎ রাজ্যের অন্তর্গত হইয়া থাকিতে বাঞ্ছিত হইল, এই পুরাতন সকলের মতের এক্য না হওয়াতে সুহরাংশে যুদ্ধ উপস্থিত হইল।

বিশেষতঃ থারান ও রোদিয়ান আর কোয়ান এবং তাইজাণ্টিন এই চারি দেশীয় লোকেরা আথেলীয় লোকদের অধীনতা ঘৃণা-ইয়া স্বাধীন হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করিল। তাহাতে এই উপলক্ষের সম্মান পাইবামাত্র আথেলীয়েরা বিস্তর জাহাজ সংজ্ঞ করিয়া পাঠাইয়া দিল। সে সকলের অধ্যক্ষ পদ খেরিস ও টিমোথিয়স আর ইফিক্রেটিস এই তিন জন সমান রূপে পাইল; তাহাতে খেরিসের ইচ্ছা ছিল, যে শত্রুবর্গের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ করে, কিন্তু তাহার সহকারী আর দুই জন সম্মত না হওয়াতে তাহাদের উপর এ ব্যক্তি নালিশ করিল। পরে আথেলীয়েরা তাহানিকে পদচ্যুত করিয়া অনেক টাকাতে দণ্ড করিল, এই প্রযুক্ত টিমোথিয়স অত্যন্ত শোকার্ত হইয়া পুণ পরিভ্রমণ করিল। পশ্চাৎ তাহার পুত্র যে কোনন, তাহার কাছে আথেলীয় লোকেরা কতকগুলি টাকা ক্রয় করিয়া দশমাংশ নইল, এ সকল টাকাতে তাহাদের পিতামহ কৃত যে ঊচ্চ ২ নগরের প্রাচীর সকল তাহা সারাইতে আরম্ভ করিল।

পরে ফোষিয়ানেরা ডেলফস নগরের আপলো নামে যে দেবতা, তাহার ভূমিতে সকলে হুলপ্রবাহ করিয়াছিল, এই জনে আম্বিকটন

নামে যে গ্রীক দেশের মহতী সভা, তথাকার লোকেরা ফোবিয়ান-
দের ধনদ্বারা দণ্ড স্থির করিল; তাহাতে তাহারা অসম্মত হইয়া
লোকিয়ান ও বৈসিয়ান লোকদের সঙ্গে ঐক্য হইয়া যুদ্ধ দিতে
প্রস্তুত হইল। পরে সেই সময়ে ফোবিয়ানেরা সর্বতোভাবে জয়ী
হইয়া ঐ আপলো দেবতার মন্দিরস্থ তাবৎ ধন লুট করিয়া লইল,
এবং বেতনের দ্বারা বিস্তর সৈন্য সামন্ত সংগৃহ করিল; বিশেষতঃ
আথেন্স দেশীয় সেনাগণ লাভাধিক্য দেখিয়া তাহাদের সহিত মি-
লিল। ঐ যুদ্ধের নাম ধর্ম্ম যুদ্ধ। সেই সময়ে সদক্তা রূপে অতিশয়
খ্যাতিাপন্ন ডেমস্টেনিস নামক এক জন বর্ত্তমান ছিলেন। তলোয়ার
ব্যবসায়দ্বারা বহু ধনোপার্জন করিয়াছিল, এমন যে আথেন্সীয়
এক জন লোক, সে ব্যক্তি ইহার সন্তান। তিনি সদক্তাত্যাস
করিতে সচেষ্ট হইলেন, কিন্তু তাহাতে বাধা জঘিতে পারে এমন
স্বাভাবিক দোষ তাহার ছিল বটে, তথাপি ধৈর্য্য ও শুম এবং অত্যন্ত
মনোযোগ প্রযুক্ত তিনি এমন সুবক্তা হইয়া উঠিলেন, যে তৎকালে
বা অন্য সময়ে তদ্রূপ আর কেহ ছিল না। পরে তিনি আথেন্সীয়
লোকদিগকে এই পরামর্শ দিলেন, যে তোমরা ফারসীর রাজার
সঙ্গে ঐক্য রাখ, যে হেতুক তোমাদের ক্ষতি করিতে তাহার ক্ষমতা
নাই, এবং ইচ্ছাও নাই। আর ফিলিপ নামক মাসিডন দেশের রাজা
যে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিষ্ম হইয়া উঠিতেছেন, তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে
চেতনা দিলেন; এবং ঐ রাজা পরাক্রান্ত হইলে যে আথেন্সীয়দের
কি পর্য্যন্ত ক্ষতি হইবে তাহা বুঝাইতে আপনার কি পর্য্যন্ত বক্তৃতা
শ্রুণ তাহা অতিশয় রূপে প্রকাশ করিলেন।

অপর ফোবিয়ান বড় যোদ্ধা ও সেনাপতি এবং রাজনীতিজ্ঞ
ছিলেন, কিন্তু তাহার বক্তৃতা শ্রুণ বড় একটা ছিল না। আর তিনি
যখন কথা কহিতেন তখন ন্যায় পূর্বক বিবেচনা করিয়া সংক্ষেপে
কহিতেন, এবং কোন দলে পক্ষপাত না করিয়া সারল্য ও জ্ঞানপূর্বক
আপন দেশীয় লোকদের মঙ্গল চেষ্টা করিতেন। আর ডেমস্টেনিস

সতর্ক সাহসাহিত ছিলেন, এবং সর্বদা লোকদিগকে ঔৎসুক্যে ও সাহসিক কার্যেতে প্রবৃত্ত করাইতেন; কিন্তু ফোবিয়ান মূদু ও পরিণাম দর্শী প্রযুক্ত অনায়াস সাধ্য যে সকল কথা, তাহা করিতে লোকদিগকে পরামর্শ দিতেন।

আর ডেমস্ট্রেনিষ অত্যন্ত প্রবল ও মনোহর রূপে কথকতা করিয়া নিজবক্তৃতা গুণ প্রকাশ করিলেন, তথাচ মাসিডনের রাজা যে ফিলিপ, তিনি গ্ৰীক দেশ করতলস্থ করিবার যে মনস্থ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ হইতে লাগিল; শেষে তিনি চিরনীর নামে এক তুমুল যুদ্ধে জয়ী হওয়াতে আথেন্স দেশকে এমনি স্ববশে রাখিলেন, যে তাহাতে যখন যাহা মনে করেন তখন তাহা করিতে পারেন, এই রূপে কিয়ৎকাল গত হইলে পর ফিলিপ পক্ষস্থ পাইলেন। অনন্তর আথেন্সীয়েরা এই সন্ধান পাইবা মাত্র আহুদ সাগরে মগ্ন হইয়া যুদ্ধেতে জয়ী হইলে যেমন পুষ্পমালা পরে ডেমনি ফুলের মালা সকল ধারণ করিতে লাগিল; কিন্তু ফিলিপের উত্তরাধিকারী যে সেকন্দর শাহ, তিনিও আথেন্সীয়ের উপরে এমনি উপদ্রব করিতে লাগিলেন, যে তাহাতে তাহার অনন্যাত্তিক হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিল।

পরে সেকন্দর শাহ প্রাণ ত্যাগ করিবামাত্র আথেন্সীয় লোকেরা অতিশয় বেগে যুদ্ধ করিতে সুসজ্জ হইল, আর সেকন্দর শাহের প্রধান ২ সেনাপতির মধ্যে এক জন যে আর্টিপেটর, যাহাকে তিনি গ্ৰীক দেশের অধ্যক্ষ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে অবিবেচনা পূর্বক সংগ্রাম উপস্থিত করিল। কিন্তু তাহাতে পরাভূত হইয়া ডেমস্ট্রেনিষ ও হিপেরিতিষ নামে আর একজন মহত্মা এই দুই জনকে আর্টিপেটরের নিকট সমর্পণ করিতে হইল, এবং পূর্ববৎ রাজকরও দিতে হইল। অপর সমুদ্র সমীপে তাহাদের যত নগর ছিল, তাহাতে ঐ আর্টিপেটরের সৈন্য সামন্ত রাখিতে হইল, আর যুদ্ধোপযুক্ত ব্যয় ছাড়া আরও বিস্তর ধন দিতে হইল। পশ্চাৎ ঐ

ডেমহেনিষ প্রাণ নইয়া পলায়ন করিলেন, তাহাতে আর্টিগেটর তাঁহাকে ধরিতে তৎপক্ষে সৈন্য প্রেরণ করাতে তিনি বিহ্বলান করিয়া লোকান্তরে গমন করিলেন।

পশ্চাৎ ঐ আর্টিগেটর লোকান্তরে প্রস্থান করিলে পর মাদিডন দেশে দুই দল হইয়া উঠিল, তাহার এক দলের অধ্যক্ষ পলিপেথন যিনি রাজার রক্ষক ছিলেন; ও অন্য দলের অধ্যক্ষ ছিলেন আর্টিগেটরের পুত্র কাশাগুর। তিনি আথেন্স দেশীয় দুর্গসকলের কর্তৃত্ব ভার নিকেনর নামক এক জনকে দিলেন; ঐ নিকেনর বড় যোদ্ধা, এবং বহুকাল পয্যন্ত তৎকর্ত্তে নিযুক্ত ছিল। ইতোমধ্যে পলিপেথন আত্মত্যাগিকারী যে কাশাগুর, তাহার হাতহইতে গৃহ দেশের তাবৎ নগর নষ্টিয়া লইতে মানস করিয়া রাজার নামে এমন এক আইন প্রকাশ করিলেন, যাহাতে আথেন্সীয়েরা স্বাধীন হইয়া থাকিতে পারে, এবং সেখানকার তাবৎ সৈন্য সামন্ত স্থানান্তরে ঘাইরে পারে, আর পূর্ববৎ সাধারণ লোকের কর্তৃত্বদ্বারা রাজ্যশাসন যেন হয়। তাহাতে যে নিকেনর নামক ব্যক্তিকে সেখানে পঠান গিয়াছিল, সে ঐ আইন জারি করিতে স্বীকৃত হইল না। আর ফোবিয়ান নামক যে ব্যক্তি তিনিও তদ্রূপ অসম্মত হইয়া তাবৎ লোকের কাছে প্রকাশ রূপে সেই অস্বীকার নির্ধার্য করিলেন। পরে পলিপেথন যৎকালে বিস্তর সৈন্য সমভিব্যাহারে আথেন্স নগরে উপস্থিত হইলেন, তৎকালে আথেন্সীয় লোকে ঐ ফোবিয়ানকে শ্রম্ভলে বদ্ধ করিয়া তাঁহার সম্মুখে আনিল, এবং তাঁহাকে বন্ধু বান্ধব গণের সহিত দোষী করিয়া সকলের প্রাণ দণ্ড করিল।

পরে আর্টিগনসের পুত্র এবং সেকন্দর শাহের এক জন প্রধান সেনাপতি যে ডিমিট্রিয়স, যাহার উপাধি পলিয়র্সটিস, তিনি আথেন্স নগর কাশাগুরের বশহইতে মুক্ত করিব এমন প্রকাশ করিয়া সেই নগরের কর্ত্তা যে ডিমিট্রিয়স ফালিরিয়স, তাহাকে ধর করিয়া দিলেন; কিন্তু সে ব্যক্তি প্রজা পালনেতে কোন নির্দয়তা প্রকাশ করে

নাট, এবং নানা প্রকার উত্তম অট্টালিকা দ্বারা ঐ নগর সুশোভিত করিয়াছিল। পরে কাশীপুর আথেল্লীয় লোকদিগকে প্রতিফল প্রদান করিতে মনস্থ করিয়া দৌরাত্য প্রকাশ করিতে লাগিল : তাহাতে পলিয়সিটিবের সঙ্গে যুদ্ধোৎসাহিত হওয়াতে পলিয়সিটিব জয়ী হইলেন; অতএব আথেল্লীয় লোক ভিনার্ভী নামে দেবতার মন্দিরের পশ্চাভাগে যে গৃহ ছিল, যেখানে ই দেবতার মেরিকা স্ত্রীগণ প্রাকৃত তাহাতে তাঁহার বাসস্থান দিল।

সে যাহা হউক, পলিয়সিটিব আথেল্লীয় লোকদের নানা প্রকার স্তবেতে অতিশয় প্রফুল্লচিত্ত হইয়া আশিয়া দেশে প্রস্থান করিলেন, তাহাতে সেখানে তাঁহার উদ্যোগ নগ্নস্ব পূর্যমত সফল হইয়া উঠিল না, এই জন্যে তিনি পুনশ্চ আথেল্ল নগরে আনিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু যে আথেল্লীয়েরা পূর্বে তাঁহার সকল কুবান্ধ্যের স্তব করিয়াছিল, তাহারা এখন তাঁহাকে আর নগরমধ্যে প্রবেশ করিতে দিল না; অতএব তিনি সৈন্যদ্বারা ঐ নগর বেষ্টিত করিয়া কতক দিনের পর অধিকার করিয়া লইলেন। আর তাহাদিগকে কিছু ভৎসনা করিয়া দ্রাব্য হইলেন। কিন্তু পরে যখন মাসিডন রাজ্য ঐ পলিয়সিটিবের দোসে শত্রুহস্তগত হইল, তখন আথেল্লীয় লোকেরা তাঁহার যাজককে পদচ্যুত করিয়া বেদি সকল ভগ্ন করিল; ও তাঁহার মর্যাদার্থে এক মাসের নাম ডিমিট্রিয়ান রাখা গিয়াছিল, তাহা দূচাইয়া পূর্বের নাম সংস্থাপন করিল। অনন্তর ঐ ডিমিট্রিয়সের পুত্র যে আণ্টিগনস গণেটস তিনি এই সকল অপমানের দণ্ড তাহাদিগকে দিয়া আথেল্ল নগরের দুর্গতে এক দল সৈন্য রাখিলেন। অপর তন্নগরস্থ আরেটস নামক আর এক ব্যক্তি কর্তৃক আকেয়ান নামে এক সন্ধিপত্রের নিয়মেতে ঐ নগর পুনশ্চ স্বাধীন হইয়া রহিল।

পরে রমী লোক কর্তৃক ঐ আকেয়ান নামে সন্ধিপত্র লুপ্ত হইয়া গেল, তাহাতে আথেল্ল দেশ ত্রিখিডাটিক যুদ্ধ পর্যন্ত গ্রীক

দেশান্তর্গত অন্য এক রাজ্যের মত হইয়া রহিল। তৎকালে আথে-
ল্জীয় লোকেরা পাণ্টস দেশের রাজার পক্ষ হইয়া রুমী লোকদের
সঙ্গে প্রকাশ রূপে সম্মর করিতে স্থির করিল; অতএব রুম দেশীয়েরা
মিথ্রিডটিমের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সিল্য নামক এক জনকে সেনা-
ধ্যক্ষ কধ্যে নিযুক্ত করিল। পাশ্চাত্য এই সিল্য সৈন্য সামন্ত লইয়া আ-
থেল্জ নগর আক্রমণ করিল। তার বার ২ নগরের উপর চড়াও
হইতে উদ্যোগ করিল, কিন্তু তাহা নিম্নলিখিত হওয়াতে এই অভিপ্রায়ে
নগর বেঁটন করিয়া রহিল। যে এই প্রকার থাকতে অনাহার
প্রযুক্ত শত্রুপক্ষীয় লোক সকল প্রাণত্যাগ করিবে। তাহাতে কিয়-
দিনের পর তন্নগরস্থ লোক সকল খাদ্যাভাবে কণ্ঠগত পানি হইল,
তথাপি এই আথেল্জ নগরের কন্যা যে আটিকায়ন নামক এক দুরন্ত
বাক্তি, সে কোন প্রকারে এই স্থান ছাড়িয়া দিল না; কেননা তাহার
মনে ২ এই ছিল, যে রুমী লোকদের নিকট কোন রূপে রক্ষা
পাইব না; পরন্তু এই সিল্য নামে যে সেনাপতি সে নগরস্থ লোক-
দের দুরবস্থা জ্ঞাত হইয়া পুনশ্চ চড়াও হইল, এবং প্রাচীর সকল
ভাঙ্গিয়া শানিত খেল্লিতে অসংখ্য লোকের মস্তকচ্ছেদন পূর্বক শেষে
আটিকায়নেরও প্রাণ দণ্ড করিল।

উপদেশ কথা ।

যে স্থানে আথেল্জ নামক নগর স্থাপিত হইয়াছিল সে স্থান
তন্নগরের ঐশ্বর্য্য জনকের উপযুক্ত বটে, কেননা তদদেশের বহুদূর
পর্যন্ত সমুদ্রেতে বেষ্টিত একারণ সে স্থানে সুন্দর সুখ স্নর্গ বায়ু ছিল
আর তাহা দ্বারা নানা দূরদেশে গমনাগমন ও ধনজনক বাণি-
জ্যাদিও হইত; অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ সমুদ্র বলিয়া কেবল
নয়, পরমেশ্বরের যে ২ সৃষ্টি সকলি লোকদের নানা উপকারক
বটে।

আর গ্রীক দেশে প্রাচীন ২ বিজ্ঞ মহাপণ্ডিতের মধ্যে শোশন নামে পুসিক এক জন জ্ঞানি পুরুষ ছিলেন; তিনি নানাবিধ উত্তম ব্যবস্থা স্থাপিত করিয়া স্বদেশের দিত করিতেন, একারণ আর দিগদেশায় শত্রুদমনের জন্য অতিশয় উন্নত ব্যক্তির অপেক্ষাও ঐ শোশনের মর্যাদার আশিক্য ছিল। আর তাহার আশেদে দেশীয় লোকদের ইন্দ্র চাপলা চরিত্র জ্ঞাত জাতি তাহার অত্যাচারে পড়িত। যে শোশন কতকম কেনন সুকলি আৰ কত জ্ঞান মায়া। কিছু ভ্রমপি ঐ জ্ঞানি ব্যক্তি সুবিচার ও সুকলি কার্য ও শাসন-কার্য লোকদের পুৰন ভ্রম দূর করিয়া চরিত্র জনকে সুস্থিত করিয়া ক্রমে ২ আপন ব্যভিচার দূর করিলেন। ইহাতে আনন্দ। এত উপদেশ পাইতে পারি, যে যদ্যপি আমরা পরোপকার করিতে উদ্যত হই, তবে পুথমতঃ স্বীয় ২ কামাধি পদরি দম। পুরুষ আশা-দের মনকে নিগূহ করা উচিত। আর ঐ উদ্যোগ সকল করিতে ইচ্ছা করিলে আমাদের স্ব ২ উপকার রহিত কেবল একমাত্র পরোপকারার্থে চেষ্টা এমন যেন সুস্বস্তি বিদিত হয়। আর ঐ জ্ঞানি ব্যক্তি যে সকল আজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাতে জ্ঞান হয়, যে ছোট বড় দুই প্রকার লোক ব্যক্তিরেই জ্ঞান-মান্য চলিত। সে যাহা হউক, আমাদের বিবেচন এই, যে উক্ত পণ্ডিত লোকেরা যেন দীন হীন ব্যক্তিদের তুচ্ছ করিয়া দূর না করে, এবং দরিদ্র লোকেরাও ভাগ্যবান লোকদের প্রতি ঈর্ষা না করে, যে হেতুক উভয়ের পরস্পর বশীভূত আছে, যেমন কড়াতে ২ পরস্পর সংলগ্ন হইলে একটি শৃঙ্খল হয়, কিন্তু একের বিচ্ছেদেই শৃঙ্খলের বিনাশ হয়। অতএব মানুষদের ইহা জ্ঞাত হওয়া উচিত, যে পরস্পরের দৃষ্টিতে উত্তমাপন্ন আচরণ-দ্বারাতেই লোকেরা ছোট ও বড় হয়। আর একথাও মনে রাখিতে হয়, যে সমূহ বিষয় থাকিলে সুখী কিম্বা দীর্ঘজীবী হয় এমন নহে, আর আমরা ভাগ্যবান হইলে তবে পরোপ-

কার করিব এমন চিন্তা যেন তিলেকও মনে না করি। দেখ অনেকেরই এমন কথা বলিয়া থাকে, যে আমি যদি রাজা হইতাম তবে কত লোকের কত পর্য্যন্ত হিত করিতাম, অথবা যথেষ্ট প্রনাধিকারী হইলেও কত ২ দরিদ্রের দানহীনত্ব হুচাইতাম। কিন্তু একথা কেবল মনের ঢাতুড়ী মাত্র, কেননা তোমার মনে যদি এমন দৃঢ় চেঁচা থাকিত, তবে এইক্রমে তুমি যথাসাধ্য পরোপকার আশা করিত। অতএব এই কথা মনে রাখা অত্যাবশ্যক, যে পর দিবস রাজা হইরা যাহা কতখানি তাহা দৃঢ় বাঞ্ছা থাকিলে ঈশ্বানুগৃহেতে আজ্ঞা করিতে পারি যায়, অর্থাৎ সাধ্যানুসারে পরোপকার করিতে পারি যায়। আর দেখ যে পদদ্বারা সমূহ লোকের নানাবিধ উপকার হইতে পারে এমন পদপ্রাপ্ত অত্যল্প লোক, অতএব করিক লোকের হিত চেষ্টা পাইয়াও এইক্রমে যে আমরা যৎ কিঞ্চিৎ পরোপকার করিতে পারি ইহাই পরম লাভ মানিতে হয়।

আর ক্রীশন রাজার সহিত শোলনের যে রূপ কথোপকথন লিখিত আছে, সে কথাতে পুনর্বার এই উপদেশ ব্যক্ত হইতেছে, যে যাহাদের চিরকাল অবশি সাংসারিক মঙ্গল ঘটিতেছে তাহাদিগের অবশ্য বিপরীত বৃদ্ধি জন্মে; কেননা দেখা যাহারা যুবকালে কিম্বা পৌণ্ডকাল পর্য্যন্ত জীবতমান থাকিয়াও কখন কোন অপদগন্ত হয় নাই, সাংসারিক বিষয় যেরূপ রূপ চকল আর বিপদের মূলীভূত তাহা তাহাদের অরণের বহির্গত থাকে; এ কারণ যখন আপদ উপস্থিত হয় তখন সুতরাং তাহাদের দশ গুণ ভয়ানক বোধ হয়। অতএব লিখি, যে সুখের সময়েতেও দুঃখভোগের নিমিত্তে প্রস্তুত থাকা অত্যাৱশ্যক। আর ক্রীশন রাজাকে শোলন যে রূপ উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা উত্তম বটে; কিন্তু এরূপ উত্তর দিলে আরো ভাল হইত, যে ধনবান্ হউক কিম্বা দীন হউক যাহারা পরমেশ্বরকে জ্ঞাত আছে এবং সত্যরূপে সেবা করে

ভাৱাই ধন্য। সে যাহা হউক, শোলনের সে সদুত্তর ক্রীশস
রাজার নিহাত্ত অগুহ্য হওয়াতে এই আমরা শিক্ষা পাইতেছি,
যে পরাক্রম ও সম্মত ইহারা সত্য কথাকে গোপন রাখিয়া
কেবল প্রবঞ্চনা ও উপাসনাবাক্য শ্রবণার্থে লোকদিগের কর্ণপাত
করায়।

আর ঐ শোলন আলসোতে কিছা কুক্রিয়াতে সন্নিয় যৌবন কাল
ব্যর্থ করণ না করিয়া কেবল বিদ্যা উপার্জন বা জ্ঞান অধিকার
করিয়াছিলেন, একারণ তিনি এত অদ্বন্দ্বীয় ও সুখ্যাত্যাপন্ন হইয়া
ছিলেন। অতএব আমরা যৌবনকালে যে ২ সকল কৰ্ম্ম করি তত্ত-
বিষয়ে আশা দিগের অতি সাবধান থাকিতে হয়; কেননা এ সুকিছা
কুক্রিয়াধারাতেই আমাদের চিরকাল সুখ কিম্বা দুঃখেতে জালগত
হয়। দেখ, ঐ শোলন তৎকালে যদি জ্ঞান চেষ্টা না করিয়া কেবল
অপকর্মেতে মনোনিবিষ্ট হইয়া বশীভূত হইতেন, তবে তিনি
আথেন্স নগরবাসিদিগের কখন এত সম্মানে গণ্য হইয়া চিরকাল সুখ্যা-
তাপন্ন হইতেন না, এত তাঁহার ঐ দেশ কোনক্রমে মঙ্গলবৃত্ত হইত
না। কিন্তু হায় ২ খেদের বিষয় এই দেখিতেছি, যে যাহারা সু-
শিক্ষিত হইলে আপন দেশের ভূষণ স্বরূপ হইয়া পাপোপকার
করিতে পারিত এমন অনেক ২ যুবা লোকেরা আপন ২ কুদৃষ্টির
বশতাপন্ন হইয়া কেবল বন্ধু বান্ধব ও দেশের অহিতকারী হই-
য়াছে। অতএব লিখি, যে যৌবনকালের কামহইতে পৃথক্ হও।
আর এই কথা যেন স্মরণে থাকে যে জ্ঞানির সহনাসে থাকিলে
অবশ্য জ্ঞান উপার্জন হয়, আর মূর্খের সহিত বাস করিলে সর্বনাশ
ঘটে। আর ঐ ব্যবস্থাদায়কেরা জানী বলিয়া একটি বিশেষ উপা-
বি ছিল। অতএব জ্ঞান আর ধনের মধ্যোভাল মন্দ বিবেচনা করিতে
গেলে জনেরই প্রাধান্য হইয়া উঠে। দেখ, সকল লাভহইতে
বিদ্যালভই শ্রেষ্ঠ। অতএব লোকেরা যেমন বহুমূল্য নিরি প্রাপ্যার্থে
দুঢ় চেষ্টা করে তেমনি যেন বিদ্যার নিমিত্তে আমরা দুঢ় চেষ্টা পা-

ইয়া বিদ্যা প্রাপ্ত হই। যে ব্যক্তি বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ সেই ধনা যে হেতু রূপা মুক্তাদি ধনহইতে বিদ্যাধন বহুমূল্য এবং তদুৎপন্ন ধন স্বর্ণহইতেও শ্রেষ্ঠ। তাহার দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘায়ু এবং তাহার বাম হস্তে ধন ও সময়, তাহার সকল পঞ্চ শাস্ত্রিকর ও সুখদায়ক।

আর ঐ শোলন এতদূশ পরিমিতাচারী ও পরিণামদর্শী এবং অতুল্য সম্ভ্রান্ত হইলেন ও তত্রাপি তাঁহার বৃদ্ধাবস্থাতে এক জন কুনকুনী আক্রমিলে কুমল্লগাত লোকদের মন বশীভূত করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিল। আর তিনি চিরদিন লোকদের বহুবিধ হিত চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, তথাপি লোক কর্তৃক এমন অনাদৃত হইলেন যে সামান্য লোকের ন্যায় গুপ্তভাবে থাকিয়া দেহ ত্যাগ করিলেন। আর রাজ কতৃৎ দ্বারা তাবল্লোকদের দুঃখ দূর করণার্থে তাঁহার অতিশয় বাঞ্ছা ছিল এবং তদ্বিষয়ে দৃঢ় শ্রম ও করিয়াছিলেন; কিন্তু তত্রাপি বৃদ্ধাবস্থাতে তাঁহার এই একটি ক্ষোভ রহিয়া গেল, যে তাবৎ আশা ভরসা বৃথা হইয়া কেবল পশুশ্রম হইল। অতএব ইহাতে আমরা এই শিক্ষা পাইতে পারি, যে এ সংসারের উপরে যেন আমরা আশা না করি। আর দেখ এই ইতিহাসহইতে এই উপদেশ পাওয়া যায়, যে মনুষ্যদের মনোমধ্যে যে দুর্দ্ব্যভিমান ও কপটতা আছে তাহা ঈশ্বর ব্যতিরেক মনুষ্যোতে কোন প্রকারে সুদূরহীতে পাবে না।



দ্বিতীয় অধ্যায়।

লাসিডীমনিয় লোকদের বিষয়।

লাসিডীমন নামক যে দেশ প্রথমতঃ তাহার নাম ছিল লাকনিয়া, তাহার পর ল্লার্টি নামে খ্যাত হইল, কারণ তাহার রাজধানীর নাম ল্লার্টি; এবং আর একটি নাম যে লাসিডীমন ইহার বীজ এই, যে তাহাতে লাসিডীমন নামে এক প্রাচীন রাজা ছিলেন। এই রাজা

নেলিপনিসস্ দেশের পূর্ব দক্ষিণ কোণে, ও তাহার উত্তর সীমা আরগস এবং আরকেডিয়া দেশ, আর পশ্চিম সীমা মেসেনিয়া, এবং পূর্ব সীমা আরগসনামক সমুদ্রের অখাত, ও দক্ষিণ সীমা ভূমধ্যসু সাগর। অপর লাসিডীমন অথবা * স্পার্টা যে নগর সে গ্ৰীক দেশের মধ্যে প্রধান ; আর ঐ স্থান টিগীটিস নামক পর্বতের তলে, এবং ইউ-রোটস নদীর তটে সংস্থাপিত ছিল। অপর ৩দেশস্থ লোক সকল সাহসী এবং যোদ্ধা ও অভিমানী, আর আপনাদের পরাক্রমের বৃদ্ধিতে ও অন্যস্থানস্থ লোকের বিক্রমের হ্রাসেতে সর্বদা সতর্ক থাকিত।

অপর ঐ স্পার্টা কিনা লাসিডীমন রাজ্য পুথমতঃ একাধিপত্য ছিল, এবং তাহা লোলেক্স নামক এক রাজা সংস্থাপন করিয়া ছিলেন। পরে ঐ রাজা অধি করিয়া দশম অধিকারিণী হইল হেলন নাম্নী রানী, সেই রাজ্যে পরমসুন্দরী কিন্তু ভুট্টা ছিল। আর মেনলস নামে যে তাহার পতি, তৎসহবাসে কেবল তিন বৎসর মাত্র থাকিলে পর প্রায়াম নামে টুর নগরের রাজার পুত্র যে পারিষ, সে আসিয়া স্পার্টা দেশে উপস্থিত হইল। ঐ ব্যক্তি সর্বত্র প্রসিদ্ধ, কারণ তাহার তুল্য রূপবান্ তৎকালে আর ছিল না। আর তাহাতে ত্রী লোকের মনোরঞ্জন হয় এমন অনেক গুণ তাহার ছিল ; অতএব ঐ হেলন তাহার রূপেতে গুণেতে ও নানা প্রকার কৌশলেতে মুগ্ধ হইয়া আপন স্বামী ও জাতি কুটুম্ব এবং দেশ এই সমস্ত পরিত্যাগ পূর্বক বিস্তর সন্মতি লইয়া ঐ লম্বটের সঙ্গে টুর নগরে প্রস্থান করিল। এই হেতুক গ্ৰীক দেশের তাবৎ লোক ঐ মেনলস রাজার সহায় হইয়া টুর নগর আক্রমণ করিল, এবং দশ বৎসর পর্য্যন্ত তাহা বেটন করিয়া শেষে পরাজয় করিল। পরে আরগস ও মাইসিনী এবং লাসিডীমন এই তিন রাজ্য একত্র করা গেল, আর ওরেফিষ নামে এক ব্যক্তি তাহাতে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

* এইকথ্যে তাহার নাম বিসিট্রা।

প্রাচীন ইতিহাস বেত্তারা পূর্ব ইতিহাস সকলের মধ্যে গ্রীক দেশীয় লোকদের আর ত্রোয়াস দেশীয় লোকদের সঙ্গে মনোযুদ্ধ-বিষয়ে যে রূপ লিখিয়া গিয়াছেন তাহা আমাদের প্রয়োজনক বটে, অতএব তাহা লেখা উচিত। আর তাহার যে রূপ লিখিয়া গিয়াছেন তাহা ইদানীন্তনের দিগ্দেশ ভ্রমণকারি লোকদের কথাতে পুষ্ট ও পূর্ণ বটে, আর গ্রীক ভাষা ও লাতিন ভাষাতে বিরচিত যে তত্ত্ব যুদ্ধ বিষয়ক পদ্য করিয়া যে দুই ইতিহাস লিখিত আছে তাহার উৎকৃষ্টতা দেখিয়া বোধ হয়, যে পৃথিবীতে পাণ্ডিত্য ও কবিতার গুণগাহকতা থাকিতে কেমন এক কবিতার প্রশংসা ও মর্যাদার হ্রাস হইবে না।

প্রথমতঃ ডার্ডেনস নামক এক জন সুপতি দুই শত ক্রোশাপিক দীর্ঘ ঐ ত্রোয়াস নামক রাজ্যের মধ্যে ত্রয় নামে খ্যাত্যাপন্ন একটি রাজধানী স্থাপিত করিয়া গিয়াছিলেন। অনন্তর প্রিয়াম রাজার পিতা যে রাজা লাখমিডন তৎকর্তৃক ঐ নগর উন্নত হইয়া অতি দৃঢ় রূপে প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত হইয়াছিল। পরে প্রিয়াম নামক পঞ্চম রাজার অধিকারে ঐ ভূপতির পূর্বপুরুষের সঙ্গে আর মাইসিনি দেশীয় আগামেম্মনন রাজার পূর্ব পুরুষের সহিত বহুকাল পর্যন্ত যে দ্বন্দ্ব হইয়া আসিতেছিল তাহা তৎকালে এমন প্রবল হইয়া উঠিল যে তাহাতে শেষে ত্রোয়াস দেশ ও গ্রীক দেশ উভয়ই এক প্রকার উচ্ছিন্নতাকে প্রাপ্ত হইল। এই যুদ্ধান্তের সূত্র হইয়াছে কেবল প্রিয়াম রাজার কনিষ্ঠ পুত্র পারিষ নামকের লল্লন্যতা, আর ফ্লার্ট দেশীয় মেনেলস রাজার হেলন নামক পত্নীর অসতীত্ব। ফলতঃ ঐ যুবরাজ এক সময় ফ্লার্টীয় রাজগৃহে অতিথিভাবে মর্যাদাপন্ন হইলে পর তিনি কৃতঘ্নতা পূর্বক চাতুরীদ্বারা ঐ ফ্লার্টীয় রাজমহিষীর মন এমন বশীভূত করিলেন, যে তাহাতে ঐ রাজমহিষী কামাকুলিত চিত্তা হইয়া স্ত্রী লোকের উত্তম ভূষণ স্বরূপ যে লজ্জা ও পতি-ব্রত, তাহাতে অনায়াসে জলাঞ্জলি দিয়া, এবং দেশ ও স্বামীতে

নিষ্কপ হওত এই দুইতে মন সমর্পণ করিয়া তাহার সহিত ত্রোয়াস
 দেশে পুস্থান করিলেন। এমন হইলে গুীক দেশীয় সেনাপতিগণেরা
 মেনেলস রাজার পুতি পারিষ যুবরাজের এইরূপ অসঙ্গত অভ্যাস
 জানিয়া আখ্যা দেশের ইজিয়ম নামক স্থানেতে পরস্পর একত্র
 হইয়া এই যুবরাজের পুতিফল জন্য পরামর্শেতে এই স্থির করিল,
 যে আপন২ পুতোক জনের জাহাজ ও সৈন্য দলবল একত্র করিয়া
 ত্রোয়াস দেশীয় রাজধানী পুতি সকলে এককালে আক্রমণ করিতে
 হইবে। এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া পশ্চাৎ তাহারা আপন২ এক২ জা-
 হাজে পঞ্চাশ জন ও একশত জন সখ্যা করিয়া লোক জুলিল এমন
 বারো শত জাহাজ সুসজ্জীভূত করিল। তদ্ব্যতিরিক্ত এক লক্ষ মহা২
 যোদ্ধা সৈন্য লইয়া মেনেলস ভূপালের আগামেম্নন নামক
 ভ্রাতা সকলের অনুমতি পূর্বক তাহাদিগের অধ্যক্ষ হইলেন। পরে
 যুদ্ধ যাত্রার সময় স্থির করিয়া বইসিয়া দেশীয় অলিস নামক নগর
 হইতে জাহাজ খুলিয়া দিলেন। অনন্তর কিছু কালের পর ত্রোয়াস
 দেশীয় রাজধানীর নিকটস্থ যে হেলিসপণ্ট নামে নদী তাহার পশ্চিম
 তীরে প্রিয়াম রাজার রাজ্যের সীমাতে পৌঁছিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল।
 তাহাতে কিছু দিন পর্য্যন্ত তুমুল সংগ্রাম করিয়া গুীক লোকেরা জয়ী
 হওত ত্রোয়াস দেশের বিস্তর২ নগর লুট করিয়া তন্নগরহু অনেক২
 লোককে বান্ধি কন্দিয়া রাখিল, এবং বিস্তর২ ধনও পাইল। এরূপ
 হওয়াতে গুীক লোকেরা পুলকিত হইয়া রণ জয়েতে অধিক সাহস-
 বৃত্ত হইলে অসখ্যা সৈন্যের সহিত ত্রোয়াস দেশীয় রাজধানীর
 সম্মুখে গিয়া ছাউনী করিল। এপুকার দেখিয়া ত্রোয়াস দেশীয় হেক-
 টর নামক সেনাপতি ক্রোধেতে অধিতুল্য হইয়া অসখ্যা২ সৈন্য লইয়া
 আরতর তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিল, তাহাতে গুীক লোকেরা ছিন্ন
 ভিন্ন হইয়া ক্রমে২ পরাজয় হইতে লাগিল। আর গুীক লোকদের
 যে এরূপ বিপরীত হইয়া উঠিল তাহার একাট কারণ এই, যে
 তাহাদের সৈন্যেরা খাদ্যাদ্রব্যানয়নে নানাবানী হইয়া গেল,

বিশেষতঃ অট্টালিকা প্রযুক্ত তাহাদের কতক গুলিন প্রধান ২ সেনাপতি আপন ২ দলবল লইয়া রণস্থলহইতে পুহান করিল। সে যাহা হউক এই প্রকারে কাহারো কখন জয় ও কাহারো কখন পরাজয় হইয়া ক্রমিক নয় বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ হওয়াতে উভয় পক্ষেরই বিস্তর ২ সেনা ও সেনাপতি হত হইতে লাগিল। আর এই দীর্ঘকালীন মহামারী স্বরূপ সংগ্রাম নবম বৎসর গত হইলে তাহার উপরে আরবার গ্রীক সৈন্যের মধ্যে দৈবের দত্ত একটি মহামারী হইয়া তাহাদের বিস্তর ২ সেনা ক্ষয় হইল, তাহাতে গ্রীক লোকেরা যুদ্ধের বিফলত্ব নিশ্চয় করিয়া আপন ২ জাহাজে যাঠিতে উদ্যত হইলে ভাইওমিডাস নামক সেনাপতির দৃঢ় নিবেদনেতে ও নেক্টর নামক সেনাপতির প্রকৃত্যতে, আর ইউলিসিস সেনাপতির নানা কৌশলেতে তাহারা নিবৃত্ত হইয়া রহিল। কিন্তু শেষে বলে-তে না হইয়া ছলেতে গ্রীক লোকদের ঐ যুদ্ধ অনায়াসে ফলবান্ হইয়া উঠিল; তাহার কারণ এই, যে ত্রোয়াস দেশীয় হেক্টর নামক সেনাপতি, আর আকিলিস নামক সেনাপতি, এই দুই জন প্রধান লোক সংগ্রামে হত হইলে পর এক সময় ইউলিসিস নামক গ্রীক সেনাপতি কোন বৃদ্ধির কৌশলেতে কতক গুলিন গ্রীক লোককে ঐ নগর মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া রাখিল; তাহাতে রাত্রি যোগেতে তাহারা ঐ নগরের দ্বার মুক্ত করিয়া দিলে পর অনেক ২ সৈন্য সামন্ত ঐ নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাবৎ গৃহাদি ভস্মীভূত করিল। আর ঐ নগরের সহস্র ২ লোক অস্ত্রধারা ও অগ্নিধারা প্রাণভাগ করিল। শেষে ঐ বৃদ্ধ প্রিয়াম রাজা নিজ সাক্ষাতে আপন পুত্রগণের বিনাশ দেখিয়া অত্যন্ত কাতর হইলে পর তিনিও পিরস নামক গ্রীক সেনাপতির হস্তে হত হইলেন।

গ্রীক লোকেরা এই রূপে ঐ ভয়ানক সময়ে জয়ী হইল, কিন্তু তত্রাপি ঐ পরাজিত লোকদের ন্যায় অত্যন্ত দুর্দশাপন্ন হইয়াছিল, তাহার বীজ এই, যে যখন তাহারা জয়ী হইয়া আপন গ্রীকদেশে

সাইতেছিল তখন এক সময় একটি পুবল পুচণ্ড বাহুবীরা বিস্তরৎ জাহাজ শত্রুদেশীয় তীরেতে ও উপদ্বীপাদিতে লাগিয়া ভয় ও মগ্ন হওয়াতে অনেক লোক প্রাণ ত্যাগ করিল। দেখ, তাহাদের একি সামান্য দুর্ভাগ্য যে এ প্রকার ভয়ানক সংগ্রাম জয় করিয়াও অনেক সেনাপতিরা বাটী পৌছিতে পারিল না। পরে অবশিষ্ট কতক গুলিন লোক আপন দেশে উত্তীর্ণ হইয়া দেখিল, যে গ্রীক দেশে অরাজক প্রযুক্ত উপপূর্ব ইতিহাসে, আর উপদ্বীপ লোকেরা এই রাজসিংহাসনস্থ হইয়াছে, এতৎ প্রজালোকেরাও আপনাদের তাদৃশ শুল্ক ভক্তি করে না। ও কথা এই পর্য্যন্ত থাকুক এদিকে সংগ্রামে রক্ষা প্রাপ্ত ত্রোয়াস দেশীয় কতক গুলিন লোক তাহারা ইনিয়াস নামক একজন অধ্যক্ষের আশ্রয় লইয়া দেশান্তরে দ্বিতীয় ত্রোয়াস রাজ্য স্থাপনার্থে অনুসন্ধানী হইয়া জাহাজে আরোহণ করিল; কিছু কালের পর তাহারা সমুদ্রের নানা তরঙ্গ ও নানা দূর্যটন দিগ্ভীর্ণ হইয়া কার্থেজ নামক নগরে পৌছিয়া দেখিল, যে সে স্থানে শোর দেশীয় কতক গুলিন লোক বসতি পূর্বক নগর স্থাপন করিতেছে; কিন্তু এই নগর কালক্রমে এমন উন্নত ও পুবল ঐশ্বর্য্যাবিত্ত হইয়াছিল, যে তদেশীয় লোকেরা জগতের একাধিপতি হইবার জন্যে রুমী লোকের সহিত ঘোরতর বিবাদ ও সংগ্রাম করিতে লাগিল। পরে এই ইনিয়াস সেনাপতি আপন অনুগত লোকের সহিত এই দেশ ত্যাগ করিয়া ইটালি নামক দেশে পৌছিয়া বসতি করত সেই স্থানে জগৎ খ্যাত রুম নামে নগর স্থাপন করিল।

পরে হারকিউলিস নামক এক ব্যক্তির বংশ যে হেরাক্লিডিস লোক তাহারা ওরেক্সিবের পুত্র যে টিসামিনিষ তাহাকে দেশচ্যুত করিয়া আপনারা দিক্ এবং দেশ প্রদেশ সকল করতলহু করিয়া কৃত্যাংশ পূর্বক লইল; তাহাতে আরেক্টিডিমস নামে এক ব্যক্তি জগৎ ভাগে লাসিডিমস দেশ পড়িল; কিন্তু তৎকালীন এই ব্যক্তির

পঞ্চদ্ব হওয়াতে ইউরিহিনিম ও প্রোক্লিষ নামক তাহার উত্তরাধিকারী দুই পুত্র ব্লাট্টা রাজ্যের কর্তা হইল, কিন্তু তাহারা ঐ রাজ্য দুই অংশ করিয়া লওয়া কিম্বা পাল পূর্বক কর্তৃত্ব করা ইহার কিছুই না করিয়া এক কালীন উভয়ে প্রভুত্ব করিতে লাগিল, ইহাতে দুই জনেই ব্লাট্টা দেশের রাজা নামে খ্যাত হইল। এই প্রকারে ঐ দেশে দুই রাজার কর্তৃত্বতে অদ্ভুত এবং এক প্রকার ব্যবহার বিরুদ্ধ রাজ্য শাসন আট শত বৎসর হইল।

পরন্তু হারফিউলিষ সংজ্ঞক রাজা অবধি করিয়া দশমাধিকারী লাইকরগস ছিলেন, ও তাহার ভ্রাতা যে পালিডেক্টোস তিনি ঐ ব্লাট্টা দেশের ভূপতি, তন্ময়গানন্তর ঐ লাইকরগস তাহার উত্তরাধিকারী হইলেন, কিন্তু সেই মৃত রাজার পত্নীর গর্ভে নিশ্চয় হওয়াতে লাইকরগস রাজ্যুকুট ভাগ করিতে উদ্যত হইলেন। পরে লাইকরগস নগরস্থ প্রধান লোকদের সঙ্গে রাজি যোগে ভোজন করিতেছিলেন এমনত কালে এক জন ঐ অভিনবজাত বালককে লইয়া তাহাকে দিল, ইহাতে তিনি শিশুকে লইয়া সহভোক্তাদিগকে এই কথা কহিলেন, যে ওহে ব্লাট্টা দেশীয় মহাশয়রা, এই দেখ, আমাদের এক রাজা জন্মিয়াছেন। অনন্তর ঐ বালককে রাজ সিংহাসনে বসাইলেন। এতদ্বিষয়ে সভায় লোকদের অতিশয় আহ্লাদ হওয়াতে বালকের নাম রাখিলেন চারিলস। কিন্তু এই রূপ কল্পনাকল্পিতও রানী ও তাহার পক্ষের লোকেরা অসন্তুষ্ট হওয়াতে ঐ রাজা স্বৈচ্ছাপূর্বক রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ক্রিট ও মিশর এবং আশিয়া এই সকল দেশেতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। শেষে ব্লাট্টা দেশীয় লোকেরা তাহাকে আহ্বান পূর্বক কহিল, যে তুমি আশিয়া এখানকার তাবৎ বিষয় সমাধা কর।

অপর লাইকরগস ডেলফস নগরস্থ দেবতার দৈববাণীতে আপন সকল আজ্ঞা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহার প্রথমজ্ঞাতে এক সভাস্থাপন হইল, এবং আটাইশ জন লোককে ঐ সভায় করা

গেল; ইহার অতিপ্রায় এই, যে সভাসভেরা মধ্যস্থ হইয়া রাজা ও
পুজাবর্গ পরস্পর কেহ কাহারো উপর অন্যায় করিতে যেন না
পারে। কোন আইন এই সভাস্থ লোকদের অনুমতি না পাইয়া
কেহ লোক সাধারণ সভাতে কহিতে পারিত না। তদ্রূপ এই সভাস্থ
ব্যক্তিদের সকল আজ্ঞা লোকদের অনুমতি ছাড়া প্রকাশ করা
হাইত না। আর রাজারা এই সভার প্রধানভূত এবং রাজ্যের শ্রেষ্ঠ
সেনাপতি ছিল, কিন্তু পুজালোকের সম্মতি ছাড়া কোন যুদ্ধাদি
করিতে পারিত না; তবে কি না তাহারা এক প্রকার পুজাদের মধ্যে
পুমান ছিল এই মাত্র কিন্তু রাজ পরাক্রম তাহাদের সর্বতোভাবে
ছিল না, কেবল রাজা নাম মাত্র ধারী।

অপর পুজা লোকদের নিজের এক সভা ছিল ও রাজশাস-
নেতে তাহাদের এক প্রকার অংশ ছিল, তদ্রূপ রাজ সভা-
ধারা ইচ্ছানুসারে সাধারণ লোকদের সভা স্থাপন করিতে ও
ভাঙিতে পারে। আর পুজাদের মধ্যে কোন লোক রাজ
কর্ম করিতে পাইত না, এই নিমিত্তে তাহাদের ক্ষমতাও
প্রকৃত রূপ ছিল না। আর সে স্থানের মধ্যে যে সকল লোক
পুমান ও ভাগ্যবন্ত, তাহাদের যেন দাস্তিকতা ও অহঙ্কার এবং
না না বাড়ি, আর দুঃখি লোকেরা যেন অধিক ক্লেশ না পায়, এই
জন্য লাইকরগস লেকোনিয়া দেশ ঊনচল্লিশ হাজার ভাগেতে
ভিত্তক করিলেন; তাহার মধ্যে নয় হাজার ভাগ স্পার্টানগরস্থ লো-
কসমূহকে প্রদান করিলেন, কিন্তু এই সকল ভূমিতে তাহাদের স্বস্থ
হইল তাহারা আর কাহাকেও দান বিক্রয়াদি করিতে পারিবে না,
কিন্তু পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ করিবে।

পরে লাইকরগস চলিত যে সুবর্ণ রজতের মুদ্রা তাহা একেবারে
চলিয়া দিয়া তৎপরিবর্তে কেবল লৌহমুদ্রা চালাইতে অনুমতি
দিলেন। ও তাহা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া সিকাতে শিল্প করিতে আজ্ঞা
করিলেন; ইহাতে এই ধাতু এমন মড়মড়্য হইয়া উঠিল, যে তাহাতে

আর কোন অব্যাহতর জগে না। এবং কোন বিশেষ লোকের সহিত বাণিজ্য করিতে বারণ করিলেন, আর অন্য দেশীয় জাহাজ সকল লোকোনিয়াতে প্রবেশ করিতেও দিলেন না, এই রূপে তাবৎ বাণিজ্য স্থগিত করিলেন। অপর যে সকল বিদ্যা কোন কার্যোতে আইসে না তাহা লোপ করিয়া যেহ বিদ্যা না হইলে সংসারের নির্বাহ চলে না তাহা কেবল কিস্করদিগকে শিখিতে অনুজ্ঞা করিলেন।

আর লাইকরগণের নিয়মানুসারে পুজালোক কি রাজারা সকলেই একত্র বসিয়া ভোজন করিত, ইহার ভাব এই যে তাহাতে সকলে পেটুক হইবে না এবং ব্যয়ও অল্প হইবে, আর তাহারা শাকা-দি সামান্য ভ্রম ও অল্প মূল্যেতে যাহা মিলে এমন সকল সামগ্রী থাইত; এবং ঐ ভোজন স্থানে যে কথোপকথন হইত লোকের মন যেন স্থির থাকে, এবং রাজ্যের বিরুদ্ধাচরণও না করে, এই তাহার অভিপ্রায়।

আর ঐ স্থান দেশে এই সকল আজ্ঞা ছিল যে সন্তান ভূমিষ্ট হইবা মাত্র রাজকীয় লোকদের নিকট লইয়া যাইবে, তাহাতে লোকেরা আপনহ অপত্যকে লইয়া গেলে তাহারা করিত কি, না যে সকল শিশু বলবান্ ও অঙ্গ সৌষ্ঠবাবিত তাহাদিগকে বাঁচাইত, আর যে গুলিন কুৎসিত ও দুর্বল তাহাদিগকে বিনাশ করিতে টেনিটস নামক পর্বতের তলে পরিত্যাগ করিত। অপর তদেশীয় কোন ব্যক্তি আপনার ইচ্ছানুসারে নিজ বালককে লেখা পড়া শি-
ক্কাইতে পারিত না; বালকেরা যখন সপ্তম বৎসর বয়স্ক হইত তখন দেশের পুণ্ডিত বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিত। কিন্তু ঐ পাঠশা-
লায় পড়ুয়াদিগকে বিশেষহ যে বিদ্যা তাহা অধ্যয়ন করাইত না, কেবল সামান্য বিদ্যা শিখাইত। আর যাহাতে তাহাদের ম-
নাসাহসিক হয়, এবং যে রূপে রাজাজ্ঞাবহ হইয়া থাকে, ও পিতা-
মাতাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে, আর বৃদ্ধ লোকদিগকে সমাদর করে :

এবং যাহাতে অতিশয় ভরসা হয়, আর বিপদেতে ও মরণেতে ভয় না থাকে, এবং সর্বাপেক্ষায় আর গৌরবেচ্ছা; ও নিজ দেশ যে সকল দেশহইতে প্রিয়জ্ঞান করে, এই সমস্ত যত পূর্বক শিক্ষা করাইত।

কিন্তু এই লাইকর্গসের নীতি বিধান ব্যবস্থাতে প্রায় অনেক দোষ ছিল, তাহার প্রমাণ দেখ; তদদেশীয় স্ত্রীলোকেরা ঘাটে গিয়া পুরুষদিগের সহিত একত্র স্নান করিত, এবং পানীট্টা নামে কোতুক গৃহে গিয়া পুরুষের সহিত পরস্পর বাহু মুদ্ধ করিত। এই রূপ ব্যবহারে লোকদের চরিত্র অশাস্ত্র লিপ্ত হইল। আর এই স্লাট দেশে সকল বিদ্যার মত চোরী বিদ্যাও সকলের শিক্ষিত ছিল। আর দেখ, বালকদিগের মাতা পিতা ভ্রাতৃ বন্ধু বান্ধবেরে পরস্পর সুহ যাহাতে লোপ পায় এমন শিক্ষা করাইত, এবং তাহাদের জীত দাস দাসীদিগের প্রতি সর্বদা নির্দয় আচরণ করিত। অধিক কি লিখিব তাহাদের কাহারও প্রাণদণ্ডও কখনই করিত।

লাইকর্গস এইরূপে লামিডীয়নীয়ের সাধারণধিকার উপযুক্ত ব্যবস্থাদি সম্বল করিয়া এই ব্যবস্থাকে চিরস্থায়িনী করিবার ইচ্ছা করিয়া লামিডীয়নীয়ের এক শপথ করাইলেন, যে যে অবধি আমি দেল্ফি দেশহইতে না আসিব সেই পর্য্যন্ত তোমরা আমার স্থাপিত ব্যবস্থাদি মনোযোগ করিয়া পালন করিবা; ইহা কহিয়া তিনি দেল্ফি দেশে গমন করিলেন। সেই দেশে গুম্য দেবতার নিকটে এই দৈববাণী শ্রবণ করিলেন, যে স্লাট দেশস্থ লোকদিগকে যে সমস্ত ব্যবস্থাদি দান করা গিয়াছে সে অতি উত্তম, যে পর্য্যন্ত এই লোকেরা এই সকল ব্যবস্থাদি প্রতিপালন করিবেন তাবৎ স্লাট দেশ সুশাস্ত্র-মধ্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও শ্রীযুক্ত হইয়া থাকিবে; এই দৈববাণী শ্রবণ-দ্বারা তিনি লামিডীয়নীয়েদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। পরে লাইকর্গস স্বেচ্ছা পূর্বক অনশন করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। কিন্তু কেহ কহে তিনি জীট দেশে পঞ্চত্ব পাঠিয়াছিলেন, এবং স্বীয় শরীর দক্ষ ভাষাদি সাগরে নিঃক্ষেপ করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, কারণ যদ্যপি

কোন ব্যক্তি ঐ ভয় ভ্রাট্টা দেশে নইয়া যায় তবে লাসিডীয়নীয়েরা মনে করিবে যে আমরা অস্বীকারইহঁতে অন্য মুক্ত হইলাম।

পরন্তু নাইকেগুর নামে এক ব্যক্তি ভ্রাট্টানদিগের অধ্যক্ষ ছিলেন, তাঁহার অনুমতিদ্বারা ভ্রাট্টানেরা আপনাদিগের নিকটস্থ মেনিনিয়ন জাতিদিগের সহিত হঠাৎ যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইয়া নানা প্রকার অন্যায়তা ও নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহাতে মেনিনিয়নেরা কহিল, যে তোমরা অন্যায় যুদ্ধ করিও না, বরং এমিলি-য়নদিগের অথবা আথেন্স দেশীয় এরিয়পেগস নামে সভ্য লোকদিগকে মধ্যস্থ মান; ভ্রাট্টানেরা এ কথা না শুনিয়া অতি তুচ্ছ বিষয়ের নিমিত্তে ক্রমাগত তিন বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিলে পরে মেনিনিয়নদিগের সীমাবচ্ছিন্ন নগর আক্রমণ করিয়া তন্নগরস্থ কুপুরুষাদি প্রজাদিগকে নির্দয় রূপে বিনাশ করিল।

পরে থিয়ডোরস নামে এক অধ্যক্ষ ও থিয়পল্লস নামে এক অধ্যক্ষ এই দুই অধ্যক্ষের অধিকারে মেনিনিয়নেরা ক্রমিক বারং পরাভূত হইয়া আপনাদিগের দেবতানিকটে হত্যা দিয়া কহিল, যে হে দেবতে, আমাদের এমন দুর্দশা কেন হইতেছে? ইহাতে এই দৈববাণী হইল, যে তোমরা এক রাজবংশোদ্ভব কুমারীকে দেবতার নিকটে বলিপূদান কর। ঐ দৈববাণী শুনিয়া মেনিনিয়নেরা গুলিবাঁট করিলে পরে ঐ গুলিবাঁট লাইসস্কস্ নামে এক ব্যক্তির কন্যার নামে পড়িল, কিন্তু সে কন্যা জারজা অনুভব করিয়া এরিষ্টডিমস নামক কোন এক ব্যক্তি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নিঃকন্যাচ্ছেদনে অভিমত হইলেন। এতৎকালে কোন ব্যক্তি ঐ কন্যার বরভ্রাট্টা করিয়া কহিল, যে আমার সহিত ঐ কন্যার বিবাহ হইয়াছে, কি প্রকারে এ কন্যা কুমারী হইবে? এরিষ্টডিমস নামক ব্যক্তি এই বাক্য শ্রবণ মাত্রে অতিশয় কোপান্বিত হইয়া ঐ স্বীয় কন্যাকে তৎক্ষণাৎ নষ্ট করিল। পরে ঐ কন্যার বধ হওয়াতে তদেব শব্দ সমস্ত লোকেরা আনন্দান্বিত হইয়া কহিতে লাগিল, যে

অদ্যাবধি আমরা বিজয়ী হইলাম। কিন্তু ঐ এরিক্‌ডিমস এ প্রকার করিলেও মেনিনিয়নের পুনর্বীর যুদ্ধে পরাভব পাইয়া অত্যন্ত হীনবীৰ্য্য হইল। পরে ঐ এরিক্‌ডিমস সমস্ত বিষয়ে নিরাশ হইয়া নিজ দুহিতার গোরোপরি আত্মঘাতী হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। পরে মেনিনিয়নের অনুপায় হারিয়া ব্লাটানদিগের সহিত সন্ধি করত করদানদ্বারা অধীন হইয়া থাকিল।

ঐ সময়ে সাধারণ লোক সমূহ হইতে আনীত পাঁচ জন ইফো-রাই নামে সভাতে রাজ্য কল্পা বিবেচনা করিত, কিন্তু তাহাদের ক্রমে অতিশয় পরাক্রম বৃদ্ধি হওয়াতে তাহারা লোক সাধারণ সভাতে অধ্যাক্ষতা করিতে লাগিল, ও ইচ্ছানুসারে যুদ্ধ ও শক্তি বিষয়ে আজ্ঞা করিল, ও সৈন্যসংখ্যা নিরূপণ করিত, ও রাজ্য নিৰ্দ্ধারিত করিত, এবং সজ্জনদিগের পুরস্কার ও দুৰ্জ্জনদিগের দণ্ড ইচ্ছানুসারে করিত। আর অধিক কি বিখ্যাত তাহাদিগের কোনও বিষয়ে ক্রমভার ত্রুটি ছিল বটে, কিন্তু কোনও বিষয়ে রাজ্য ও সভার লোকের অপেক্ষায়ও অধিক শক্তি ছিল।

মেনিনিয়নের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও ব্লাটানদিগের সহিত সন্ধি করাতে ব্লাটানেরা এমন কঠিন নিয়ম করিয়া দিল, যে তাহারা অসহিষ্ণু হইয়া উপপূৰ্ব প্রাপ্ত হইল; এবং আরিস্টমিনিস নামে এক ব্যক্তিকে অধ্যাক্ষ করিয়া অত্যন্ত কঠোর যুদ্ধদ্বারা ব্লাটানদিগকে পরাভব করিল। পরে ব্লাটানদের আপনাদিগের দেবতানিকে হত্যা দেওয়াতে এই দৈববাণী হইল, যে আথেন্স দেশীয়দিগের নিকটে এক সেনাপতি যাচ্চা কর, সেই সেনাপতিদ্বারা তোমাদিগের মঙ্গল হইবে। পরে আথেন্স দেশীয়েরা এক জন বিদ্যাশিক্ষকও কবিকে পাঠাইয়া দিল। ঐ কবির এক চরণ ভগ্ন ছিল, এবং তাহাকে অনেকে লাগল অনুমান করিত, কিন্তু ঐ ব্যক্তি আপন ক্রমভাৱা কএক জন সৈন্য আনিয়া ব্লাটানদিগের সৈন্য বাহুল্য করিল, ও কবিতাদ্বারা ও পরামর্শদ্বারা তাহাদিগের সাহস জম্মাইল। পরে নানা প্রকার

যোরডর যুদ্ধেই মেসিনিয়নদিগকে পরাজয় করিল, এবং তাহা-
দিগের সৈন্যাধ্যক্ষকে বন্ধন পূর্বক আনিয়া একটা গভীর গর্তমধ্যে
নিঃক্ষেপ করিল, সেই গর্তমধ্যে কেবল নানা প্রকার মৃতদেহ ও মৃত
প্রায় ব্যক্তিরা থাকিত। সে যাহা হউক এই সৈন্যাধ্যক্ষ এক শৃংগলের
লাতুল ধরিয়া পশ্চাদ্গামী হইলে পরে এক ক্ষুদ্র গর্তমধ্যে প্রবিষ্ট
হইয়া স্বকীয় বলদ্বারা উপর উঠিয়া পলায়ন করিল। পরে স্কার্টা-
নেরা মেসিনিয়নদিগের রাজধানী একাদশ বৎসরে বৃত্ত করিয়া
স্বায়ত্তে আনিয়া স্কার্টার রাজ্যের সহিত মিলন করিল।

যে কালে ডক্সাস নামে রাজা গ্রীক দেশকে স্বাধীন করিতে
ইচ্ছা করিলেন, তৎকালে নিয়নেডস নামে স্কার্টার দেশীয় সেনা-
পতি আপন দেশ রক্ষার্থে প্রাণব্যয় পয়াত্ব স্বীকৃত হইয়া কথক
গুলিন সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া কারশী দেশের অসংখ্য সৈ-
ন্যের সহিত যুদ্ধে গমন করিল। সেই কালে এই সেনাপতি
তদেগে সমস্ত লোকদিগকে কহিলেন, যে আমার কেবল খের্ম-
পলি নামে ক্ষুদ্রপথ রক্ষা করিতে যাত্রা নহে, অনুমান করি আপন
দেশ রক্ষানিমিত্তে প্রাণ প্রদান করিতে যাত্রা করিতেছি। পরে সেনা-
পতি আপন সঙ্গী তিন শত সৈন্যদিগকে অবলোকন করিয়া তন্ন্যাস
নুতন যৌবন প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে পরিভাগ করিতে মনোবৃত্তি করি-
য়া এই নবযৌবন প্রাপ্ত লোকদিগকে কহিলেন, যে তোমরা টেফো-
রাই নামে সভ্য লোকদিগকে আমার সমাচার দিতে গমন কর;
কিন্তু তাহারা কোন ক্রমে এই অভিপ্রায় জানিয়া কেহ কহিল, যে
মহাশয় আমরা সৈন্যকর্ম্যে চিরকাল নিযুক্ত আছি, কিন্তু কখন
মোতা ক্রিয়াতে নিযুক্ত হই নাই। আর কেহ কহিল, আমরা
পুথমত যুদ্ধ করিব, পশ্চাৎ আজ্ঞানুসারে যুদ্ধ সমাচার লইয়া যাইব।
পরে এই যুদ্ধে এই তিন শত লোককে এবং আর কিয়ৎ সৈন্য বিনা-
শার্থে কারশীদেহ বিংশতি সহস্র সৈন্য প্রাণ ত্যাগ করিল।

পরে পসানিয়স নামে গ্রীক দেশের এক সেনাপতি প্লাটীয় দেশে সঙ্গুয়ে জয়ী হইয়া মার্ডনিয়স নামে ফারসী দেশীয় সেনাপতির তাহাতে পুড়িষ্ট হইয়া পাচকদিগকে এই আজ্ঞা দিল, যে ওহে পাচক সকল, নানা সুবাসু সামগ্ৰী সহনিত খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত কর, আর আমার মিমিতে স্নাত্তান দেশীয়ের মত নানা দ্রব্য প্রস্তুত কর। এ কথা কহিয়া ঐ সেনাপতি নিজ সহচরদিগকে কহিতে লাগিল, যে ও হে বন্ধুগণ, ফারসী দেশীয় রাজার কি আশ্চর্য্য সূচতা ও কৃপণতা দেখিতেছি। দেখ, নিজ দেশীয় নানা বহুমূল্য সুবাসু সামগ্ৰী পরিত্যাগ করিয়া এত দূর দেশীয় সামান্য দ্রব্য লোভ করিয়া আমাদের দেশ বিনাশার্থে আসিয়াছেন, ইহার কারণ কি? কিন্তু ঐ পসানিয়স এমনত নিন্দা করিয়া ও ঐ ফারসী দেশীয় আহার ব্যবহারে অবিরত রত হইয়া কিয়ৎ দিনান্তে তহাতে নিমগ্ন হইলেন। পরে ফারসী দেশীয় লোকেরা উহাকে নানা প্রকার আশ্বাস দিয়া কহিল, যে আমরা সহায়তা করিয়া অবশ্য তোমাকে গ্রীক দেশের রাজা করিব; কিন্তু পরে ঐ গুপ্ত কুমন্ত্রণা প্রকাশ হওয়াতে পসানিয়স পালস নামে এক দেবতার মন্দির আশ্রয় করিলেন। পরে লোকেরা এক দীর্ঘপুস্করদ্বারা মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিল। তাহাতে পসানিয়স ক্ষুধা পিপাসাদ্বারা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

পসানিয়সের পরলোক প্রাপ্তি হইলে পরে রাজনীতি বিষয়ে বিজ্ঞতম এজিস নামে এক ব্যক্তি উহার ঐ পদ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি সর্বদা ব্যাক্যদ্বারা প্রকাশ করিতেন, যে যদ্যপি আমরা বিস্তর লোকোপরি পুডুস্ত করিতে ইচ্ছা করি তবেই বিস্তর জাতির সহিত অবশ্য যুদ্ধ করিতে হইবে। এই ব্যক্তির অধিকার কালে কলিক্বেটাইভেস নামে ও লাইসেগুর নামে দুই সেনাপতি ছিল; কিয়ৎ কালান্তে লাইসেগুর সেনাপতি আথেন্স দেশ জয় করিয়া তদদেশস্থ বৃহৎ প্রাচীরাদি সকলি ভগ্ন করিল, ও তাহাদিগের জাহাজ সকল দগ্ধ করিয়া স্বীয় সকল নৌকাতে বর্ণরপাদি নানা ধন পরিপূর্ণ করিয়া

হুমেশে গমন করিল। পরে জার্টানের বিবেচনা করিয়া এই শাসন করিল, যে রাজসম্বন্ধীয় ক্রিয়া ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি এই স্বর্ণ রূপাদি ব্যবহার করিতে পারিবে না।

রাজা এজিসের কালপ্রাপ্তি হইলে পর লাইসেগুর নামক সেনাপতি সাহায্য করিয়া আজিসিলাস নামে এই রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে রাজ্যাভিষিক্ত করাইয়া সিংহাসনোপবিষ্ট করাইলেন; এই যুবরাজ গৌরবাকাজী ও সাহসী ছিলেন, এবং সম্মুখবীরত্ব বিশিষ্ট হইয়াও সুশীলদ্বারা ভাবৎ ব্যক্তিদিগের মনোরম ছিলেন, এ প্রযুক্ত ইফেরাই নামে সভাস্থ লোকেরা ভীত হইয়া এই রাজাকে অপবাদী করিয়া ধনদ্বারা দণ্ড করিল। পরে এই আজিসিলাস স্ব দেশীয়দিগের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া আক্রমণ পূর্বক ফারসীদিগকে জয় করিলেন, কিন্তু সর্বতোভাবে জয় হইলেও জার্টানদের ক্রতি বোধ হইল।

পরে রাজা আজিসিলাস ও লাইসেগুর সেনাপতি দুই জন পরস্পর ইর্ষা প্রযুক্ত উভয়ের আত্যন্তিক আন্তরিক আশ্রয়তা প্রাপ্ত ছিল না, কিন্তু উভয়ে এক অব্যাবস্থিতি প্রযুক্ত পরস্পর একা হইয়া রাজ্যরক্ষার্থে সংগ্রামাদি করিতেন। একদা লাইসেগুর ফিবেনদিগের সহিত উৎকট সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া রণস্থলে প্রাণত্যাগ করিলেন। এই লাইসেগুরের ধনোপার্জননের নানা উপায় চিরকাল ছিল বটে, কিন্তু তথাপি তিনি এমন দীন ছিলেন, যে মৃত্যু সময়ে আগনার কন্যার কারণ কিছু ধন সংস্থাপন না করিয়া গেলেন।

পরে অতি সামান্য বিষয়ের নিমিত্তে জার্টানদিগের সহিত ও তিবেন নামে রাজধানীযুক্ত যে বিওনিয়া দেশ, তদ্রূপ লোকদের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ হইল। একদা উভয় পক্ষ লোকেরাই বহু যত্ন পূর্বক নানা অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা অতি ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল, কিন্তু কিছু দিনান্তে বিওনিয়া দেশীয় লোকেরা কঠোর যুদ্ধদ্বারা লুক্সা নামক প্রান্তরে লাদিতিমনীর লোকদের ভাবৎ সৈন্য সামন্তদিগকে

রূপশায়ী করিল। আর এমন অবস্থা করিল, যে তাহাদিগের প্রাণের
 রাজার অধিকারাবধি এমন কখন হয় নাই। পরে ভগ্নদূতদ্বারা ঐ
 পরাজয় সম্বাদ স্পার্টান দেশে পৌছিল, তাহাতে সেই সময় ইফো-
 রাই নামক সভান্ লোকেরা মল্লযুদ্ধ যুক্ত কোন মহোৎসবে ব্যস্ত
 ছিল; এবং তাহাদিগের পণ ছিল, যে এ মহোৎসবে কোন পুকারে
 ভক্ত না হয়, একারণ তাহারা ঐ সম্বাদ সকলকে না জানাইয়া সমরে
 মৃতব্যক্তিদের মাতা পিতা ও বন্ধু বান্ধবকে ঐ সমাচার দিল; তাহাতে
 তাহাদিগের সম্মুখ সাহস পুকাশ হইল, কারণ তাহারা আপন
 পিতা ও পুত্র ও ভ্রাতা ইত্যাদির সঙ্গায় মৃত্যু সম্বাদ শুনিলেও কোন
 খেদোক্তি না করিয়া বরং আনন্দযুক্ত হইয়া পরস্পর মঙ্গলাচরণ
 করিতে লাগিল। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি রণহইতে পরাজু হইয়া
 আসিয়াছিল, তাহাদিগের মাতা পিতা বন্ধু বান্ধব ঐ সম্বাদ শুনিয়া
 বড় ক্রুদ্ধ হইল, এবং তাহারা মলিন বস্ত্রাচ্ছন্ন হইয়া অধোবদনে
 থাকিল। আর ঐ রাজ্যে লাইকর্গিস কর্তৃক এমত রান্ধা চলিত
 ছিল, যে যে ব্যক্তি যুদ্ধহইতে পরাজু হইয়া আসিবে সেই ব্যক্তি
 স্বপদচ্যুত হইবে, এবং তাহার অর্দ্ধ আশ্রম মুণ্ডনও পঞ্চ বর্গসিক্ত বস্ত্র
 পরিধান করিতে, আর অন্যের ইচ্ছাধীন পুহার সহ্য করিতে হইবে।
 কিন্তু রাজা আর্জিসিলাস রাজ্যের কোন অমঙ্গল ভয় প্রযুক্ত বিবেচনা
 করিয়া এই ব্যবস্থা দিলেন, যে আদ্য ঐ সকল ব্যবস্থা স্বিকৃত থাকুক,
 পর দিন কের পুকাশিত হইবে, ইহা কহিয়া দণ্ডযোগ্য ব্যক্তিদিগকে
 ভদ্রিনে রক্ষা করিলেন।

পরে রাজশাসন প্রযুক্ত বিপক্ষ সৈন্যের ওদন পাকাপি ঐ ঐশ্বর্য
 বিশিষ্ট স্পার্টান নগরহইতে কখন দৃষ্ট হয় নাই, কিন্তু একদা
 ইগামিননডন্ নামে গ্রীক দেশীয় এক জন সেনাপতি সসৈন্য হইয়া
 ঐ নগরসম্মুখে উপস্থিত হইয়া ছাউনি করিল। তাহাতে ঐ স্পার্টান
 নগরস্থ আর্জিসিলাস নামক সেনাপতি নানা কৌশলদ্বারা এমত
 সঙ্গায় আরম্ভ করিল, যে ঐ গ্রীক সেনাপতি যুদ্ধে বিমুখ

হইয়া পলায়ন করিল। পরে যে সময় আজিসিলাস নামক সেনাপতি লাসিডিমোন সৈন্যের সহিত কোন প্রয়োজন নিমিত্তে গুমাত্তর গমন করিয়াছিলেন, এতৎ কালে এই পামিননডস সেনাপতি আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিল; তাহাতে এই নগরবাসি বালক বৃদ্ধ বনিতা, ও আর্কডিয়ন নামে এই আজিসিলাস সেনাপতির পুত্র, যোরতর সময় করিল, তাহাতে এই সেনাপতি প্রাণভয়ে যুদ্ধের আশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পরাজুখ হইয়া দ্বিতীয়বার পলায়ন করিল।

কিন্তু লাসিডিমোনীয়দেরা খিব দেশীয় লোকের সহিত যুদ্ধবিষয়ে এতাদৃশ অপমান গুল হইয়াছিলেন, যে তাঁহাদিগের পরাক্রম ও সুখ্যাতি চিরকাল জর্জরিত হইয়া থাকিল। পরে কিয়ৎ দিনান্তে রাজা আজিসিলাস চতুরশীতি বৎসর বয়ঃক্রমে পরলোক প্রাপ্ত হইলেন; তাঁহার যুদ্ধবিষয়ে নান প্রকার বীরত্ব প্রকাশ ও পুণর্না ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার এক মুখ্য দোষ এষ্ট, যে তাঁহার পরামর্শাবলম্বনে অন্য লোক কর্তৃক রাজ্য হ্রাস ভিন্ন হইল। সে যাহা ইউক, পরে আর্কডিয়ন নামে এই রাজার পুত্র এই রাজ্য সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন। এক সময় মাসিডন দেশীয় ফিলিপ নামক তুণ্ডি বিজয়ী হইয়া আশ্বশ্লাঘা করিয়াছিলেন, তাহাতে এই আর্কডিয়ন নরপতি কহিলেন, যে ওহে রাজন, তোমার গাজছায়া পরিমানে কিছু অধিক আছে? পরে এই রাজার কালপ্রাপ্তি হইলে এজিন নামে তাঁহার পুত্র রাজ্যসিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু মাসিডিমোনীয়দিগের সহিত সংগ্রামে পরিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

পরে এই রাজা এজিনের মৃত্যু হইলে ইউডামিডস নামে তাঁহার পুত্র রাজত্বগ্ধরী হইলেন; তিনি ভীক্ষুবৃত্তি বিশিষ্ট হইয়াও মৃদু স্বভাব যুক্ত ছিলেন, ও সাকল্য বিষয়ে পরিমিত ছিলেন। আর ক্লিরটোটেস নামকের পুত্র ক্লিয়মিনেস নব্বতোভারে এই রাজার সহায় ছিলেন; পরে কিছু নিবসান্তে রাজা ইউডামিডসের পরলোক প্রাপ্তি হইলে আর্কডিয়ন নামে তাঁহার পুত্র রাজা হইলেন, এবং

ক্লিয়নিমসের কাল প্রাপ্তি হইলে আরিয়স নামে তাঁহার পুত্রোক্ত উত্তরাধিকারী হইলেন, কিন্তু ক্লিয়নিমস নামক তাহার পিতৃব্য রাজ্যাভিলাষ প্রযুক্ত নানা বিপাকতাচরণ করিয়াছিল, এবং এক দিন ইপাইরস দেশীয় পিরস নামক ভূপতি তাহার লক্ষ হইয়া যথেষ্ট সৈন্য সামন্ত সমভিবাহারে ঐ লাসিডিমন নগরের সম্মুখে উত্তীর্ণ হইয়া থাকিল, কিন্তু তৎকালে কেহ জানিতে পারে নাই। পরে লাসিডিমনীয় লোকেরা পরামর্শদ্বারা তদ্রূপস্থ জ্ঞী লোক-দিগকে ক্রীট দেশে পাঠাইতে ছিন্ন করিল, তাহাতে ঐ জ্ঞীলোকেরা আর্কডেমিয়া নামে এক জন জ্ঞীলোককে রাজসভাতে প্রেরণ করিল। ঐ জ্ঞীলোক একখানি শাপিতান্ত্র হস্তে লইয়া সভায় হইয়া কহিতে লাগিল, যে হে সভাসদগণ, যদ্যপি তোমরা সংগ্রামে পরীর ভাগ্য কর তবে ক্রীট দেশীয় জ্ঞী বর্গে জীবন ধারণ করিয়া থাকিবে, এতাদৃশ বোধ করিও না, কর্তব্যাকর্তব্য আজ্ঞা কর। ক্রীট দেশের উপকারার্থে প্রাণবায়ু পর্য্যন্ত দ্বীকৃত হইয়া প্রস্তুত আছি। তাহাতে লাসিডিমনীয়দেরা উহাদিগকে সহায় করিয়া এতাদৃশ অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিল, যে ঐ পিরস নামক সেনাপতি পলায়ন করিল; কিন্তু ঐ রাজা আর্গস্ নগর লুট করিতে উপক্রম করিলে পর তদ্রূপস্থ কোন ব্যক্তি ইষ্টকদ্বারা তাহাকে এমন আঘাত করিল, যে তাঁহাতেই তাঁহার প্রাণ ত্যাগ হইল।

তদনন্তর এজিস্ নামে রাজা ইউডামিডনের পুত্র রাজ্যে অভি-
ষিক্ত হইলেন। ঐ যুবরাজের বৃত্তি বিবরে তাহন্নগরস্থ লোকেরাই
প্রত্যাশীপন্ন ছিল। ক্লিয়নিমস নামকের পুত্র লিওনিদস তাঁহার
সহকারী ছিলেন। যৎকালে তিনি সিলুকস্ রাজার দেশহইতে
ক্রীট দেশে আইলেন, তখন তিনি সে দেশে যেমন সুখ ভোগ
করিতেন ক্রীট দেশেও তেমনি সুখ ভোগ করিতে ইচ্ছা করিতে
লাগিলেন। কিন্তু ঐ এজিস্ নামক রাজা যৌবন কাল প্রাপ্ত হইয়া

ও লুণ্ঠেতে বিরক্ত ছিলেন, এবং পূর্বে মত স্থাপন করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন।

মার্টী দেশে লাইকরগস কর্তৃক এমন ব্যবস্থা চলিত ছিল, যে আপন ১ ভূমি সকলস্থান বিক্রয়াদি করিতে পারিবে না; তাহাতে চিরকাল প্রজাবর্গে এই মত অনাধা করিত বটে, কিন্তু রাজা এ ব্যবস্থার অন্যমত আজ্ঞা দিতেন না, একারণ বহুকালে এক ২ বংশ এক ২ শত বর লোক হওয়াতে ভূমি স্বকল অচিহ্নিত হইয়া বিভিন্ন হইল, এতদ্বিনিবন্ধে লিয়নিডস রাজার অধিকারে অপটিগাডিয়স নামে এক জন ইফোরাই লাইকরগসের এই ব্যবস্থা পরিবর্ত করিতে মনোবৃত্তি করিলেন, এবং ধনি লোকদের পক্ষ হইয়া আপন পরামর্শ লওয়া-ইতে ছিলেন। এতৎকালে রাজা এজিসের মন্ত্রণাধারা লাইসেসের নামে আর এক জন ইফোরাই এই পরামর্শ গ্রহণ করিলেন/যে তাবৎ ঋণগুস্ত লোকদের ক্ষমা, ও ভূমি বিষয়ে পাত্র বিশেষে অধিকার, এবং লুণ্ঠ প্রাচীন বংশে পোষ্য পুত্র লইয়া লাইকরগসের ব্যবস্থা শিক্ষা করান, এই সকল ব্যবস্থা চলিত হউক।

তদনন্তর লাইসেসের নামে এক জন ইফোরাই লিয়নিডসকে এক বিদেশস্থ কন্যা বিবাহ করণ জন্য মহাদোষে দূষ্য করিয়া রাজসভাতে জানাইলেন, তাহাতে এই লিয়নিডস রাজভয়ে পলায়ন করিয়া মিনেরা নামে দেবতার মন্দির আশ্রয় করিয়া থাকিলেন। একারণ ক্লিয়টোটিস নামে তাঁহার জামতা নানা চেষ্টাধারা এই রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। পশ্চাৎ যৎকালে এই ক্লিয়টোটিস ও রাজা এজিস উভয়ে ঋণদিগের ঋণমুক্তির নিমিত্তে ও ভূমি বিভাগ করিবার জন্য এক পরামর্শ হইয়াছিল, তৎকালে রাজা এজিসের পিতৃব্য এজিসলাস নামক, তিনি ঐতৎক ভূমি ও বসতবাট প্রভৃতি বহুক দিয়া অনেক ঋণগুস্ত হইয়া রাজা এজিসকে এই মন্ত্রণা দিলেন, যে এক বিষয় সম্মত না করিয়া অন্য বিষয়ে হাত দেওয়া

অনুষ্ঠিত; অতএব অগ্নে ঋণিদিগকে মুক্ত করিয়া পশ্চাৎ ভূমি বিভাগ বিষয়ে বিবেচনা করিলে ভাল হয়। তাহাতে রাজা এজিস এই মত আজ্ঞা দিলে পর এই ধর্ম এজিসলাস আপনি ভূম্যাদি বহুকি ঋণ-হইতে মুক্ত হইয়া তাহাতে অন্য লোকদের ভূমি বিভাগ বিবেচনা না হয় এমনত কুমন্ত্রণা দিতে লাগিলেন। অপর কোন যুদ্ধোপস্থিত হও-য়াতে রাজা এজিস দেশান্তরে প্রস্থান করিলেন, এমন সময় পাইয়া এজিসলাস ইফোরস পদ প্রাপ্ত হইয়া রাজা শাসন করিতে লাগি-লেন। কিন্তু অনেক অবিচার ও দৌরাত্ম্য করাতে দেশস্থ লোকেরা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া ও লিয়নিডসকে রাজা করিল। এতৎকালে রাজা এজিস এই দেশে আসিয়া মিনেব্রা নামে মন্দির আশ্রয় করিয়া থাকিলেন। তাহাতে কোন বিশ্বাসঘাতক বন্ধু লোক এই সম্বাদ রাজাকে কহিয়া এজিসকে কারাগারে বদ্ধ করাইল, এবং এই এজিসকে ও তাঁ-হার স্নাতা আজিসিস্‌ত্রাটাকে এবং তাঁহার স্নাতামহী আর্কিডেমি-য়াকে এই তিন জনকে রাজা বধ করিতে হির করিলেন, কিন্তু গিয়-নিডসের কন্যা যে ছেলনেনস, তিনি রাজাকে জানাইয়া আপন স্বামী ক্লিথম্বোটসকে বাচাইলেন।

পরে কিছু কালবসানে রাজা লিয়নিডসের পরলোক প্রাপ্তি হইলে ক্লিথম্বেনস নামে তাঁহার পুত্র স্পার্টান রাজ্যের অধিপতি হইলেন; তিনি অল্প ভোগী ও ধীরত্ব স্বভাব বিশিষ্ট হইয়াও আত্ম গৌরবাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, এবং প্রথম অধিকার সময়ে নানা দিগদেশীয় বৈরিলমূহ জয় করিয়া শৌর্যদ্বারা সূর্য্যের ন্যায় প্রবল প্রতাপা-বিত হইলেন। এ প্রকার দেখিয়া ইফোরাই লোকেরা অন্তঃকরণে ভীত হইল, পাছে এ ব্যক্তির শাসনে তাবৎ প্রজাবর্গে বশীভূত হয়। পরে এক সময় এই রাজা কোন দিগিদিক জয় করিয়া স্পার্টা দেশে প্রত্যাবর্তন কালে স্বদেশস্থ কণ্টক স্বরূপ জ্ঞান করিয়া ইফো-রাই লোকদিগকে দূর করিবার জন্যে কএক জন সৈন্য সামন্ত মনজী ভূত করিয়া অগ্নে পাঠাইয়া দিলেন, তাহাতে তাঁহার নানা প্রকার

যুদ্ধ করিয়া চারি জন ইকোরাইকে বন্দী করিল, অবশিষ্ট যে এক জন ছিল সে লমাইয়া আগুন প্রাণ রক্ষা করিল।

পর দিবস প্রাতঃকালে রাজা কিরমিনেন্ ইকোরাই সভাতে প্রবিক্ত হইয়া এই সভায় কাষ্ঠানর আগনার নিমিত্ত এক খানি রাখিয়া আর তাবৎ স্থানান্তর করিতে আজ্ঞা দিলেন, এবং সভায় সকল লোকদিগকে বিনয় রচনাদ্বারা কহিলেন, যে স্থর, আমি তোমাদিগের এই হে সকল উপদ্রুবাদি করি সে কেবল রাজ্যের হিতের নিমিত্তে জানিবা, ইহাতে আমাতে দোষ সত্তাবনা হয় না, এবং তোমাদের ও রাজ্যের প্রকলের জন্যে লাইকরণের স্থাপিত যে সকল ব্যবস্থা, তদনুসারে চলিতে আবশ্যকতা আছে; ইত্যাদি কথাবার, দৌরাণ্য বিষয়ে আপনাকে দোষশূন্য করিলেন; এবং তিনি তাহাদিগের উপর আরো একটি উপদ্রব করিতে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে তদনগরস্থ অশীতি জন লোককে দেশের বহিষ্কৃত করিয়া একটি পক্ষে তাহাদিগের প্রত্যেকের নাম ও দোষ লিখিয়া টাঙ্গাইতে আজ্ঞা দিলেন। পরে নগরস্থ সমুদায় লোকদিগকে ভূমি বিভাগ করিয়া দেওন কালে এই দেশবহিষ্কৃত ব্যক্তিদিগের ভূমির একই অংশী দিয়া অস্বীকার পূর্বক এই আশ্বাস দিলেন, যে নিগল রাজ্য হইলে তোমাদিগের পুনঃ অরণ করিব; এ কথা কহিয়া তিনি ও তাহার খন্তর ও বহু লোকেরা বহু উপাধিকৃত যে সকল ধন, তাহা সাধারণ ব্যয়ের নিমিত্তে রাজ্য ভাণ্ডারে সমর্পণ করিলেন। এবং তিনি বৈষ্ণবধীন কোন অত্যাচার করিব না, এই অস্বীকার করিয়া ইহার প্রামাণ্য স্বরূপ নিজ ভ্রাতাকে সহকারী রাখিলেন, আর প্রকাশ্য রূপে ভোজন ও অভ্যাসাদি যে সকল মানিভিমনীর প্রাচীন রীতি, তদনুসারে বানকদিগকে শিক্ষা করাইতে আজ্ঞা দিলেন। এবং তিনি দুই ভোগ বিষয়ে লোকদের যেমত আজ্ঞা দিতেন, আপনিও তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়াছিলেন, কল টংকুট পরিষ্কার ও গৃহ সজ্জাদি আকরিকা পূর্যমত করিবার খারাতে কাল যাপন করিতেন।

তদনন্তর রাজা ক্লিমিনেন্স এবং আর্কাইয়া দেশীয় আর্কাইন নামক সেনাপতি এই দুই জনে ঐখ্যাজিমিনী পুখুত তুহল সঙ্গায় উপস্থিত করিল, তাহাতে লাসিডিমনীয় রাজা যে ক্লিমিনেন্স, তিনি সঙ্গায় বিষয়ে অতি শৌর্য্যাস্থিত ছিলেন বটে, কিন্তু পূর্বের বিবিধ যুদ্ধপরিশুমদ্বারা জীর্ণবল প্রযুক্ত ঐ যুদ্ধে পরাভূত হইলেন, তাহাতে মিশর দেশীয় টলমি নামে রাজার শরণাপন্ন হওয়াতে ঐ রাজা তাহার মাতা ও সন্তানগণকে বন্দক রাখিয়া সাহায্য করিলেন। পরে ঐ ক্লিমিনেন্স আণ্টিগণেশ নামে মাসিডন দেশীয় রাজার সহিত পুনরুদ্ধ করাতে পরাজয়ী হইয়া ক্লার্টান নগরহইতে পলায়ন করিয়া মিশর দেশে আশ্রয় করিলেন; তাহাতে ঐ রাজা টলমি তাহাকে পারস্যদগণের সহিত কারাগৃহে বদ্ধ করিলে তাহার কারাগারে চিবকাল বদ্ধ থাকা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ ইহা বিবেচনা করিয়া অস্ত্রাঘাতে পরস্পর প্রাণত্যাগ করিল। অনন্তর কিছু দিনান্তে ঐ রাজা তাহার মাতাকে পরিবারের সহিত প্রাণদণ্ড করিলেন।

পশ্চাৎ রাজা আণ্টিগণেশের সহিত যুদ্ধ হইলে পর মাসিডনীয় লোকেরা ক্লার্টান নগর স্বায়ত্ত করিয়া লাসিডিমনীয় লোকদের মধ্যে রাজা ক্লিমিনেন্সের পৌত্র আর্জিসিপলেন্স ও লাইকরগন এই দুই জনকে রাজা করিতে অনুমতি দিলেন। পশ্চাৎ কোন অপঘনদ্বারা আর্জিসিপলেন্স লাইকরগন কর্তৃক রাজ্যহইতে দূরীকৃত হইয়া পলায়ন করিলেন। কিছু কালান্তে ঐ লাইকরগনের পলাইতে হইল; তাহাতে মাখানিডন নামে কোন ব্যক্তি ঐ পদপ্রাপ্ত হইয়া তদদেশে ইজেক্সাই সভা লুপ্ত করিলে তদনন্তর ঐ রাজা মাখানিডন আর্কাইয়া লোকদের সঙ্গায় প্রাণত্যাগ করিলেন।

তাহার পর রাজা মাখানিডনের পরলোক প্রাপ্তি হইলে পর মাকি নামে ক্লার্টান দেশীয় ভূপতি হইলেন। তিনি কৃপণের অগুণা ও স্বার্থবিক্রম, তবেই সুতরাং প্রজা বর্গের অপ্রিয় ছিলেন। আর সগায়িত প্রকারিকাকে বেশ বহিষ্কৃত অথবা গুপ্ত রূপে বধ করিয়া

সমুদ্রীয় ধন গৃহণ করিতেন। আর তাহার ধনের কথা অধিক কি নি-
খিল, তিনি ধন আদান করিবার জন্যে আপন ত্রী সমূহ একটা কা-
ঠের প্রতিমূর্তি নির্মাণ করিয়া তাহার হস্ত পাদাদিতে সমূহ লৌহ
শলাকা বিস্তারিত ক্রমে বিভক্ত করিয়া উত্তম বস্ত্র অভরণাদি দ্বারা ভূ-
ষিত করিলেন; তাহাতে যে স্বেচ্ছাসীন ধন না দেয়, তাহাকে এই
প্রতিমার সহিত কোল দিতে হইলে সে ষাণ্ডিক যন্ত্রণাতে ভোজন
পাত্রাদি বিক্রয় করিয়াও ধন দিতে স্বীকার করিত। এ প্রকার এই দুর্ভা-
ষার অধীন হইয়াও ক্লাউট নগর পূর্ব মত নানা দীরেতে ও ঐশ্বর্য্যেতে
ভারাক্রান্ত হইল। বিশেষতঃ নিকটবর্ত্তি আখাইয়া দেশীয় লোকেরা
লাসিডিম্নীর লোকের সহিত যুদ্ধে বারং পরাভূত হইয়া রুমি
লোকের সহিত মিলন করিল; তাহাতে টাইটস কুইন্টস নামে রুমি
সেনাপতি ক্লাউট দেশীয় লোকের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া প্রস্থান
করিল। এ প্রকার দেখিয়া রাজা নানিশ ভয়ে কল্পিত কালবর হইল,
কারণ যদি আপন নগরস্থ শত্রুবর্গে ইহাদিগের সহিত যোগ করে
তবেই প্রুমান উপহিত হইল। তাহাতে রাজা নানিশের বিপদ নক-
লে ইটোলিয়ান দেশীয় লোককে অধ্যক্ষ করিয়া এক পরামর্শ হই-
য়া আক্রমণ পূর্বক রাজা নানিশকে বধ করিল। পশ্চাৎ ক্লাউটনেরা এই
মতের মধ্যে থাকিয়া গ্রীক দেশের ভাব্য লোকের সহিত একা না
রাখিয়া আখাইয়া দেশের সহিত মিলন করিল।

উপদেশ কথা।

এই ইতিহাসের প্রথম প্রকরণে ক্লাউট দেশীয়রা বহলেন নান্দী
রাজার যে ২ বিবরণ লেখা গিয়াছে, তদ্বারা এই রূপ উপদেশ ব্যক্ত
হইতেছে, যে বাহ্য সৌন্দর্য্য জ্ঞানেক্ষা অন্তর সৌন্দর্য্যের বহু রূপ
শুভব আছে; অতএব যে ২ লোকেরা অতুল্য পরম সৌন্দর্য্যশালী
তাহাদের তত্ত্ববিষয়ে গর্বি না করিয়া বরং অধ্যাকরণেতর রাখা উচিত,

কেননা তাহাতে বহুবিধ বিপদ ঘটনার ও পাপরূপে পতনের
অধিক সম্ভাবনা আছে। তাহার একটি প্রমাণ দেখ, এই হেলেন রাজার
লাবণ্য ও সৌন্দর্য্যকে হেতু করিয়া একটি প্রধান রাজ্য সমভূমি
হইল। অতএব বাহ্য সৌন্দর্য্য যে বিপদের মূলভূত ইহা কেবল
নয়, কিন্তু নবীন পুণ্ডের ন্যায় অত্যন্ত কাল স্থায়ী। আর যৌবন ও
লাবণ্য ও কৃত্রিম ভূষণাদি মনুষ্যের অতি পুণশমনীয় হইলেও তাহার
পুণশা আমাদের চোখে নীচ, সেই অন্তরঙ্গ জগদীশ্বরের দৃষ্টিতে,
সে সকল ভূষণপেছা ও লজ্জাজানিকা। কিন্তু মনুষ্যেরা তাহা না বুঝিয়া
প্রায় সর্বদা এই রূপ ব্যবহার করে। দেখ, উত্তম রূপদান ও মধুর
বাক্য বিশিষ্ট ব্যক্তি সকল যদ্যপি বিদ্যা ও বুদ্ধি বিহীন হয়, এবং
মনেতেও কুরীতির জোড়া ধারণ করে, তথাপি তাহারা লোকদের নি-
রুটে আদরনীয় হয়, কিন্তু অনেক বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ লোকেরা
এ সকল কৃত্রিম ভূষণভাবে অনাদৃত হইয়া গুপ্তের ন্যায় থাকেন।

আর ত্রন নগরের আক্রমণ ও যুদ্ধবিষয়ে যে কথা লেখা গিয়া-
ছে, তাহা পাঠ করিলে পাপ যে কি রূপ সর্বনাশক বস্তু, তাহা আ-
মরা বিশেষে জানিয়া লোমাঞ্চিত হইয়া থাকি। দেখ, পাপ হইয়াছে
এক প্রকার অধিকরণ স্বরূপ, যেমন একটি অগ্নির ফিল্মিক ভূগ সমূহ-
মধ্যে গড়িলে প্রথমতঃ গুপ্ত ভাবে থাকে, কিন্তু ক্রমেঃ গুমেঃ পরিয়া
শেষে এমনত প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, যে তাহাতে দেশ সমুদ্র এক
বারে ভস্মরাশি হইয়া যায়, তাদৃশ জানিকা। দেখ, এক জনের
অনিবারিত কাম ও লল্লটতাতে কি পর্য্যন্ত সর্বনাশ ও দূঃখ
না ঘটিল। কিন্তু তাহারা এ রূপ সর্বনাশক ক্রিয়াতে রত, জগ-
দীশ্বরের নিকটে তাহাদের যে কি রূপে প্রতিফল হইবে তাহা
এইরূপে বুঝা যায়না। আর তাহারা দুষ্টতা পুয়ুক্ত এতদ্বিধে এই-
রূপে অহঙ্কার করিতেছে করুক, ও এরূপ লজ্জাকর ক্রিয়াতে তাহা-
রা পুণশা বোধও করুক, কিন্তু অত্যন্ত দিনের মধ্যে তাহাদের
সর্বনাশক কাম উপস্থিত হইলে যখন এই দুষ্টার্থের স্মরণ তাহাদি-

গতক কাল সপর্ণর সম্মুখ হইয়া দণ্ডন করিবে, তখন অবশ্য জানিবে যে পাপ কর্ম কি রূপ দুঃখদায়ক। আর দেখ, যে ব্যক্তি আপন সম্মুখ দ্বারা আপন দেশ উদ্ধার করিল, এবং আপন বৃদ্ধ পিতাকে শোক প্রাপ্ত করাইয়া তাহার ন্যূন প্রতি হেতু হইল, এমন যে এই লম্বট পারিস্ সে কিছু দিনের নিমিত্তে আপন দুই উদ্বোধন সকল করিবার জন্যে গর্ভ করিতে পারিত, কিন্তু এই গর্ভ শীঘ্র খর্ব হইয়া গেল : কেবল আপন অংশ পৃথিবীতে অবিনাশ্য রূপে স্থাপন করিল। আর পাপ করিতেও তাহার মন এমন পাব্যবসায় আধিক্য বঞ্চিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তথাপি বোধ হয় যে এই ব্যক্তি আপন পাপের ভয়ানক ভাবনাদ্বয়ে এক মুহূর্ত্ত নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিত না, বরং যখন আপন বৃদ্ধ পিতা ও বন্ধু বান্ধবগণের সমূহ রক্তধারা স্রোতবাহী পথ দেখিল, তখন তাহার অন্তঃকরণে অবশ্য কঠোর বেদনা লাগিয়াছিল। অতএব তাহারাইদৃশ জোতবশেষে একপ পাপ কর্ম করিতে প্রস্তুত আছে, তাহার। যেন পুঙ্খমতঃ এই সকল মনে স্থান দেয়, যে আমরা একপ অধর্ম্ম কর্ম করিলেই অপরিমিত দুঃখের আক্কেল হইব, অর্থাৎ কি না লোকসমূহকে যে শোক লাগরে মগ্ন করিব তাহা কেবল নয়, আপনঃ মৃত্যুশয্যা ও কণ্টক দ্বারা নিশ্চান করিব, আর মরণান্তে এই সকল আমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে।

আর সার্ভা দেশীয় লোকেরা যে অসম অটল সাহসিক ও অতি সতর্ক ছিল সে সত্য বটে, কিন্তু সে সাহস কেবল ক্রুরতাতে নিশ্চিত, সুতরাং পতঙ্গ ব্যায় ছিল। আর তাহাদের ব্যবহারে একপ শাসন নিষে, যে বানক জগ্গিবামাত্র পিতামাতা কর্তৃক রাজকীয় লোকের নিকটে আনীত হইবে, তাহাতে এই রাজকীয় লোকেরা বালককে গণ্যকায় এবং সবল দেখিলে পুনশ্চ দিবে; আর খর্ব জীব দেখিলে রাজপথে নিঃক্ষেপ করিয়া নষ্ট করিবে; কিন্তু একপ ব্যবস্থা ক্রমিলে দুঃখ দিহেরা অবশ্য স্থগী করেন। আর তাহাদের যুবা লোকের

প্রতিও যে রূপ ব্যবস্থা নিরূপিত ছিল, তাহা আমরা এইখানে ছাত্র-
দিগকে তদনুরূপ চলিতে এক বারও বলিতে পারি না। যে হেতুক
রাজ আজার বশীভূত থাকিতে হয়, আর পিতা মাতার আজ্ঞা
পালন ও বৃদ্ধ লোকদের সমাদর করিতে হয়, তাহা কেবল
নয়, আপন ও মরণকে সর্বদা ভুল করিতে হয়, আর সর্বা-
পেক্ষা আপন ২ দেশ ও সুখ্যাতিতে অধিক স্নেহ রাখিতে হয়।
কলতঃ স্টার্ট দেশীয় লোকেরা এমন বিবেচনা করিয়াছিল,
যে লোকদের অহঙ্কার জাত মিথ্যা। সুখ্যাতির যে অভিলাষ, সে
উত্তম কর্মের মূলভূত। আর যে ব্যক্তি এ রূপ আশা অঙ্করণে
রাখে, সে মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ হইতে পারে; অতএব আত্মপূরণের বিষয়
এই, যে তাহাদের সমূহ বিদ্যা থাকিতেও তাহারা প্রকৃত জ্ঞানের
আদি সোপানও প্রাপ্ত হয় নাই, যে হেতুক সেই জ্ঞানদ্বারা
যে আমাদের আপন ২ দেশের উপরে ও পিতা মাতার উপরে স্নেহ
জন্মিতেছে তাহা কেবল নহে, তবে কি না সকল উত্তম কর্মের মূল
যে জগদীশ্বরেতে প্রতিষ্ঠা, তাহাও জন্মিতেছে, কলতঃ প্রকৃত জ্ঞানের
কর্ম এই, যে কেবল ঈশ্বরের মহিমা বর্জনার্থে জন্মিয়া। জীবৎ-
মান থাকিতে হয়। সে যাহা! ইউক, এই সকল কথাদ্বারা এই দ্বির
জানা যাইতেছে, যে গ্রীক লোকেরা শিল্প কর্ম ও অন্যান্য বিদ্যাতে
নিপুণ পুণ্যক পুণ্যসমীয়াও ঘোরতর ভ্রমেতে ও মিথ্যা ধর্মেতে
মগ্ন ছিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

মাসিডনীয়দিগের বিবরণ।

মাসিডনীয় নামে যে দেশ, এই দেশের পূর্ব সীমা ইজিয়ান নামে
সমুদ্রের দ্বারা চিহ্নিত ছিল, আর থেসালি ও ইপাইরস দেশের

দ্বারা দক্ষিণ সীমা নির্ণীত, এবং পশ্চিমে আফ্রিকাটিক ও উনানি সমুদ্রদ্বারা, আর উত্তরে ফ্রিমেন নদী ও জার্ডান নামে পর্বতের দ্বারা সীমার নিরূপণ ছিল। এই চতুঃসীমাবদ্ধিত মাসিডন নামে দেশে প্রথমে অল্প লোক বসিষ্ট থাকিয়া অরাজক ছিল বটে, কিন্তু প'চাৎ ক্রমে ২ ঐ লোকেরা একত্র এক পরামর্শ হইয়া এক জনকে প্রধান হু দিয়া আপন দেশের রাজা করিল। ঐ দেশে খীতরীয়া সুখল্লশ বা-
হুর গতিবিগতিদ্বারা তদেশস্থ লোক সকল সুস্থ থাকিয়া বহুকাল জীবী হইত; এবং দেশের সমুদ্র ভীরস্থ পান্থরে উত্তম উর্বরা ভূমি সমূহেতে অসংখ্য নানা জাতীয় শস্যাদি জন্মাইত। তন্নিম্ন দেশের চতুর্দিকস্থ পর্বতাদি ভূমিতে ও অনেক জন্মাইত, কিন্তু ঐ উর্বরা ভূমির সদৃশ নহে।

ঐ মাসিডন দেশে গ্রীক দেশীয় ধর্ম শাস্ত্র ব্যবস্থা ব্যবহৃত ছিল। আর ঐ রাজা স্বাধীন থাকিয়া রাজ্য শাসন পালন করিতে ন বটে, কিন্তু অবারহা প্রচলিত করিতে ইচ্ছা করিলে সে ব্যবস্থা লুপ্ত হইত। এবং তিনি পীঠোপরি দেবমূর্তি নির্মাণ করিয়া লুকা পূর্বক নানা পদ্ব উৎসর্গ করিয়া বনি পুদানাদি দ্বারা যাজন ক্রিয়া করিতেন, আর কখন ২ যজ্ঞাদি ও করিতেন। মাসিডনীর লোকেরা মহা-
বল পরাক্রান্ত বীর ও যুদ্ধ বিষয়ে পণ্ডিত ছিল, একারণ তাহারা ক্রমে ২ দিগ্বিজয়ী হইয়া উঠিল। অধিক কি লিখিব, তাহাদের সংখ্যায় করা একটা ব্যবসায়ের মধ্যে ছিল। আর তাহাদের বালক যুবা সকল ঐ রণস্থলেতে তাবৎ বিদ্যাই শিক্ষা করিত। তাহাদের পদাতিক সৈন্য তিন প্রকার ছিল, প্রথম লঘু অস্ত্রধারী, দ্বিতীয় পেল্টোনটী অর্থাৎ অধিক অস্ত্রধারী, তৃতীয় সমূহ অস্ত্রধারী। ইহার মধ্যে তৃতীয় পদাতিকেরা সমূহবাহ করিতে পরিপঙ্ক ছিল, এবং যখন বিদ্যমান্নারে ক্ষত গতিদ্বারা অগুসর হইয়া আক্রমণ করিত, তখন অত্যন্ত ভয়ানক কালহরণ দেখাইত। আর আশ্চর্য্য কালীন ধীর হইয়া থাকিত, এই পদ্ব কর্তৃক আক্রান্ত হইলে পর্বতের ব্যার অটল হইত।

অনন্তর আরগন্দেশ্‌ কারানন্‌ নামে এক ব্যক্তি প্রথমতঃ হুদেশীয় বলবান্‌ কথক গুলির লোক সঙ্গে লইয়া মানিডন দেশে বসতি করত আক্রমণপূর্বক তদদেশের একটি নগর জয় করিল, এমনি ক্রমেঃ পশ্চাৎ সামুদায়িক রাজ্য জয় করিয়া তদদেশাধিপতি হইয়া রাজা শাসন পালন করিতে লাগিল। তাহার পরলোক প্রাপ্তি হইলে পর রাজার উত্তরাধিকারী সিনস্‌ নামে এক খিটখটীমস্‌ নামে এই দুই জন রাজা হইলেন। তাঁহারা যুদ্ধ ব্যতিরেকে কেবল পরিণাম দর্শক জ্ঞানের দ্বারাই তাবৎ কামা সাধন করিতেন। ঐ দেশে পর্তিকন নামে দুই জন রাজা ছিলেন, তাহার মধ্যে জ্যেষ্ঠ পর্তিকন নামে রাজা অশেষ বুদ্ধিমান্‌ ও পরাক্রমী ছিলেন, এবং তিনি আপন রাজ্য-ব্যক্তি করিয়া আসমুদ্র করণাহী হওয়াতে এবং তাঁহার যশেতে দিগ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ থাকাতে কোনঃ ইতিহাসবেত্তারা তাহাকে মানিডনীয় রাজা স্বাপক রাজা করিয়া বলেন। সে যাহা হউক, পরে রকসিস রাজার গ্রীক দেশ আক্রম কালে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া সুখ্যাতি পাইয়াছিলেন যে জ্যেষ্ঠ সেকন্দরশাহ, তাঁহার অধিকার পর্যান্ত মানিডন দেশের ইতিহাসের সম্পূর্ণ সূত্র আ-মণ্ডা পাউ নাই।

অনন্তর প্রথম সেকন্দর শাহের পুত্র দ্বিতীয় পর্তিকন নামে রাজা অতিশয় সুবোধ ছিলেন বটে, কিন্তু শরলতাবিশেষে তাঁহার পিতার সহিত তুলনা দিতে হইলে তাঁহাকে অনেকঃ নুন বোধ করিত। তিনি পর লোকগামী হইলে প্রথম আর্কলস নামে তাহার তনয় তৎপদাতিবিক্ত হইলেন। তিনি প্রশস্ত বুদ্ধিমান্‌ ও ব্রিহত্তর পরি-শ্রমেতে অশান্ত ছিলেন। এবং বুদ্ধি ও সৌজন্য প্রকাশ পূর্বক রাজ্য-শাসনের দ্বারা রাজ্যের এমন উপকার করিয়াছেন, যে সেকন্দর শাহের সাহস ও পর্তিকনের কপটতা এ উভয়ের দ্বারা তাঁহারা ইহার শতাব্দের একাংশ উপকার কখন করিতে পারে নাই, ইহা-তেই জান হইবে প্রথম ব্যক্তি অধিক প্রশংসনীয় ছিলেন। আর

এ রাজা আফলান্স অসংখ্যক সৈন্যদিগকে লিঙ্গাদ্বারা যুদ্ধবিষয়ে
নিপুণ করিয়া তাবৎ রাজ্যের বৃদ্ধি করণেতে সমাগরা পৃথিবীর
অধিপতি হইয়াছিলেন। তাহার বিদ্যাতে অত্যন্ত প্রীতি ছিল,
কেননা তিনি স্বয়ং পণ্ডিত ছিলেন, একারণ তাবৎ অধিকারস্থ পণ্ডিত
বর্গের সহিত নিরন্তর আলাপ করত তাহাদের সৃণেতে আশ্রয়
দিয়াছিলেন। আর রাজ্য বাটীতে গুরু দেশীয় বিচিত্র চিত্রকর
আনাইয়া বাটী চিত্র করত চিত্রের শোভাকর করিয়াছিলেন।

অনন্তর রাজা আফলান্স স্বদেশ ত্যাগ করিলে পর এ রাজ্যে বাহ
বলদ্বারা ক্রমেই দশ জন রাজা ঐ নিঃসাহসনোপধিষ্ট হইলেন। তাহার
মধ্যে আমিন্টস্ নামে রাজা পর্যায্য এ দেশের যথার্থ ইতিহাস আর
পাওয়া দুর্লভ হইয়াছে। সে যাহা হউক, এ রাজা আমিন্টস্
কোন বিপদদ্বারা আপন বংশের চিররাজ্য স্থির করিয়া কাল প্রাপ্ত
হইলে পর তাহার পুত্র সেকন্দরশাহ পিতৃপরাতিবিক্ত হইয়া অত্যন্ত
কাল রাজ্য ভোগাদি করিয়া প্রায় ত্যাগ করিলেন। তৎকালে পর-
ডিকস নামেও কিলিপ নামে তাহার দুই ভ্রাতা অত্যন্ত বয়ঃক্রম হেতুক
সিঃহাসন অপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এমন হইলে এ দেশের পসেনিয়স
নামে এক জন সেনাপতি এ রাজ্যে আত্ম অধিকার আনাইয়া স্ববলে
সিঃহাসন লইতে চেষ্টা করিয়াছিল। তাহাতে এ বলবান ব্যক্তি
রাজা হইলে এমন সকলেরি বোধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইউরিডি-
নামে এ দুই বালকের মাতা তিনি ইফ্রাটিস নামে আশ্বেষ দেশীয়
সেনাপতিকে এই সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করাতে সেই সেনাপতি
যথেষ্ট উপকার করিলেন। আপনি তাহাদের তিন জনের মধ্যবর্তী
হইয়া মাঝা বিবেচনাতে পরডিকসকে রাজ্য নির্ণয় করিয়া দিলেন।
পশ্চাৎ কিছু কাল বিনয়ে টলমী আলোরাইটিস নামে এক ব্যক্তি
বাহুবলের দ্বারা এ সিঃহাসন গৃহণ করিলে পর থিবস্ দেশীয় লো-
কেরা গিলগিডিস নামে সেনাপতিকে অধ্যক্ষ করিয়া আক্রমণ
পূর্বক টলমীকে ধর করিল, এবং পরডিকসকে এ সিঃহাসনে

পুনঃস্থাপন করিল। অনন্তর থিবস্ লোকেরা মাসিডনীয় লোক-
দিগকে স্বাধীন রাখিবার জন্যে তাহাদের ত্রিশ জন যুবা লোককে
বন্দক রাখিল, তাহার মধ্যে রাজা পরডিকসের ভ্রাতা ফিলিপ
ছিলেন; তাহাতে পিলপিডস সেনাপতি ঐ যুবরাজকে আশ্রয়স্থ
ইপামিনন্ডসের সমীপে নিযুক্ত করিলেন। তিনি পাইথাগরসের
মতাবলম্বী এক জন বড় সম্ভ্রান্ত অধ্যাপক ছিলেন; ঐ পণ্ডিত ফিলি-
পকে বিবিধ বিদ্যা এবং অস্ত্র বিদ্যা অধ্যয়ন করাইলেন। এই প্রকার
সহবাসেতে থাকিয়া যুবরাজ অবিরত উদ্যোগ ও অটল সাহস ও
সত্যতা এবং নিরাকাজ্জিত ইত্যাদি নানা শিক্ষা পাইলেন ও ইতিহাস-
বেত্তার তাহার এই দোষ বর্ণনা করেন, যে তিনি আপন অভিলাষ
পরিপূর্ণার্থে ঐ সকল শিক্ষা গোপন করিতেন।

অনন্তর এক সময় ফিলিপ নিজ ভ্রাতা রাজা পরডিকসের মৃত্যু সম্বাদ
শ্রবণ করিয়া উতট্ হইয়া তৎক্ষণাৎ থিবস্ নগরহইতে মাসিড-
নীয় দেশে প্রস্থান করিলেন, আর দেখিলেন, যে আবাদ বৃদ্ধি বিনষ্ট
তাবলগরস্থ লোকই বিরসাত্ত্বঃকরণে শোকেতে হাহাকার করিতেছে,
আর চারি জন সেনাপতি বলবান্ বাহিন্য বলগণেতে আবৃত হইয়া
চারি স্থানে থাকিয়া রাজ্যের প্রতি আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে।
এবং আর দুই জন মহা বল পরাক্রান্ত মনুষ্য সিংহাসনস্থ আপন ভ্রাতৃ
পুত্র বালকে অধিকার চ্যুত করিতে চেষ্টা পাইতেছে; এ প্রকার
রাজ্যে উপভ্রবাদি দেখিয়া ঐ ফিলিপ তখন দাবি-শক্তি বৎসর বয়ঃ-
ক্রম প্রাপ্ত হইয়াও অন্তঃকরণে কিছু শঙ্কান্বিত হইল না, বরং
আরো অধিক সাহস করিয়া আপন ভ্রাতৃপুত্রের সিংহাসন রক্ষা
করিবার জন্যে ঐ বলবান্ দুই জন শত্রুকে বাহবলেতে দূর করিয়া
দিলেন; এবং অন্যান্য বৈরি সমূহকে দমন করিয়া সৌজন্য ও
সমূহ দানের দ্বারা দেশস্থ সমস্ত লোককে বশীভূত করিলেন। তখন
লোকেরা ফিলিপের এপ্রকার আশ্রয় সাহস ও সৌভাগ্য দেখিয়া
তাহাকে ঐ বালকের সিংহাসনে অভিষিক্ত করাইল, আর কি

নিধিব, এই কিলিপ দুই তিম বৎসরের পর এতাদৃশ বর্দ্ধিকু হইল, যে জগতে তাহার উপমার স্থান ছিল না।

এ কিলিপ রাজা আত্মগৌরবাভিলাষ সম্মূর্ণ রূপে হৃদয়ে ধারণ করিতেন, কিন্তু ছলদ্বারা, বাহ্যে স্বাভাবিকের ন্যায় আত্ম নিরাকঙ্কিত প্রকাশ করিতেন। তাহার নিদর্শন এই দেখ, তিনি অশ্মিন্দ্র-পলিস নামে নগর আক্রমণপূর্বক জয় করিয়া অধিনায়কদের চাতুরী-দ্বারা এই প্রবোধ দিলেন, যে আমি কেবল নগর নিবাসিদের বিরোধ নিবারণার্থে এ কর্ম করিয়াছি। আর পুনর্বার যখন তিনি স্বার্থ চিন্তা করিয়া পলিভিয়া নামে ও নিডনা নামে এই দুই নগর স্বাধীন করিলেন, তখন এই কথা কহিলেন, যে আমি কেবল অধিনায়ক সৈন্যদের হস্তহইতে ইহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্যে এ নগর জয় করিয়াছি। ইহাতে আপন স্বার্থ কিছুই নাই, কেবল আমি আপন একু অনিনাধি লোককে এই দুই নগর প্রদান করিব। এবং আরো দেখ, যখন তিনি নেসস নদী অবধি ত্রিমন নদী পর্য্যন্ত সমুদয় দেশ বলেতে স্বায়ত্ত করিলেন, তখন এই কহিলেন, যে এতদেশস্থ জাকরীয় সুদূর রূপাদিতে আমার বাঞ্ছা নহে, কেবল এতদেশের বৈরিবিনাশার্থে অধিকার করিয়াছি। রাজা কিলিপ এপুকার কার্য সম্বন্ধ করিলে পর এই সকল ছল প্রকাশ হওয়াতে কোন আশঙ্কা করিতেন না।

অনন্তর যখন রাজা কিলিপ খেস নগরহইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন, তৎকালে তাহার এক জন দূত আসিয়া নিবেদন করিল, যে হে মহারাজ, মহাশয়ের পারমিসিও নামে সেনাপতি এলোর জাতিদিগকে পরাভব করিয়াছে। এবং এই সময়ে আর এক জন দূত সমাচার দিল, যে মহারাজার রথ ওলিম্বিক নামে খেলাতে জয় হইয়া পণ পাইয়াছে। তৎকালে আর এক জন দূত আসিয়া জ্ঞাপন করাইল, যে মহারাজার অলিম্বিয়াস নামে রাজী পেলা নগরে একটি পুত্র প্রসব হইয়াছেন। এই দূত যে পুত্রের সমাচার আনিয়া-

ছিল, সেই পুত্র খ্যাতিাপন্ন সেকন্দর শাহ জানিয়া। এই সকল শুনিয়া রাজা ফিলিপ আপন দেবতা প্রতি কহিলেন, যে হে জুপি-
তর, আমার প্রতি তোমার এত অনুগ্রহ, ইহার পরিবর্তে কি কিঞ্চিৎ
দুঃখ দিবা না?

ঐ ফিলিপ রাজা এই প্রকারে অতিশয় বিস্তারিত রাজ্য করিয়া
দৃঢ় রূপে শাসন পালন করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ সমস্ত রাজ্যের
অধিক কর গৃহণেতে প্রচুর ধনের দ্বারা কোটি ভাগ্যের পরিপূর্ণ
করিয়াছিলেন। আর তাঁহার সমস্ত গ্রীক দেশের একাধিপ
হইতে সম্মুর্ণ অভিনাষ হওয়াতে ঐ রাজা স্বাধীন করিতে যথেষ্ট
চেষ্টা পাইতে লাগিলেন, কিন্তু তৎকালে ইচ্ছা আক্রম করেন নাই,
যে অত্যন্ত লোভ করিলে পাছে ক্ষোভ পাইতে হয়। এ প্রকার হইলে
ডিমক্টেনেস নামে খ্যাতিাপন্ন আথেন্স দেশীয় এক জন সম্রাট, তিনি
ফিলিপের এই মত অতিপ্রায় জানিয়া আথেন্স দেশীয় লোকদিগকে
তাঁহার কর্মের বিশেষ কারণ জ্ঞাত করাইলেন। তাহাতে রাজা
ফিলিপ অন্যান্য সম্রাটকে উৎকোচদ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন; এবং
ডিমক্টেনেসকে কহিলেন, যে যদি তুমি আমার অভিষ্টেতে চেষ্টা
কর, তবে আমি তোমাকে উত্তম সম্ভ্রান্ত পদে নিযুক্ত করিব। আর এই
সংকল্পকের অধেষ্ট বক্তৃতা বিষয়ে তিনি কহিলেন, যে ইস্রাঈল
শারশূন) অস্ত্রদ্বারা যুদ্ধ করেন, কিন্তু ডিমক্টেনেস অতিশয় তীক্ষ্ণ
নইয়া সংগ্রাম করেন।

ঐ ডিমক্টেনেস নামক ব্যক্তি আথেন্স দেশীয় এক জন ভাগ্যবান
সপ্তদশের পুত্র ছিলেন। তাঁহার অত্যন্ত বয়সেতেই বক্তৃত্ব মূলের
অধুর থাকিলেও বাক্যের জড়তা প্রভৃতি বিবিধ বাধা প্রযুক্ত তদ্বি-
ষয়ে শীঘ্র নৈপুণ্য জন্মে এমন কাহারো বোধ ছিল না। তিনি সপ্তদশ
বৎসর বয়ঃক্রমে আপন বিরোধি অভিভাবকের বিরুদ্ধে এক মোক-
দমা করিয়াছিলেন। সেই তাঁহার বক্তৃত্বের প্রথম সূত্র, কিন্তু তাহাতে
যে তিনি আপন বক্তৃতা প্রকাশ করিয়া কৃতকার্য হইয়াছিলেন

তাহা নয়, তবে কি না কেবল আপন নায়া মোকদমা প্রযুক্তই জয়ী হইয়াছিলেন। এই প্রথম উদ্যোগের সকলই পাওয়াতে সাহসী হইয়া পরে এক জন বন্ধু লোকের মোকদমা নিশ্চয় করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার বাক্যের অগতীতা ও মুখের বিকৃত মুদ্রাদি প্রযুক্ত সভাস্থ লোক কর্তৃক এমন নিন্দিত হইলেন, যে কায়েত তদ্বিষয়ে তাঁহার ক্ষান্ত হইতে হইল। একারণ তিনি নিতান্ত মনোভঙ্গ হইয়া লজ্জাতে হঠাৎ এই মনস্থ করিলেন, যে আমি এ কাল মুখ আর কাহাকেও দেখাইব না, অতএব নিষ্ঠুরে গিয়া কাল ক্ষেপণ করি। কিন্তু শেষে বন্ধুবান্ধবদের সুপরামর্শ লওয়ানতে এবং আপন বুদ্ধি প্রভাবেতে এই মনস্থকে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া আপন বাধা তত্ত্বনার্থে সচেতন হইলেন। তাহাতে ভোতলা দোষ ভজন্যার্থে করিলেন কি, না কতক স্থলিন ক্ষুদ্র ২ পুস্তক মুখে দিয়া সর্বদা কথা কহিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের দোষ জ্ঞাননার্থে অসিচ্ছন্দে অনেক ২ শ্লোক এক নিঃশ্বাসে পাঠ করিতে লাগিলেন, এবং দুর্গমা চালু স্থানের উপরে উঠিতে লাগিলেন। আর আর্থেন্স দেশীয় সভাস্থ লোক সমূহের কলরবেতে কথা কহিবার জন্যে শব্দায়মান সমুদ্র তরঙ্গের নিকটে গিয়া বক্তৃতা দি অভ্যাস করিতে লাগিলেন। আর বাক্যের কৌশল ও অতিরিক্ত মুদ্রাদি হইলেই যে উত্তম বক্তৃতা হয় এমন নহে, বাক্য বিন্যাসাদি বিদ্যাও অপেক্ষা করে, ইহা বিবেচনা করিয়া তিনি বহু দিবস লোক সঙ্গ পরিভ্রাণ করিয়া বিখ্যাত এক কবির কাব্যগুহু অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ইতি-হাস্বেত্তারা লিখেন, যে তিনি থিউসিডিডিস্ নামক খ্যাতি-পন্ন এক ইতিহাসবেত্তার তুল্য লিখেন ও ততুল্য কথা পুণ্যলী জানিবার জন্যে তৎকৃত গুহু ক্রমিক আট বার নকল করিয়াছিলেন।

এরূপ নিয়মাদি করিলে পরে এ ডিমস্টিনিচ্ এক সময় আর্থেন্স দেশীয় সভাতে উপস্থিত হইয়া কিলিপ রাজার বিরুদ্ধে এমন বক্তৃতা দি প্রকাশ করিলেন, যে তাহাতে আর্থেন্স দেশীয় উৎকোচ

গৃহক বক্তারা উত্তর দিতে আসতা লোকের ন্যায় গলদ্বারা হইয়া
 অবাক হইয়া রহিল। আর প্রধান কি অপ্রধান সকলেই বক্তৃতা-
 শ্রোতে দূরে পড়িল। ফলতঃ শ্রোতা সকল এই সুবক্তার বক্তৃতা
 শ্রবণসময় কি নিশ্চিন্ত হইয়া মোহিত প্রযুক্ত বিবেচনা করিতে আস-
 মর্থ হইয়া এই অল্প বয়স্ক ব্যক্তির বাক্য বলেতে দৃঢ়তর সাহসী
 হইয়া পূর্বের আলস্যামী পরিত্যাগ পূর্বক স্বদেশের মঙ্গলার্থে তাঁ-
 হারি মত উদ্যোগী হইতে লাগিল। আর এই ডিমস্টিমিস্ কৃত
 অনেক গুণ্ড সকল কালক্রমে লুপ্ত হইলেও অদ্যাপি যে দুই
 একখানি গুণ্ড বর্তমান আছে, আমরা তাহার বাক্য বিন্যাস ও
 উক্ত্যম্ভ তাব দেখিয়া গৌক লোকের। যে একপ মোহিত হইয়াছিল,
 ইহাতে বড় আশ্চর্য্য বোধ করি না; এবং এই সুবক্তার বক্তৃতা শুনিতে
 যে গৌক দেশ প্রদেশের সমুদয় লোক কৌকে ২ আথেল্ নগরে আ-
 গিয়া তাঁহার আশাদায়ক বাক্যদ্বারা নিজে আলস্য ও নিরাশত্ব
 দূরকরত স্বদেশ রক্ষার্থে উদ্যোগী হইয়াছিল, আর ফিলিপ রাজা
 যে গৌক সৈন্য ও গৌক জাহাজ অপেক্ষায় ও এই ডিমস্টিমিসকে অধিক
 ভয় করিতেন, ইহাতেও আমরা আশ্চর্য্য বোধ করি না। দেখ, ফি-
 লিপ রাজা নিজে এই কথা কহিয়াছিলেন, যে ডিমস্টিমিসের কথা
 এক প্রকার তোপ ও কেল্লার স্বরূপ বোধ হয়, কেননা আমি অতি
 যত্ন পূর্বক যে সকল চেষ্টা করি, তাহাদ্বারা সে সকলই একেবারে
 ব্যর্থ হয়। আর আমি যদি আথেল্ দেশীয় সভাতে গিয়া ডিমস্টি-
 মিসের এই সকল কথা শুনিতাম, তবে আমার সঙ্গে যে আথেল্ দেশীয়
 লোকদের যুদ্ধ করা কর্তব্য ছিল, তাহা আমি অবশ্য স্বীকার পাই-
 তাম। অতএব তাঁহার এক শত্রুসাকী দেখিয়াই বিচরচনা কর, যে
 কি পর্য্যন্ত তাহার বক্তৃতা শক্তি ও স্বদেশ মঙ্গলার্থে চেষ্টা ছিল।

তদনন্তর আথেল্ দেশীয় লোকদের সহিত ও রাজা ফিলিপের
 সহিত উভয় পেরিত প্রতিনিধি লোকের দ্বারা সন্ধি হওনের কথো-
 পকথন হইতেছিল, একারণ বহু দিবসাবধি পরস্পর সংগ্রাম বিরাম

হইয়া থাকিল। তাহাতে মাসিডনীয়ানদের রাজা ফিলিপ অস্ত্র-
করণে স্থির সজ্জান্বারা এই রাজ্য দ্বারত করিবার অভিলাষ সম্বল
করিতে চেষ্টা করিতেন। এবং আমি দুর্বল লোকদের রক্ষক, ও উপ-
জনি লোকদের বৈরি, এমন গ্রীকদের পুতায় জন্মাইতে সচেষ্ট
ছিলেন। আর তিনি দেলফাই নগরে দেবমন্দিরের কিছু ভূমি অন্য
কর্তৃক অপহৃত জানিয়া, পুনরায় যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।
সে যাহা হউক, আথেন্স দেশীয় লোকেরা রাজা ফিলিপের সমস্ত মনস্থ
অবগত হইয়াছি, এপুকার কোন ছল ক্রমে রাজাকে জাত করাইল।

অবশেষে আথেন্স দেশীয় লোকেরা অন্যান্য দেশীয় লোক-
দের সহিত মিলিত হইয়া অসংখ্য পুৰল বলগণেতে আবৃত
হইয়া, ক্রুৎ ২ শতাব্দেতে নদীবেগের ন্যায় আগমন পূর্বক থিব নগরের
নিকট বিওসিয়া দেশে চিরনিয়া নামে প্রান্তরে উত্তীর্ণ হইলে পর
অক্লোদয়ের প্রাঙ্কালে উভয় সৈন্যগণ শুলী বদ্ধ থাকিয়া
পরস্পর সম্মুখস্থিত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তখন রাজা ফিলিপ
আথেন্স দেশীয় সৈন্য রূপ সমুদ্রের পুৰল বেগ বিশিষ্ট শোভা
নিবারণার্থে আপন দক্ষিণদিকস্থ সেনাদিগের অধ্যক্ষ হইলেন। এবং
সেকন্দর শাহ নামে তাহার পুত্র থিবন্ দেশীয় সৈন্যদিগের বায়ু
বেগের ন্যায় বেগতজ করণার্থে সামপার্ব্ব সৈন্য সমূহের পূর্বচাধি-
পতি তুলা অধিপতি হইলেন। তখন উভয় সৈন্যেতে পরস্পর মিলন
হইলে আথেন্স দেশীয় লোকেরা ঘোরতর যুদ্ধ করত কিছু জয়যুক্ত
হইয়া অসাবধান রূপে যখন সৈন্য তাড়না করিতে লাগিল, তখন রা-
জা ফিলিপ বলিলেন, ইহারা জয়ের ক্রম কিছুই জানেন না। একথা কহি-
য়া তৎক্ষণাৎ সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, যেমন মস্তহস্তী নলবনেতে
প্রবেশ করিলে সমুদায় নলবন ভূমিশায়ি হয়, তাদৃশ রাজা ফি-
লিপ সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া অসংখ্য সৈন্য ছিন্নভিন্ন ক্রমেতে
রক্ষণায়ী করিলেন। এবং অবশিষ্ট যে সকল সৈন্য তাহারা লজ্জা-
দ্বিত হইয়া প্রাণভয়ে বেগে পলায়ন করিল।

এপুকার জয়ী হইলে পর ডিমস্টিনিস ফিলিপের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধারম্ভের প্রকাশক এক পত্র লিখিয়াছিলেন, রাজা ফিলিপ ঐ পত্র পাঠ করিয়া তাহা ব্যঙ্গক্রমে গান করিতে লাগিলেন। তখন ডিমডেস নামে আথেন্স দেশীয় একজন সুবক্তা রাজা ফিলিপকে দ্বিজ্ঞাসা করিলেন, যে তুমি স্বাভাবিক আগ্রহমগ্নন নামে ব্যক্তির সদৃশ হইয়া খ্যারসাইটিসের তুল্য হইতে আকাঙ্ক্ষা কর? এ তোমার বড় ভুল দেখিতেছি। তখন একথা শুনিয়া রাজা ফিলিপ জয়ভিমান জনো উদ্বাদ হইতে বোম প্রাপ্ত হইয়া আপন পুত্র নেকন্দর শাহ ও আত্মবিশ্বাসী অণ্টিপাটর নামে মন্ত্রী এই দুই জনকে আথেন্স দেশীয় লোকদের সহিত সাক্ষি করিতে ভ্রমদেশে প্রেরণ করিলেন। তাহাতে আথেন্স দেশীয় লোকেরা যে পুকার সন্ধি বিষয়ে আশ্রয়িতা অনুমান করিয়াছিল তাহা না হইয়া বরং সন্ধি হইল মঙ্গল হইল।

রাজা ফিলিপ এই রূপে সমুদয় গ্রীক দেশ দ্বাধীন করিলে পর আশিয়া দেশ, অর্থাৎ ভারতবর্ষ দ্বাধীন করিতে মনোবৃত্তি করিলেন। আর ঐ সংগ্রামে রাজা স্বয়ং অধ্যক্ষ হইয়া যুদ্ধ করেন, এমন গ্রীক দেশীয় সমস্ত লোকদের বাসনা ছিল। এপুকার হইলে ইতোমধ্যে রাজা ফিলিপ ও তাঁহার মহিষী আলিম্বিয়াস এই দুই জনে হঠাৎ নিবাস উপস্থিত হইলে রাজা গুমস্ত সমস্ত বিশিষ্টশক্তি মহল্লাসদিককে সাক্ষী করিয়া আপন রাজ্যকে পরিত্যাগ করিলেন। এবং মাদিডন দেশীয় বিশিষ্ট বংশজাত আটালন্স নামে এক ব্যক্তির কন্যাকে ক্রিওপাতাকে দারপরিগৃহ করিলেন। ক্রিওপাতার মৃত্যুর এক সময় রাজা ফিলিপ আত্ম কন্যার বিবাহ মহোৎসবে অত্যন্ত সমারোহ করিয়া দ্বাদশ দেব পুতিমূর্ত্তি সমভিযাহারে ঘটা করিয়া যাইতে ছিলেন, ইতোমধ্যে আটালন্স নামে সেনাপতি কর্তৃক অপমানিত হইয়া পসানিয়ন্স নামে এক লোক একখানি তীক্ষ্ণ ধার বি-

শিষ্ট কাটারি লইয়া অকস্মাৎ রাজা ফিলিপের বাহু কক্ষে আঘাত করিল, তাহাতে রাজা তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

ঐ রাজা ফিলিপ চতুর্বিংশতি বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়া সপ্ত চত্বা-
 রিংশদ্বৎসর বয়ঃপ্রাপ্তে কাল প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার চরিত্র দেখিয়া
 অনুমান হয়, যে তাঁহার বুদ্ধি ও পরিণাম দর্শিতা ছিল, আর সাহস
 ও সম্বন্ধত্ব কৌশল এবং সজ্ঞানের হিরন্ময় ও বিরহুর পরিশুম আর
 চিরকাল সমান উদ্যোগ ইত্যাদি গ্রীক দেশীয় লোকদের যে
 লক্ষণ, তাহা তাঁহাতে অধিক ছিল। একারণ বোধ হয়, যে যদ্যপি
 তিনি অকালে হঠাৎ না মরিতেন, তবে পারসী রাজ্য অবশ্য অনা-
 রাসে জয় করিতে পারিতেন।

রাজা ফিলিপের পরলোক প্রাপ্তি হইলে পর তাঁহার পুত্র সেক-
 ন্দর শাহ পিতাকর্তৃক অতিশয় উন্নত ঐশ্বর্য্যারিত মাসিডনীয় রাজ্যের
 অধিপতি হইলেন। ঐ নবীন রাজা হোমর নামক কবি কৃত বীর
 রসারিত কাব্যেতে মনঃসংযোগ করত সর্বদা হৃষ্টচিত্ত থাকিতেন।
 অনন্তর আশিয়া দেশ আক্রম করণার্থে ফিলিপ কর্তৃক যে সৈন্য
 নিযুক্ত ছিল, তিনি তাহার অধ্যক্ষ হইয়া উত্তর দেশস্থ অসত্য বন-
 বানি লোকদিগের নিকটে আপন পুত্র ও পুত্রপাণ্ডিত নামের দ্বারা
 শস্তা পুকাশ করিয়া যুদ্ধে গমনার্থে সুসজ্জীভূত হইয়া ছিলেন।
 ইতোমধ্যে রাজা সেকন্দর শাহের মৃত্যুসম্ভার অকারণ গ্রীক দেশে
 প্রচার হওয়াতে থিবস্ দেশীয় লোকেরা আমিন্টস্ নামক ও
 টিমোলাস নামক এই দুই জন সেনাপতিকে প্রাণের সহিত নষ্ট
 করিল, এবং তৎদেশস্থ মাসিডন সৈন্যদ্বিগকে নগরহইতে দূর
 করিল। এ সকল সম্ভার রাজা সেকন্দর শাহ পাইয়া ঐ রণ সজ্জাতে
 সম্মুখ সৈন্যাদ্যক্ষ হইয়া যোইসিয়া দেশে উত্তীর্ণ হইলেন। তখন
 রাজ্য আক্রমার। থিবস্ দেশীয় লোকেরা অপরাধি লোকদিগকে সম-
 পদ করিতে অস্বীকার হইলে রাজা কোণ ভরেতে তাহাদের নগর

সমভূমি করিয়া বিস্তর পুজাগণের সম্মুখ হেঁদন ও নিজদাস করিয়া
সঙ্গে লইলেন। এ পুকার ভয়ঙ্কর দর্শনের দ্বারা গৃীক দেশস্থ লো-
কেরা সশঙ্ক হইয়া থাকিল।

রাজা সেকন্দরশাহ ভারত বর্ষে যাইবার প্রাক্কালে যখন মেল-
কাই নগরের দেবতার মন্দিরে কোন পরামর্শ লইতে গিয়াছিলেন,
তখন সেখানকার যোগিনীকে সেই স্থানস্থ ত্রিপদ সিংহাসনোপরি
উঠিতে অসম্মত দেখিয়া রাজা তাঁহাকে নিজবলেতে উঠানিতে ইচ্ছা
করিলেন পর, ঐ যোগিনী কহিলেন, যে হে পুত্র, আমাকে বাস্তব করিও
না, আমি বর দিতেছি, তুমি দিগ্বিজয়ী নিঃশত্রু হইবা। এ কথা শুনিয়া
রাজা পুলকিত হইয়া উত্তর করিলেন, হে মাতা, ইহাতেই আমার
অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। এ কথা কহিয়া রাজা সে স্থান হইতে যে স্থানে
ত্রয় নামে বিখ্যাত নগর ছিল, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া নগরের
চতুর্দিক্ কবরেতে বিবিধ পশু বলিপুমান করিতে লাগিলেন, বিশে-
ষতঃ আপন পূর্বপুরুষ বলিয়া, অকিনিশ নামে সেনাপতির উদ্দেশে
পুনাঃ বলিদান করিতে লাগিলেন। তদনন্তর গুানিকশ নামে নদী
উত্তীর্ণ হইয়া হালিকার্ণাশ নামে নগর আক্রমণ পূর্বক বাহুবলেতে
জয় করিয়া যেমন খিবন্ নগরের অবস্থা করিয়াছিলেন, তাদৃশ
দুর্দশাগুস্ত করিয়া এই নগর ভাঙ্গরাশি করিলেন।

তদনন্তর রাজা সেকন্দরশাহ দিগ্বিজয়ার্থে যাত্রা করিয়া মাসিডন
দেশ হইতে ভূমধ্যস্থ সাগর তীরস্থ পথের দ্বারা প্রথমতঃ মিশর দেশে
প্রবেশ করিলেন। পরে লিবিয়া দেশীয় ভয়ানক বালুকাময় প্রান্তরো-
ত্তীর্ণ হইয়া স্বক সমুদ্র ও পারসী সাগর দিয়া কাল্লিয়ন সমুদ্রের
নিকটস্থ দেশ সমূহ ও ঐ সাগর পেলসমিওটিস নামে যে স্থান
সকল, তাহার অনুসন্ধান পূর্বক গমন করিলেন। অধিক কি লিখিব,
ঐ রাজা নৈর্য সামন্ত রথ রথি হস্তি উষ্ট্র ঘোড়াদিদ্বারা এক কালে
ভাবশেষের চতুর্দিক্ ব্যাপ্ত করিয়া পঙ্গপানের ন্যায় গমন করত
সমুখে যে দেশ প্রাপ্ত হইতেন, তাহাকে সমভূমি করিয়া যাইতেন।

এ প্রকারে দশ বৎসরের মধ্যে তিনি এমন এক আশ্চর্য্য রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, যে তাহার সদৃশ রাজ্য আর কখন ছিল না। এ প্রকার রাজ্য সেকন্দরশাহের উৎকট দুঃসাধ্য কৰ্ম্ম সকল কর্ণগোচর হইলে আমাদিগের বিশ্বাস জ্ঞান দূরে থাকুক, বরং ক্ষোভ উপস্থিত হয়। কেননা দেখ দেখি, এই রাজ্য নানা বিগিদির দেশদেশান্তর ভ্রমণ করত জয়যুক্ত হইয়া উত্তমঃ শস্যশালি দেশ সকলকে নিম্নল অরণ্য করা ও গ্রাম দগ্ধ করা এবং নিরপরাধি লোকদিগকে দাসত্বে নিয়োগ করা এ সকল কি অজ্ঞান উদ্যোগ-বিশিষ্টের কৰ্ম্ম নয়। জগদীশ্বর সেকন্দরশাহকে কেবল মহামারি স্বরূপ করিয়া জগতে প্রেরণ করিলেন; আর ইতিহাসবেত্তাদের আপন গুহুহইতে এই ব্যক্তির নাম লোপ করা উচিত জানিবা। সে যাহা হউক, অনন্তর রাজা সেকন্দরশাহ এক সময় তীর্থাভিনাশী হইয়া আপনাকে জুপিটার আমন নামে দেবতারপুত্র বলিয়া আপন সৈন্য সামন্ত সকল বালুকাময় প্রান্তরে অনাহারে পিপাসাতে ওষ্ঠাগত প্রাণ হইলেও তিনি এই দেবতার মন্দিরে পুছান করিলেন।

তদনন্তর রাজা সেকন্দরশাহ যে সেনাপতিকে মাসিডন দেশের অধ্যক্ষ করিয়াছিলেন সেই আন্টিপাট্র নামে সেনাপতিকে আলি-ম্যাস নামে এই রাজার মাতা, নিজ পুত্রের সুহবলেতে যথেষ্ট দুঃখ দিতেন। এ কারণ এই সেনাপতি আপন দূরবহা বিস্তারিত ক্রমে লিখিয়া এক খানি আবেদন পত্র মহারাজার নিকটে পাঠাইলেন, তাহাতে রাজা এই পত্র পাঠ করিয়া উত্তর করিলেন, যে তুমি, তুমি কি জানিতে পার না যে জননীর নয়নজল কণামাত্র নিঃসরণ হইলে এমন সহস্র লিপি বৃথা হয়, এমন হইলে তথাপি রাজা সেই সেনাপতিকে পদচ্যুত করিলেন না।

পঞ্চাৎ ভূপাল সেকন্দরশাহের ঈষদনুগৃহ গৃহগর্থে নানা বিগ্দেশীয় জিতিলালবর্গ ও সভ্যতব্য ভাগ্যবান্ যুবরাজ প্রজা সকলেতে আসিয়া রাজপিন্হাসনের চতুর্দিকে চক্রমণ্ডলের দ্বার সভার

লোভা করিয়া বসিত, এবং সর্বদা তাহার কৃতান্তি পূর্বক মহা-
রাজকে স্তব ও মনোরম বাক্যদ্বারা উপাসনাদি করিত, তাহাতে
রাজা সেকন্দরশাহ এই সকল উপাসনা বাক্যে প্রমত্তচিত্ত হইয়াছি-
লেন; কিন্তু আপন মাসিডন দেশীয় লোকহইতে তাদৃশ উপাসনাদি
প্রাপ্তি না হওয়াতে রাজা অস্তঃকরণে ক্রুদ্ধ হইয়া পাইলেন।
তৎকালে কুইটস্ নামে এক জন প্রাচীন সৈন্য যিনি গুনিকস নদীর
নিকট যুদ্ধে রাজার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন তিনি কাস্তুর নামে ও
পলক্স নামে ও হর্কলিস নামে বীরগণ অপেক্ষা রাজা সেকন্দর
শাহের অধিক সখ্যাতি শুনিয়া চমকিত হইয়া রাজার পারিষ-
দ্বর্গকে কহিলেন, যে এ কি তোমরা এই রাজাকে এমন অভিশর
পুষ্পা করিয়া এই প্রাচীন বীর সকলের মানের ত্রুটি কেন করিতেছ।
তখন রাজা সেকন্দরশাহ এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধাবিষ্ট
হইয়া এই কুইটস্ যে প্রাচীন সৈন্য, তাহাকে বর্ষাঘাতে বিদ্ধ করিয়া
নষ্ট করিলেন। পরে যখন ক্রোধরূপ মদ্য বেশীর হ্রাসতা হইল, তখন
রাজা কুকর্ম জানিয়া শোকমাগরেতে মগ্ন হইলে পর উপাসক পারি-
ষদগণেরা বিবিধ প্রবোধ বাক্যরূপ নোকাছারা তাঁহাকে শোকমা-
গরহইতে উত্তীর্ণ করিল।

এ রাজা সেকন্দরশাহ লুচকরণ ও নষ্টতা এবং অগ্নি দ্বিধা
ভীক্তদ্বারা দেশ বিদেশ নষ্ট করা এই সকলেতে সর্বদা বাঞ্ছা
করিতেন, ভ্রাতৃত্ববিক্ত জনকাল থাকিতে অসম্ভব ছিলেন। এই অভি-
লাষ সমূর্ণ করিতে যখন ক্রোধরূপ মদ্যপানে প্রমত্ত হইতেন, তখন
নিশ্চয় হইয়া বড় আপত্তি তৎ তুল্য লঘু জান করিয়া তুচ্ছ
করিতেন। তিনি যিনিজয়ার্ধে সর্বজন দেশদেশান্তর ভ্রমণ করিয়া
এক সময় যে পাটটি নদীর যোগেতে সিন্ধুনদী হইয়াছে, তাহার
পশ্চিম ইকাসিন নামে নদীর পারে যাইতে রাজা চেষ্টিত হই-
লেন। তখন তাঁহার মাসিডনীয় সৈন্য সকলে উহার আর পূর্বদিকে
যাইতে অসম্মত হইয়া কহিল, যে মহারাজের অপরিসীম জয়ের

অভিলাষ বিষয়ে এত দুঃখদায়ক কণ্ঠের আশা আমরা আর করিতে স্বীকৃত হইব না; এই প্রকার মানিডনীয় লোকদের স্থির প্রতিজ্ঞা জানিয়া রাজা তাহার অধিক আর পূর্বদিকে যাইতে পারিলেন না। তখন রাজা মানিডনীয় লোকদিগকে আজ্ঞা দিয়া আপন জয়ের মীমা চিহ্ন রাখিবার জন্যে ইফাসিস নদীর পশ্চিমে তদেশীয় দুর্গহইতে ২৫২ দ্বাদশটা বেদী নির্মাণ করাইলেন।

এ রাজা সেকন্দরশাহ নিজ সৈন্যদিগের অসম্মতি প্রযুক্ত দিগ্-দিগন্তরে যাত্রা ও বাহুলা যুদ্ধহইতে ক্লান্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু অস্বঃকরণে জয়ের আকাঙ্ক্ষা সমূর্ণ না হইয়া যখন নিজ দেশে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন যে ২ দেশ দিয়া গমন করেন সেখানে ২ নানা উপদ্রব করাতে আপনার উপর এবং সৈন্যদিগের উপর বিস্তর বিপদ ও পরিশ্রম ঘটনা হইল। আর অনুমান হয় রাজা বাবেল নামে নগরেতে রাজধানী করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, যে হেতুক যখন এই নগরের নিকটে আইসেন তখন পারসী লোকদের সহিত এবং মানিডনীয় লোকদের সহিত এক জাতি করণে চেষ্টিত হইয়াছিলেন, এই অভিপ্রায়েতে রাজা দারায়স নামে রাজার কন্যা এবং অন্য এক রাজবংশীয়া কন্যা এই দুই কন্যাকে দার পরিগৃহ করিলেন, এবং এই দারায়স রাজার আর এক কন্যাকে হেকাষ্টেন নামে সেনাপতিকে বিবাহ দিলেন, এ প্রকার দেখিয়া অমাত্যগণ সকল পারসী দেশীয় সম্বংশজাত কন্যাদিগকে বিবাহ করিল। এই সকল বিবাহ এক দিনেতেই হইল।

রাজা সেকন্দরশাহ আশ্রয়রণের পূর্ববৎসরে নিজ রাজধানীতে বিরাজমান থাকিয়া কালক্ষেপণ করত জাহাজ থাকিবার জলাশয় সকল পক্ষ উদ্ধার পূর্বক পুনর্নির্মাণ করিতে লাগিলেন, ও উত্তম ২ অস্ত্রাগার সকল নির্মাণ করিলেন। আর বাবেল নগরেতে এক সহস্র যুদ্ধের নৌকা উত্তীর্ণ হইয়া থাকিতে পারে এমন একটা নৌখিকা নির্মাণ করিলেন। আর আপন ব্যবস্থা রীত্যানুক্রমে সমুদয় রাজ্যের

অসংখ্য পুজাগণের পরস্পর মিলন থাকে এমন চিন্তা অহর্নিশ করত আশিয়া দেশস্থ দ্বাদশ জন সৈন্যের মধ্যে চারিজন নিজের সেনাকে থাকিতে নিযুক্ত করিলেন, এবং বলবান ও সংগৃহে নিপুণ এমন পুজাদিগকে মাসিডনীয় সৈন্য দলमध्ये মিশ্রিত করিলেন। পরে ক্রমেই এই রাজার জীবনাবশেষের নানা চিহ্ন ব্যক্ত হইতে লাগিল, ফল যুদ্ধান্তে উত্তমঃ সূৰ্য্যাদু সামগ্ৰীতে ও নানা ক্রীড়াতে নিমগ্ন হইলেন।

এ রাজা সেকন্দরশাহ ত্রয়োদশ বৎসর রাজ্য করিয়া ত্রয়ত্রিংশৎ বৎসর বয়ঃক্রমে অপরিমিত মদিরোপান করাতে পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। এই রাজা অনেকঃ দুঃখাধ্য অভূতঃ কৰ্ম্ম করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিবেচনা করিতে হইলে বোধ হয়, যে এই সকল জয়ের প্রধান মূলীভূত হইয়াছেন রাজা ফিলিপ, কেননা রাজা ফিলিপ আপন বিজতা ও রণপারগতাদ্বারা অসংখ্য সৈন্য সেনাপতিদিগকে অত্রশস্ত্র শিক্ষাদ্বারা অতুল্যঃ যোদ্ধা করিয়া গিয়াছিলেন, সেই বলেতেই এতাদৃশ শূরত্ব প্রকাশ ছিল, কিন্তু নির্দয়তা ও অত্যাচার ও অহঙ্কার এবং উপকার শূন্য জয়াভিলাষ এ সকল রাজা সেকন্দরশাহের স্বাভাবিক ছিল। তিনি যে সকল যুদ্ধের উদ্যোগ ও চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা নৌভাগ্যক্রমে অত্যন্ত ফলবান্ হইয়াছিল। সে যাহা হউক কিন্তু তাহার এ প্রকার জয়দ্বারা যশেতে গ্লীক দেশ পরিপূর্ণ হইল। অনন্তর রাজার স্থাপিত জালিগ্জজ্জিয়া নামে নগরে রাজাকে অরুণার্থে একটি সুন্দর মনোরম কবর নিৰ্ম্মাণ করাইল।

রাজা সেকন্দর শাহের পরলোক প্রাপ্তি হইলে পর তাহার পরিবারের অভিভাবক পর্ডিকস নামকের অনুমতি লইয়া প্রধানঃ সেনাপতিরা এই রাজ্য বিভাগ করিয়া লইয়া ভোগ করিতে লাগিল। আর রাজবংশের মধ্যে আরিডস নামে রাজা সেকন্দরশাহের এক ভ্রাতা ছিলেন, তিনি রোকসানা নামে রাজমহিষীর পুত্রব অপেক্ষা

করিয়া সিংহাসন শূন্য রাখিয়াছিলেন, কিন্তু পর্তিকস এই সিংহাসনা-
কাঙ্ক্ষী হইয়া এই গৰ্ভবতী রাজ্যকে কারাতে বদ্ধ রাখিয়া লোকেতে
এই প্রকাশ করিলেন, যে স্বীণ বলবৃদ্ধি বিশিষ্ট আরিডনকে রক্ষার্থে
কেবল আমি এ কৰ্ম করিয়াছি। অনন্তর তিনি রাজার দ্বিতীয়
তৃতীয় বিবাহিতা দুই রাজ্যকে জাতি কুটুম্ব বন্ধুবান্ধবের সহিত
বিনাশ করিলেন, এবং আপন নামে আর রোকমানা মহিষী
সন্তানের নামে এই দুই নামে রাজ্য বিভাগের ব্যবস্থা স্থির করি-
লেন। এই রূপে রাজা লইবার অভিনায প্রকাশ পাওয়াতে যাহারা
তাঁহার নামে ভয়ে কম্বলকম্বাধিত হইত, তাহারাই এ প্রকার অনিষ্টা-
চরণ দেখিয়া তাঁহার বিপক্ষতাচরণে গরু করিতে লাগিল। পরে
পর্তিকস সেকন্দরের স্থাপিত মিশর দেশাধ্যক্ষ টলমি নামকের
সহিত যুদ্ধার্থে গমন করিলেন, তাহাতে এই যুদ্ধের পরাজয় কেবল
পর্তিকসের অপটুতা প্রযুক্ত হইয়াছে, এমন জানিয়া তাঁহার নিজ
সৈন্যেরা পরস্পর পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে প্রাণের সহিত বিনাশ
করিল।

তদনন্তর আন্টিপাটর নামে এক জন সেনাপতি নিজ বলবৃদ্ধি-
দ্বারা এই রাজ্যের কর্তৃত্বভার প্রাপ্ত হইয়া সমুদ্র রাজ্য অশ্বাশ্ব
করিয়া প্রত্যেক সেনাপতিকে এক ২ দেশের অধিপতি করিলেন।
তাহাতে টলমি নামে সেনাপতিকে মিশর দেশ ও লিবিয়া দেশ
এবং তত্রিকটস্থ সকল দেশের ভূপতি করিলেন, ও সিলুক্স নামে
সেনানী বাবেল দেশাধিপতি হইলেন, ও এন্টিগণেশ নামে সেনা-
ধ্যক্ষ সুসিয়ান দেশের চক্রবর্তী হইলেন, এবং কাসেগুর নামে সে-
নাপতি কারিয়া দেশের কর্তা হইলেন, ও আন্টিগণেশ নামে সে-
নানী ফিজিয়া দেশাধিপতি হইলেন, এবং আন্টিপাটর নামে সেনা-
ধ্যক্ষ রাজধানী মাসিডন দেশের ও নিজ সৈন্যের অধিপতি হই-
লেন। এই ২ প্রকারে সেনাপতি সকল রাজা সেকন্দরশাহের এমন
অসীম রাজ্য সমুদ্র স্থির তির করিয়া নিজ ২ রাজ্য স্থাপন করিল।

লন্ডাং প্রধান আন্টিগাটর সেনাপতির মৃত্যু সংবাদ এবং পলিপার্কন্ নামে এক ব্যক্তি যুবরাজের অধ্যাপনা করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন, এই দুই সমাচার আন্টিগাণেশ সেনাপতি শুনিয়া আপনি আসিয়া দেশাধিপতি হইতে চেষ্টিত হইলেন। তখন পলিপার্কন্ অধ্যাপক এই সকল বৃত্তান্ত জানিয়া সমুদয় রাজাদিগকে জ্ঞাত করাইলেন, যে তোমরা আসিয়া এই দুর্বৃত্তের হস্তহইতে আসিয়া রাজ্য রক্ষা কর, এবং মৃত রাজার আশ্রয় ইউমিনেস্ নামে সেনাপতিকে সৈন্যে তাহার সহিত যুদ্ধার্থে প্রেরণ করিলেন, তাহাতে উভয় সেনাপতিই সমান সাহসিক ও তুল্য বুদ্ধিমান্ এ প্রযুক্ত ক্রমাগত দুই বৎসরব্যধি ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। লন্ডাং এক সময় উভয়পক্ষ লোকেরাই কোম্পান হইয়া ভুল যুদ্ধ করিতে ইউমিনেস্ সেনাপতি জয়ী হইলেন। পরে আন্টিগাণেশ পুনর্বারে প্রবৃত্ত হইয়া বহু দিবসব্যধি সংগ্রাম করিয়া পুনঃ পরাভূত হওয়াতে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, যে নিশির সময়ে যখন সৈন্যেরা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভ্রমণ করিবে, ঐ সময় আক্রমণ করিয়া পরাজয় করিব; এই পরামর্শ শুনিয়া ইউমিনেসের পদাভিক সৈন্যেরা সাহসবীর্য আন্টিগাণেশের সমূহ সৈন্যবাহু ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। ইতোমধ্যে পসেক্টস নামে অশ্রাব্য সৈন্যধাক্ষ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া গোপনে আন্টিগাণেশের দলমধ্যে প্রবেশিত হইল, এ প্রকার হইলে আন্টিগাণেশ অশ্রাব্য সৈন্য প্রেরণ করিয়া তাহাদের তাবৎ অস্ত্রশস্ত্রাদি ও ভীপুত্র ইত্যাদি আনাহিয়া হস্তগত করিয়া রাখিলেন।

রাজা সেকন্দর শাহ কর্তৃক রূপায় ঢাল প্রাপ্ত হওয়াতে যাহাদিগের নাম আরগিরাসনিডস হইয়াছিল, ঐ সৈন্যদলেরা এই সংগ্রামের পরাজয়েতে অনেক ক্ষতি হওন প্রযুক্ত অধ্যাক্ষের অবাধ্য হইয়াছিল। এই দলের মধ্যে এক দলাধিপতি টুটামস নামে আন্টিগাণেশের পক্ষপাতী ছিলেন, তিনি পত্রদ্বারা আন্টিগাণেশকে এই লিখিলেন, যে লুণ্ঠিতব্য ব্যাপি সমস্ত এখানে পাঠাইয়া

দিবা। তাহাতে সে ব্যক্তি এই উত্তর লিখিল, যে যদ্যপি তোমরা আমাকে ইউমিনেসকে সমর্পণ করিতে পার তবে তোমাদের তাবৎ জবাবদি দিতে পুঙ্খুত আছি। এমন হইলে সৈন্যগণেরা ইউমিনেসকে ধরিয়া শৃঙ্খলেতে বন্ধন করিয়া তাহার নিকটে পাঠাইলে পর আন্টিগণেশ আজ্ঞামাতে ভৃত্যের দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিলেন।

তদন্তর টেলমি ও লিসিমকস্ ও কাসাগুর এবং সিলুকস্ এই চারি জন সেনাপতি একা হইয়া পুতোক জন পরস্পর পুতোক রাজ্যের অবিরোধী হইয়া সকল রাজ্য তাহাতে বজায় থাকে এমন পরামর্শ স্থির করিলেন; এই প্রকারে ভাগ্যক্রমে কেহ কখন বা বর্জিস্ কেহ বা কখন ক্রুস্ হইয়া বহু কাল কালযাপন করেন। পশ্চাৎ লিসিমকস্ ও সিলুকস্ উভয়ে এক দলক্রান্ত হইলেন, এবং আন্টিগণেশ ও ডিমিত্রিয়স নামে তাহার পুত্র এই দুই জনে এক দল ভুক্ত হইলেন; এই উভয় দলস্থ লোকেরাই মহাবল পরাক্রান্ত বীর সৈন্য সমস্ত সঙ্গে লইয়া ফিজিয়া দেশের পুদেশে ইপ্সস নামে ক্ষুদ্র নগরের নিকটস্থ রণ ভূমিতে উপস্থিত হইয়া যোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তাহাতে উভয় পক্ষ লোকেরাই তুল্য বিক্রান্ত ও সমান সাহসিক এ প্রযুক্ত এই নানা বিষয় সম্বাদক যে রণজয় পরাজয়, তাহা কোন পক্ষে সম্ভব তাহা অনেক ক্ষণ অনুভব করিয়া স্থির করা যায় নাই; কিন্তু অবশেষে আন্টিগণেশ সেনাপতি রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলেন, এ প্রকার দেখিয়া তাহার পুত্র যুদ্ধের অসহ্য কষ্টেতে ভয় পাইয়া নব সহস্র সৈন্য লইয়া পলায়ন করিলেন। এই যুদ্ধের পর রাজ্য সেকন্দরশাহের তাবৎ রাজ্য এই প্রকারে পুনর্বিভাগাঙ্কিত হইল, তাহাতে মিশর দেশও লিবিয়া দেশও আরবী এবং গিহনী এই চারি দেশ রাজা টেলমির অধিকার হইল। আর মালিডন দেশ ও গ্রীক দেশ রাজা কাসাগুর প্রাপ্ত হইলেন। আর বিথিনিয়া দেশ এবং থ্রেস দেশ লিসিমকস্ রাজ্য পাইলেন। আর আশিয়া দেশ ভুক্ত সিন্ধু নদী পর্যন্ত শিরিয়া নামে রাজ্য রাজা সিলুকসের স্বারস্ত হইল।

এই রূপে রাজা সিলুকস্ আশিয়া দেশাধিপতি হইলে পর মাসিডন দেশ অধিকার করণার্থে দুই ব্যক্তি বিরোধী হইয়া আক্রম করিতে উদ্যোগ করিলেন। ঐ দুই জনের মধ্যে রাজা কাসাণ্ডরের পুত্র সেকন্দর শাহ ছিলেন, তিনি আপন সাহায্য প্রার্থনা করিয়া লিগির দ্বারা ডিমিত্রিয়স্ রাজাকে আশ্রয় করিলেন, কিন্তু ঐ রাজা ডিমিত্রিয়স আশ্রয় করিলে পর সেকন্দর শাহ তাঁহাকে গুপ্তরূপে বধ করিবার উদ্যোগ করাতে তিনি কোন ছদ্মবেশে ঐ গুপ্ত বিবরণ জ্ঞাত হইয়া উহাকে প্রাণের সহিত বিনাশ করিলেন। অনন্তর রাজা ডিমিত্রিয়স সমস্ত সৈন্য সামন্তের অভিমতানুক্রমে মাসিডন দেশের রাজ্যভিত্তিক হইলেন, এই প্রকারে রাজা প্রাপ্ত হইয়া পূর্বে যে আশিয়া দেশ হইতে বহিস্কৃত হইয়াছিলেন, ঐ দেশ অধিকরণার্থে নানা আয়োজন করত অসংখ্য পুংল বনগণেতে আবৃত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে ক্রমেতে বনপ্রকাশ পূর্বক আক্রমণক্রমেতে আক্রম করিয়া অনেক নগর স্বায়ত্ত করিয়া কিছু জয়যুক্ত হইয়াছিলেন। পরে তিনি ডিমিত্রিসের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন ঐ সিলুকস রাজা ডিমিত্রিয়সকে অপরিমিত সৈন্যের দ্বারা বেষ্টিত করিয়া টরস নামে পর্বতের ক্ষুদ্র গমিপথে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন। এ প্রকার হইলে রাজা ডিমিত্রিয়স যাইবার আশা শূন্য হইয়া তথাপি পলায়নে প্রাণপণে অশেষ উদ্যোগ করাতে একটি পথ করিয়া শিরিয়া নামে দেশে বহির্গত হইলেন। পরে এক সময় তিনি মহাজেরেতে পৌড়িত হওয়াতে প্রায় সকল সৈন্যরাই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল, এবং অবশিষ্ট যাহারা সঙ্গে ছিল ঐ দুরাত্মা সৈন্যেরা তাঁহাকে রাজা সিলুকসের হস্তে সমর্পণ করিল, তাহাতে রাজা সিলুকস পূর্বরীতি পরিভাগ করিয়া তাঁহাকে বনগণেতে আবৃত করিয়া দেশের কহির্ভাগে সমুদ্রনিকটস্থ কারাতে দূতরজুতে বন্ধন করিয়া রাখিলেন।

লক্ষ্যে রাজা ডিমিডিয়স্ ক্রিয়াকাল কাটাইতে পরিজ্ঞান পাই-
বার আশারূপ একটি লতা জন্মেতে রোপণ করিয়াছিলেন, কিন্তু
অনেক নিদ্রা প্ত হইলেও এই আশালতার ফল পুষ্প না হওয়াতে
এবং রাজা শিলুকসের সহিত এক বারও সাক্ষাত না হওয়াতে
অনেক খেদোক্তি করিয়া সেই আশালতাকে উৎপাটন করিয়া ফে-
লিলেন। এই প্রকার অকল দুঃখ সাগরেতে নিমগ্ন হইয়া কোন
প্রকারে নিস্তার পাইতে পারিলেন না, বরং মূক্ত হইবার নিমিত্তে
নানা কঠিন মানসিক ছেষ্টা করাতে এমন উৎকটরোগগুস্ত হই-
লেন, যে চতুঃপঞ্চাশৎ বৎসরব্যয়ক্রেমে এই রোগেতেই প্রাণত্যাগ
করিলেন। তিনি সুখর ও দাতা, ধৈর্য্যশালী ও যজ্ঞবিদ্যাতে
নিপুণ, এবং বিদ্যাতে সন্তুষ্ট, ও সপরিবারের প্রিয়তম পাত্র
ছিলেন। আর আন্টিগণশ নামে তাঁহার পুত্র তাঁহাকে অতিশয়
শুদ্ধা ভক্তির দ্বারা প্রেম করিত। অধিক কি লিখিব কারাহু পিতাকে
মুক্ত করিবার জন্যে আত্মশরীর বন্ধক রাখিতে উদ্যত হইয়াছিলেন,
এবং পিতার উদ্ধারার্থে গ্রীক দেশের অধিকার পরিচাণ করিতে
চেষ্টা করিয়াছিলেন; আর যদবধি পিতা কারাগারস্থ হইয়াছিলেন
সেই পর্য্যন্ত শোকসূচক মলিন বস্ত্রাদি পরিধান করিতেন; এবং
পিতা পরলোকগামী হইলে পর সেই মৃত দেহ দাহ ভঙ্গ্য একটি
হর্ণ পাতে পরিয়া রাজা ডিমিডিয়সের স্থাপিত ডিমিট্রাইডিস্ নামে
নগরে একটি সুন্দর মনোরম কবর নির্মাণ করিয়া ভঙ্গ্যে এই হর্ণ
পাতে রাখিলেন।

রাজা সেকন্দর শাহের অতিশয় অসহ্য তুমুল সংগ্রামের দ্বারা
আশিয়া দেশে যেমন বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল, অনুমান করি
মাসিডন দেশে তাহার অধিক বিপত্তি ঘটিতে পারে। রাজা সেকন্দর
শাহ পিতা ফিলিপ কর্তৃক গ্রান্য এবং মহাবলশাল্য যে আন্টিগা-
টর সেনাপতি, তাঁহাকে এই সময় মাসিডন রাজ্যের কর্তৃত্ব ভার
সম্পর্ক করিয়াছিলেন, তাহাতে এই সেনাপতি রাজমাতা অলিম্বা

সের অধিক অহঙ্কারিত্ব স্বভাব দেখিয়া উভয়ে মিলিত হইয়া থাকিতে অত্যন্ত প্রমাদ গণিত হইলেন; কেননা যদি রাজ্যকে কিঞ্চিৎ তুচ্ছ করিয়া কর্ম করি তবে রাজ্য কোপান্বিত হইবেন, এ উভয়ই দুঃসাধ্য হইল। পরে রাজা সেকন্দরের কাল প্রাপ্তি হইলে তিনি আরো প্রমাদে পড়িলেন, এবং গৌক দেশীয় লোকেরা মাসিডনীয় সৈন্যদিগের আগমন নক্ষিৎ হইতে বহিস্কৃত করিলে পর আন্টিপাটর কোন ২ লোকদিগের সহিত সন্ধি করিয়া বশীভূত করিলেন, ও কোন ২ লোকদের শাসনদ্বারা বাধ্য রাখিয়া আপন সৈন্য রক্ষা করিলেন। এবং আথেন্স লোকদিগের সহিত সন্ধিপত্র প্রার্থনা করিতে তাহারা এই উত্তর করিল, যে তুমি আমাদিগের অধীন না হইবে, সন্ধি হইতে পারিবে না। এ কথা শুনিয়া আন্টিপাটর কোন কৌশলদ্বারা এমন এক আশ্চর্য্য কর্ম করিলেন, যে আপন সমস্ত বিপদ হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইলেন; এবং আথেন্স দেশীয় লোকেরা সন্ধিবিষয়ে আন্টিপাটরের উপর যে নিয়ম স্থাপিত করিয়াছিল, এইক্রমে এই নিয়ম বিপরীত হইয়া তাহাদিগের উপরে স্থাপিত হইল। অনন্তর আন্টিপাটর আত্মমরণের প্রাক্কাল বিবেচনা করিয়া মাসিডন রাজ্যের শাসন পালনাদি কর্তৃত্ব পদ আপন পুত্রকে না দিয়া সকলের মধ্যে প্রাচীন গলিপর্কন নামে সেনাপতিকে সমুদয় কর্তৃত্ব ভার প্রদান করিলেন, এ প্রকারে আজগরিবারের বৃদ্ধি না করিয়া সর্বতোভাবে রাজ্যের উন্নতি করিয়া কালপ্রাপ্ত হইলেন।

এ গলিপর্কন নামক প্রাচীন সেনাপতি কিছু নিবৃত্তি ও চঞ্চল, এবং বজ্র স্বভাব বিশিষ্ট; কিন্তু সেকন্দরশাহ নামে তাহার পুত্র তিনি ইহার অপেক্ষা বরং গুণ বিশিষ্ট। তাহারা রাজ্য আনয়ন সবে মাসিডন দেশে আসাইলে পর এই ধূর্ততাপালি অনিষ্টান অযুক্ত শাসনের দ্বারা ও নিত্য ২ শাসন পরিবর্তন করাত সমুদয় প্রজাদিগকে মানা ক্রোশেতে রাখ করা হইতে লাগিলেন, এবং গলিপর্কন সেনাপতি সর্বতোভাবে কর্তৃত্ব করত রাজকুতা আরিডম

নামক ও রোকসানীপুত্র সেকন্দরশাহ নামে রাজকুমার এই দুই ব্যক্তির নামে সমুদয় ব্যবস্থা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ঐ আরিডন ইউরিডিসি নামে আপন ভ্রাতৃ কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তদনন্তর এক সময় রানী অলিম্মাসের সহিত ও ঐ ইউরিডিসির সহিত ঈর্ষান্বিত হওয়াতে হৃদয় উপস্থিত হইল, তাহাতে পলিপকন সেনাপতি রানীর পরোক্ষপাতী ছিলেন, এবং আর্টিপাটরের পুত্র কা সাগুর ইউরিডিসির সাহায্য করিয়াছিলেন।

একদা মাসিডন দেশে পুজাতে ২ তুমুল সংগাম উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে যখন উভয়পক্ষের প্রধান দুই স্ত্রী লোক রণভূমিতে গিয়া আপন ২ উভয় দলেতে মিশ্রিত হইয়া আক্রমণ পূর্বক যুদ্ধ আরম্ভ করিল, তৎকালীন রানী অলিম্মাস বিপক্ষসৈন্য সমুখস্থ উপস্থিত হইলে পর বৈরিসৈন্য সকলে রাজ লক্ষণাক্রান্ত সমুখাগতা রানীকে দেখিয়া রাজা ফিলিপের মহিষী এবং রাজ সেকন্দরশাহের মাতা এই বোধ হওয়াতে তাহারা বিস্ময়ান্বিত হইয়া কহিল, যে আমরা কাহার সহিত যুদ্ধ করি। ইহা বলিয়া লক্ষকল্পাঙ্কিত কলেবর হওত অস্ত্রশস্ত্রাদি সমুদয় ত্যাগ করিল এবং অভাগাবতী ইউরিডিসিকে স্বামীর সহিত ত্যাগ করিয়া রানীর পরণাম হইল; তখন নিষ্ঠুরচারিণী রানী তাহাদের ত্রাপুরুষ উভয়কেই কিছু কাল কারাতে বদ্ধ রাখিয়া পশ্চাৎ প্রাণদণ্ড করিল।

তদনন্তর কা সাগুর সেনাপতি এই সকল সমাচার পাইয়া সৈন্য সমুজ্জীভূত হইয়া মাসিডন দেশে আস্ত উপস্থিত হইলেন, তখন রানী অলিম্মাস অতিশয় ভীত হইয়া সমুদ্রতীরস্থ উচ্চ ২ প্রাচীর বেষ্টিত পিডনা নামে নগরেতে পলায়ন করিলেন। এ কথা কা সাগুর জানিয়া তৎক্ষণাৎ সৈন্য সামন্ত সঙ্গে লইয়া ডেকালখে সৈন্যের দ্বারা ও কলপখে জাহাজের দ্বারা এই নগরের চারি দিক্ বেষ্টিত করিলেন। তাহাতে এই নগরস্থ লোকদের এই মত অভ্যস্ত দূরবস্থা হইতে লাগিল, যে রানী সপরিবারে অস্থমাস ভোজন করত রুখা-

নিযুক্ত করিতে লাগিলেন; এবং সৈন্য সামন্তেরা শব্দমাংস ও হস্তি
সকল ও কবরাতের গুঁড়া পুত্ৰীত আহার করিয়া প্ৰাণধারণ করিতে
লাগিল। এমন হইলে রানী পলিপর্কন সেনাপতির সাহায্য করিতে
যেদ্রুত প্ৰেরণ করিয়াছিলেন, তাহাকে কাশাপুর বদ্ধ রাখিয়া রানীর
সকল ভরসা নিমূল করিলেন; অতএব সূতরাং সৈন্যের সহিত রানী
কাশাপুরের হস্তে পতিত হইতে হইল। এইরূপে কাশাপুর অল্প দিনের
মধ্যে মাসিডন দেশ হস্তগত করিয়াছিলেন।

ওদনন্তর মাসিডনীয় রাজ সভাম্হ লোকেরা রানী অশ্বিনাসের
নামে দোষবিষয়ক আশ্বাস গৃহ্য করিয়া তাহার কোন নিবেদন
কেনা না শুনিয়া তৎক্ষণাৎ প্ৰাণ দত্ত করিতে আদেশ করিলেন। তা-
হাতে কাশাপুর সেনাপতি তাহাকে একখানি কাছাক দিয়া আশ্রয়
দেখণ পলায়নার্থে আজ্ঞা দিলেন, কিন্তু রানী ঐ মন্তণাত স্বীকৃতা
ন হইয়া রাজসভাতে কিছু আশ্ব বিসয়ক কথা জানাইতে প্রার্থনা
করিতে সভাম্হ লোকেরা রানী কর্তৃক নিহত বাকিদিগের বদ্ধ
কবর হস্তে ঐ রাজীকে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর রানী রৌক-
শন্য এবং তৎপুত্র সেকনরশাহ উভয়ে আম্বিপুন্স নগরেতে কা-
শাপুর কর্তৃক প্ৰেরিত হইয়া ঐ নগরে অন্যান্য সামান্য পুজার
ন্যায় বাস করিতে লাগিলেন। কিছু কাল পরে কাশাপুর তাহানি-
গের এক নির্জন দুর্গমধ্যে স্থাপিত করিয়া যখন দেখিলেন, যে মাসি-
ডন লোকেরা তাহা নিম্মত হইয়াছে, ঐ সময় তিনি তাহানিগকে
সপার্থে আজ্ঞা দিলেন, এবং তিনি আপন রাজ্যরক্ষক উপাধি পরি-
বর্ত্ত করিয়া রাজা নামে বিখ্যাত হইলেন।

ঐ কাশাপুর সেনাপতি আশ্ব অভিনাষ পূর্ণ করিতে রাজ মুকুট
ধারণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ঐ রাজ মুকুট কেবল অসুখের কারণ
কটক স্বরূপ হইয়াছিল, কেননা চতুর্দিকে কালসপের ন্যায় শত্রু
সকল তর্জন গর্জন করিতেছে। সে যাহা হউক পশ্চাৎ তিনি দ্বিব রাজ-
সম্মী ও জীয়ুক্ত নির্মুক্ত রাজ্য করিলেন, এবং উচ্ছিন্ন দেশ সকল পুনঃ

স্থাপন করিয়া ইপাইরস রাজ্যের সহিত মাসিডন রাজ্যের মিলন করিলেন। আর আশিরি দেশাধিপতি আন্টিগনসকে জয় করিলেন, এবং ইটালি নামে ও ইনিরিয়া নামে দুই নগরকে আত্ম বশীভূত করিলেন, ও পেলোপোনেশস নামে দেশ জয় করিয়া রাজা কাসাণ্ডর নিকটকে মাসিডন রাজ্য ভোগ করত পর লোক প্রাপ্ত হইলেন। পরে ঐ রাজার কাল প্রাপ্তি হইলে পর আন্টিপাটর নামেও সেকন্দরশাহ নামে তাঁহার দুই পুত্র পিতৃরাজ্য লইয়া বিবাদ করিতে লাগিলেন, এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি ইপাইরস দেশাধিপতি রাজা পিরসকে এবং আন্টিগনশের পুত্র ডিমিত্রিয়সকে আপন সাহায্যাগ্রে আনাইলেন; তাহাতে উপকার করা দূরে থাকুক, আরো রাজা ডিমিত্রিয়স রাজকুমারদ্বয়কে বিনাশ করিলেন। এমন হইলেও মাসিডনীয় লোকেরা এই অপরাধ অগৃহ্য করিয়া তাঁহাকে মাসিডন দেশাধিপতি করিলেন।

পরে রাজা ডিমিত্রিয়স শত্রু কর্তৃক উপক্রম আপন দেশের প্রতি-কার না করিয়া গ্রীক দেশ ও ইটালি দেশ ও ইপাইরস এবং থ্রেস এই চারি দেশের প্রতি আক্রমণ করিলেন, এবং ক্রমে ২ সুখভোগ ও আত্মশ্রায়া এবং প্রবল অহঙ্কার এই সকলেতে অবিরত রত হইতে লাগিলেন। তাহাতে মাসিডনীয় লোকেরা বিরক্ত হইয়া দৃশ্যশূন্য করিল; এবং তাঁহাকে মাসিডন দেশহইতে দূর করিয়া ইপাইরস দেশীয় রাজা পিরসকে রাজসিংহাসনোপবিষ্ট করাইলেন, এই প্রকারে পূর্ব কালীন মাসিডন রাজ্যের সহিত মিলিত যে ইপাইরস দেশ, সেই দেশের সহিত এইরূপে মাসিডন রাজ্য মিলিত হইল।

পরে কিছু কাল বিলম্বে থ্রেস দেশাধিপতি কর্তৃক রাজা পিরস দৃশ্য-বচ্যভূত হইয়া দেশ বহির্ভূত হইলেন। পরে ঐ থ্রেসীয় রাজার পারি-বদগণের পরস্পর অপ্রিয়ত্বেরে ভিন্ন ২ দল হইয়া অশেষ বিবাদ করিতে শুভ্ররূপে এক জনের প্রাণ বিয়োগ হইল, এবং এক দলই বোকেচরা

রাজা সিলুকসের আশুয় লইল; তাহাতে তিনি মাসিডন দেশ ও গ্রীক দেশ এবং অন্যান্য দেশ আপন দেশের সহিত যোগ করিতে ইচ্ছা করিলে পর, রাজা লিসিমাকস সৈন্য সিলুকসের সহিত সঙ্গামার্থী হইয়া ফিজিয়া দেশের প্রান্তভাগে গমন করিলেন। তাহাতে রাজা সেকন্দরশাহের সেনাপতির মধ্যে জীবৎমান এই দুই জন মহাবল পরাক্রান্ত বীরেতে ঘোরতর সমর আরম্ভ হইল; কিন্তু অবশেষে রাজা লিসিমাকসের সৈন্য ছিন্নভিন্ন হওয়াতে আপনি প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন রাজা সিলুকস জয়ী হইয়া হেলিস্পন্ট নামে নদী উত্তীর্ণ হইয়া লাইসিমাখ্যা নগরেতে উপস্থিত হইলেন, তাহাতে টলমি শিরানস্ নামে এ নগরাধিপতি সিলুকসকে বিনাশ করিয়া মাসিডন দেশে অভিবিক্ত হইলেন। পরে ফরাশিস্ দেশ হইতে তিন লক্ষ লোক আরং দেশে যাইতেছিল, ইতোমধ্যে তাহার এক দল মাসিডন দেশে প্রবেশ করিলে পব তাহার ঘোরতর কঠিন যুদ্ধের দ্বারা রাজা টলমিকে বধ করিল, তাহাতে মাসিডনীয় লোকেরা এ রাজা টলমির ভাতা মেলেনগরকে হঠাৎ সিংহাসনস্থ করাইলেন বটে, কিন্তু পশ্চাৎ তাহাকে ক্ষমতাশূন্য জানিয়া দুই মাসের পর পদচ্যুত করিয়া রাজা কাসাণ্ডরের পৌত্র আণ্টিপাটরকে রাজ্য মুকুট প্রদান করিল। তিনি পঞ্চচত্বারিংশৎ দিবস রাজ্য করিয়াছিলেন। পরে শস্টেনিস্ নামে সেনাপতি অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া ফরাশিস্রাজ্যকে জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তদনন্তর আর এক দল আসিয়া তাহাকে সৈন্য সামন্তের সহিত খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিল।

রাজা শস্টেনিসের পরলোক প্রাপ্তি এবং ফরাশিস লোকদের মাসিডন দেশ ত্যাগ হইলে পর রাজা ডিমিত্রিয়সের পুত্র আণ্টিগণস গম্বাটস নামে মাসিডনাদিপতি হইলেন। অনুমান হয় তাহার ঐশ্বর্য ও যথার্থ রূপে শাসন পালনের দ্বারা মাসিডনীয় লোকেরা চির সুখী হইতে পারিত, কিন্তু রাজা পিরসের পুত্র সেকন্দরশাহ

পিতৃরাজ্যের দাওয়া করিলে পর মাসিডনীয় লোকেরা তাহার উজ্জল সাহসের দ্বারা মুগ্ধ হইয়া তৎপক্ষপাতী হইলেন। এ প্রকার দেখিয়া ঐ সুশীল রাজা আণ্টিগণস রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গ্রীক দেশে প্রস্থান করিলেন, কিন্তু এমন হইলে ডিমিত্রিয়স নামে তাঁহার পুত্র কোথানলে প্রজ্জ্বলিত হইয়া নিজ বাহু বলেতে ঐ সেকন্দরশাহকে ধর করিয়া পিতাকে পুনর্বার সিংহাসনস্থ করাইলেন। পরে রাজা আণ্টিগণস চতুর্দশ বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়া পরলোকে গমন করিলেন।

রাজা আণ্টিগণস পরলোকগামী হইলে পর দ্বিতীয় ডিমিত্রিয়স নামে যুবরাজ রাজকুমার রাজ সিংহাসন প্রাপ্ত হওত পিতার সৎ দীনদয়ালু হইয়া সুখেতে প্রজাপালনাদি করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার সংগামে পিতৃত্ব উৎকট বিক্রম ছিল না। তিনি অত্যন্ত কাল রাজ্যভোগ করিয়া কাল প্রাপ্ত হওয়াতে প্রজাগণেরা শোকা-নলেতে দগ্ধচিত্ত হইয়া সর্বদা নয়ন জলেতে অভিষিক্ত হইত। সে যাহা হউক, পশ্চাৎ তাঁহার ভ্রাতা আণ্টিগণস ডোসন নামে তৎপদস্থ হইলেন। তিনি অতিশয় যোদ্ধা এবং রাজনীতি বিসয়ে বিজ্ঞতম, তাঁহার শাসন পালনেতে মাসিডন দেশ অন্নপন্ন পরম শোভাযুক্ত হইল। এক সময় তিনি স্বদেশ রক্ষা নিমিত্তে যুদ্ধেতে প্রাণ-ত্যাগ করিলেন, ঐ মরণকালে বিনয়োক্তিদ্বারা সৈন্য সেনাপতি-দিগের আপন ভাতৃপুত্র ফিলিপের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিতে কহিয়া দেহ ত্যাগ করিলেন।

রাজা আণ্টিগণসের মৃত্যুর পর তাঁহার ভাতৃপুত্র ফিলিপ নামে পিতৃব্য রাজ্যেতে অভিষিক্ত হইলেন; তিনি সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রান্ত হইয়াও তত্রাপি অত্যন্ত প্রবীণ ও প্রিয়মুদ এবং দানশীল আর রাজ-কর্ম্মেতে সর্বদা মনোনিবিষ্ট ছিলেন; পশ্চাৎ রুমী লোকেরা বলেতে ছলেতে এবং কৌশলেতে তাঁহার এমন অধঃপতন করিয়াছিল, যে তাহাতে তাঁহার আপন কনিষ্ঠ পুত্র ডিমিত্রিয়সকে রুম নগরে

বন্ধক স্বরূপ পাঠাইতে হইল। আর মাসিডন দেশের পূর্বকালীন
সীমা ব্যতিরেকে সকল দেশ ও যুদ্ধের জাহাজ আর এক সহস্র
তোড়া মুদ্রা তাহাদিগকে দিতে স্বীকৃত হইলে তবে তাহারা ডিমিত্রি-
য়সকে পাঠাইয়া দিল; সেখানে তাহাদের সহিত পরল্পর বিতর্ক
সম্বন্ধ হইয়াও ডিমিত্রিয়সের সঙ্গে ঈভয়ত আশ্রয়তা হইয়াছিল।

ঐ যুবরাজ রাজকুমার ডিমিত্রিয়স বড় প্রিয়তম ও প্রিয়হৃদ এবং
উদার ছিলেন, তিনি আপন পিতা ফিলিপের উপর রুমী লোক-
দিগের ক্রোধ সম্বরণ করাটিকে চেষ্টিত ছিলেন, তাহাতে রাজা
ফিলিপ কর্ণেলপদিগের কাণ ফুসলানিদ্বারা বিপরীত নৃষ্টিতে ডি-
মিত্রিয়সকে রুমী লোকদের স্বপক্ষ জানিয়া চিন্তমানিয়া করিলেন,
তাহাতে ফিলিপের উপপত্নীজাত পশ্চিম নামে দ্ব্যেত পুত্র তিনি
পিতৃরাজ্য লোভ করিয়া স্বাভাবিক ধৃষ্টতা ও ক্রুরতা এবং হিংসুকতা-
দ্বারা ডিমিত্রিয়সের উপর পিতার আরও অধিক ক্রোধ জন্মাইতে
সর্বদা পৃষ্ঠিপূরক ছিলেন। পরে এক সময় রাজা ফিলিপ রুমী লোক-
দের আক্রমণ ব্যতিরেকে মারমিয়া নামে নগর লুণ্ঠ করিলে পর রুমী-
রাজসভার লোকেরা বিবরণ জানার্থে ফিলিপকে আহ্বান করিলেন
তাহাতে তিনি নিজদোষ মার্জনা নিমিত্ত আত্ম আত্মজ ডিমিত্রি-
য়সকে প্রেরণ করিলেন, সেখানে ঐ যুবরাজ পিতৃদোষ জাপক আদা-
সিত পত্র পাঠ শুনিয়া বাক রহিত হইয়া কাষ্ঠ পুতলিকার ন্যায়
রহিলেন; তাহাতে সভাস্থ লোকেরা রাজ অনুমতিদ্বারা ফিলিপের
প্রেরিত পত্র পাঠ করিয়া গৃহ কর্তৃক সন্ধিপত্র নিষ্পত্তি করিয়া তাঁ-
হাকে বিদায় করিলেন; এবং তাহাতে এই লিখিলেন, যে এতদ্বিধায়ে
কেবল পুত্রের অনুরোধে রাজা ফিলিপ ক্ষমাপন্ন হইলেন।

এমন ২ বিষয় ও রাজা ফিলিপের আহ্বাদের প্রতি কারণ হয়
নাই, কেননা সর্বদা তাহার অস্বঃকরণে এই চিন্তা ছিল, যে পাছে
রুমী লোকেরা ডিমিত্রিয়সকে নিজ দেশের প্রতি ঔদাস্য জন্মাইয়া
আপন ২ প্রতি প্রেম জন্মাইতে চেষ্টা করে, এই সন্দেহরূপ অশ্রি

পার্শ্বের কুমন্ত্রণারূপ কাষ্ঠ পাইয়া ক্রমে পুঞ্জলিত হইয়া উঠিল; যে হেতুক পার্শ্ব সদৃশাকরের দ্বারা ছলেতে ডিমিত্রিয়-সের তাবৎ অভিপ্রায় সম্বলিত কএক খানি পত্র রুম দেশে পাঠাইতে লিখিল, তাহাতে কোন প্রকারে ঐ সকল পত্র রাজা ফিলিপ পাইয়া দুষ্ট প্রবঞ্চক কর্তৃক বঞ্চিত হইয়া ক্রোধেতে আপন পুত্র ডিমিত্রিয়সকে ভৃত্যের দ্বারা ধরিয়া আনিয়া পরে সংহার করিতে আজ্ঞা দিলেন। তদনন্তর কিছুকাল বিলম্বে রাজা ফিলিপ পাপিষ্ঠ পার্শ্বের ঐ সকল কপটতা ও প্রবঞ্চনাতে অনর্থক পুত্রবিনাশ করণ জানিয়া অত্যন্ত মনঃক্লম হওত উদ্ভাদতুল্য হইয়া অল্প দিনের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিলেন।

রাজা ফিলিপ মরণকালে যদ্যপিও ডিমিত্রিয়সের পুত্র আন্টি গণসকে রাজ্যে অভিষেক করাইতে ম.সিডনীয় লোকদিগকে মন্ত্রণা দিয়াছিলেন, ততাপি পার্শ্ব রাজসিংহাসনস্থ হইয়া কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথম কাল্পনিক ধর্ম্মাচরণ ও সত্যতা এবং ন্যায্য ব্যবহার করত প্রজাপালনা করিতেেন, এবং আত্মদয়া ধর্ম্ম প্রকাশ করণার্থে নিত্য বিচারস্থানে বসিয়া বুদ্ধিপূর্বক মামলাসাদি করিতেেন। আর তাঁহার পিতার সহিত রুম লোকদের যে সন্ধিপত্র ছিল তাহার হ্রিৎ করণার্থে এবং আপনাকে মাসিডন দেশের রাজা হওন স্বীকার করণার্থে বিনয় পূর্বক দূতদ্বারা রুম দেশে এক পত্র পাঠাইলেন, আর তাহাতে লিখিলেন, যে এমন হইলে আমি বঙ্গ হইয়া অনুমতি ব্যতিরেক কোন যুদ্ধাদিতে প্রবৃত্ত হইব না, তাহাতে রুমী লোকেরা তাঁহাকে রাজা করিতে এবং তাঁহার সহিত বন্ধুতা করণে স্বীকৃত হইলেন।

ঐ রাজা পার্শ্বের তাবৎ ক্রিয়াই কৃপাস্বিত ছিল; তিনি গ্রীক দেশে রুমী লোকদের স্বাধীনতার বহির্ভূত করণার্থে যে প্রকার বাকচাতুরী ও স্তম্ভ পৈশুন্য এবং কপটতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে তাহাতে গ্রীক দেশের তাবৎ রাজা তাঁহার পক্ষে হইয়াছিল। আর তিনি দশ বর্ষ বিতরণেপযুক্ত যুদ্ধযোগ্য অস্ত্রশস্ত্রাদি ও ত্রিশং

কার প্রকাশক কুবাকোর দ্বারা কহিতে লাগিলেন, যে ও রে অভাগা শিক্ ২ তোরে শিক্ খাকুক, কেননা আপন অদৃষ্টের উপর দোষ প্রকাশ না করিয়া স্বয়ং বুদ্ধিতে আপনি দুষ্ট হইয়া কেন অধমতা প্রকাশ করিলি? আর রুমি লোকদের অনুপায়ুক্ত শত্রু হইয়া আমার দিগ্বিজয়ি মহিমার ত্রুটি কেন জন্মাইতেছিস? ভাল, এইক্রমে তোরে ভয় নাই, কোন রুমি লোকেরা তোরে প্রাণদণ্ড করিবে না। এই কথাতে সাহস জন্মিয়া হস্ত গৃহন পূর্বক উঠাইলেন। পরে উল্লেখ্যে জয় ধ্বনি পূর্বক তাঁহাকে রুম নগরে পথের দ্বারা গমন করাইয়া লইয়া গেলেন, শেষে তাঁহাকে নিবিড়ানকার কারাতে বদ্ধ রাখাতে ঐ রাজা পার্শ্ব আপনাকে শিক্কার দিয়া স্বচ্ছাধীন অনাচারে প্রাণত্যাগ করিলেন। তিনি জীবৎমান থাকিতে তাঁহার কোষ্ঠ পুত্র ফিলিপের কাল প্রাপ্তি হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র সেকন্দরশাহ এক স্ত্রীর সমীপে ছুতারের বিদ্যা অভ্যাস করিতেন, কিন্তু পরে সত্য লোকের মধ্যে এক জন মুহুরী হইয়াছিলেন।

তদনন্তর পলিস্ মিলিয়ন্ নামে সেনাপতি মানিডন দেশীয় লোক স্বাধীন আছে ইহা স্বীকার করিয়াও তজাপি তিনি ঐ রাজ্য চাঃ খণ্ড-তে বিভক্ত করিয়া তদেশস্থ বিশিষ্ট বংশজাত যুবাণ্ডসদিগের দেশান্তর করিয়া এক রাজ্যের লোকের সহিত অন্য রাজ্যের লোকদিগের পরস্পর বন্ধুত্ব না থাকে এমন আজ্ঞা প্রকাশ করিলেন, এবং নূতন ২ নানা ব্যবস্থা স্থাপিত করিলেন। আর সমস্ত বহুমূল্য দ্রব্যাদি হস্তগত করিয়া স্বর্ণ রূপাদির আকর স্থান সকল খনন করিতে নিষেধ করিলেন; অতএব বোধ হয় ঐ দেশ যে পরাধীন নহে সে কেবল নামমাত্র ছিল, কিন্তু যথার্থরূপে তাঁহারা নিতান্ত রুমি লোকদের আয়ত্তের মধ্যে ছিলেন।

তদনন্তর আদ্রিস্ কশ নামে এক জন কল্পিত রাজা পার্শ্ব রাজার নিরেখেসা নামে উপপত্নী জাত পুত্র বলিয়া আপন পরিচয় দিয়া মানিডন দেশে উপস্থিত হওত ফিলিপ নামে বিখ্যাত হইয়াছি-

লেন, তাহাতে তদদেশস্থ লোকেরা যে তাঁহাকে গৃহ্য করিয়াছিলেন ইহা কিছু বড় আশ্চর্য্য বোধের বিষয় হয়না। সে যাহা হউক পরে ঐ ছদ্মবেশি রাজা পর্শিষের ভগিনীপতি সিরিয়া দেশ নিবাসি ডিমিত্রিয়স্ সোটর নামকের নিকটে গমন করিলে পর ঐ ব্যক্তি রুমি লোকদের অতিশয় কাঁচন শাসন প্রযুক্ত ভয়েতে তাঁহাকে রুমি লোকদের হস্ত সমর্পণ করিলেন, তাহাতে ঐ ব্যক্তি কোন প্রকারে তথাহঁতে পলায়ন করিয়া গ্রেস দেশে উপনীত হইলেন। পরে তিনি সেখানহইতে আহরণ পূর্বক কতক গুলিন সৈন্য সামন্ত লইয়া মাসিডন দেশে প্রবেশ করত আক্রমণ পূর্বক বাহু বলেতে ঐ দেশ হরতলস্থ করিলেন; তিনি অতিশয় যোদ্ধা ও সাহসিক ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার খলতা ও কৃপণতা প্রায় রাজা পর্শিষের মত ছিল; এবং ঐশ্বর্য্যশালী হইলে অহঙ্কারে ত্রিভুবনকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিতেন আর দুর্ভাগ্যক্রমে দুর্দশাগুণ হইলে দীনহীন ব্যক্তির ন্যায় থাকিতেন, এ প্রযুক্ত অহঙ্কারে অন্ধীভূত হইয়া অবিরেচনা পূর্বক রুমি লোকদের সহিত মহাসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহাতে ঐ রণে পরাভব হওয়াতে সেখানে বহু হইয়া মিটালস নামে রুমি সেনাপতির জরযাত্রীর শোভা করিলেন, এ প্রকার যুদ্ধাদি হইলে তাহার মাসিডন দেশ রুম রাজ্যের সহিত ভুক্ত করিলেন। পরে কএক জন লোক ঐ রাজ্য অধিকার করিতে সচেষ্ট হইলে রুমি লোকেরা তাহাদিগকে অনার্য্যাসে দমন করিয়া সুখেতে রাজ্য ভোগ করিতে লাগিল।

উপদেশ কথা ।

মাসিডন দেশীয় ফিলিপ নামক রাজার উপাখ্যানে লিখিত আছে, যে ঐ রাজা যৌবন কালে বিদ্যা শিক্ষার্থে গ্রীস দেশীয় ইপামিনন্ডস নামে বিখ্যাত এক জন অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া

ছিলেন। তদ্বারা এই উপদেশ প্রকাশ পাইতেছে, যে ছাত্রেরা
 উত্তম বিষয়ে কি উত্তম অভিপ्राয়ে মনকে লগুয়াইতে নিপুণ এমন
 এক জন অধ্যাপক যদি প্রাপ্ত হয়, তবে তাহাদের অবশ্য পরমভাষা
 করিয়া মানিতে হয়। কিন্তু তথাপি ঐ ফিলিপ রাজা অল্প দিনও
 আপন কুসৃত্তা গুপ্ত রাখিতে পারেন নাই, কারণ তিনি সদুপদে-
 শকে অরণে না দিয়া কেবল ঐশ্বর্যাভিলাষ পূরক যে শিক্ষা
 তাহাই অরণে রাখিতেন। আর তখন ঐ রাজার যে রূপ অব্যবসায়
 ও সাহস ছিল, তাহা যদি সংকর্ষকরিতে আমাদের ঘটিত, তবে
 মঙ্গলের বিষয় হইতে পারিত। কেননা দেখা, তাঁহার অসাধ্য দার
 সকল এবং অধিক প্রবল বৈরি সমূহ থাকিলেও ক্রমেতে তাবৎ
 বাধা উত্তীর্ণ হইয়া চলিলেন। অতএব তাঁহার যে এরূপ অসীম
 সাহস ও অব্যবসায় তাহা আমাদের প্রশংসনীয় বটে; কিন্তু তাহার
 ব্যবহার যে কেবল ছল ও কপটতাতে পরিপূর্ণ ছিল, তাহাতে
 আমাদের দোষারোপণ করা উচিত। ফলতঃ তিনি করিতেন কি না
 ছদ্মবন্ধুত্ব হইয়া। আপন পুতিবাসিদিগের বিবাদও দ্বেষ্টাদ্বেষ্টীয়
 ভাব ভঞ্জন ছলেতে তাহাদিগকে আপন বশেতে এক প্রকার দাস
 করিয়া রাখিতেন। আর এই রূপ নীতি চলিত হওয়াতে এক সময়ে
 অনেক জাতি বন্ধুপুতিবাসি লোকেরা নিজমঙ্গলে অঙ্গপ্রযুক্ত পরস্পর
 বিবাদ করিয়া ঐ রাজার সদৃশ কপটি এক জনকে মধ্যস্থ মানিলে
 যে ব্যক্তি আসিয়া ছলেতে উভয়েরই সর্বস্ব কাড়িয়া লইয়া যায়।
 অতএব এরূপ ছল ও কপটতা আমাদের অবশ্যদুষ্য বটে। আর এই
 একটি বিষয় আমাদের অরণে রাখা কর্তব্য, যে শুভদায়ক যোগাযোগ
 ব্যতিরেক কেবল বলেতে ঐ রাজার এরূপ উন্নতি হয় নাই, কেননা
 দেখা যে কোনো ইতিহাস হউক সর্বত্র এমন প্রমাণ সিদ্ধ আছে, যে
 মনুষ্যদের অতিবড় ভীক্ষুবৃত্তি হইলেও পরমেশ্বরের অনুমতি ব্যতি-
 রেক কখন কৃতকার্য হইতে পারে না। আর ইহাও অবশ্য মানিতে
 হয়, যে এই ব্যক্তি দীক্ষার অনুগৃহীত কিনা ইহা কেবল বাহ্য বিষয়

দর্শনে জানা যায় না। তাহার সাক্ষী দেখে, ঐ রাজা পরমেশ্বরকে ভুঁক্ট করিতে না জানিলেও তথাপি তাঁহার চেষ্টা সকল ফলবান্ হইয়া উঠিল, এবং অত্যা ঐশ্বর্য্য ও পরাক্রম হইল, কিন্তু তৎকালে অনেক ২ পুরুত ইশ্বর সেবকেরা নিজ ২ চেষ্টার নিম্নলভ্য পাইয়া অন্ততঃবিষয়ে ও দুঃখসাগরে মগ্ন হইল। আর ও দেখে, যেমন অগ্নি সমূহেতে রাশি ২ কাষ্ঠ পুদান করিলে সে নির্বাণ না হইয়া আরও অধিক প্রজ্বলিত হয়, তেমনি মনুষ্যদের অভিনাষ অসংখ্য ২ ঐশ্বর্য্য পাইলেও তথাপি নিবৃত্তি পায় না। তাহার প্রমাণদেখ, লিখিত আছে যে ঐ রাজা সমুদয় গুণিক দেশ জয়করিলে আশিয়া দেশের জয়েতে লালস করিলেন। অতএব পরমেশ্বর যাহা দেন তাহাতেই যেন আমাদের মন সন্তুষ্ট থাকে, সেই আমাদের পরম লাভ। সে যাহা হউক, কিন্তু অজ্ঞেয় এবং অতর্পণীয় যে এক জন জয়কারি মৃত্যু আছে, তাহার অন্তরাগ্রেতে পৃথিবীহু তাবৎ জয়লোকদিগের ও অবশ্য পরাস্ত মানিতে হয়; কেননা দেখে ঐ রাজা আনন্দ ২ হস্তগত দেশের মধ্যে এক জন ক্ষুদ্র লোকের অস্ত্রেতে ঐ মৃত্যুর হস্তগত হইলেন।

এই ক্রমে রাজা সেকন্দরশাহের চরিত্রবিষয় আমাদের কিছুর লেখা উচিত। ঐ সেকন্দরশাহ সদগুণ নিমিত্ত ব্যতিরেক কেবল দিগ্বিদিক্ জয়প্রযুক্ত মহা নামে বিখ্যাত একজন প্রধান রাজা হইয়াছিলেন। তাহার যে রূপ আক্রমণের গতি ছিল সে প্রায় তুফানের তুলা, অথবা বন্যাসদৃশ, কেননা বন্যা যেমন প্রথমে অল্পজল আসিয়া বহিতে ২ শেষে ক্রমে ২ বাড়িয়া অথাই জল হইয়া উঠে, এবং সম্মুখে যদি কোন জঙ্গলাদি থাকে তবু তাহা ছাপাইয়া সর্বনাশকারি প্রচণ্ড বেগেতে সম্মুখ ভুমিতে পড়ে, তাহার ন্যায় জানিবা। আর সৎকর্মে যে রূপ উদ্যোগ করিলে মহা ২ যশঃ ও প্রশংসা হইত, এমন উদ্যোগে উৎসুক হইয়া পুৰল বৈরিপক্ষের প্রচণ্ড প্রতাপেতে ভয় করা দূরে থাকুক, বরং অত্যন্ত সাহস পূর্বক তাহাকে দমন করিয়া ক্রমে ২

সমুদ্র দেশ জয় করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে শেষে পৃথিবীস্থ
 তাবৎ রাজ্য তাঁহার বশীভূত হইয়া থাকিল। কিন্তু এরূপ হইলেও
 তাঁহার যশঃ ও ঐশ্বর্য্যের পিপাসা নিবৃত্তি হইল না। এবং নিজ
 পরিশ্রমের ফল ও কিছু জমিল না, অর্থাৎ বহুবিধ পাপজন্য মনঃপোড়া
 হইতে এবং কামাদি ছয় রিপু হইতে মুক্ত হইলেন না। সুতরাং প্রকৃত
 যে সুখ তাহা প্রাপ্তি চুলায় পড়ুক বরং তাহা হইতে পুথম অপেক্ষাও
 অধিক দূরস্থ হইলেন। ফলতঃ তিনি মিথ্যা উচ্চপদাভিলাষ করিয়া
 তাবৎ রাজ্য করতলস্থ করিলেন এবং অসংখ্য লোকের প্রাণদণ্ড করি-
 লেন ও কামক্রোধাদি ছয় জনের দাসানুদাস হইয়াছিলেন; এই হেতুক
 তিনি আয়ুর্মাধ্যাদশাতে ইন্দির বশজন্ম মদ্যপানেতে প্রাণত্যাগ করি-
 লেন। ইহাতেই জানা যায়, যে আপনাকে বশীভূত করা এই প্রকৃত
 বীরত্বের পুথম পাঠ পর্য্যন্ত ঐ রাজা অবগত ছিলেন না। কেননা
 যে ব্যক্তি ক্রোধের শাস্তা সে বীর হইতেও শ্রেষ্ঠ, আর যে ব্যক্তি
 ইন্দ্রিয় দমনেতে পারেন তাহাকে রাজাশাসনকারি অপেক্ষাও
 শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতে হয়। সে যাহা ইউক তাঁহার চরিত্র বিষয়ই
 বা কি? আর মরণের বিষয়ই বা কি? যিনি সমুদ্রের সীমা নিরূপণ
 করেন, এবং সমুদ্র তরঙ্গকে কহেন, যে তোমরা এই পর্য্যন্ত আসিরা,
 এমন পরমেশ্বরের যে সকলি হস্তগত, ইহা আমরা বিলক্ষণ দেখি-
 তেছি। আর ঐ সেকন্দরশাহ প্রবল বৈরী হইলে ডারায়স নামক
 রাজা যে তাচ্ছল্য করিয়া নিরুদ্বেগে ছিলেন, ইহাতে আমাদের
 দয়া উপহিত হইলেও তাহার উপরে দোষারোপণ করিতেছি।
 কিন্তু দেখ, আমরাও তাদৃশ পাপকে তাচ্ছল্য করিয়া প্রতিফল
 পাইতেছি, কি না পুথমতঃ পাপকে সামান্য জানে তুচ্ছ বোধ
 করিলে ঐ পাপ ক্রমে প্রবল হইয়া মনঃসিংহাসনে বসতি ও
 কর্তৃত্ব পূর্বক মনুষ্যদের একেবারে নষ্ট করে।

ঐ আশ্চর্য্য দেশীয় মহাসুখাত্যাপন্ন সুবক্তা ডিমিস্টিনিসের চরিত্র
 বিষয় লঙ্ঘন করিয়া আমাদের অন্যান্য বিষয় লেখা উচিত হয় না।

কেমনা বিবেচনা করিয়া দেখ, যে সকল গুণদ্বারা মনুষ্যেতে ও পশুতে ভেদ আছে, তাহার মধ্যে কথা কহনের শক্তি একটি প্রধান গুণ বটে। কিন্তু আশ্চর্য্য দেখিতেছি এই, যে জগতের মধ্যে কথকতা গুণেতে নিপুণ একটি মনুষ্যও প্রায় পাওয়া দুলভ; অতএব যাহার ২ বক্তৃতা শক্তি আছে তাহার। অবশ্য লোক কর্তৃক আদৃত হইয়া থাকে। আর আমাদেরও এ বিদ্যাতে মনোযোগ করা অতি কর্তব্য, কেননা মনুষ্য সাধারণের উপকার নিমিত্ত ইহা একটি প্রধান উপায় হইয়াছে। বিশেষতঃ বুদ্ধি বিশিষ্ট জীবদিগের যে সকল সুখ, তাহার মধ্যে ভাবজ্ঞ সুখাদিগের জ্ঞান উপদেশ কথা শুনা ইহা একটি প্রধান সুখের বিষয় হয়। অতএব এদের বিষয় দেখিতেছি এই, যে জগতে যদি কেহ ২ সুখজ্ঞ হয় তবে তাহার মধ্যে অনেকে দ্বিধাবিষয়ে সে ক্রমতা সমর্পণ না করিয়া অপকৃষ্ট বিষয়ে নিয়োজ করে। কিন্তু ডিমস্টনিদের যে চরিত্র, সে আমাদের মনঃশক্তি বিষয় বটে; কেননা তাঁহার ক্রমতা স্বদেশ মঙ্গলার্থ ব্যতিরেক ভ্রান্তি ক্রমেও কুবিষয়ে মিয়ুক্তা হয় নাই। আর তাঁহার বাৎপত্তি পথে অনেক ২ কষ্টক থাকিলেও তথাপি তদ্বিষয়ে তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না। এই প্রকারে তিনি আমাদের সাহস ও উদ্যোগজনক বিশেষ ২ নিদর্শন দেখাইয়া গিয়াছেন, যে অত্যন্ত চেষ্টা করিলে বাধা থাকিলেও কার্যাসিদ্ধ হইতে পারে। আর যেমন ক্ষেত্রেতে চাষ ও বীজ বপনাদি না করিয়া কৃষকদের ফসল অপেক্ষা করা মিথ্যা, তেমনি চেষ্টা ব্যতিরেক কার্যাসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা করাও মিথ্যা। একারণ বিদ্যাল্যার্থী হইলে তদ্বিষয়ে পরিশ্রম করা অবশ্য কর্তব্য, ইহা জানিয়া ঐ ডিমস্টনির বহুদিনাবধি লোকসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বিরলে বৃদ্ধ শ্রমে অধ্যয়ন করিলেন। অতএব আমাদেরও তাবৎ ধনের মধ্যে পুস্তক গুলিনকে ও বহুমূল্য ধন করিয়া মানিতে হয়। তাহা কিছু সকল পুস্তক বলিয়া নহে, কেবল উত্তম ২ পুস্তককে, যে-হেতুক মনুষ্যদিগের কুশল্য প্রযুক্ত ঔষধ স্বরূপ পুস্তকাদিও কাল-

কটু স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে ; কেননা দেখ, অনেক ২ এমন পুস্তক আছে যে যুবা লোকদের মন নষ্ট করিতে দক্ষ, তাহার মধ্যে এমন ২ পুস্তক আছে যে সে সকল কাহাকর্তৃক ও উচ্চৈঃস্বরে পাঠ্য হইতে পারে না। আর তদ্ব্যতিরেকও কথক গুলিন পুস্তক আছে, সে সকল উত্তম ২ কবিতাতে ভূষিত হইলেও অন্তর বিষেতে পরিপূর্ণ ; অতএব এই সকল পুস্তক যদি কোন ক্রমে আমাদের হস্তগত হয় তবে যেন আমরা তাহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া সমুদ্র জলে ডুবাইয়া দেই। কেননা এই মনে করিতে হয়, যে সৰ্প চিত্রবিচিত্র হইলেও তথাপি প্রাণ হরণেতে কুশল বটে।



কানরাজ্যের বিবরণ।

তদ্দেশীয় রাজাবলী :

পূর্বকালে ইটালি দেশ সার্টনিয়া ও ইনোজিয়া ও হেসপিরিয়া আর অসোনিয়া এই সকল নামে বিখ্যাত ছিল। ঐ দেশের তিন দিক্ সমুদ্রে বেষ্টিত, এবং শেষ সীমা আয়লস নামক উচ্চ পর্বতদ্বারা নিরূপিত আছে। ঐ রাজ্য দীর্ঘে নয় শত কোশ, কিন্তু প্রস্থে সর্বত্র সমান নহে ; কলতঃ অবসরে হাঁটু পর্য্যন্ত মনুষ্য চরণাকৃতি জানিবা।

ত্রয় দেশ উচ্ছিন্ন হইলে পর কোন ক্রমে রক্ষাপ্রাপ্ত যে ইনিয়স নামক সেনাপতি, তিনি জাহাজে উঠিয়া লাসিয়ম নামে ইটালি দেশের এক প্রদেশস্থ সমুদ্র তীরে উপস্থিত হইলেন, ইহা জানিয়া তদ্দেশস্থ লার্টাইনস নামক ভূপতি ঐ সেনাপতিকে সমাদর পূর্বক আস্থান করিলেন। পরে ঐ সেনাপতি রুটলাই জাতির সহিত সংগ্রামে ঐ রাজার অত্যন্ত সাহায্য করিতে রাক্ষস করুণ হইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার সহচর লোকদিগকে বসত্যর্থে ক্রিয়ণ ভূমি প্রদান করিলেন, এবং আপনার যে লাবিনিয়া নামে এক মাত্র কন্যা ছিল, তাহার

সহিত ঐ সেনাপতির বিবাহ দিয়া আপন উত্তরাধিকারোপযুক্ত করিলেন। একারণ ঐ ইনিয়স স্বপ্নেরে অবর্তমানে লাসিয়স রাজ্যধিপতি হইয়া যথোপযুক্ত রাজশাসন করিতে লাগিলেন। এবং লোকদিগের সুস্থির করত আপন কর্তৃত্ব মধ্যে যে দুই রাজ্য ছিল, তাহা মিলিত করিয়া লাবিনিয়স নামে একটি নগর স্থাপন করিলেন। পরে এক সময় তিনি লুমিকস নামে নদীতীরে রুটলাই ও টেরিনিয়ন এই দুই জাতির সহিত যুক্ত করত শত্রুদিগের প্রবলতা নিবারণ করিতে না পারিয়া ঐ নদী জলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

এই রূপে রাজা ইনিয়সের কালপ্রাপ্তি হইলে পর আঙ্কেনিয়স জুলিয়স নামক তাহার পুত্র রাজমুকুট ধারণ করিয়া আল্‌দালজা নামে এক নগর স্থাপন করিলেন। তৎকালে তাহার বিমাতা লাবিনিয়া রাজ্যী আপন পুত্রবের কাল সন্নিহিত দেখিয়া বনে পুত্ৰান করিলে পর সে স্থানে এক অপূর্ব সন্তান পুসব করিলেন, তাহাতে পৈতৃক নাম যোগ করিয়া বনে জন্ম প্রযুক্ত ঐ সন্তানের নাম ইনিয়স্ সিল্‌বিয়স রাখিলেন। আর এই শেষ রাজার এক পুত্রের নাম জুলিয়স রাখিলেন। পরে মাসিডন দেশীয় লোকেরা আন্‌বা ও লাবিনিয়স এই দুই নগর এক রাজ্য করিয়া সিলবিয়স রাজাকে অধ্যক্ষতার ভার দিলেন।

ঐ সিলবিয়স রাজার বংশক্রমে তের জন রাজা ঐ সিংহাসনাধিকারী হইলে শেষে প্রকাস নামক রাজা নুমিটরাথ্য আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ঐ সিংহাসন সমর্পণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। কিন্তু তাহাতে অয়ুলিয়স নামে তাহার কনিষ্ঠ পুত্র নিজবলেতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নুমিটরকে বহিস্কৃত করত ঐ সিংহাসনস্থ হইয়া ইগটাস নামক পিতৃব্য সন্তানকে বধ করিলেন, এবং নুমিটর রাজার রিয়াসিল্‌বা নাম্নী যে কন্যা ছিল, তাহাকে চিরকাল অনূঢ়া রাখিতে বাঞ্ছা করিয়া বেফো নামক দেবতার সেবাতে নিযুক্ত করাইলেন। তাহাতে কোন রূপে ঐ

কন্যার গষ্ঠুসংস্কার হইলে তিনি নিজদোষ মোচনার্থে কহিলেন, যে যার্ল নামক দেবতা বলেতে আমার সহিত জোড়া করিয়াছেন। সে যাহা হউক প্রাপ্ত সময়ে তিনি যমজ সন্তান প্রসবিতা হইলে পর অমুলিয়স রাজা নিজ আজ্ঞাতে এই দুই সন্তানকে দোলনা করিয়া টাইবর নদীতে ডাখাইয়া দিলেন। পশ্চাৎ এই দোলনা ক্রমে ভাসিতে আসে আবেনটাইন নামক পর্বতের তলে গিয়া লাগিল। তখন ফফেলস নামক এই রাজার এক জন পুত্রক এই অপূর্ব সন্তান দুয়কে দেখিয়া লইয়া আত্মা লেরথিয়া নামী নিজ পত্নীকে প্রদান করিলে পর সেই নারী নিজ সন্তানের ন্যায় তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতে লাগিল।

তদনন্তর রমূলস ও রীমস নামে এই যমজ দুই ভ্রাতা ক্রমে প্রাপ্ত হইলে পরস্পর কোন রূপে আপন মাতামহ নুমিটরের অনুসন্ধান পাইয়া নিজসঙ্গি গোপদিগের সহিত একত্র হইয়া আক্রমণ পূর্বক রাজা অমুলিয়সকে পদচ্যুত করত এই নুমিটর রাজাকে পুনর্বার সিংহাসনোপবিষ্ট করাইলেন। পশ্চাৎ তাহারা যে সকল পর্বতোপরি মেঘাদি চরাইতেন, এই স্থানে এক নগর পত্তন করিতে মানস করিলে নুমিটর রাজা তৎকর্ম নির্যাহার্থে কতক গুলি ভূমি প্রদান করিলেন, এবং নিজ পুত্রাদিগকে এই আজ্ঞা দিলেন, যে তোমাদের যাহার ইচ্ছা হয় এই নগরে বসতি কর। এরূপ হইলে পরে কোন স্থানে নগর পত্তন হইবে এই কথা সূত্রেতে তাই পরস্পর কনহোপহিত হইয়া রিমস প্রাণত্যাগ করিলেন। কিন্তু ইতিহাস-বেত্তারা লিখেন, যে এই দুহুম্য রমূলস কর্তৃকই হইয়াছিল। সে যাহা হউক, পরে পালাটিন পর্বতোপরি নগর স্থাপিত হইয়া রমূলস কর্তৃক নির্মিত প্রযুক্ত রুম নামে বিখ্যাত হইল। এই নগরে প্রথম এক সহস্র খড়্গা ঘর ছিল; এবং রমূলসের রাজগৃহ খড়্গের ছাউনি পরেতে নির্মিত ছিল। তখন নগরে লোক বৃদ্ধিনিমিত্তে এই আইন প্রকাশ হইয়াছিল, যে যাহারা দোষী ও দাসত্ব বিশিষ্ট এবং পূর্ব-বসতিতে বিরক্ত তাহারা এই স্থানে বসতি করিলে রক্ষা পাইবে।

পরে ঐ রমূলস নগরস্থ লোকদিগকে এই আজ্ঞা দিলেন, যে এখন তোমাদিগের রাজ্য করিতে যাহাকে ইচ্ছা হয় তাহাকে রাজ্যনুকূট ধারণ করাও। তখন নগরবাসি তাবলোক একত্রে একা হইয়া সুবিবেচনাতে নগর পত্তনকারি ঐ রমূলসকে রাজ উপযুক্ত জানিয়া আপনাদিগের ধর্ম্মাধ্যক্ষ পদ, ও প্রধান বিচারকর্তৃ পদ, এবং প্রধান সেনাপতি পদ, এই সকল পদে নিযুক্ত করিয়া সিংহাসনোপবিষ্ট করাইলেন। আর তৈনাত্তি সেনা ব্যতিরেকে প্রজাদিগের রাজ ব্যবস্থা প্রতিপালন করায় এমন দ্বাদশ জনকে নিযুক্ত করাইলেন। ঐ বার জন নগবেষ্টিত কুঠার হস্তে লইয়া রাজ্যের অগুসর হইয়া ভ্রমণ করিবেন, কারণ লোকেরা ইদৃশ দেখিয়া যেন রাজাকে সমাদর করে; কিন্তু এরূপ হইলেও লোক সাধারণ একত্র করিতে, ও রাজসভা স্থাপন করিতে, এবং সেনাধ্যক্ষতা করিতে, আর রাজ ভাণ্ডার নিযুক্ত করিতে, এতদ্ব্যতিরেক রাজ্যের অন্যত্র প্রভুত্ব ছিল না।

আর রাজমন্ত্রণাকরণার্থে রুম দেশীয় প্রধান এক শত লোক রাজ সভাবর্তী ছিলেন। পরে রাজা তদুপরি এক জন প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া নগরীর প্রধান সেনাপতি অনুপস্থিত থাকিলে তাঁহাকে তৎকর্ম্ম চালাইতে আজ্ঞা করিতেন। এই সম্মুখ সভাতে রাজা আপনি অধ্যক্ষ হইয়া বিবেচনা করিতে অধিকাংশ লোকের সম্মতি অনুসারে রাজকীয় তাবৎ কর্ম্ম নির্বাহ হইত। আর ইতর লোকেরা প্রতিপালিত হওয়াতে সভাহ লোকদিগকে পিতা জ্ঞান করিত, এই জন্যে সভাহলোকের নাম পিতৃলোক বলিয়া বিখ্যাত ছিল।

পরে ঐ সভাহ লোকদের সম্ভানবর্গ কুলীন নামে বিখ্যাত হইয়া সভাহ লোক এবং সাধারণ লোকদ্বারা রাজকীয় প্রধান কর্ম্ম এবং যাজন কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। তন্নিম্ন ইতর লোকেরা রাজ্যের তৃতীয়াংশ কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল; কিন্তু রাজা কি সভাহ লোকেরা উহাদের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন আজ্ঞা চলিত করিতে পারিতেন না। ফলতঃ নহি, কি যুদ্ধ করা, এবং বিচারকর্তা বা রাজা নিযুক্ত করা, এ সকল

আজ্ঞা ইচ্ছাধীন করিতে পারিতেন না। আর সাধারণ লোকেরা কোন দেশ আক্রমণের কথা উত্থাপন না করিলে রাজা কোন আজ্ঞা দিতে শক্ত ছিলেন না। আর এই ইতর লোক সকল স্বৈচ্ছাধীন একজন কুলীন লোককে নিজস্ব অভিভাবক করিয়া রাখিত, তাহাতে কুলীনেরা করিতেন কি না আশুতিদিগের ধন ও মন্ত্রণা দ্বারা পরিতোষ করিতেন, এবং বিচারস্থানে কি অন্য স্থানে সর্বত্রোক্তে ন্যায় পূর্বক রক্ষা করিতেন; তেমনি সাধারণ লোকেরাও কুলীন লোকদিগের নানা প্রকার সাহায্য করিত। ফলতঃ তাঁগদিগের কন্যাপত্য বিবাহকালে যৌতুক দান, ও শ্বশুরস্ব হইলে সন্তান করা, ও বিপদ দিনাশার্থে কোন স্থানে যাইতে হইলে তাহার সহিত গমন করা, এবং কোন কৰ্ম্ম করিতে সচেষ্ট হইলে কথাদ্বারা সাহায্য করা, এ সকলই করিত।

তখনন্তর রমুলস রাজা নগরস্থ ভাবলোকদিগকে তিন অংশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বর্ণকে নগরের প্রত্যেক অংশে বসতি করিতে দিলেন। পরে এই তিন অংশের প্রত্যেক বর্ণকে দশদল করিয়া পুনর্বার বিভক্ত করিলেন, তাহাতে একদলে একশত লোক গণিত হইলে প্রত্যেক দলে একজন সেনাপতি, ও কিউরি নামে একজন যাজক, এবং ড্রুম্বী নামে দুইজন হাকিম নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

কুমরাজ্য এই রূপে শৃঙ্খলামত স্থাপিত হওয়ারতে অন্যান্য রাজ্যের অনেকেই বসত্যর্থ এই নগর আশ্রয় লইল; কিন্তু অধিক প্রজা হইলে যে রাজ্য চিরস্থায়ি হয় এমন বোধ হওয়াতে রমুলস রাজা মন্ত্রিদিগের সুমন্ত্রণা লইয়া সাবিন নামে কোন জাতির সহিত পরস্পর উভয়ের কন্যা আদান প্রদান ক্রমে উভয় লোকের বিবাহ হয় এমন নাসনা করিয়া তাহাদের সহিত প্রীতি করিতে উদ্যত হইলেন। তাহাতে সাবিন লোকেরা তাহা সম্মত না হইয়া বরং নানা প্রকার ব্যাধি করিতে লাগিল। তখন রমুলস রাজা কহিলেন, যে ভাল

যাহা মিনতিতে না হইল তাহা বলেতে কিছা ছলেতে অবশ্য সিদ্ধ হইবে। ইহা মানস করিয়া নেপ্টন্ নামে রুমীয় দেবতার একটি ভাস্কর্য পূজা অতিথি পূর্বক আরম্ভ করিলেন। তখন ঐ বহুসংখ্য ক্রিয়াকর্মী নৃত্য গীত খেলাদি দর্শনার্থে সাবিন লোকেরা ও অন্যান্য লোকেরা নিজ নিজ পত্নী ও কন্যার সহিত আসিয়াছিলেন। তাহাতে পূজা আরম্ভ হইলে পর রুমীয় যুবা লোকেরা একত্রে খানি খানিতান্ত্র হস্তে লইয়া ঐ বিদেশিগণমধ্যে প্রবেশিত হওত তাহাদিগের সুন্দরী কন্যা সকলকে বলাৎকার পূর্বক আহরণ করিয়া লইয়া গৃহস্থ করিল।

পরে শেখিনা নামে ও আর্টেম্‌না নামে এবং ক্রেক্টোমিনন্ নামে এই তিন নগরীয় লোক রুমি লোকদের ঈদৃশ ক্রাণ্ডবহারের প্রতিফল প্রদানার্থে সকলে একত্রে হইয়া রুম নগর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল; তাহাতে রমুলস রাজা যত্ন যুদ্ধ করিয়া অনায়াসে তাহাদিগকে পরাভূত করিলেন। অনন্তর সাবিন লোকেরা ঐ কুরীতির ফলদানার্থে কোধানিত হইয়া রুমি লোকদের সহিত ঘোরতর সমর আরম্ভ করিয়া জয় পূর্বক রুম নগর হস্তগত করিল, কিন্তু শেষে রোমান কর্তৃক হস্তগতেরা মধ্যস্থ হইয়া ঐ প্রবল বিরোধ ভঙ্গন পূর্বক পরস্পর এমন মিলন করিয়া দিল, যে টেনিয়স নামক সাবিন রাজা ও রমুলস রাজা এই উভয় নৃপতিতে যুক্তি পূর্বক একত্রে হইয়া সমান ক্রমতা প্রযুক্ত এক সিংহাসনে বসতি করিল। আর ব্যবস্থা করিলেন কি না সাবিন দেশীয় এক শত লোক রুমি সভাতে বসতি করিবে, এবং নগরের নাম পূর্ববৎ থাকিয়া রুমন্ লোকেরা কিরীটি নামে বিখ্যাত হইবে। আর সাবিন দেশীয়রা রুম নগরে বসতি প্রার্থনা করিলে তন্নগরবাসির ন্যায় কৰ্ম করিতে পাইবে। এই রূপে উভয় জাতিমিলিত হইলে পাঁচ বৎসর গতে টেনিয়স রাজা প্রাণত্যাগ করিলে পর রমুলস রাজা পূর্বমত এক সিংহাসনস্থ হইয়া শাসন পালন করিতে লাগিলেন। ঐ টেনিয়স রাজার অধিকার

কালে কলীন ও ইতর লোকদিগের মধ্যে ঘোড় সওয়ার নামে আর এক জাতি ভর্তি হইয়াছিল।

অনন্তর রাজা রমূলস বিবাহ বিষয়ে এই নতুন ব্যবস্থা স্থাপন করিলেন, যে ত্রীলোকেয়া বেচ্ছাধীন স্বামীকে তাগ করিতে পারিবে না, কিন্তু স্বামী আত্মইচ্ছাতে নিজ দারাকে দূর করিতে পারে। আর যদিও নারী ব্যভিচারিণী হয় কিম্বা স্বামিকে বিষপানাদি করাইতে ইচ্ছা করে অথবা কলূপের চাবী নিৰ্ম্মাণ করে, ইহার কোন বিষয়ে যদি ধরা পড়ে তবে স্বামী তাহার প্রাণদণ্ড করিতে পারে। আর এক বিধি এই, যে পিতা পুত্রের উপর সর্বপুকারে কর্তৃত্ব করিতে পারেন। ফল সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত কি কোন পদ প্রাপ্ত হইলেও বিক্রয় ও কারাগারে বদ্ধ করিতে পিতা ক্ষমতাবান্ হইবেন।

এইরূপে রমূলস রাজা অতিশয় বর্দ্ধিষ্ণু হওয়াতে ঐশ্বর্য্য গর্বে গর্ভিত হইয়া বেচ্ছাধীন থাকিতে এবং পূর্ব্ব স্বীকৃত যে মন্ত্রি সম্মত ব্যবস্থা তাহা অন্যথা করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাহাতে সত্যম্ মন্ত্রি বর্গের ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হইয়া রাজা হঠাৎ অদৃশ্য হইলেন। ইহাতে লোকে রাষ্ট্র হইল এই, যে রমূলস রাজা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে বোধ হয় যে সত্যম্ লোক কর্তৃকই তিনি হত হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক ঐ রাজা নিয়মিতাচারী ও সাহসিক এবং পরিণামদর্শী ছিলেন বটে, কিন্তু ক্রোধ ও অহঙ্কার ও শঠতাতে পরিপূর্ণ ছিলেন; অতএব এ সকল কর্ম্ম করা তাঁহারি উপযুক্ত হয়। কিন্তু সেই রাজা যে পশ্চাৎ এ রূপ বৃহৎ ও জীমান্ হইয়া উঠিল তাহার আদি পত্তনকারী তিষ্ঠি, এই জন্যে তাঁহাকে অবশ্য স্মরণে স্থান দিতে হয়।

অনন্তর রাজা রমূলসের সন্তান সন্ততি না থাকাতে দেশীয় লোকেরা উত্তরাধিকারি বিষয়ে নানা কলহ উপস্থিত করিতে লাগিল; কিন্তু শেষে একাপূর্ব্বক এই নির্ধারিত করিল, যে যাহারা রাজা মনোনিত করিবেন তাহারি নিজ দলহইতে গৃহণ না করিয়া তিন্ন দলহইতে রাজউপযুক্ত লোক বাছিয়া লইবেন। এই রীত্যানুসারে ক্রমি লোকেরা

সাবিন দেশীয় নুমাপল্লিলিয়স নামক ব্যক্তিকে রাজউপযুক্ত জানিয়া রাজ্যাভিষিক্ত করাইলেন। তখন এই ব্যক্তির বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসর এবং তিনি যথার্থবান্ ও পরিমিতাচারী ছিলেন। আর তিনি সাবিন দেশীয় তাবৎ বিদ্যাতে ও জ্ঞানেতে অত্যন্ত পারদর্শী প্রযুক্ত এই রাজ্যপদ লইতে তাদৃশ প্রয়াসী ছিলেন না।

পরে এনুমা রাজা অনেক ২ দেবালয় নির্মাণ করিয়া তাহার নানাবিধ উৎসবের দিন নিরূপণ করিয়াছিলেন ; আর কৌশলেতে লোকদিগের এমন জনাইতেন, যে তিনি ইজিয়া নামী দেবীর বিশেষ আলাপ করণের প্রিয় পাত্র ছিলেন। বিশেষতঃ রুম দেশীয় জেনস নামক দেবতার এক উত্তম মন্দির নির্মাণ করিয়া দিলেন। এই বিগুহের অগুপচাৎ দুই মুখ ছিল, তাহার অভিপ্রায় এই, যে কর্ম করিতে হইলে পশ্চাৎ দৃষ্টি রাখিয়া করিতে হয়। আর এই মন্দিরের দ্বার কেবল যুদ্ধ কালীন মুক্ত থাকিত তন্নিম্ন চির দিন বদ্ধ থাকিত। আর এই রাজা বেফা নামে এক দেবতার সেবার্থে নানাবিধ লভ্যের বিষয় দিয়া কতক গুলিন অনূঢ়া কন্যাকে নিযুক্ত করাইলেন, এবং কতক গুলিন প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ স্থাপিত করিলেন, এবং সেলিয়ান ও ফেসিয়ান নামে দুই প্রকার পুরোহিত স্থাপন করিলেন। তাহাতে এক দল আননেলিয়া নামে কতক গুলিন ঢাল রক্ষা করিতেন; তাহার কারণ এই, লোকের এমন প্রত্যয় ছিল যে এই ঢাল বিদ্যামানে রুম নগর পরিত্যক্ত হইতে পারে না। আর এক দল হেরা যুদ্ধ করা কর্তব্য কি না তাহা বিবেচনা করিতেন। আর এই রাজা তাবৎ ভূমির আবাদ ও তরদূরিতে সর্বদা মনোযোগী হইয়া রাজা রুমুলস কর্তৃক যে সকল ভূমি আয়ত্ত হইয়াছিল তাহা ইতর লোকদের বিভাগ করিয়া দিতেন। এবং পিতা পুত্র বিষয়ে যে একটা কঠিন নিয়ম ছিল তাহার কক্ষিৎ পুণ্ড করিলেন। আর দিনপঞ্জিকা সৃষ্টি করিলেন, এবং রুমী ও সাবিন লোকদের পরস্পর যে পার্থক্য ছিল তাহা যুটাইয়া রীতিক্রমে বসতি করিতে দিলেন।

এ নূরু রাজার কাল প্রাপ্তি হইলে পর লোকেরা যদবধি টলস হস্টিলিয়স নামক রাজাকে রাজ্যাভিষিক্ত না করাটয়াছিল তদ্বিন পর্যন্ত রাজসভায় লোকদিগের রাজকর্তৃত্বের ভার অর্পিতাছিল। এ টলস হস্টিলিয়স রাজার যুদ্ধেতে বড় অসক্তি থাকাতে অল্প দিন বাদে এই দেশের নিকটবর্তি আলবান নামে এক জাতির সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে রাজা তুচ্ছ হইয়া জয়ার্থে উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন উভয় পক্ষীয় সেনা যুদ্ধোন্মুখ হইয়া পরস্পর মুখামুখি হইল তখন আলবান দেশীয় সেনাপতি অগাসর হইয়া এই কথা কহিল, যে বাহলা সঙ্গামের জ্ঞানশাক্তা কিছু নাই, উভয় দলস্থ এক জনে যুদ্ধ করিয়া জয় পরাজয় শেষ করা কর্তব্য। এই রূপ নিয়ম হইলে রুমী লোকদিগের দলে হরাসিয়াই তিন জন যমজ ভ্রাতা ছিল, এবং আলবান লোকদের কিউরিএসিয়াই নামে তিন জন যমজ ভ্রাতা ছিল, এই ছয় জনে প্রায় সমান সাহসী ও বলবান ছিল। এই তিন জনেরা পরস্পর যুদ্ধের ভার পাইয়া সঙ্গাম করাতে প্রথমে হরাসিয়াই লোকদের দুই জন রণশায়ী হইল; পরে তৃতীয় ব্যক্তি রণেভঙ্গ দিয়া পলায়নোন্মুখ হইলে কিউরিএসিয়াই লোকেরা তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল। কিন্তু তাহাতে এই ব্যক্তি পুনরুন্মুখ হইয়া ক্রমে এই তিন জনকেই বিনাশ করিল। এরূপ দেখিয়া আলবান সৈন্যেরা রুমী লোকদের পরণাপন্ন হইয়া বশীভূত থাকিতে স্বীকার করিল। পরে এই জয়ি ব্যক্তি নিজ গৃহেতে গমন করিয়া দেখিল, যে নিজ ভগিনী এক জন কিউরিএসিয়াইকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, এই অন্যে তাহার মৃত্যু শুনিয়া রোদন করিতেছে; ইহা দেখিয়া এই ব্যক্তি কোথাক হইয়া তৎক্ষণাৎ এই ভগিনীর মন্তক ছেদন করিল; কিন্তু এই অধ্যর্থকর্মেতে হাকিম লোকেরা তাহার প্রাণ দণ্ড করিতে আসিয়া মিলেও লোকসাধারণের অনুরোধেতে সে ব্যক্তি ক্ষমা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

অনন্তর এই টলস হস্টিলিয়স নামক রাজা পাইডিনাটিন্ নামেও বিয়াই নামে এই দুই জাতিদিগের দর্পচূর্ণ করিলে পর আলবান

নামক নগর সমভূমি করিয়া তন্নগরস্থ লোকদিগকে সভ্যার্থে নিজ ক্রম নগরে প্রেরণ করিলেন; পরে ঐ রাজাসাধিন লোকদিগের সহিত তুমুল সংগ্রামে জয়যুক্ত হইয়া লাটিন লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সমতুল্য জয় পরাজয় প্রাপ্ত হইলেন, এই রূপে অনেক ২ উপপুৰ্ব্বাদি করিয়া বিংশতি বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন; কিন্তু ইহাতে কেহ ২ কহে বজ্রাঘাতে, ও কেহ ২ কহে গুপ্তাঘাতে ঐ রাজার মৃত্যু হইয়াছিল।

ঐ রাজার পরলোক প্রাপ্তি হইলে পরক্রম নগর কিছু দিন অরাজক হইয়া থাকিল, পরে সাধারণ লোক ও সভ্য লোক এই উভয় লোকের সম্মতিতে আনকস্মার্চিয়স্ নামে নূরাজার পৌত্র রাজ্য-ভিত্তিক হইলেন। ঐ ব্যক্তির পিতামহ তুলা তাবৎ ধন ছিল, অধিকতর যুদ্ধবিষয়ে অতি নিপুণতা ছিল। পরে ঐ রাজা লাটিন লোকদিগকে সংগ্রামে পরাভব করিয়া তন্নগরস্থ লোকদিগকে ক্রম নগরে আনয়ন করিলেন, এবং ঐ রাজ্যের কয়েক দেশ নিজ রাজ্যের ভুক্ত করিয়া রাজ্য বৃদ্ধি করিলেন। অপরক্রম নগর দুর্গেতে বেষ্টিত করিয়া দোষি লোকদিগের নিমিত্তে একটি কারাগার নিৰ্ম্মাণ করিলেন। আর জাহাজ রক্ষার্থে টাইবর নদীর তীরে এক খাল নিৰ্ম্মাণ করিলেন। এই রূপে তিনি অতি শ্রীমান্ হইয়া বিংশতি বৎসর রাজ্য ভোগ করিলে পর প্রাণত্যাগ করিলেন।

পরে আনকস্ মার্চিয়স রাজার কাল প্রাপ্তি হইলে তাঁহার অপোগণ্ড রাজ কুমারদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করণার্থে লুসিয়স টারকুনিয়স প্রেস্কস্ নামে এক জন অভিভাবক নিযুক্ত হইল; ঐ ব্যক্তির টারকুনিয়া নগরে জন্ম ভূমি প্রযুক্ত তিনি টারকুনিয়স্ নামে বিখ্যাত হইলেন। তাহার পিতা করিন্থ নামক নগরের এক জন মহাজন ছিলেন; পরে বাণিজ্যদ্বারা যথেষ্ট ধন উপার্জন করিয়া ইটালি দেশে বসতি করিয়াছিলেন। এই মহাজনের সম্ভান ঐ লুসিয়স, তিনি টারকুনিয়া নগরায় এক বনিয়াদি লোকের কন্যাকে বিবাহ করিয়া ক্রম

নগরে আসিয়া বসতি করিলেন। এই ব্যক্তির মনোহর বক্তৃতা ও সভ্যতা ভাব্যতাতে এবং লোকদিগের সর্বদা নিয়ন্ত্রণ করা ও ব্যয় করাতে আবাল বৃদ্ধ বনিতা তাবৎ লোকেই মনোহর প্রিয়পাত্র হইলেন। এইরূপ হইলে লোকেরা এই মৃত রাজার সম্ভান সম্মতিদিগকে পদচ্যুত করিয়া এই ব্যক্তিকে সিংহাসনোপবিষ্ট করাইল; তাহাতে এই রাজা রাজসভাতে আর একশত লোক ভর্তি করিলে তিনশত লোক সভাহ হইল। আর পূর্বে বেটী নামক দেবতার সেবার্থে যে চারি জন কুমারী নিযুক্ত ছিল, তাহাতে আর তিন জন অনুরূপ ভর্তি করিয়া সাত জন করিলেন। আর মনুষ্য ও পশ্বাদির যুদ্ধ দর্শনার্থে একটি মহাগৃহ নির্মাণ করিলেন। পরে তিনি সাবিন লোকদিগের সহিত সংগ্রামে জয়যুক্ত হইয়া ক্রম নগরের পঞ্চকোশ পূর্বদিগে তাহাদিগের কলাট-য়া নামে একটি নগর ও অন্যান্য দেশ প্রদেশ লইয়া সাবিনদিগের সহিত সন্ধি করিলেন, এবং এইরূপ লাটিন লোকদিগকেও সংগ্রামে পরাভব করিয়া তাহাদিগের দেশ প্রদেশ হস্তগত করিলেন।

তদনন্তর এই টারকুনিস ভূগতি এইরূপে নিম্ন শত্ৰুদিগকে দমন করিলে পর নগরের চতুষ্পার্শ্বে পূর্বকৃত প্রাচীর সকল পুনর্বার দীর্ঘ ও দৃঢ়রূপে নির্মাণ করিয়া সভাগৃহের চতুষ্পার্শ্বে বারাগাদ্বারা শোভিত করিলেন। আর এই নগরের অতি উচ্চস্থানে কাপিটল নামে একটি মহাগৃহ প্রস্তুত করিতেছিলেন, কিন্তু অতি বৃহৎ ব্যাপারপুঙ্ক তাহার জীবনাবধি তাহা সম্মম হইল না। আর এই নগরের জঙ্গাল ও মলিন জলাদি নিঃসরণ হইয়া টাইবর নদীতে পতনার্থে ভূমির অন্তর্গত অনেক বৃহৎ নালা নির্মাণ করিয়া দিলেন। এই রাজা সুবর্ণ নির্মিত রাজমুকুট, এবং গজদন্ত নির্মিত সিংহাসন, আর উৎকোচ পক্ষির চিহ্নযুক্ত রাজদণ্ড এবং কক্ষবর্ণ রাজবস্ত্র ইত্যাদি রাজবেশভূষাদি দ্বারা সর্বদা শোভিত থাকিতেন; এইরূপে অষ্ট বর্ষ বৎসর রাজ্যভোগ করিয়া অশীতি বৎসর বয়ঃক্রমে গুপ্তাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

ঐ টারকুনিয়স নৃপতির পরলোক প্রাপ্তি হইলে পর সের্ভিয়স টলিয়স নামে তাঁহার জামাতা নিজ কৌশলেতে এবং খুশর নানা প্রকার ছলেতে সাধারণ লোকদিগের অনুমতি না পাইলেও কেবল রাজসভাস্থদিগের অনুমতিদ্বারা রাজ্যভিষিক্ত হইলেন। তিনি রাজত্বতে বসিয়া প্রথমতঃ সাধারণ লোকদিগের ক্ষমতার হ্রাসতঃ পূর্বক মহাসভাস্থ লোকদিগের মহিমার বৃদ্ধি করিতে মানস করিয়া রুম নগর নিবাসিদিগের সম্ভান সমৃদ্ধি ও দাসদাসীদিগের প্রত্যেকের নাম ও কাহার বা কত বিষয় আছে তাহা জানিবার জন্যে এক খানি ফর্দ করিতে আজ্ঞা দিলেন। অনন্তর তন্নগরীয় লোকদিগের সম্মতি অনুসারে বহু অংশে বিভাগ করিয়া তাহার প্রথমাংশকে পুনর্ব্বার চারি অংশে বিভাগ করিলেন; পরে তাহার অর্দ্ধেকাংশের যে মধ্যাদাপন্ন প্রাচীন লোক সকল তাহাদিগকে নিজনগর রক্ষার্থে নিযুক্ত করিলেন। আর দ্বিতীয়াংশকে বলবান্‌যুব। পুরুষদিগের যুদ্ধ-যাত্রাতে নিযুক্ত করিলেন। ঐ প্রথমাংশেতে এক ২ দলেতে একশত করিয়া লোক এমন আঠার দল ছোড়সওয়ার ছিল, তদ্ব্যতিরেক দুই দল শিল্পকারি ছুতার নিযুক্ত ছিল। দ্বিতীয়াংশেতে এক শত লোক ভুক্ত যে দল তাহার দ্বাবিংশতি দল নিযুক্ত করিলেন, এবং তৃতীয়াংশেতে এক শত লোক ভুক্ত দলের বিংশতি দল নিযুক্ত করিলেন, এবং পঞ্চ-মাংশে ত্রিংশৎদল রাখিলেন। আর বহু ভাগে কেবল একদল নিযুক্ত করিলেন; কিন্তু ঐ দলস্থ লোকদিগের রাজকর লইতে ও যুদ্ধগমনে বারণ করিলেন। ঐ সামুদায়িক দলস্থের মধ্যে বৃদ্ধ লোকদিগকে নগররক্ষার্থে স্বদেশে থাকিতে আজ্ঞা দিলেন, এবং যুব। লোকদিগকে যুদ্ধযাত্রাতে গমনার্থে অনুমতি দিলেন। আর এই একটি ব্যবস্থা নিরূপিত করিলেন, যে রাজকীয় ব্যয়ার্থে প্রত্যেক দলস্থ লোকেই সমান অংশ করিয়া মুদ্রা প্রদান করিবেন। আর এই সকল দল-ভুক্ত প্রজাবর্গে যে রূপ রাজকর প্রদান করেন, তদ্রূপ রাজকীয় কার্যে সম্মতি অসম্মতি জানাইবেন। এই রূপ হইলে রাজসভাভুক্ত

লোকেরা তাবৎ দলহইতে অধিক লোক থাকিতে তাহাদিগের মতে তেই তাবৎ কর্ম সম্ভব হইতে লাগিল। তবে ইতর লোকদিগের কর্তৃত্ব থাকিলেও সে কেবল ছায়ার ন্যায় হইয়া রহিল।

তদনন্তর এই টলিয়স রাজা আর একটি ব্যবস্থা স্থাপিত করিলেন এই, যে রুমস্থ লোকদিগের পাঁচ বৎসরানন্তর আপন ২ দলের সহিত যুদ্ধযাত্রার ন্যায় নস্কীভূত হইয়া মার্ম দেবতার প্রাপ্তরে উপস্থিত পূর্বক স্ব ২ পরিবারের ও সন্ততির বিবাহ কর্তৃক দিতে হইবে। এই রাজা এক প্রকার ন্যায়বান্ ও পরিমিতচারী ছিলেন; আর তিনি রাজকীয় রাজকীয় প্রধান লোকের উপরে ভার দিয়া আপনি যে নির্জনে কাল-যাপন করেন এমন উত্তম মানস করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শেষে তাহা নিমূল হইল। কারণ এই সময় টারকুইন নামে তাহার জামাতা ষপ্তভাবে তাহাকে নষ্ট করিল। তিনি এই রূপে ক্রীমান্ ও প্রজাদিগের উপকারী হইয়া সুখেতে রাজ্যভোগ করত পঞ্চ চত্বারিংশৎ বৎসর বয়ঃক্রমে কাল প্রাপ্ত হইলেন।

এ টারকুইন নামক ব্যক্তি অর্থাৎ যিনি শেষে অহঙ্কারী এই নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তিনি স্বহস্তে নিজ স্বত্তরকে বধ করিয়া এই সিংহাসনে আপন অধিকারিত্বের দাওয়া জানাইয়া সভায় লোক কি অন্যান্য লোক সকলের অনুমতি ব্যতীত নিজ বনেতে সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন। আর আপনি যে ছলনা ও প্রতারণা ইত্যাদি খলতা পূর্বক রাজশাসনাদি করেন, তাহা যেন লোকেরা জ্ঞাত না হয়, এই জন্যে তাহাদিগের রাজকীয় প্রাণ ২ কর্ম এবং যুদ্ধাদিতে নিযুক্ত করিয়া ব্যস্ত করিয়া রাখিলেন; এবং তিনি যেমন বিশিষ্ট যে সকল বিদেশী সৈন্যাদি সেনা নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার তাহার অসমাজ্য পালন করিতেও প্রস্তুত ছিল। আর তিনি সার্বজন লোকদিগকে স্বাধীন করিলেন, এবং রুম নগরের পাঁচ শত কোশ পূর্বদিকে বনসাই নামক জাতিদের সুয়েলাপমিসিয়া নামে যে একটি প্রধান নগর, তাহাও স্বায়ত্ত করিয়া লইলেন।

অপর এক সময় এক ছদ্মবেশ ধারি ত্রিলোক কোন পুস্তকে টারকুইন রাজার সমুখবর্তী হইয়া আশ্চর্য্যজনক নয়া খান বহি বিক্রয় করিতে বাঞ্ছা করিল, তাহাতে এই নারী যে মাটিবেল নামে সুখাতা-পন্ন গণকদের মধ্যে এক জন, ইহা রাজা জানিতে না পারিয়া সামান্য ভ্রীজ্ঞানে এই বহি ক্রয় করিলেন না। তাহাতে এই ভ্রী বিমুখী হইয়া নিজগৃহে গমন পূর্বক তদ্রূপে তিন খানা পুস্তক অধিদারা তদ্রূপে করিয়া অপর ছদ্মখানী গৃহ লইয়া পুনর্বার রাজসমীপে পূর্বমূল্যে বিক্রয় করিতে প্রার্থনা করিল। তাহাতে রাজকর্তৃক দ্বিতীয়বার তদ্রূপ অনাদৃত হইলে পুনর্বার নিজগৃহে গমন পূর্বক তিনখানী পুস্তক দক্ষ করিয়া অবশিষ্ট তিনখানী লইয়া তৃতীয়বার এই রাজার নিকটে পূর্ব মূল্যে বিক্রয় করিতে প্রার্থনা করিল। তখন রাজা পার্শ্ববর্তি লোককর্তৃক এই পুস্তক সকলের বিষয় ২ গুণ অবগত হইয়া তদ্রূপ মূল্য প্রদান পূর্বক পুস্তক ত্রয় ক্রয় করিলেন। তাহাতে এই নারী এই সকল পুস্তক অতি যত্ন পূর্বক রাখিতে অনুমতি দিয়া হঠাৎ প্রস্থান করিল। তখন রাজা এই জীর বাক্যানুসারে একটি লৌহ সিন্ধুকমধ্যে পুস্তক গুলীর বন্ধ করিয়া যত্ন পূর্বক কাগিটল নামক বৃহৎগৃহে রাখিতে আজ্ঞা দিলেন।

যৎকালে রুমী লোক কর্তৃক অপরীয়া নামক নগর অবরুদ্ধ হইয়াছিল, তৎকালীন সেক্সটাস নামক টারকুইন রাজপুত্র এবং রুম দেশীয় কল্যাটাইনস নামক এক জন কুলীন আর অন্য ২ কতক গুলীর সেনাপতি এই সকল একত্র হইয়া জীর ২ জীর গুণানুবাদ পূর্বক নিজ ২ নারীকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বাদানুবাদ করিতে, কল্যাটাইনস ব্যক্তি কহিলেন, যে ভাল কাহার ভ্রী অত্যন্ত গুণবতী ও মতি ও কর্মশীলা তাহা এইরূপে পরীক্ষা করা কর্তব্য। ইহাতে সকলেই এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তৎক্ষণাৎ অখারোহণ পূর্বক রুমনগরভাষুরবর্তী হইয়া অবলোকন করিলেন, যে লুজীসিয়া নামী কল্যাটাইনসের পত্নী অত্যন্ত সুন্দরী হইয়াও নিজদাসীর সহিত সূত্র যন্ত্রে সূত্র কর্তন

করিচ্ছেলেন, এবং দাস দাসীদিগকে খাটাইতেছেন, ইহা দেখিয়া সকলেই ঐ নারীকে সম্বোধন করিয়া মানিলেন। কিন্তু রাজকুমার ঐ নব যৌবনা কামিনীর লাবণ্য ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া কামবাগে জর্জরীভূত হইয়া কিছু দিন বাদে এক দিন করিলেন কি, না দুই পুহর রাজি যোগে ঐ কান্ডার শয়নাগারে উপস্থিত পূর্বক এই ভয় প্রদর্শন করাইলেন, যে যদ্যপি তুমি আমার কাম পীড়ার শাস্তি না কর তবে আমার এক জন ভৃত্যকে নষ্ট করিয়া ছলেতে এই রাষ্ট্র করিব, যে লুকোনিয়া কামিনী আমার এই ভৃত্যের সহিত সঙ্গক্রীড়া করিতেছিলেন, তজ্জনো আমি ইহাকে বধ করিয়াছি।

পরে ঐ দুই বলাৎকারকাদী সেক্সটস্ নামে যুবরাজ পরদিন প্রভাতে উঠিয়া তথাহইতে নিজ শিবিরে প্রস্থান করিলে পর লুকোনিয়া নারী নিজ স্বামী ও পিতাকে আত্মান পূর্বক পূর্ব রাত্রেই আত্ম অপমানের ভাব্য বিবরণ জ্ঞাপন করিয়া অভিমানেরে জুরিকাঘাতে আত্ম ঘাতিনো হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তখন জুনিয়স বুটস এই রূপ রাজকুমারের দৌরাত্ম্য ও অধর্ম্মাচরণ শ্রবণ করিয়া ক্রোধান্বিত হও-য়াতে তদাক্ষানুসারে লোকেরা ঐ গৃহ শরীর ভাবলোকদিগের নিকটে দেখাইল; তাহাতে লোকদিগের প্রথমতঃ ঐ স্ত্রী লোকের প্রতি দয়া উপস্থিত হইয়া শেষে ঐ যুবরাজের অধর্ম্মাচরণ শ্রবণে তাহারাত্ত ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিল। এইরূপ হইলে সভাস্থ লোকেরা বিবেচনা পূর্বক ঐ দুঃস্থ রাজাকে সপরিবারে দেশবহিস্কৃত করিতে ব্যবস্থা দিলেন। তখন রাজা এক প্রকার আত্মপদচ্যুতি সম্বাদ উনিয়া তৎক্ষণাত্ রম নগরে ক্ষত গমন করত নগরের বহির্দ্বার বদ্ধ দেখিয়া পুনর্বার শিবিরে প্রত্যগমন করিলেন; কিন্তু সে স্থানেতেও তদ্রূপ অগৃহ্য ও ভিন্নকৃত হইলে ঐ দুরাত্ম্য রাজা সপরিবারে ইজুরিয়া দেশের সাইরা নামে নগরে আশ্রয় লইয়া বসতি করিলেন। এই রাজা পর্য্যন্ত রম রাজ্যের রাজাবলী ২৪৫ বৎসর হইয়া শেষ হইল।

এখন দেশাধ্যক্ষদিগের বিষয় লেখা যাইতেছে ।

এই রূপে রাজকর্তৃত্বাদি লুপ্ত হইলে পর তাবলোকে মন্ত্রণা পূর্বক এই ব্যবস্থা স্থির করিলেন, যে শত লোক ভুক্ত দলস্থ লোকেরা রাজ সভাহইতে প্রতিবৎসর দুই জন অধ্যক্ষ মনস্থ করিয়া তাহাদিগের রাজপরিচ্ছদাদি রাজচিহ্ন ও রাজক্রমতা পুদান পূর্বক কন্সল নামে বিখ্যাত করিয়া রাজসিংহাসনস্থ করা যাইবে । এই প্রকার নিয়ম হইলে লোকেরা পূর্ব ব্যবস্থা পরিবর্তের মূলীভূত যে বটস এবং লুক্সিসিয়ার স্বামী কলাটাইনস এই দুই জনকে দেশাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলে পর কিছু দিন বাদে নগরের মধ্যে কতক গুলীন লোক রাজা টারকুইনকে পুনঃ পদস্থ করণার্থে উৎপক্ষ হইয়া অধ্যক্ষদিগকে নষ্ট করিতে মন্ত্রণা করিতে লাগিল । কিন্তু ঘটনাক্রমে সে সকল মন্ত্রণাই ব্যর্থ হইল, কারণ ব্রিনডিনিয়স নামে এক ভৃত্য কোন কার্য্য ক্রমে ঐ কূচক্রিদিগের সভাগৃহে লুকাইত হইয়া থাকিতে সে ব্যক্তি তাহাদিগের তাবৎ কুমন্ত্রণা গোপনে শ্রবণ করিয়া পশ্চাৎ অধ্যক্ষদিগের কর্ণগোচর করাইল । তাহাতে অধ্যক্ষ লোকেরা আত্মদারা ঐ কূচক্রিদিগকে বিচার স্থানে আনিয়া দেখিলেন, যে তদ্ব্যতী বটসের দুই পুত্র এবং কলাটাইনসের কতক গুলীন ভ্রাতৃপুত্র আছে । ইহা দেখিয়া ঐ বটস আপনি বিচারকর্তা হইয়া নিজ সন্তানদিগকে এই প্রাণদণ্ড বিচারেতে রক্ষা করিতে বাঞ্ছা থাকিলেও কিন্তু তত্রাপি নিজ সাক্ষাতে তাহাদিগের মন্তক ক্ষেদন করিতে আজ্ঞা দিলেন, এবং ঐ দুক্কর কর্ম দেখিয়া এক বারও বিরস বদন হইলেন না । ইহা দেখিয়া লোক সকল দয়াতে ও আশ্চর্য্য জানেতে এবং ভয়েতে অবাক্ হইয়া রহিল । কিন্তু কলাটাইনসের দয়া প্রযুক্ত বিচারস্থানে আগমন না হওয়াতে লোকেরা তাহার পুতি সন্দেহ করিয়া তাহাকে পদচ্যুত করত দেশান্তর করিয়া দিল, এবং বালিরিয়ন নামে

ব্যক্তিক অর্থাৎ যিনি পঞ্চাৎ পবনিকলা নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন তাঁহাকে তৎপদে নিযুক্ত করিলেন।

এরূপ দুর্ঘটনাতে টারকুইন রাজা অপ্রতিভ হইয়া বিয়ান নামক জাতিদিগের সহিত মিলিত হইয়া কোন প্রকারে তাহাদিগকে যুদ্ধ যাত্রাতে স্বীকার করাইলেন। পরে অনেক ২ সৈন্য সামন্ত লইয়া যুদ্ধার্থে রুম নগরের সীমাতে উপস্থিত হইলে পর উভয় সৈন্য মুখামুখি হইয়া বৃটস অধ্যক্ষের সহিত আর টারকুইন রাজার পুত্র আরনসের সহিত পরস্পর সংগ্রাম হওয়াতে উভয়েই রণশায়ী হইলেন। পরে প্রজাতিগণি সদৃশ অতিশয় তুমুল সংগ্রাম হইলে রুমী লোকেরা জয়যুক্ত হইয়া নগর মধ্যে প্রস্থান করিল। এই রূপে বৃটস অধ্যক্ষের মৃত্যু হইল, আর তিনি দুরাচার হস্তহইতে নিজ জন্ম দেশ রক্ষা করিয়াছিলেন এ জন্য তিনি আমাদিগের প্রশংসনীয় বটেন, কিন্তু তাঁহাতে আমাদিগের প্রেমজনক কোন ভণ ছিল না।

পরে বালিরিয়স অধ্যক্ষ সভ্য লোকদিগের অপেক্ষা সাধারণ লোকদিগের ক্রমভার বৃত্তিকরণ ব্যবস্থা দিলেন; ফলতঃ এই ব্যবস্থা স্থির করিলেন, যে রুমী লোকেরা বিচারকর্তা কর্তৃক প্রাপ্ত দণ্ড কিম্বা দেন্দ্যুতি অথবা প্রহার ইত্যাদি দণ্ডযোগ্য হইলেও সাধারণ লোকদিগের সম্মতি ব্যতিরেকে কোন প্রকার দণ্ড প্রাপ্ত হইতে পারিবে না। এই বালিরিয়স দ্বিতীয়বার টাইটস লুক্রেসের সহিত অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

পরে টারকুইন রাজা করিলেন কি না ইতালিয়া দেশীয় পরসেনী নামক রাজাকে নানা প্রকার প্রবৃত্তি লওয়াইয়া অনেক ২ সৈন্য সংগ্ৰহ পূর্বক এই সৈন্যদ্বারা রুম নগরে আসিয়া নগর বেষ্টিত করিয়া রহিলেন। পরে এই নগরের সম্মুখে উভয় পক্ষীয় লোকেতে তুমুল সংগ্রাম হওয়াতে রুম নগরীয় দুই অধ্যক্ষ অস্ত্রাঘাতে অর্জুণীভূত হইয়া রণ ভূমিতে পড়িলে লোকেরা তাহাদিগের দুই জনকে

সইয়া রণ ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল, তাহাতে শত্রু লোকেরা সাক্ষাৎ পৰ্য্যন্ত তাহাদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইল। এ রূপ শত্রুদিগের অত্যন্ত আক্রমণ দেখিয়া তৎকালে হরেন্সিঙ্গস কোক্লিস নামে সেনাপতি কোথেষ্টে উদ্ধৃত হইয়া একাদী এই বৈরিদিগের আক্রমণের বেগভঙ্গ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে রুমী লোকেরা এই সাক্ষাৎ ভাঙ্গিয়া দিল, তাহাতে এই সেনাপতি এইর নদীর জলে ঝাঁপ দিয়া সমুদ্র-দ্বারা নিজ নগরের কূলে গাত্ৰোপস্থান করত রক্ষা পাইল। এই পুকার হইলে বিপক্ষীয় লোকেরা আরো অধিক যত্ন পূর্বক এই নগর বেষ্টিত করিয়া থাকিতে রুম নগরীয় লোকেরা দারুণ সঙ্কটে পড়িয়া খাদ্যা-দ্রব্যভাবে প্রাণ সংশয়াপন্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু এমন সময় পরসেনা রাজা টারকুইন রাজার দুষ্টব্রিত্ততা জ্ঞাত হইয়া বিরক্ত হওত রুমীদিগের ক্ষতি না করিয়া নিজ দেশে প্রস্থান করিলেন। আর রুমীদিগের অনাহারেতে কণ্ঠাগত গ্রাণ দেখিয়া দহাতে শিবিরে যে সকল খাদ্যসামগ্ৰী ছিল তাহা তৎক্ষণাত উপযুক্ত রাখিয়া বাকি তাবৎ ত্যাগ করিতে আজ্ঞা দিলেন।

এই রূপে টারকুইন রাজা পুনঃ ২ অপ্রতিভ হইলেও তথাপি রাজ মুকুট ধারণ জন্য সুখেতে মুগ্ধপ্রযুক্ত তথিযুক্ত চেঁচাতে ক্রমেক কালও ক্ষান্ত ছিলেন না। পরে করিলেন কি না কোন মন্ত্রণাধারা লাটিন লোকদিগকে স্বপক্ষ করিয়া যে সময় রুমী লোকদিগের মহা সভান্ লোক এবং ইতর লোক এই উভয় লোকে পরস্পর বন্দাজ করিতেছিল, তৎকালে অতি সুযোগ পাইয়া পুনরাক্রমণ করিতে দৃঢ়রূপে উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এই রুমী লোকদিগের কলুষের বিক্ষয় এই ছিল, যে ইতর লোকেরা সমানরূপে সন্ত্রস্তির বিভাগী না হওয়াতে, এবং মুক্তিতে আশ্রয়ীকৃত যে সকল ভূমি। তাহা কেবল মহম্মোকেরাই ভোগ করিত, আর মহাজন লোকেরা যেহানুসারে বিনা বেতনে গুণিদিগের দাসত্বে রাখিতে পারিত। এই রাজব্যবহার অন্যায় প্রযুক্ত, আর রাজকীয় সুদ ব্যক্তিরকে অন্য সুদ এমন বাহুল্য

রূপে চলিত, যে দীন লোকেরা কর্ত্ত করিলে অধিক সুখ প্রযুক্ত
পরিণোদ করিতে না পারাতে মহাজন লোকের কাছে একেবারে
বিক্রীত হইয়া থাকিতে হইত।

এই রূপ দেশাধ্যক্ষ লোকেরা টারকুইন রাজার আক্রমণ নিবা-
রণার্থে সৈন্য সংগ্ৰহ করিতে সচেষ্ট হইলেন। তাহাতে ঋণগ্ৰস্ত ইতর
লোকেরা কহিল, যে যাহারা নির্যুক্ত হইলে উত্তমঃ সন্তোষেতে সু-
স্থির আছেন, তাহারা এখন গিয়া যুদ্ধ করুন, আমরা ঋণগ্ৰস্ত রজুতে বদ্ধ
হইয়া ক্লিষ্ট আছি, অতএব যাইতে পারিব না, কিন্তু যদ্যপি কোন
ব্যবস্থাদ্বারা আমাদের ঋণহইতে মুক্ত করেন তবে যুদ্ধগমনে প্রস্তুত
আছি, তথাতিরেকে আমাদের আর কোন সুপন্থনাই। এরূপ শুনিয়া
অধ্যক্ষ লোকেরা তাহার একটি উপায় স্থির করিলেন, এই উপায়
দ্বারা তাহাদিগের বর্ত্তমান দুঃখের শাস্তি হইল বটে, কিন্তু শেষে এই
উপায় রাজ্যনাশের প্রতি মূলীভূত হইয়া উঠিল। সে উপায় এই
যে দেশাধ্যক্ষ দুই জন ইতর লোকদিগের একটি মস্ত্রণ দিলেন এই,
যে সমুদয় বিচার করিতে পারেন, এবং পূর্ব ব্যবস্থা অনাথা করিতে
পারেন, এমন এক জন সর্বাধ্যক্ষ কিয়ৎকালের নিমিত্তে তোমরা
নিযুক্ত কর। এই যুক্তানুসারে লোকেরা টাইট্‌স লাসিরস্ নামক
ব্যক্তিকে সর্বাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিলেন। তিনি পূর্ব রাজকিষ্ক ও
রাজপরিচ্ছাদিতে ভূষিত হইয়া পারিষদ গণেতে বেষ্টিত হওত
সৈন্য সংগ্ৰহ করিলেন, পশ্চাৎলাটিন লোকদিগের সহিত যুদ্ধহইতে
বিরামের কাল নিয়ম করিয়া ছয় মাস উত্তীর্ণ হইতে তিনি স্বৈচ্ছা-
ধীন পদে পরিত্যাগ করিলেন। আগে দেশাধ্যক্ষ হইয়া পশ্চাৎ
সর্বাধ্যক্ষ হইতে হয়, এই সর্বাধ্যক্ষ পদে ছয় মাসের অধিক কেহ থা-
কিতে পারে না, কিন্তু সে সময়ে দেশের তাবৎ মন্ত্রলামজন তাহার
হস্তগত ছিল।

পরে আগামি বর্ষে আর এক জন সর্বাধ্যক্ষ ব্যতিরেকে রাজকীয়
কর্ম নির্বাহ হয় না, একারণ পন্ডুমস নামক ব্যক্তিকে তৎপদে

নিযুক্ত করিলেন। পরে কিছু দিন বাদে এই সর্বাধ্যক্ষ ব্যক্তি রি-
গলন্স্‌ হুদের সান্নিধ্যে লাটিন লোকদিগকে পরাভব করিলেন; এ
সংগ্ৰামে টারকুইন রাজার তিন পুত্র বধ হইলে রাজা আপনি
কাল্লেনিয় দেশীয় আরেক্টডাইমস্‌ রাজার আশ্রয় লইয়া নব্বই
বৎসর বয়ঃক্রমে প্রাণত্যাগ করিলেন। এরূপ হইলে লাটিন লোকেরা
রুমী লোকদিগের নিকটে যুদ্ধের বিরাম প্রার্থনা করিলে পর এই
সর্বাধ্যক্ষ এই প্রকার জয়ী হইয়া নিজ পদ পরিত্যাগ করিলেন।

অপর এই রূপে রুমী সেনাপণেরা জয়যুক্ত হইয়া নগরমধ্যে
আগমন কালে বিবেচনা করিতেছিল, যে আমরা এত দিনের পর
ঋণহইতে মুক্ত হইলাম, কিন্তু পরে সে ভরসা বিফল হইল। কারণ
দেখিল যে আদালতে মহাজন লোকেরা খাতকদিগের উপরে পূর্বা-
পেক্ষাও দৃঢ় রূপে নানিশব্দ হইয়াছে। ইহা দেখিয়া ইতর লো-
কেরা ক্রোধপিত্ত হইলে পরস্পর একটা অতিশয় কলহ উপস্থিত
হইয়া উঠিল। এ প্রকার হইলে সভাহ লোকেরা আপিয়স্‌ কোডি-
য়স্‌ নামক ব্যক্তিকে দেশাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিলেন, তিনি দেশ
ব্যবস্থা পরায়ণ ও অটল সাহসী এবং কঠিনহৃদাব ছিলেন। পরে
সরবিলিয়স্‌ নামক ব্যক্তি তাঁহার সহকারী হইয়া এই অধ্যক্ষ পদে
নিযুক্ত হইলেন; তিনি অতি মৃদুহৃদাব ও কোমলাভ্যুৎকরণ এবং
লোকদিগের প্রিয় ছিলেন। পরে সরবিলিয়স্‌ অধ্যক্ষ লোকদিগের
নিবেদন পত্র শুনিয়া বিবেচনা পূর্বক এই আজ্ঞা দিলেন, যে ঋণি
লোকেরা ঋণহইতে মুক্ত হইবে, যদিপি তাহা না হয় তবে সুদের
লাঘব করা যাইবে; কিন্তু আপিয়স্‌ অধ্যক্ষ এই কথায় পূর্ব প্রস্তুত
করিলেন এই, যে এরূপ ঋণি লোকেরা ঋণহইতে মুক্ত হইলে মহা-
জনেরা বিপদগুক্ত হইবে। আর সভাহ লোকদের এরূপ হানতা হইলে
সুতরাং ইতর লোকদিগের অহকারের বৃদ্ধি হইবে।

অনন্তর প্রজা লোকেরা দেশাধ্যক্ষদিগের এরূপ ভিন্ন ২ ভাব জ্ঞাত
হইয়া সরবিলিয়স্‌ অধ্যক্ষকে ধন্যবাদ পূর্বক আপিয়স্‌ অধ্যক্ষকে

অভিশাপ ও লাঞ্ছনা করিতে লাগিল, আর সকলে একা হইয়া পুন-
রার রাজ্যের ব্যাঘাত জন্মাইতে গুপ্তরূপে মন্ত্রণা করিতে লাগিল।
এ সময়ে হঠাৎ একটি দুর্ঘটনারূপ প্রবল বায়ুর ঘটনা হওয়াতে
তাহাদিগের ধূমায়মান ক্রোধানল একেবারে উদ্ভলিত হইয়া
প্রখলিত হইয়া উঠিল।

এ ঘটনার বিষয় এই, যে যখন রুমী লোকেরা একটি মহোৎসবের
নিমিত্তে সভায় হইয়াছিলেন, তৎকালে চলত্ শক্তি রহিত, অতি
বৃদ্ধ ও শূন্যনেত্রে বদ্ধ এমন এক জন রুমী সেনা এই সভাতে উপ-
স্থিত হইয়া আশুয় প্রার্থনা করিল; তাহার আকৃতি দেখিয়া বোধ হয়
যে এ ব্যক্তি পূর্বে ভাগ্যবান ছিল বটে, কিন্তু এইরূপে ষণ্ড ২
জীব বস্ত্র পরিধান ও অস্বাস্থ্যবৎ মলিনবদন হইয়াছে, এবং
অক্ষ ও কেশ সকল দীর্ঘ ও উল্লুৎ প্লুত হইয়া অপরিষ্কৃত হইয়াছে,
তজ্জন্য আরো অধিক দীন হইনের ন্যায় দেখাইতেছে। এমন ব্যক্তি-
কে দেখিয়া অনেক লোকেরা অরূপ পূর্বক মনে করিল, যে আ-
মরা ইহার সহিত একত্রে যুদ্ধ করিয়াছি, এ ব্যক্তি অতি সাহসী ও
পুতাপযুক্ত; কেননা ইহাকে শেণী বদ্ধ রুমী সৈন্যের সম্মুখে পুনঃ ২
যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছি। পরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে ব্যক্তি
এ পুকার আশু পরিচয় দিতে লাগিল, যে তাই আমি এই রুম্যনগ-
রের এক জন পুত্র, আমি আটাইশ বার সঙ্গ্যাম হইতে পুত্যাগমন
করিয়াছি, তাহাতে সমুত্তি এই সাবিন লোকদিগের সহিত গত যুদ্ধে-
তে যে সময় গিয়াছিলাম তৎকালে সরকারি উদ্যোগ ন। থাকতে
শত্রু লোকেরা আমার তাবৎ বিষয় লুণ্ঠ করিয়া লইয়াছে; আমার
দিনপাত হয় এমন সম্ভ্রান্তি কিছুই নাই, তবে তাই দিনপাতের জন্যে
সূত্রাৎ কৰ্জগত করিয়া ধাইয়াছি, এবং টৈগতক অব্যাদি সকলি
বিক্রয় করিয়াছি, কিন্তু এইরূপে মহাজনের সকল সুখ দিতে না পা-
রাতে তিনি ভৃত্য কর্তৃক আমাকে এবং আমার সন্তানদিগকে বাঁচিতে
নইয়া গিয়া ক্রীত দাসের মধ্যে গণনা করিয়াছেন; তাহাতে তদাজা-

তে তাহার ভৃত্যরাও আমাকে ভাড়া করে। ইহা কহিয়া সকল নরনে আপনাব পৃষ্ঠ দেশের বস্ত্র উত্তোলন করিয়া এই পুহারের রক্ত সংযুক্ত দাগ সকল দেখাইল, এবং সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজ দেশ রক্ষার্থে যুদ্ধ করিতে বক্ষঃস্থলের যে ক্ষত চিহ্ন সকল তাহাও দেখাইল।

পরে তাহার এই সকল দুঃখের কথা শ্রবণ করিয়া এবং গাত্ৰের নূতন ক্ষতাদি দৃষ্টি করিয়া, লোকদিগের অশ্রুঃকরণে অত্যন্ত বেদনা সোধ হইলে তাহার। ক্রোধেতে এই অচ্যুতদিগের পুত্তিকল প্রদান করণার্থে ধাবমান হইল। তাহাতে আপিয়স অধ্যক্ষ ভয়েতে পলাইয়া পুণরক্ষা কবিলেন, এবং সরবিলিয়স অধ্যক্ষ পদাচিহ্ন পরিচ্ছাদন পরিত্যাগ করিয়া লোক সমূহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া স্তব মিনতি পূর্বক তাহাদিগকে কহিলেন, যে তোমরা স্থির হও; সভ্য লোকেরা এই সকল বিরুদ্ধ কর্মের সামঞ্জস্য অবশ্য করিবেন, এবং আমিও তোমাদের পক্ষে ন্যায় করিতে প্রস্তুত আছি; এই অশ্রুকার করিয়া আর তাহাদের অধিক বিস্থানার্থে টেড়াবারা একটি আজ্ঞা প্রকাশ করিলেন এই, যে মহাদান লোকের সভ্য লোকদিগের আজ্ঞাপ্রাপ্ত না হইলে স্নানদিগকে বদ্ধ করিতে পারিবেন না।

তদনন্তর সরবিলিয়স অধ্যক্ষের এরূপ আশ্রয়তা সম্বলিত কর্তৃত্বচরণেতে লোক সমূহের কলহ স্তম্ভিত হইলে পর মহাসভায় লোকেরা ন্যায় পূর্বক মোক্ষসা করিতে উদ্যোগী হইলেন। ইতোমধ্যে বলসিয়াই নামক লোকেরা যুদ্ধার্থে সুসজ্জীভূত হইয়া রুম নগরের সম্মুখে আসিতেছে, এই সম্বাদ শুনিয়া রাজকীয় লোকেরা সৈন্য সংগৃহ করণার্থে তাবৎ সেনাদিগকে সমাচার দিলেন; তাহাতে ইতর লোকেরা মনের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল জানিয়া মনে এই মজ্জনা করিল, যে ইতর লোক ব্যতিরেক কেবল মহামোকদ্বারা রাজকীয় কর্ম কি পর্য্যন্ত সম্বল হয়, তাহা এবার কুলীনেরা প্রত্যক্ষ দেখুন। এই বিবেচনা করিয়া কহিল, যে আমরা যুদ্ধে যাইতে পারিব না, এবং অগণন্য কারাগৃহস্থ ব্যক্তির। নিজ শৃঙ্খল দেখাইয়া কহিল, যে

আমরা কি এই অল্পশক্তিদ্বারা যুদ্ধ করিব? একথা শুনিয়া সরহিন্দি-
রস অধ্যক্ষ অঙ্গীকার পূর্বক করিলেন, যে তোমরা যুদ্ধহইতে পুত্যা-
গমন করিলে তোমাদিগের ভাব্য মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব; এই রূপ
শুদ্ধ কথাদ্বারা যুদ্ধযাত্রাতে তাহার সঙ্গে তাহাদিগকে যাইতে সম্মত
করাইলেন। কিন্তু এই দিকে আপিয়স অধ্যক্ষ ইতর লোকদের উপরে
প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হইয়া ঋতকদিগের অপমানজনক পূর্ব মত ব্যবহার
করিলে মহাকনদিগকে অনুমতি দিলেন। পরে সার্বিন দেশীয় লোক
ও বলসাই দেশীয় লোক এই উভয় লোকে একত্র হইয়া রুম নগর
পুনরাক্রমণ করিতে উদ্যত হইল, একারণ মহাসভা লোকেরা এক
জন সর্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন। এই ব্যক্তিও লোকদিগকে শুনাইতে
স্বীকৃত করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শেষে শত্রুদমন
হইলে পর আপিয়স অধ্যক্ষ তৎকর্তব্য করিতে স্বীকৃত হইলেন না;
এবং মহাসভাস্থের অধিকাংশ লোকদিগকে আত্মমতাবলম্বী করিয়া
রাখিলেন।

পরে দেশাধ্যক্ষদিগের বারং এই রূপ বিশ্বাসঘাতকতা ব্যবহারে
সৈন্য সকলে বিরক্ত ও অসহিষ্ণু হইয়া আপনাদের পূর্ব লগ্ন
প্রযুক্ত কর্তব্য ত্যাগ করিতে না পারাতে করিল কি, না শেষে শিহিনী-
রস হেলুটীকুল নামক এক জন নতুন সেনাপতি করিয়া রুম নগর-
হইতে তিন কোশ দূর এমন একটি পর্বতে গিয়া রহিল। এই প্রকার
করাতে তাহাদের মানস সকল হইল। তখন এ প্রকার দেখিয়া সভাস্থ
লোকেরা ইতর লোকদের সহিত রক্ষা ও মিলন করণার্থে দশ জন
লোক নিযুক্ত করিয়া তথায় পৌরণ করিলেন। এই লোকের মধ্যে
সারসিয়স নামক ও বানিরিয়স নামক এই দুই জন প্রধান; এবং
মেনিনিয়স আগুপা নামক ব্যক্তি সভাস্থ লোক ও সাধারণ লোক
সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন, এবং এই সকলেই মহালোক, এ কারণ
সেনাপতি তাহাদিগকে যথেষ্ট সমাদর পূর্বক বসতি স্থান দিয়া
কথা শ্রবণ করিতে লাগিল। তাহাতে সভাস্থ লোকদিগের পক্ষ

হইয়া এই দুই জন পুমান লোক বক্তৃতাপূর্বক কৌশল ক্রমে নিবেদন করিতে লাগিল। এবং লুসেনিয়স নামক ও লুসিয়স জুনিয়স নামক এই দুই জন সেনাদিগের পক্ষ হইয়া অশেষ ক্ষতি ও অগমান হইলে যাদুক প্রবণ বক্তৃতা হয় তাদুক বক্তৃতা করিতে লাগিল। তাহাতে অনেক বাদানুবাদ হইলে পর মেনিনিয়স আগুপা নামে ব্যক্তি ইতর লোকের সম্মান হইলেও সূচত্ব ও রসিক প্রযুক্ত লোকদিগের সাক্ষাতে বক্ত্র্যমাণ একটি নীতি কথা র পুসঙ্গ করিলেন। সে কথা কি, না পূর্বকালে অর্থাৎ যৎকালে শরীরের পুতোক অঙ্গ দেখ্যাপোন হইয়া স্বয়ং ক্রিয়া বিবেচনা করিতে পারিত ৩৭কালে একদা এই সকল অঙ্গ বিবেচনা করিল, যে আমরা আত্মাত্মিক পরি-শ্রম করিয়া কেন উদরের সেবা করি, উদর কোন কর্মই করে না কেবল আমাদের শ্রমজন্যে স্বচ্ছন্দে বসিয়া থাকিয়া ক্রমেই স্থূল হইতেছে, অতএব আমরা উদরের সেবা করাইতে কান্ত হইলাম। এই স্থির প্রতিজ্ঞা করিয়া পরস্পর আত্মশায়া পূর্বক সকল অঙ্গ স্বয়ং কর্মইতে বিরত হইলেন, অর্থাৎ চরণদ্বয় আর উদরকে বহন করেন না, ও দন্ত সকল তন্নিমিত্তে চর্বণ করেন না; কিন্তু সকলে এই রূপ দুই এক দিন করণেতেই জানিতে পারিলেন, যে উদরের কোন ক্ষোভ নাই, কেবল আমরা আপনাতর চরণে আপনি কুঠারাঘাত করিতেছি। এবং ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসন্ন কাল উপস্থিত হইলে তাহার নিশ্চয় জানিল, যে আমাদের বল ও বিরোধের সাহস-ইত্যাদি সকলি কেবল উদরহইতে জন্মে।

মেনিনিয়স কর্তৃক কথিত এই নীতি কথা তৎক্ষণাৎ কার্য্যসম্পাদক হইয়া উঠিল, অর্থাৎ সেনাগণ ঐ সেনাপতির সহিত রুম নগরে যাইতে উচ্চৈঃস্বরে স্বীকৃত হইল। তাহাতে লুসিয়স জুনিয়স নামে সেনা সে ব্যক্তি এই উত্তর করিল, যে ভাল সভাস্থ লোকেরা আমাদের উপকার করিবেন ইহার প্রামাণ্য হয় বটে, কিন্তু ইহার পর যে কোন প্রকারে আমাদের অনায়াস করিবেন না, এমন পুতায়

কি রূপে হইতে পারে? তবে যদি এমন একটি নিয়ম করেন, যে বৎসরান্তর আমাদেব মধ্যে কতক গুলোন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া তাহারা প্রতিনিধি স্বরূপ হওত যাহাতে আমাদেব কোন মতে অনায়াস না হয়, এরূপ সভা লোকদিগের নিকটে উক্তর প্রত্যুত্তর করেন, এমন করিলে আমরা তাহা প্রত্যয় করিতে পারি।

এই প্রকারে উভয় পক্ষ লোকেব সন্মত হইলে ইতর লোকেব আপনাদিগের হানিজনক বিষয় উপস্থিত হইলে তাহাতে অসম্মতি জানাইতে পারেন, এমন কতক গুলোন বিচারকতা আপনাদিগের মধ্যহইতে বাছিয়া নিযুক্ত করিল। তাহাতে প্রথমে পাঁচ জন, পরে দশ জন এই রূপে প্রতি বৎসর নিযুক্ত হইতে লাগিল। ঐ বিচারকতাদিগের কোন তৈনতি সেনা ও বিচারস্থান এবং মহাসভাতে বসভার্থে আসন ইহার কিছু না থাকিলেও কিন্তু তথাপি তাহারা মহাসভা লোকদিগের প্রত্যেক ব্যবহার বিচার করিয়া ব্যবস্থা পত্রের নীচে সন্মতি বা অসন্মতি লিখিলে ঐ ব্যবস্থা চলিত বা অচলিত হইত। আর লোকেব তাহাদিগকে সেবতাতুলা জান করিত বটে, কিন্তু রুম নগরের এক কোশান্তে তাহাদেব কোন কর্তৃত্ব ছিল না। আর তাহাদেব মধ্যে প্রত্যেক জন অনেকের উদ্যোগ ভঙ্গ করিতে ক্ষমতাবান ছিল। এই সকল নতুন বিচারকর্তৃত্ব পদ স্থাপিত হইলে সভা লোকেব ব্যবস্থা পূর্বক লোকদিগকে শুনহইতে মুক্ত করিলেন। এই রূপে সামঞ্জস্য হইলে পর লোকেব জয়ধ্বনি পূর্বক পুনর্বার রুম নগরে প্রস্থান করিল।

পরে ঐ বিচারকতাদিগের একটি সন্মার হইল এই, যে তাহারা নিজ ভাৱের লাঘব হেতুক সাধারণ লোকহইতে প্রতি বৎসর দুই জন সহকারী মনস্থ করিবে, তাহাদেব কর্ম এই, যে তাহারা রাজকীয় গৃহ, ও জল আগমনের নলী, ও পাইনালা, এই সকল তদারক করিবেন। আর দেশাধ্যক্ষদিগের ভার ছিল, যে সকল ক্ষুদ্র মকর্ম্মা নিষ্পত্তি করিবেন। আর রাজ অনুমতি ব্যতিরেক কেহ যেন

ভূমিভোগী না হয়, এবং কোন মহাজন যেন বাজার এক চেটিয়া না করে, ইহা স্তম্ভারক করিবেন; এবং দুষ্টরিজ বা ক্লেশজনক লোকের দমন ও দূর্ভিক্ষকালে খানা ও তৈলের সরবরাহ করিবেন।

অপর এই রূপে বিচারকর্তাদিগের এক প্রকার প্রাধান্য হইবার আকার দেখিয়া করাইওলেনস্ নামে এক জন কুলীন তাহাদের প্রতি ঘেষ ভাবান্বিত হইলেন। সেই সময়ে অকস্মাৎ একটি দূর্ভিক্ষ হওয়াতে লোকেরা মহাসভায় হইলে পর তাহাদের সাক্ষাতে দেশাধ্যক্ষেরা ও বিচারকর্তৃগণেরা পালানুক্রমে উপদেশ দিলেন। তাহাতে কেহ যেন বিচারকর্তাদিগের কথার অগুভাগ ভঙ্গ না করে, এই একটি নিয়ম স্থির হইল। একারণ কিছু দিন বাদে করাইওলেনস্ জেদ্ করিতে লাগিলেন, কি না সাধারণ লোক কর্তৃক যে কুলীন বর্ণের ক্ষমতা নান হইয়াছে ইহা যেন অধ্যাক্ষ সমীপে বিবেচিত হইয়া পূর্ব্রীতি মত রাজনীতি চলিত হয়। এরূপ করাইওলেনসের জেদ্ বাক্যেতে লোকদিগের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইলে বিচারকর্তারা সভায় লোকদের অনুমতি ব্যতিরেকে ঐ ব্যক্তিকে টারপীয়ন নামক পর্ব্বতহইতে নিক্ষেপ করিতে আজ্ঞা দিলেন।

পরে ঐ আজ্ঞানুসারে পেয়াদা লোকেরা করাইওলেনস্কে ধরিতে বাহির হইলে পর কুলীন লোকেরা তাহাকে তখন পেয়াদার হস্ত হইতে রক্ষা করিলেন। কিন্তু তিনি রাজমুকুট লইতে এবং লোকদের প্রতি দৌরাত্ম্য করিতে ইচ্ছা করেন, এই জন্যে মহাসভাসম্মুখে উপস্থিত হইতে লোকদিগের এক পরওয়ানা পাইয়া সভাসম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতে হইল, তাহাতে ঐ করাইওলেনসের মনোহর রূপ ও উত্তম বক্তৃতা গুণ প্রকাশেতে এবং তৎকর্তৃক শত্রুহস্তহইতে রক্ষিত ব্যক্তিদিগের চিৎকারেতে সভায় লোকেরা নম্র ও আর্দ্রচিত্ত হইয়া কহিলেন, এই যে এমন মনোহর বক্তা ও উত্তম সাহসিক

ব্যক্তিকে বধ না করিয়া বরং জয়যুক্ত কর সচুম করা উচিত। কিন্তু তাহাতে অনর্গলবক্তা যে ডিমীয়স্ নামে বিচারকর্তা তিনি উঠিয়া এই দোষারোপণ করিলেন, যে যখন ঐ করাইওলেনস্ আননিয়ম দেশ আক্রমণ পূর্বক লুণ্ঠ করিয়াছিলেন, তখন সেই সকল লুণ্ঠিত ধনাদি রাজভাণ্ডারে দাখিল না করিয়া আপনঃ বন্ধুনাক্ষবদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। তখন করাইওলেনস্ এই রূপ দোষারোপণ কথার উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। তাহাতে সভাস্থ লোকদের আজ্ঞা হইল এই, যে এক শত লোকেরা একেবারে কথা না কহিয়া একেঃ কথা কহিবেন। আর ঐ ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত দ্বীপান্তরে থাকিতে হইবে।

তদনন্তর করাইওলেনস্ আপন স্ত্রী পুত্র কন্যা ও বিটুরিয়া নাম্নী মাভা এই সকলের নিকটে বিদায় লইলে সভাস্থ লোকেরা নগরের দ্বার পর্য্যন্ত আগ্ৰবাহান আসিয়া তাহাকে নগরহইতে বিদায় করিলেন। এই রূপে তিনি রুম দেশ পরিত্যাগ করিয়া ঐ দেশের শত্রু লোকের আশ্রয় লইতে প্রস্থান করিলেন। আর আপন দেশ ছিন্ন ভিন্ন হইলেও তথাপি নিজ বিপক্ষ লোকদিগকে দমন করিব ইহা মনে স্থির করিয়া বলসাই নামে লোকদিগের মধ্যে রোমানদের বৈরি যে টলস আটিয়স নামক পুমান ব্যক্তি, তাহার নিকটে গিয়া তাবৎ আত্মবিসয় নিবেদন করিলেন; তাহাতে ঐ টলস হস্ত বিস্তার পূর্বক তাহাকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিয়া আশ্রয় দিলে পর পরস্পর ঐকা হইয়া থাকিলেন। পরে কিছু দিন বাদে বলসাই জাতিদিগের রক্ষি লোকের সহিত যে রূপ সন্ধির নিয়ম ছিল তাহা উঠাইয়া দিলেন, এবং তাহার উত্তরে বলসাই জাতিদিগের পুমান সেনাপতি হইয়া রুম রাজ্য আক্রমণ পূর্বক ইতর লোকদিগের গায় সকল একেবারে সমভূমি করিল, কিন্তু সভাস্থ লোকদের সম্মুখাংি একবার স্পর্শ ও করিল না; এরূপ জয়যুক্ত হইয়া কোন প্রতিযোদ্ধা শত্রুর আগমন না দেখিয়া রুম নগরীয় প্রাচীরের সম্মুখে ছাউনী করিয়া রহিলেন।

অতএব রুম রাজা যে রক্ষা পায় এমন ভরসা লোকদিগের কোথ
 প্রকারে ছিল না বটে ; কিন্তু তজ্জাণি শেষে রুমি লোকেরা এই
 সিদ্ধান্ত স্থির করিল, যে সভাস্থ লোকদের ও যাজকদিগের মিন-
 ভিতে ও যাহা না হইল তাহা কি জানি যদি তাঁহার ত্রী পুত্র ও
 মাতার কথাতে হইতে পারে। এই মন্ত্রণানুক্রমে সভাস্থ লোকদের
 পুরিত কতক গুলন লোক করাইওলেনসের মাতা বিটুরিয়া
 নিকটে গিয়া সমস্ত নিবেদন করিলে পর ঐ বিটুরিয়া নারী, বলুম-
 নিয়া নামে করাইওলেনসের ত্রী, ও পুত্র, এবং নগরের সম্ভ্রান্ত নারী-
 দিগের সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন, তাহাতে করা-
 ইওলেনস তাহাদের কথা গুহ্য করিতে মনে ২ অস্বীকৃত থাকিলেও
 তজ্জাণি স্বাভাবিক সৌহ পুয়ুক্ত এবং মাতা ও ত্রী পুত্রাদির ক্লেণ দেখি-
 যা নম্র হইতে লাগিলেন। তখন তাহার মাতা এরূপ পুত্রের কিঞ্চিৎ
 দয়ার উদ্দেশ্যে দেখিয়া কথাবারাতে কেবল নয় অশ্রুপাতধারাতেও
 ঐ কথার পোষণ করিতে লাগিলেন ; এবং তাঁহার পুত্রাদি সঙ্গে
 আলিঙ্গন দিয়া কর যোড়ে নিজ ২ আশ্রয় প্রার্থনা করিতে লাগিল।
 আর প্রতিবাসি ত্রী লোকেরা তাঁহার পদতলে পড়িয়া কাকুতি
 মিনতি পূর্বক রক্ষা প্রার্থনা করিতে লাগিল।

পরে করাইওলেনসের মাতা এই রূপ খেদোক্তি করিতে লাগি-
 লেন, যে ছেপুত্র, আজি তোমারসহিত আমার এ কি প্রকার সাক্ষাৎ
 হইল! যে তোমাকে কোড়ে করিয়া আমি আপন পুত্রকে কি শত্রুকে
 কোড়ে করিতেছি। আর আমি তোমার মাতা কি দাসী, ইহার কিছুই
 বুঝিতে পারিতেছি না। হায়! আমার দুর্ভাগ্যক্রমে এ কেমন দুর্দিন
 উপস্থিত হইল। আমার পুত্র পুত্র যে দেশ বহির্ভূত হইল তাহাকে-
 বল নহে, সেই পুত্র আবার আপন দেশের শত্রু হইয়া উঠিল। ভাল
 বাপু, যে দেশের কেদ্বাধারা তোমার ত্রী পুত্রাদি পরিবার রক্ষা পায়
 এমন আপন জগতুমি সমভূমি করিতে আনিয়াছ, এ তোমার কেমন
 কর্ম্ম। অতএব আমাকে যিক্, আমিই এই বিভাটের নিমিত্ত হইয়াছি,

কেননা যদ্যপি আমি বজ্রা হইতাম তবে রুম রাজ্যের এতাদৃশ দুর্দশা না হইয়া অদ্যাবধি আমরা স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিতাম। আর আমার আয়ু অল্প দিন আছে বটে, কিন্তু তথাপি জীবৎ থাকিতে এই সকল জ্ঞানিলে কি পুকার দুঃখভোগ করিতে হয় বল দেখি? ভাল আমার যাহা হয় হউক, তাহাতে দুঃখ করি না, কিন্তু তুমি এই সকল সমভিব্যাহারিদিগের পুতি দয়া কর।

এইরূপ জননীৰ খেদ বাক্য সকল শুনিয়া করাইওলেনসের দুঃখেতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল; এবং পদতলে পতিতা মাতাকে তুলিয়া কহিতে লাগিলেন, যে হে মাতা তুমি এখন এই রুম রাজ্য রক্ষা করিলা বটে, কিন্তু আপন সন্তান ছেদনেতে তীক্ষ্ণত্ব স্বরূপা হইলা। আর এই কথাও শেষে ফলবতী হইল, যে হেতুক তিনি রুম রাজ্যের পুতি পুনর্দয়া করিলেন, এই দোষে বলসাই লোকেয়া ক্রোধাপন্ন হইয়া আপনাদের সেনাপতি টলস লোকদিগের উপন্যাস সময়ে গুপ্ত রূপে তাহাকে বিনাশ করিল। তাহাতে রুমি লোকেয়া যথেষ্ট সমুদ্র পূর্বক তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিলেন নগরীর সম্মুখভাগে লোকেয়া এক বৎসরাবধি কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদাদি পরিধান করিল। পরে কিছু দিন বাদে রুমি লোক কতৃক বলসাই লোকেয়া সর্বপুকারে পরাজিত হওয়াতে টলস সেনাপতি প্রাণত্যাগ করিলেন।

পরে কাশিয়স্ বিবেলিনস্ নামে স্বভাবত মাৎসর্য্যান্বিত এক ব্যক্তি এই পূর্বোক্ত জয়ের সম্মান পাইলেন, ও তিনি তিনবার দেশাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়া দুইবার জয়ের সম্মান পাইলেন, এই সকল কারণেতে তাহার মাৎসর্য্য এতাদৃশ বৃদ্ধি হইয়া উঠিল, যে তিনি একা দেশাধিপতি হইতে বাঞ্ছা করিলেন; এই নিমিত্তে আপন দেশের বিবিধ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও রুমি লোকদিগের বশীভূত দেশের লোকদিগকে নিজপক্ষে আনয়নে সচেষ্ট হইলেন। আর মহৎ লোকদিগের ভোগ দখলি যে সকল ভূমি, তাহা সাধারণের

বলিয়া ইতর লোকদিগকে দিতে মনস্থ করিলেন। এইরূপ কাশিয়স আপন উদ্ভাতি প্রাপ্তার্থে আগেরিয়া নামে পুসিদ্ধ একটি ব্যবস্থা স্থাপিত করাতে ইতর লোক ও মহৎ লোকদের সহিত পরস্পর বাদানুবাদ পূর্বক বিরোধ উপস্থিত হইতে নাগিল। এই প্রকারে কাশিয়স যে রাজসভা উঠাইয়া রুম রাজ্যে একাধিপ হইতে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন, ইহা কোন লোক কর্তৃক মহাসভাতে নালিশ হওয়াতে সভাস্থ লোকদের আকাঙ্ক্ষার তাহাকে লোক সমূহের নিকটে উপস্থিত হইতে হইল। তাহাতে তিনি উঠিয়া নানা প্রকার উত্তর প্রতুত্তর করিলেন কিন্তু বিচারকর্তাদের ঘেষ ও সভাস্থ লোকদের ক্রোধ প্রযুক্ত তাঁহাকে টারণিয়ন নামক পর্বতোপরি হইতে নিঃক্লিষ্ট করিয়া প্রাণদণ্ড করিতে আজ্ঞা হইল।

অনন্তর এবল্লুকারে কাশিয়সের মৃত্যু হইলে পর লোকেরা এই আগেরিয়া নামী ব্যবস্থা সকল করণার্থে সচেষ্ট হইল; তাহাতে শেষে এই সকল ভূমি বিভাগের নিমিত্তে দশ জন লোক নিযুক্ত হইল বটে, কিন্তু সভাস্থ লোকেরা তন্নিমিত্তে এমন একটি কৌশল করিল। যে ইথোয়াই নামক জাতিদিগের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত করিয়া দেশাধিকারে ব্যস্ত করিয়া রাখিল, এবং ইতর লোকদিগের দরখাস্ত সকল পাঁচ বৎসর টালমটাল করিয়া রাখিল। পরে এই রূপে সভাস্থ লোকদিগের অজ্ঞাকারের অপালন দেখিয়া লোকেরা স্বীয় সৈন্যপদ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইল। এই প্রকার দুঃসময়ে ফেব্রিয়াই নামে কোন বংশ তাহার। সভ্য পরিবারে সহস্র লোক ছিল, এই লোকেরা রুম রাজ্য পরিত্যক্ত হইতে মুক্ত করিতে স্বীকার করিল। কিন্তু এই সংগ্রামে এই সম্ভ্রান্ত বংশের মধ্যে কেবল ফেব্রিয়স নামে এক জন কুলপ্রদীপ স্বরূপ থাকিলে আর সকলেই প্রাণত্যাগ করিল।

পরে পরবৎসর অধ্যাক্ষেরা যে কি নিমিত্তে এই আগেরিয়া ব্যবস্থা চলিত করেন নাই, এবং টালমটাল করিয়া রাখিয়াছিলেন, ইহা লোক কর্তৃক নালিশ হওয়াতে বিচারকর্তাদিগের আজ্ঞাধারা মানি-

লস নামে ও ফেব্রিস নামে দুই জন দেশাধ্যক্ষকে সাধারণ লোকের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইল, তাহাতে লোকদিগের তদ্বিষয়ের অধ্যবসায়ের্তে এবং অধ্যক্ষদিগের অসম্মতি প্রযুক্ত উভয় পক্ষে এমন কলহ উপস্থিত হইল, যে বোধ হয় একপক্ষীয় লোকেরা অবশ্য বিনষ্ট হইবে; কিন্তু তৎকালে জেনুসিয়স নামে ঐ ব্যবস্থার পুনঃস্থাপক ব্যক্তিকে অকস্মাৎ শয্যাতে মৃত দেখিয়া, এবং তাহাতে অপবাদের কোন চিহ্ন না দেখিয়া, লোকেরা ভয়েতে এই ভাবিত হইল, যে দেবতার। আত্মাদিগের প্রতি কষ্ট আছে, এই জন্যে এ কলহ করিয়াছেন। এইরূপ বোধ হওয়াতে তাহার কলহ হইতে কষ্ট হইতে পারে, এমন ভাব বুঝিয়া অধ্যক্ষ লোকেরা তাহাদিগের হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, এবং অনেক অনেকের নাম কর্তে লিখিয়া লইলেন, কিন্তু শেষে বলেরো নামে এক জন শত সৈন্যাদিগের সহিত ব্যক্তিকে সামান্য সেনার ন্যায় লেখাইতে অধ্যক্ষেরা প্রার্থনা করিল, তাহাতে সে ব্যক্তি সম্মত না হওয়াতে তাহার গৃহদেশের বস্ত্র উত্তোলন করিয়া কোড়া মারিতে আজ্ঞা দিলেন। তখন লোকেরা অধ্যক্ষদিগের এতাদৃশ অবिवেচিত নিষ্ঠুর কৰ্ম দেখিয়া কোপেতে উন্মত্ত তুল্য হইল; তাহা কেবল নয়, কিন্তু লোকদিগের যে কি পর্যন্ত ক্রমতা আর অধ্যক্ষদের বা কি পর্যন্ত ক্রমতা তাহা পরীক্ষার্থে পরস্পর একটি মহাবিবাদ উপস্থিত করিল। সে যাহা হউক, পরে লোক সকল রাজকীয় লোকদিগকে তথ্য হইতে দূর করিয়া ঐ ব্যক্তিকে রক্ষা করিল, এবং অগ্নি দিনের মধ্যে ঐ বলেরোকে দ্বিচারক লোকদিগের মধ্যে নিযুক্ত করিয়া রাজকীয় লোকদের অধিক ক্ষোভ জন্মাইতে লাগিল।

এই কলহকারি বলেরো নামে দলপতি ঐ আগেরিয়া নামে ব্যবস্থা চলিত করিতে মনে স্থির করিলেন তাহা কেবল নয়, আরো এই একটি নূতন ব্যবস্থা চালাইতে মনস্থ করিলেন, যে ইতর লোকেরা শত লোকত্বকদলক্রমে সম্মতি অসম্মতি না জানাইয়াগোষ্ঠী

ক্রমে জানাইবেন। কলতঃ দলক্রমে সম্মত্যাগি জানাইলে কলীনেরা ইচ্ছানুসারে প্রভুত্ব করিতে পারে, কিন্তু সাধারণ লোকেরা গোষ্ঠীক্রমে সম্মতি অসম্মতি জানাইলে রাজ্যের প্রত্যেক পুত্রা লোক ও মহা-সভাস্থ লোক এই বিষয়ে সমান ক্ষমতাপন্ন হইবে, এমন হইলে তাহাদিগের প্রাধান্য ও প্রভুত্ব একেবারে চুলায় পতিত হইবে। অতএব সভাস্থ লোকেরা এই ব্যবস্থা রহিত করণার্থে যথাসাধ্য বাধা দিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তথাপি শেষে লোকদ্বারা পরাজিত হইয়া এই ব্যবস্থা স্বীকার করিতে হইল, যে তদ্বিবসাবধি বিচারকর্তা নিযুক্ত করা এবং রাম ব্যবস্থা স্থাপন করা লোকদিগের গোষ্ঠী অনু-ক্রমে হইবেক। এই পুকারে রুম রাজ্যের রাজনীতি ক্রমেতে পরি-বর্ত্ত হইয়া শেষে তৎকালাবধি রাজ্যের প্রধান কর্তৃত্বভার সকলি সাধারণ লোকদিগের হস্তগত রহিল।

পরে আপিয়সের পুত্র আপিয়স ক্লোডিয়স নামে অধ্যক্ষ তিনি এই সাধারণ কর্তৃত্ব বিষয়ে অব্যবস্থা বলিয়া সম্মত হইলেন না, এ কারণ বলসাই জাতিদিগের সহিত রুমিলোকদিগের যুদ্ধ করণ সময়ে রুমিলোকেরা রণস্থানহইতে পলায়ন করিয়া কহিল, যে আমরা কেবল আপিয়স সেনাপতির দোষেতে রণভঙ্গ দিয়াছি। তা-হাতে এরূপ দেখিয়া আপিয়স আপন বশীভূত কতক গুলিন সৈন্য লগ্নুহ করিয়া এই পলায়িত শতসেনাধাক্ষিককে কোথা মারিয়া প্রাণদণ্ড করিতে আজ্ঞা দিলেন, আর ভয়েতে কল্লকম্পাশ্রিত রণভঙ্গ-কারি সৈন্যদিগের দশ জনের মধ্যে এক জনের হস্ততঃ ছেদন করিতে আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু পরে বিচারকর্তৃগণ অতিব্যগু হইয়া এই আগ্যুরিয়া ব্যবস্থা পালনার্থে অত্যন্ত আপত্তি করিতে লাগিল। আর আপিয়স তাহাতে কোন পুকারে সম্মত ছিলেন না এই জন্যে লোক সাধারণের সম্মুখে তাঁহাকে উপস্থিত হইতে আজ্ঞা হইল। এই আজ্ঞানুসারে আপিয়স তথায় গমন করিলেই যে প্রাণের বিঘ

অগ্নিতে ইহা নিশ্চয় বোধ করিয়া পর হিংসকের হস্তগত না হইয়া আপন হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

এরূপ হইলেও তথাপি বিচারকর্তৃগণেরা অকুতোভয়ে এই কথা কহিলেন, যে ভূম্যাদির অংশ এবং রাজকর্তৃত্ব এ উভয়ই সাধারণ লোকদিগের দেওয়া উচিত হয়, বিশেষতঃ তাহাদের নিজ ক্রমভার জ্ঞান কারণ কত শ্রমীণ ব্যবস্থা স্নকট রূপে লিখিয়া তাহাদিগে দিতে হয়; কিন্তু এই সকল কথা কুলীনেরা কেরা গৃহ্য না করিয়া যথ্য সাধ্য বাধ্যদিতে প্রবৃত্ত হইলেন, আরও করিলেন কি না, কুইন্টস সেনসেনেসেসের পুত্র কাইসে নামক ব্যক্তিকে আপনাদিগের কর্তা করিয়া অন্যান্য লোকদিগকে সভাইতে দূরীকৃত করিলেন। পরে এই কারণ কাইসেকে সাধারণ লোক সম্মুখে উপস্থিত হইতে আজ্ঞা হইলে তিনি আপন প্রত্যয়ার্থ লোক প্রদান করিয়া ইজুরিয়া দেশে প্রস্থান করিলেন, আর তাঁহার পিতা রুম নগরে থাকিতে না পারা-তে সুতরাং অটালিকাদি নিজ বিষয় বিক্রয় করিয়া টাইবর নদী পারে গ্রামস্থ ভূগৃহে গিয়া বাস করিলেন।

এই রূপে রুম রাজ্য কলহ ও অশৃঙ্খলাতে পূর্ণ হওন সময়ে হের্ডো-নিয়স নামে এক জন সার্বিন দেশীয় সেনাপতি কতক শ্রমীণ সৈন্য সমতিবাহারে আসিয়া রুম নগরীয় কাপিটল নামক কিম্বা হস্তগত করিলেন। তাহাতে বিচারকর্তৃগণেরা ইতর লোকদিগে এই পরামর্শ দিল, যে কুলীনেরা যদবধি লোক সাধারণের উপকার জন্য ব্যবস্থা স্থাপনার্থে দশ জন লোক প্রস্তুত না করেন তাবৎ তোমরা হস্তে অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিতে স্বীকৃত হইও না। এই প্রকার হইলে বালিরিয়স নামে দেশাধ্যক্ষ তিনি আপনি ঐ সার্বিনদিগের প্রতি চড়াও হইয়া পুনর্ব্বার ঐ কিম্বা অধিকার করিলেন বটে, কিন্তু ঐ রূপেতেই তাঁহার মরণ হইল। পরে বিচারকর্তৃগণে ঐ অঙ্গীকৃত আগেরিয়া ব্যবস্থা পূর্ণ করণার্থে পুনঃ উত্তেজনা করিতে লাগিল ইহা

দেখিয়া সভাস্থ লোকেরা সেই পূরোক্ত কুইন্টস সেন্সেনেটস নামক ব্যক্তিকে দেশাধ্যক্ষ পদে ভর্ষি করিলেন, কিন্তু তিনি এই উচ্চপদ প্রাপ্তির কথা শুনিয়া আহ্বানিত না হইয়া বরং বিসম্ব হইয়া স্ত্রীকে এই কথা কহিলেন, যে হে কাহ্নে, এইবার আমাদিগের ক্ষেত্র এক বৎসরের নিমিত্তে পতিত হইয়া থাকিল। সে যাহা হউক তিনি ইতর লোকদিগের এই রূপ অসম্ভব প্রার্থনা এবং কুলীনদিগেরও তদ্বিষয়ে অবিরেচনা পূর্বক স্বীকার করা হইল। দেখিয়া উভয় লোকের প্রতি দোষারোপণ করিলেন; ফলতঃ তিনি নগরীয় কলহ নিবারণ করিয়া ন্যায় ও মৃদুতা পূর্বক সমুদয় লোকের হিতকারী হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। আর বৎসরান্তর নূতন ২ দেশাধ্যক্ষ স্থাপিত হইবে এই প্রকার সকলের সম্মতি হওয়াতে তিনি ঐ পদভাগ করিয়া গ্রামস্থ ভূগাদিগৃহে গিয়া কৃষি কৰ্ম্মাদি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অল্পদিন পরেতেই তাঁহাকে নির্জনপল্লী পরিত্যাগ করিয়া পুনর্বার দেশ রক্ষার্থে গমন করিতে হইল, কেননা কোন পর্বতীয় সূড়ী পশ্চিম মধ্যে ইকোয়াই জাতি ও বলসাই জাতি এই উভয় লোকেতে মিনুসিয়স নামে ক্রমি সেনাপতিকে কতক গুলীন সৈন্যের সহিত বেকন করিয়াছিল, তাহাই হইতে তাঁহার মুক্তি পাইতে পারেন এমন কিছু মাত্র পথ ছিল না। একারণ এই দুঃসময়ে সভাস্থ লোকেরা ঐ সেন্সেনেটস নামক ব্যক্তিকে সর্বাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিতে মানস করিয়া কতক গুলীন দূত পুরণ করিলেন; তাহাতে ঐ দূতেরা যখন তাঁহার নিজ ক্ষেত্র চাস করিতে তাহাকে দেখিয়া ঐ সমাচার গোচর করাইলেন, তখন তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক আপন বলদের প্রতি খেদোক্তিহে দৃষ্টি করিয়া ক্রম নগরে পুহান করিলেন। এরূপ হইলে সভাস্থ লোকেরা রাজ পরিচ্ছদাদি পরিধান পূর্বক অগুসর হইয়া কিছু দূর হইতে তাহাকে সমাদরের সহিত লইয়া গেলেন। তিনি এই অনপেক্ষিত উচ্চপদ প্রাপ্ত হইলেও নিজ

সৌজন্য প্রযুক্ত তাহাতে তাহার অহংকার ভঞ্জিতে পারে নাই। এই পুকারে সেন্সেনেটস সর্বাধ্যক্ষ নগর মধ্যে পুরিষ্ট হইয়া দেশীয় অবস্থা সকল জ্ঞাত হওতো। প্রসন্ন বদনে অস্ত্রধারি সৈন্যাদিগের এই আজ্ঞা করিলেন, যে তোমরা পঞ্চদিবসোপযুক্ত পাণ্ডেয় ধান্যজব্বা ও অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া সূর্যাস্তের প্রাককালে যে স্থানে সৈন্যাদিগের কক্ষ করা যায় ঐ স্থানে গমন কর।

পরে সৈন্যাদিগেরা সমস্ত রাত্রি গমন করিয়া পরদিন সূর্যাস্তের পূর্বে ঐ শত্রুদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিল; তখন সর্বাধ্যক্ষ ব্যক্তি এই আজ্ঞা দিলেন, যে আমরাদিগের বহু সৈন্য সেনাপতিদিগের সাহস বৃদ্ধি করণার্থে তোমরা উচ্চঃ স্বরে সিংহনাদ কর, এই পুকার তাহারা কণ্ঠের হৃদ্যধ্বনি করিলে ইকোয়াই লোকেরা চমকিত হইয়া সেন্সেনেটস সেনাপতিকে নানা পুকার মূর্ছাবৃত্তি করিতে দেখিল, আর আদ্য আপনার ক্রমি সৈন্যাদিগের বন্ধ করিয়াছিল তাদ্য উভয় শত্রু সৈন্যমধ্যে আপনাদিগকে বন্ধ দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়গাপন্ন হইল। এ পুকারে উভয় লোকে একটি ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে ইকোয়াই লোকেরা উভয় পার্শ্ব সৈন্যের আক্রমণেতে অত্যন্ত ভীত ও কাতর হওত ক্রমি লোকদিগের ইচ্ছার অধীন হইয়া সস্তি প্রার্থনা করিলেক। তাহাতে সেন্সেনেটস সেনাপতি তাহাদিগের ঐ ঘোর সঙ্কটে রক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু তাহাদের চিরবাধ্য থাকিতে এই অজ্ঞোকার করাইলেন, যে তিনটা বর্ষান্তে একটি কাঁসি কাঠের ন্যায় নির্মাণ করিয়া তাহার অধো দিয়া তাহাদের গমন করাইলেন। এবল্লুকারে তিনি বহু সৈন্য সেনাপতিদিগের মুক্ত করিয়া কহিলেন, যে হে সৈন্য সকল, তোমরা শত্রুদিগের হস্তগত করা দূরে থাকুক, আরো আপনাদিগের শত্রু হস্তগত হইয়াছিল, অতএব তোমরা এই লুণ্ঠিত সামগ্ৰী কিছু মাত্র পাইবা না। আর হে মিনুসিয়স সেনাপতি, তুমি এক্ষণে কিছু দিন নোচ পদে থাকিয়া রণ শিক্ষা কর, পশ্চাৎ সেনাপতি পদে নিযুক্ত

হইবা। দেখে তাঁহার এই প্রকার বিচারেতে কেহ যে আগতি করিল না তাহা কেবল নয়, আরো নিজ ২ পুত্র ও সমুদয় রক্ষক বলিয়া সৈন্যগণেরা তাঁহাকে সুবর্ণের মুকুট প্রদান করিয়া। এই রূপে তিনি রুমি সৈন্যদিগের উদ্ধার পূর্বক প্রবল বৈরি দমন করিয়া চতুর্দশ দিবস ঐ পদ ভোগ করিয়া পুনর্বার পদভাগ করিলেন। তখন সভাস্থ লোকেরা তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মতি দিতে ইচ্ছা করিলেও তিনি তাহা গৃহণ না করিয়া পুনর্বার সেই ক্ষেত্রেতে পুতান করিলেন।

তদনন্তর কিছু দিনাবসানে ঐ ইকোয়াই জাতিদিগের যুদ্ধার্থে পুনর্বার রণভূমিতে আগমন দেখিয়া সাধারণ লোকেরা গুরুজনের অধিক আর পাঁচ জন বিচারকর্তা নিযুক্ত করাইতে প্রার্থনা করিল। তাহাতে সভামধ্যস্থ কক্স প্রলীন লোক লোকদিগের ঐ বাঞ্ছা উদ্বল করণে বাঞ্ছিত হইলে পর সেন্সেনেটস্ নামক ব্যক্তি লোকদিগকে এইমন্তব্য দিলেন, যে তখন, এরূপ হইলে তোমাদের উপর যাহারা কঠিন কর্তৃত্ব করেন তাহাদিগের কর্তৃত্বের হানি হইবে, অতএব ইহা করা উচিত। পরে কিছু দিন বাদে বিচারকর্তৃগণেরা আবেটাইন নামে গর্বত নির্জন প্রযুক্ত তদুপরি বসতি করাইবার নিমিত্তে একখানি নিবেদন পত্র লিখিলেন।

পরে ইকোয়াই জাতি রুম নগরহইতে খোল ক্রোশ দূরে এমন নিকটবর্তী হইলে লোকেরা নগরের কলহাদি নিবৃত্ত করিয়া যুদ্ধ করিতে উদ্যোগ করিতে লাগিল। ঐ সঙ্গামে সিকিয়স ডেক্টেটস্ নামে সেনাপতি জয়যুক্ত অধ্যক্ষ অপেক্ষাও অধিক সমুদয় পাইলেন, তাহার কারণ এই যে তিনি শত্রু আক্রমণার্থে আজাপ্রাপ্ত হইলে শত্রুদিগের আক্রমণীয় অগম্যবাহ দেখিয়া প্রধান সেনাধ্যক্ষকে এই নিবেদন করিলেন, যে এই অশকাবাহ ভেদ করণহইতে নিবৃত্ত হও, কেননা বোধ হয় আমাদের তাবদীয় উদ্যোগ নিমূল হইবে। কিন্তু ইহাতে ঐ অধ্যক্ষ তাহাকে ভীতস্থ রূপে অপবাদ দিয়া ভীতসনা করত তিনি

জোখাপন্ন হইয়া আত্মসাহস ও আজীবনকাল দেখাইবার জন্যে
 প্রাণব্যয় পর্যন্ত স্বীকার করিয়া আটশত পুৰীণ যোদ্ধা সমভিব্যাহারে
 রণস্থলে উপস্থিত হইলেন; আর করিলেন কি না পূর্বের অজ্ঞাত আক্র-
 মণের একটি সুক্ষ্মপথ দর্শন পাইয়া আপনি একদিগে পুচণ্ড রূপে
 লংগাম আরম্ভ করিলেন, এবং অন্যদিগে রুমি সৈন্যগণেরা আক্র-
 মণ করিয়া ঘোরতর সমর করিতে লাগিল। এই পুকার করিলে রুমি
 লোকেরা সর্বতোভাবে জয়যুক্ত হইল। পরে ঐ ডেন্টেটস সেনাপতি
 রণহইতে পুত্যাগমন কালে আপনি যে অধ্যাক্ষ কর্তৃক কেবল মৃত্যু
 বা অপযশ প্রাপ্ত হইবার জন্যে ঐ দুর্গমা রণস্থলে পুরিত হইয়া-
 ছিলেন, ইহা নিশ্চয় বোধ হওয়াতে এমন ক্রমতা পুকাশ করিলেন,
 যে তাহাতে ঐ রণ জয়ের সম্মান ক্রিয়া অধ্যাক্ষের পুতি অর্শিল না।
 আর লোক কর্তৃক তিনি আপনি এক জন বিচারকতা নিযুক্ত হইলেন,
 তাহা কেবল নয় কর্তৃক কি অন্য কোন ব্যক্তি নিজপদের বিপরীতে
 অন্যায় কর্ম করিলে তদুপযুক্ত দণ্ড হইবে, এই একটি ব্যবস্থা
 স্থাপিত হইল। বিশেষতঃ তাহার পুতি এই অন্যায় ক্রিয়া করিতে
 ঐ বর্তমান অধ্যাক্ষ দ্বয়ের অধদণ্ড হইল। এই পুকারে বিচারকর্তৃ-
 গণদিগের চেষ্টাতে কুলীনদিগের মর্যাদা ঐখ্যায় সকলি কৃষিপক্ষীয়
 চন্দ্রের ন্যায় ক্রমেই ক্রয় হইতে লাগিল। ফলতঃ তাহাদিগের পৈতৃক
 জীবরাদি বিষয়ও থাকে কি না থাকে এমন সংশয় হইয়া উঠিল।
 ইহাতে বোধ হয় যে পুনরায় একটি উপপূর্ব রূপ অর্জ উপস্থিত
 হইলে সে সকলি বিনাশ হইবেক, অর্থাৎ বংশানুক্রমে বিষয় ক্ষুণ্ণি
 না হইয়া ধনানুক্রমে সমৃদ্ধি ভোগ হইবেক।

তদনন্তর আবার বৃদ্ধ বনিতাদি প্রজাবর্গেরা রাজকীয় লোকদি-
 গের যথেষ্ট দৌরাত্ম্য ক্রিয়াতে বাস্ত হইয়া নিজস্ব দুঃখের নিবেদন
 পূর্বক এই প্রার্থনা করিল, যে কোন ব্যক্তি যদি তাহার উপরে
 অন্যায় দৌরাত্ম্য করে তবে সে ব্যক্তি অবশ্য দণ্ড হইবেক, এমন
 বিবরণ একখানি কব্জে লিখিয়া দিতে আজ্ঞা হইল। ইহাতে বিবে-

চনা পূর্বক এই মন্ত্রণা স্থির হইল, যে দূত পৌরণ পূর্বক ইটালি দেশীয় গ্রীকদিগের নগর এবং আথেন্স নগরহইতে হিতকারি যথার্থ অর্থ সাধক এমন সকল ব্যবস্থা আনিয়ন করা কর্তব্য। এই যুক্তানুসারে দূতগণেরা এই আবশ্যকীয় ব্যবস্থা সকল আনিলে পর এই সকল ব্যবস্থা গোছালক্রমে সামঞ্জস্য করণার্থে সভায় লোকদের মধ্যহইতে দশ জন লোক মনস্থ করিয়া নিযুক্ত করিল। তাহার মধ্যে আপিয়স ক্রোডিয়স অধ্যক্ষ এবং তাহার এক জন সহকারী এই দুই জন প্রধান ছিলেন। এই সকল লোক কর্তৃক বারোকর্দের ব্যবস্থা নামে প্রসিদ্ধ একটি ব্যবস্থা সংগৃহ হইল; কিন্তু শেষে এই ব্যবস্থা রম রাজ্যের রাজনীতি শাসনের মূলীভূত হইয়া উঠিল।

পরে আপিয়স নামে ও জেন্সিয়স নামে এই দুইজন আধামি বৎসরের ভাবী অধ্যক্ষ তথ্যতিরেক সেকুটস নামক ও রমুলস নামক দুই জন গভ বৎসরের দেশাধ্যক্ষ, আর পটুমিয়স নামে ও সল্লিসিয়স এবং মানলিয়স নামে এই তিন জন ব্যবস্থা আনিয়নার্থে দূত এবং জুলিয়স নামে ও বেটুরিয়স নামে ও হেরেব্রিয়স নামে এই তিন জন সভায় লোকের মধ্যে প্রধান। এই দশ জন লোকে এই ব্যবস্থা সকল চর্চিত করিতে লাগিলেন। তখন এমন বোধ হইল যে রমরাজ্য এই রাজনীতি দ্বারা এক প্রকার নূতন হইয়া উঠিবে, আর তাহাতে এক রাজ্যের রাজনীতি অন্যরাজ্যে অর্থাৎ ভিন্ন রাজনীতি বিশিষ্ট রাজ্যে চলিত করিলে দেশের মঙ্গল কি অমঙ্গল হইয়া উঠে ইহাও পরীক্ষা করিতে হইবেক।

অনন্তর এই একটি স্থির হইল, যে এই দশজন লোকেরা রাজ্য ও দেশাধ্যক্ষ তুলা ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া এক বৎসরের নিমিত্তে কর্তৃত্ব করিবেক। আর যদবধি এই সকল নূতন ব্যবস্থা প্রচলিত না হয় তাবৎ পর্য্যন্ত অন্যান্য লোকেরা আপন২ প্রভৃত্ব রহিত হইবেন। আর নব বিধি প্রকাশক লোকেরা পালানুক্রমে অর্থাৎ এক২ দিন এক২ জন মুকুটাদি রাজ চিহ্ন ধারণ পূর্বক রাজসিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া শাসন

পালনাদি করিবেন। তন্নিম্ন অন্য নয় জনের সহিত এক জন সেনা-
পতি ভ্রমণ করিবেক। এই রীতিক্রমে একবৎসরের নিমিত্তে এই দশ-
জন নিযুক্ত হইলে তাহারা এক বৎসরের মধ্যে এই সকল ব্যবস্থা
প্রকাশ পূর্বক দশ ফর্ম করিয়া স্থাপিত করিলেক। পরে পিতৃদের
পত্রেতে এই সকল ব্যবস্থা খোদিত করিয়া রাজসভাগৃহের প্রকাশ
স্থানে ঝুলাইয়া রাখিলেন।

পরে নব বিধ প্রকাশক লোকেরা এই সকল ব্যবস্থার কিঞ্চিৎ শেষ
আছে ইহা জানাইয়া ছলেতে কিছু দিন নিজ ১ পদার্থার্থে সভায়
লোকদিগের নিকটে নিবেদন করিলে পর তাহারা উত্থান বলিয়া
স্বীকার করিল। পরে আপিস নানা প্রকার কৌশলেতে এমন একটি
সূচনা করিল যে তাহাতে পুনরায় এই দশ জনের মধ্যে আপনি ভুক্ত
হইল। তাহা কেবল নয়, আপন ২ আত্মীয় লোকদিগেরও এই পদে
ভর্তি করিল। তাহাতে কদাচ নিজ ১ কর্মতা ত্রুটি হইবেক না, ইহা
কহিয়া তাহাদিগের একটি ২ উৎকট দিবা করিতে হইল, আর
লোকেরা যেন তাহাদের দেখিয়া শঙ্কাকুল হয় এই জন্য তাহাদের
মধ্যে কেবল এক জন যে যত্নযুক্ত কণ্ঠের লইয়া ইতস্ততো ভ্রমণ করি-
তেন এমন নহে, প্রত্যেক ২ লোকই প্রত্যেক দিন ভয়ানক রাজ
শাসন জ্ঞাপক চিহ্নধারণ করিয়া বেড়াইতেন। আর প্রকৃত বিচারকর্তা-
দিগের ন্যায় ন্যায়কারী ও শিষ্ট সাম্প্রদায়িক না হইয়া কেবল
দৌরাভ্যা ও লালমটা ও নির্দয়তা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আর
রাজনীতিতে এই রূপ লিখিত আছে, ইহা ছলেতে কহিয়া ৩ তক
গৃহীন লোকদিগের যে সর্ব্বত্র বলেতে লইয়া শেষে দেশান্তর করি-
লেন। তাহা কেবল নয়, আরো কতক মলীন প্রজাদিগের প্রাণদণ্ডও
করিয়াছিলেন। আর আপনি যে রাজ্যের বিপদ স্বরূপ হইয়াছেন
ইহা যেন লোকের বোধগম্য না হয়, এই জন্য আরো দুইটি
ব্যবস্থা পত্র প্রস্তুত করিলেন। অতএব এই দুই ব্যবস্থা পত্র লইয়া

যে রূপ পূর্বে লেখা গিয়াছে তাদৃশ বারোফদরের ব্যবস্থা নামে প্রসিদ্ধ হইল।

এ শেষের কথিত ব্যবস্থা দুয়ের মধ্যে এমন একটি নিয়ম লিখিত ছিল, যে ইতর লোক ও কুলীন লোক এই উভয় লোকেতে পরস্পর বিবাহ হইবে না। তাহার অভিপ্রায় এই, যে উভয় লোকে পরস্পর সম্বন্ধ না থাকাতে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাঁহাদের কিছু নাভের বৃদ্ধি হইতে পারে। অতএব লোক সকলে তাঁহাদিগের এই চরিত্র বিশেষ রূপে জানিতে পারিলেও তথাপি এতাদৃশ অন্যায় কর্তৃত্ব অল্পদিনের মধ্যে শেষ হইবে ইহা কহিয়া লোকেরা স্থির হইয়াছিল বটে; কিন্তু শেষে ঐ দশজন নূতন ব্যবস্থাপকেরা লোকদিগের সমুদয় ঋতি এবং রাজ্য স্থাপিত ব্যবস্থাদি কিছুই না মানিয়া বাহুবলেতে আরো এক বৎসর ঐ কর্তৃত্ব পদ ভোগ করিতে লাগিলেন। এই প্রকার কর্তাদিগের অত্যাচারেতে কেহ অসন্তুষ্ট হইলে তাহার প্রতি তাঁহারা অধিক দৌরাঙ্গ্য করিতেন, এইরূপে শেষে এমন হইয়া উঠিল যে তাঁহাদের অসহ্য দৌরাঙ্গ্যেতে তাক্ত হইয়া ভাগ্যবান লোকেরা দেশান্তরে পলায়ন করিলে পর ঐ নগর একেবারে অরণ্য তুল্য হইয়া উঠিল; ফলতঃ তাঁহারা কোন লুচ পাইবার সূত্র পাইলে নিবৃত্ত থাকিতে পারিতেন না। এবম্বূদ্ধারে লোকদিগের প্রতি উপদ্রব ও দাসত্বে নিয়োগ ও লুচপাটাদি করণ এবং পরস্পর অবিश्वास ইত্যাদি অত্যাচার হইলেও তাঁহাদিগের দমন করিয়া আপন দেশ রক্ষা করে প্রজা লোকদিগের মধ্যে এমন একটিও লোক ছিল না, এ কারণ ঐ দৌরাঙ্গ্যবর্গে নিকুণ্টকে রাজ্য ভোগ করিতে লাগিল। আর তাঁহারা নিজ পদাতিক সেনা সকল বেষ্টিত হইয়াছিল তাহা কেবল নয় তৎসংসর্গে কুরীতি প্রাপ্ত কডক গুলীন কুলীন লোকেতে বেষ্টিত ছিলেন। আর অবিশিষ্ট প্রজা লোকেরা করিত কি না ঐ দৈত্যদিগের প্রতি কোন কথা না কহিয়া ভয়েতে নীরব হইয়া থাকিত।

অপর ইকোয়াই জাতি ও বলসাই জাতি এই উভয়তে লোক
 একত্র হইয়া রুম রাজ্যের এতাদৃশ কলহাদি দেখিয়া এবং ঐ দ্বন্দে
 নিজ লাভের সম্ভাবনা বোধ হওয়াতে আক্রমণ পূর্বক রুম নগর-
 হইতে দশ কোশ দূর এমন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাতে
 ঐ দশ জন অধ্যক্ষ লোকেরা সৈন্য সংগৃহ করণে ক্ষমতাভীন
 প্রযুক্ত সভাস্থ লোকদিগের অনুমতি লইতে ইচ্ছা না থাকিলেও
 তথাপি বহু দিনের পর সভা বসাইতে ইচ্ছা করিলেন। অনন্তর
 আপিয়স সভাবর্গে হইয়া মহা আড়ম্বর পূর্বক সম্মেলন করিয়া এই আজ্ঞা
 করিলেন, যে পালানুক্রমে অনুমতি প্রাপ্ত না হইলে কেহ পরামর্শের
 কথা কহিতে পারিবে না। তাহাতে পব্লিকলার পুত্র নালিয়স
 নামক ব্যক্তি ঐ ক্রম অপেক্ষা না করিয়া কহাতে তাহাকে পুনর্বার
 বসিতে আজ্ঞা হইলেও তথাপি তিনি সে কথা না মানিয়া ঐ দশ
 জন অধ্যক্ষের প্রতি ঐ নালিশের কথা প্রস্তাব করিতে লাগিলেন,
 যে হে বিশ্বাসঘাতকি লোকেরা, তোমরা অগ্রে সভাস্থ লোকদিগের
 তাবৎ ক্ষমতার লোপ করিয়াছ। এই ক্ষণে আরবার কোন
 মুখেতে তাহাদের নিকটে সৈন্য সংগৃহ করণ উপকার প্রার্থনা
 করিতে আসিয়াছ; লজ্জা কি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে?
 আর মার্কস হেরেসিয়স নামক ব্যক্তিও ঐ কথায় পুষ্টি প্রক হইয়া
 তাহাদিগের দেশ স্থাপিত ব্যবস্থা লঙ্ঘন করণ ও লুট এবং নির্দয়তা
 ইত্যাদি অত্যাচার কথন পূর্বক পূর্বব্যক্তি অপেক্ষাও অধিক দোষ
 বর্ণন করিতে লাগিলেন। তাহাতে বহু দিবসাবধি কাহারও অনুরোধ
 রক্ষা না করিয়া স্বেচ্ছাধীন কৰ্ম করিতেছেন এমন যে আপিয়স
 সেনাপতি তিনি ঐ কথা না শুনিয়া ক্রোধেতে পরিপূর্ণ হইয়া বিপক্ষ-
 দিগকে নানা বিধ তিরস্কার করিতে লাগিলেন : এবং হেরেসিয়স নামক
 ব্যক্তিকে টারগিয়ন পর্বত হইতে নিঃক্ষেপ করিয়া প্রাণদণ্ড করিব
 এই ভয় প্রদর্শন করাইলেন। এই প্রকার অপমানের কথা শুনিয়া
 সভাস্থ লোকেরা অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া কহিলেন, যে শুন সভাস্থ

লোকদিগের আপন২ কথা কহিবার ক্ষমতা যে তুমি দূর কর তো-
মার এই সকল কর্তৃত্ব আমাদিগের কোন প্রকারে সহ্য হয় না। এই প্র-
কার নানা বিধ দোষারোপণ করিলেও শেষে ঐ আপিয়স নিজ-
দোষ জ্ঞাননের নিমিত্তে কথা কহিলে পর তাহারা আপিয়সকে
তাঁহার তাঁবে যে কএক জন লোক ছিল তাহাদিগকে সৈন্য সংগৃহ-
করণের ক্ষমতা প্রদান করিলেন।

অপর রুমি সৈন্য গণ আপন২ নয়নের বিষ তুল্য যে সকল
সেনাপতি তাহাদিগের দর্প চূর্ণ করণার্থে এই একটি নিয়ম স্থির
করিয়াছিল, যে তাহারা উপস্থিত সংগ্ৰামে রণ ভঙ্গ দিয়া পলায়ন
করিবে। অতএব তাহাতে এই সাংপ্রতিক সংগ্ৰামে শত্রুবর্গীয় সৈ-
ন্যেরা আগমন করিলে পর তাহারা সেই ধারানুসারে নিজ২ শিবির
পরিভ্রমণ করিয়া পলায়ন করিল। তাহাতে রুমি লোকেরা যখন
ঐ রণ পরাজয়ের সমাচার পাইল, তখন জয়সম্বাদ শ্রবণ অপেক্ষাও
তাহারা আনন্দাশ্বিত হইল। এই রূপে সেনাদিগের দোষেতে সেনা-
পতির দুষ্ট হইলে কেহ২ কহিল, যে এই দোষেতে তাহারা পদ
ভুক্ত হউক; আর কেহ২ কহিল, যে সর্বাধিক নিযুক্ত না হইলে এ
সংগ্ৰামে জয় হইবে না।

অনন্তর এক সময় সিকিয়স ডেন্টেটস্ নামক বিচারকর্তা নিজ
পরলতাক্রমে কোন কথা কহিয়াছিলেন, এই নিমিত্তে আপিয়স
অধ্যক্ষ তাঁহাকে পূর্ণরূপে শাস্তি দেওনার্থে লক্ষ্য করিয়া দূতপদে
নযুক্ত করিলেন। পরে সেই ব্যক্তি রুম নগরহইতে পুরিত সৈন্য-
দিগের কর্তৃত্ব পদ পাইয়া আজাদারা এক শত সেনা লইয়া ছাউনা
করণের উপযুক্ত স্থান অব্বেষণ করিতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু
শত সেনাগণ তাঁহাকে বধ করণার্থে দশাধ্যক্ষ কর্তৃক বেতন
প্রাপ্ত হওয়াতে তাহারা করিল কি, না একটি পর্বতের নিৰ্জন গুহা
বধ্যে লইয়া গিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল; এ প্রকার বিপরীত
ক্রিয়া দেখিয়া ঐ সাহসী ডেন্টেটস্ সেনাপতি ক্রোধ ভরেতে একটি

বৃহৎ শৈলেতে পৃষ্ঠ দেখ দিয়া যে পঞ্চদশ লোকদিগকে প্রাণের সহিত বিনাশ করিলেন তাহা কেবল নয় আরো ত্রিশ জন সৈন্যকেও প্রায় মৃত তুল্য করিলেন। এই রূপে তিনি অনেক সৈন্য নষ্ট করিলেন বটে, কিন্তু শেষে তাহার। পর্ত্তোপরি গাত্রোত্থান করিয়া একখানি বৃহৎ পুস্তর গড়াইয়া ফেলাতে তিনি প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

পরে এক দিবস ঐ আপিয়স অধ্যক্ষ বিচারাসনে বসিয়া বিচার করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক পরম সুন্দরী নব যৌবনা স্ত্রী দাসী সমভিব্যাহারে ঐ অধ্যক্ষের নিদানলয়ে যাইতেছিলেন; তাহার রূপ ও লাবণ্য সৌন্দর্য্য দেখিয়া কামানলেতে হত জ্ঞান উন্মত্ত তুল্য হইলেন। তিনি বর্জ্জিনিয়স নামে শত সেনাপতিত্বর কন্যা। তৎকালে তাহার পিতা রণস্থলে ছিলেন, এবং পূর্ব বিচারকর্ত্তা যে ইসিনিয়স নামে ব্যক্তি তাহার সহিত বিবাহের বাগদত্তা হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, ঐ আপিয়স অধ্যক্ষ কামবাণে দগ্ধচিত্ত হইয়া তাহার দাসীকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিতে মানস করিলেও সে চেষ্টা নিষ্পলা হওয়াতে তিনি ক্লোডিয়স নামে আপনার এক জন দূতকে এই একটি উপায় করিতে আজ্ঞা দিলেন, যে তুমি ঐ নারীকে দাসী কন্যা বলিয়া দাওয়া করত তদ্বিষয়ের নিষ্কাশিত করণার্থে আমার বিচার স্থানে আনিবা, তাহাতে আমি তদ্বিষয় নিষ্কাশ করিব।

অনন্তর ঐ ক্লোডিয়স নামে ব্যক্তি আপিয়সের শিকানুসারে ঐ কন্যা যে বিদ্যালয়ে বালিকাদিগের সহিত পাঠ করিতেছেন ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া আপনার লোক বলিয়া তাহাকে বলেতে আনয়ন করিতে উন্মত্ত হইল, তাহাতে ঐ নারীর রোদন এবং লোকদিগের নানা প্রকার নিবেদন কথা শ্রবণ না করিয়াও তাহাকে বিচার স্থানে লইয়া উপস্থিত করিল, এবং আপিয়সকে উদ্দেশ করিয়া ছলেতে এই কহিল, যে হে অধ্যক্ষ মহাশয়, এই কন্যা আমার এক জন দাসীর গর্ভে জন্মিয়াছিল, পশ্চাৎ ঐ দাসী বর্জ্জিনিয়সের স্ত্রী বভ্রা

প্রযুক্ত তাহাকে বিক্রয় করিয়াছিল, বরং ইহার প্রমাণার্থে অনেক ২
মান্যমান সাক্ষী দেখাইতে পারি, অতএব যাবৎ পর্য্যন্ত সাক্ষির
জবান বন্দী না হয় তাবৎ পর্য্যন্ত ঐ কন্যা আমার নিকটে থাকিতে
আজ্ঞা হউক, কেননা আমা ব্যতিরেকে উহার আর কেহই নাই।

পরে ঐ দুই আপিয়স অধ্যক্ষ ছলেতে বিচারে এই দ্বির করিলেন,
যে ক্লোডিয়সের এই দাওয়া আমার যথার্থ বোধ হয়, অতএব যদ-
বধি উহার পিতা সাক্ষী উপস্থিত না করিবেন তাবৎ পর্য্যন্ত ক্লোডি-
য়সের নিকটে রাখা উচিত বটে। এই পুকার অধ্যক্ষের অনুচিত
বঞ্চকতা দেখিয়া সভাস্থ লোকের উচ্চৈঃস্বরে বিবিধ পুকার তিরস্কার
করিতে লাগিল, এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্ত্রী লোক সকলে ঐ অবলা স্ত্রীকে
বেষ্টন করিয়া, আমরা তোমাকে এই দুষ্কৃতের হস্তহইতে রক্ষা
করিব ইহা কহিয়া সাহস দিতে লাগিলেন ; এবং ইসিলিয়স নামে
যে তাহার ভাবী ভর্তা তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া অকুতোভয়ে ঐ দুরাশা
অধ্যক্ষের আজ্ঞা সকল লঙ্ঘন পূর্বক এমন তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লা-
গিলেন, যে তাহাতে ঐ দুই ক্লোডিয়স ভীত হইয়া অধ্যক্ষদিগের
আসন সম্মুখানে গিয়া রক্ষা পাইলেন।

অপর লোকদিগের এই রূপ গোলমাল দেখিয়া আপিয়স অধ্যক্ষ
বর্জিনিয়স সেনাপতির শিবিরহইতে আগমন অপেক্ষা করিয়া
ঐ বিচার স্থগিত রাখিলেন। পরে বর্জিনিয়স সেনাপতি ও ক্লোডি-
য়স ব্যক্তি এই দুই জনে বিচারস্থানে পরস্পর উত্তর প্রত্যুত্তর পূর্বক
বাদানুবাদ হইলে পর ঐ দুই আপিয়স অধ্যক্ষ ক্লোডিয়সের পক্ষ
মোকদ্দামার জয়পত্র দিয়া কহিলেন, যে যুদ্ধায়ী ঐ কন্যার স্বত্বাধি-
কারী হইল। তাহাতে সেনাপতি ঐ কথার কোন উত্তর না করিয়া
চিরকালের প্রতিপালিতা কন্যার নিকটে আপনি বিদায় লইতে
প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে ঐ আপিয়স অধ্যক্ষ সে কথা গৃহ্য করিয়া
আপন সম্মুখে পরস্পর বিদায় লইতে আজ্ঞা করিলেন। এরূপ হইলে
বর্জিনিয়স সেনাপতি নিতান্ত মর্ষ বেদনাতে খেদোক্তি করিয়া ঐ

মৃত কল্প কন্যাকে কোড়ে করিলেন, এবং কিছু কাল পর্যান্ত নিম্ন বক্ষস্থলেতে তাহার বদন রাখিয়া তাহার দরদরিত নয়নজলের ধারা সকল মার্জ্জন করিয়া দিতে লাগিলেন, আর আপনার এবং কন্যার অপমান ভয়েতে ঐ কন্যার প্লাগ নষ্ট করিতে মনস্থ করিয়া করিলেন কি, না মহাসভার চতুর্দিক্কে যে সকল দোকান ছিল তথা- হইতে হঠাৎ এক খানি ছোরা লইয়া রোরুদ্যমান হওতো কন্যার পুতি এই কথা কহিলেন, যে হে অভাগ্যবতি, হে প্লাগাধিক প্রিয়তমে, তোমাকে অপমান ও দাসীত্ব হইতে রক্ষা করণার্থে কেবল এই একটি উপায় দেখিতেছি ; ইহা কহিয়া ঐ ছোরাঘাতে তাহার কৃষ্ণ-দেশ বিদীর্ণ করিলেন, এবং ঐ রক্তাক্ত ছুরিকা উত্তোলন করিয়া আ- পিয়সের উদ্দেশে এই কথা কহিলেন, যে ওরে দুষ্ট দুরাচার অধ্যক্ষ, এই নিরপরাধিনীর রক্তধারা তোমার মস্তক ভূতদিগের উৎসর্গ করিয়া দিলাম । পরে তিনি রাজ গাথে গিয়া চীৎকার শব্দ পূর্বক এই কহিলেন, যে হে নগরবাসি লোক সকল, তোমরা এই দুরাত্মার দাসত্ব হইতে আপনাদিগকে রক্ষা কর । এ পুকার কহিয়া পশ্চাৎ শিবিরে গমন করিয়া সৈন্যদিগের পুচও ক্রোধাঘি প্রজ্জ্বলিত করিতে লাগিলেন ।

কলতঃ ঐ বর্জিনিয়স সেনাপতি দেশরক্ষার্থে আত্ম প্রাণ হইতে- ও অধিক সুহৃৎ বিশিষ্টের রক্তধারা সেনাপতিদিগকে মিনতি করি- তে লাগিলেন । তাহাতে সৈন্যগণ পূর্বেরই তাহা মানস করিয়া- ছিল, এই নিমিত্তে তৎক্ষণাৎ সিংহনাদ পূর্বক তাহা স্বীকৃত হইয়া অধ্যক্ষদিগের পরিত্যাগ করিয়া আবেটাইন নামক পর্বতোপরি গিয়া ছাউনী করিল ; আর সে স্থানে গিয়া এমন সকল নুতন সেনাপতি নিযুক্ত করিল, যে পশ্চাতে তাহার অধ্যক্ষদিগের সহিত সমতুল্য পরাক্রমে চলিতে লাগিল । অতএব ইহাদিগের সহিত বিরো- ধাদি করিলে যে রম রাজ্য অবশ্য সমুহ দুঃখ ও বিপদের আধার হইবে ইহা সভাস্থ লোকেরা বিবেচনাতে নিশ্চয় জানিয়া পূর্ব

মত অধ্যক্ষ এবং বিচারকর্তাদের রাজনীতি পুনঃস্থাপন করিতে প্রস্তুত হইলেন। তাহাতে সেনাগণ একা পূর্বক পরমাহ্বানিত হইলে ঐ দেশাধ্যক্ষগণেরা পদতুচ্ছ হইল। এই রূপে লোকেরা আত্যন্তিক দাংদায়ক যে যোয়ালী, আপনারা ক্লান্ত পাতিয়া লইয়াছিল, তাহাইতে এক্ষণে মুক্ত হইল। পরে বালিরিয়স নামক ব্যক্তি এবং হোরাসিয়স নামে ব্যক্তি এই দুই জনে দেশাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইলেন, আর ঐ বর্জিনিয়স সেনাপতি ও ইসিনিয়স নামে ব্যক্তি উভয়ে বিচারকর্তৃগণ মধ্যে ভুক্ত হইলেন। এ প্রকার দেখিয়া আপিয়স অধ্যক্ষ এবং তাহার সহকারী ওপিয়স নামক ব্যক্তি এই দুই জনে কারাগারে বদ্ধ থাকিয়া আত্মঘাতী হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। আর ভক্তির অন্য আট জন অধ্যক্ষ তাহারা দেশান্তরী হইয়া গমন করিল। এই রূপে বিচারকর্তৃগণেরা ঐ দশ জনের কর্তাদের পুতি যৎপরোনাস্তি পুতিহিংসা সাধিলে পর তাহারা যে ঐ দশ জন অপেক্ষা ও অধিক দৌরাগ্র্য করিবেন ইহা নিশ্চয় বোধ হইল। আর সভাহ লোকেরা আপনাদিগের মধ্যে অনেকের সর্বনাশ অবশ্য ঘটবে ইহা নিশ্চয় জানিয়াছিল বটে; কিন্তু শেষে দুইলিয়স নামে এক জন বিচারকর্তা তাহাদিগকে ঐ ভয়হইতে নিবৃত্ত করিলেন, অর্থাৎ তিনি সকল বিচারকর্তা অপেক্ষা অধিক ক্লান্তশীল প্রযুক্ত তাহাদিগের এই প্রত্যয় জন্মাইলেন, যে বর্জিনিয়া নামী স্ত্রীর মৃত্যুর পুতিফল সম্মূর্ণরূপে হইয়াছে; অতএব এক্ষণে তদ্বিষয়ে আর কোন লোকের প্রাণ দণ্ডাদি হইবে না।

পরে ঐ নূতন দুই জন দেশাধ্যক্ষ কুলীন লোকদিগের ঐশ্বর্য্যের হ্রাসতা করিয়া সাধারণ লোকদিগের উন্নতি বিষয় মনস্থ করিলেন; অতএব তাহাদিগের অনুরোধে এই একটি ব্যবস্থা স্থাপিত হইল, যে কোন ব্যক্তিকে রাজকীয় কর্মে নিযুক্ত করিতে হইলে অথবা রাজকীয় কর্ম বিবেচনা করিতে হইলে ইতর লোকদিগের মধ্যে প্রত্যেক লোক কুলীনদের সদৃশ ক্রমতা পাইবে। এই ব্যবস্থা দ্বারা কুলীন-

দিগের মর্যাদার হ্রাস হইয়া প্রায় উভয় পক্ষেই সমতুল্য ক্ষমতা বর্তিল। এ প্রকার হইলে অনেক বৎসর পর্যান্ত উভয় পক্ষীয় লোকেরে পরস্পর বিপক্ষতাচরণ হইতে লাগিল; ফলতঃ কুলীন লোকেরা আপনঃ ছায়াবর্ণ ক্ষমতার বৃদ্ধি করণার্থে চেষ্টা করিতে লাগিল; এমিগে ইতর লোকেরা অধিক ক্ষমতা জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। অতএব বোধ হয় যে এই দশ জন কর্তাদিগের স্থাপন ও বিনাশ করাতে রুম রাজ্যের রাজশাসন একেবারে টলটলায়মান হইল, অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসরাবধি আর পূর্বরূপ শৃঙ্খলা মত চলিতে লাগিল না।

এই প্রকারে রুম রাজ্যের মধ্যে পরস্পর অনৈক্য ও গৃহ বিচ্ছেদাদি হওয়াতে রাজ্যের পরাক্রমের ক্ষীণতা হইলে পদে ২ শত্রুদিগের আশ্রয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল; অতএব ইকোয়াই জাতি এবং বলসাই জাতি এই উভয় লোকদের সহিত পূর্বাধি যে ধারা বাহিক যুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, তাহা এইরূপে এমন প্রবল হইয়া উঠিল, যে তাহারা আক্রমণ করিয়া রুম নগরের প্রাচীর পর্যান্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। আর তৎকালে রুমি সেনাদিগের যে সাহস ছিল না তাহা কেবল নয়, রুম রাজ্যের সুবিচারও ক্রমে ২ লোপ হইয়াছিল, তাহার একটি সাক্ষী দেখ; যখন আর্জীরা ও আরিসিয়া এই দুই নগরের লোক এই উভয় লোকেতে একতানি ভূমির নিমিত্তে বহু দিবসাবধি পরস্পর বিবাদ করিয়া পশ্চাৎ উভয়ে একা পূর্বক তদ্বিষয় নিষ্পত্তার্থে ঐ মহাসভাতে উপস্থিত হইল, তখন সভায় লোকেরা ঐ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে স্মৃকৃত হিলেন না বটে, কিন্তু সাধারণ লোকেরা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলে তদ্ব্যবহারী ক্যাপ্সিয়ন নামে এক জন প্রাচীন লোক সকল লোককে এই বুঝাইয়া দিলেন, যে ঐ ভূমিতে কেবল রুম দেশীয় লোকদিগের স্বত্ব আছে মাত্র, তাহাতে এই আজ্ঞা প্রকাশ করা গেল, যে ঐ ভূমিতে রুমি লোকদিগের স্বত্ব ব্যতিরেকে আনামী কি কৈরাদি কাহারো অধিকার নাই। এ

প্রকার মোকদ্দমা নিষ্পত্তির পাত্রা স্থানিয়া উভয় দেশীয় লোকেরা
অবাক্ হইয়া রহিল। আর ক্রম রাজ্য যে কি রূপ ন্যায় ও নৃক্ষ
বিচারেতে চলিতেছে, তাহা বিলক্ষণ রূপে জানিয়া স্বং গৃহে
প্রস্থান করিলেন।

অপর বিচারকর্তৃগণ এইরূপে রাজশাসন নিমিত্ত একটি প্রধান
অংশ পাঠিয়া দিলেন আরো অধিক দম্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন।
আর সন্নিবাসের ব্যবস্থা বিপরীতে কুলীন লোকেতে ও ইতর
লোকেতে পরস্পর বিবাহ করণ এবং ইতর লোকদিগের দেশাধ্যক্ষ
পদ পাইবার শক্তি প্রদান এই দুইটি নূতন ব্যবস্থার উত্থাপন করি-
লেন। তাহাতে সভায় লোকেরা পূর্বকার এক ব্যবস্থার স্থাপনে
স্বীকৃত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু শেষে এই ব্যবস্থা দ্বয় স্থাপনে কোন
মতে সম্মত না হওয়াতে অবশেষে এই স্থির হইল, যে কুলীন লোক
ও ইতর লোক এই উভয় লোকহইতে তিন জন লোক লইয়া বৎ-
সরে দুই জন কর্তা নিযুক্ত হইবে : কিন্তু এই রূপে কিছুকাল গত
হইলে পর শেষে সেই পূর্বধারানুযায়ী দুই জন দেশাধ্যক্ষহইতেই
রাজশাসন চলিতে লাগিল।

অনন্তর দেশাধ্যক্ষদিগের সহায়ার্থে সেন্সর নামে একটি নূতন
পদ স্থাপন হইল, ঐ পদে পাঁচ বৎসরান্তর নূতন লোক নিযুক্ত
হইয়া করিবেন কি, না সাধারণ লোকদিগের সংখ্যা এবং সম্ভ্রান্তির
হিসাব রাখিবেন, আর প্রজাদিগের আচার ও ব্যবহার দেখিবেন,
এবং সভায় লোকদের মধ্যে কেহ অত্যাচার করিলে তাহার পদ-
চ্যুতি করিবেন, আর ইতর লোকদিগের মধ্যে কেহ দুষ্টক্রিয়া
করিলে তাহাকে উপযুক্ত অসম্মুদ করিবেন। অতএব এই সকল কর্ম
করণার্থে প্রথমে কুলীন লোকহইতে দুই জন নিযুক্ত হইল, এই
রূপে প্রায় এক শত বৎসর পর্যন্ত কুলীন লোকহইতে সেন্সর
নিযুক্ত হইয়াছিল।

অপর কিছু দিন বাদে যে সময় লোকেরা দুর্ভিক্ষদ্বারা অত্যন্ত
বিপদ গুস্ত হইয়াছিল, তৎকালে ব্লিইরিয়স মলিয়স নামে এক
ব্যক্তি ভাগ্যবান রম রাজ্যের কর্তৃত্ব পদ প্রাপ্তার্থে মন্ত্রণা করিয়া
টুকান নামক দেশহইতে তারৎ শস্যাদি আহরণ করিয়া একচেটি-
য়ার দ্বারা করিল। তাহাতে সভাস্থ লোকেরা কোন প্রকারে ঐ কূচ-
ক্রির কূচক্রপণার সূত্র পাইয়া এই বিপদহইতে রক্ষা পাইবার
নিমিত্তে সেনসেনেটস্ নামক ব্যক্তিকে পুনর্বীর সর্বাঙ্গাঙ্গপদে নিযুক্ত
করিলেন। তাহাতে তিনি অশীতি বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও যুবানৎ
সাহসী প্রযুক্ত পূর্বকার ন্যায় রমি লোকদিগের এই সমূহ দুর্যোগ-
হইতে রক্ষা করিলেন।

অপর ঐ রাজ্যেই ছিল সকল দিনে পুৰল হওয়াতে রাজ্যের
পরাক্রম সকলি হ্রাস হইতে লাগিল। আর কুলীন লোকেতে ও
ইতর লোকেতে যে পরস্পর বিচ্ছেদানল জ্বাপন করিয়াছিল, তাহাতে
বিচারকর্তৃগণেরা ক্রমেৎ ঘটাহতি প্রদান করিতে লাগিলেন; এবং
ইতর লোকেরা নিতান্ত অত্যাচার করিলেও তাহাদের স্বাধীন থাকা
উচিত কহিয়া সে সকল দোষক্ষালন করিতেন। সে যাহা হউক
শেষে সতীত্ব লোকেরা মন্ত্রণাদ্বারা আপনাদিগের পরাক্রমবর্দ্ধক
এবং লোকদিগেরও হৃষ্যজনক গুহ্য বটে, এমন এই একটি উপায়
স্থির করিলেন, যে পূর্বাপর যাহারা চিরকাল কৃষিকর্ম করিয়া প্রকৃত
যোদ্ধা না হইলেও তথাপি বেতন ব্যতিরেক যুদ্ধার্থে যাত্রা করিত,
আর তাহারা যুদ্ধ গমনকালে যে নিজঃ অস্ত্রশস্ত্রাদি যোগাইত তাহা
কেহল নয়, আপনঃ পাথের খাদ্যাদ্যাদিও যোগাইত। এই রূপ
করণেতে তাহারা অতিশয় ঋণগুস্ত হইলে মহাজন লোকেরা তা-
হাদের উপর অত্যন্ত সূদ লইয়া লুণাটাদি নানা প্রকার দৌরাঙ্গ্য
করিতে লাগিল; অতএব তাহাদের এই দৃশ্য দূর করণার্থে সভাস্থ
লোকেরা রাজ্য ভাণ্ডারহইতে তাহাদের বেতন দিতে স্থির করি-

লেন। আর এই খরচ পর্য্যবসান করণার্থে পুজা লোকদিগের উপরে একটি নূতন কর স্থাপন করিলেন। এই ব্যাপ্তা হওয়াতে যুদ্ধ বিষয়ে প্রায় একটি নূতন রীতি হইয়া উঠিল, অর্থাৎ সেনাগণ রাজসরকারহইতে বেতন পাওয়াতে সকলেই আহ্লাদ পূর্বক নাম লেখাইতে লাগিল। আর আজ্ঞামাত্র সেনাপতির সহিত সর্বত্র যাইতে প্রস্তুত হইল।

অপর এই রূপে সভায় লোকেরা ইতর লোকদিগের সহিত পরস্পর বিচ্ছেদ ভঙ্গ করিলে পর তাহাদের নিকটে ইচ্ছামত বহু দিবস পর্য্যন্ত যুদ্ধকরণের উপযুক্ত অসংখ্য সেনা দেখিয়া বিয়ান নামক জাতিদিগের উচিত মত দমন করণার্থে তথা গিয়া তাহাদের রাজধানী বেষ্টিত করিলেন। তাহাতে ঐ নগরস্থ প্রধান লোকের বালক শিক্ষার্থে নিয়োজিত কোন শিক্ষক, তিনি আপন ছাত্র সকলকে লইয়া গিয়া ঐ কামিলস নামে রুমি সেনাপতির হস্তে সমর্পণ করিতে স্বীকার পূর্বক কহিলেন, যে এই বালক হস্তগত করিলে নগরস্থ লোকেরা স্বেচ্ছা পূর্বক তোমাদিগের অধীনতা স্বীকার করিবে; অতএব বালক দিয়া তোমাকে ঐ নগর সমর্পণ করিলাম, কেননা আমি এই ছাত্র শিক্ষাপদ অপেক্ষা রুমি লোকদিগের বন্ধুত্ব প্রাপ্তি শ্রেয়োজ্ঞানই করি। তখন কামিলস সেনাপতি তাহার সর্ব প্রকারে রক্ষণীয় যে আপন দেশ তাহা নষ্ট করণার্থে এই রূপ বিশ্বাসঘাতকী কথা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। আর কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া শেষে এই কথা কহিলেন, যে অরে দুই, তোমাকে ধিক্ রুমি তোমারি মত বিশ্বাসঘাতকের নিকটে এই সকল দুইতা প্রকাশ কর গিয়া, ইহা কহিয়া আজ্ঞাদ্বারা তাহার বস্ত্র হরণ পূর্বক উপযুক্ত প্রহার করিয়া বন্ধন দশাতে ছাত্রগণের সহিত তাহাকে ঐ নগর-মধ্যে দূর করিয়া দিলেন। এই রূপ হইলে ঐ নগরবাসি প্রধান লোকেরা কামিলস সেনাপতির এতাদেশ সচরিত্রতা দেখিয়া রুমি লো-

কদিগের বশতা স্বীকার করিল; অতএব এই সময়াবধি বিয়ান লোকেরা রুম রাজ্যের সহকারী রূপে গণিত হইল।

আর এই সেনাপতি সচিবদ্বারা দেশ দেশান্তরে সম্ভ্রান্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু আপন দেশে কলহকারি বিচারকর্তৃগণ এই বিয়ান দেশীয় লুণ্ঠিত অব্যাদি তিনি গোপনে অপহরণ করিয়াছেন, ইহা কহিয়া দুর্নাম দেওয়াতে তাহাকে সাধারণ লোকদের নিকটে উপস্থিত হইতে আজ্ঞা হইল; তাহাতে তিনি এই অসম্মতের ক্রিয়া স্বীকার না করিয়া তথাহইতে আভীয়া নগরে পুস্থান পূর্বক বসতি করিলেন। পরে যে সময়ে ফরাশীষ লোকেরা নিতান্ত অসভ্য ছিল, তৎকালে গত দুই বৎসর হইল তাহারা অপূর্ব আক্রমণ ও কোমল বায়ুর লোভেতে স্ব দেশ পরিত্যাগ করিয়া আল্গস নামে পর্বত শ্রেণী উত্তীর্ণ হওত যখন ইটালি দেশে গিয়া বসতি করিয়াছিল, তখন কতক গুলীন অন্য জাতিকে আহ্বান পূর্বক সহকারী করিয়া বুণঘ নামক রাজাকে সেনাপতি করিয়া ইত্রিয়া দেশীয় লুসিয়া নামক নগর বেষ্টিত করিল; তাহাতে এই নগরস্থ লোকেরা ফরাশীষদিগের ভয়ানক মূর্তি ও বহু সংখ্যক সেনা দেখিয়া ভয়েতে রুমি লোকদিগের শরণাপন্ন হইলে রুমি লোকেরা রাজা বুণঘের নিকটে কতক গুলীন দূত প্রেরণ করিলেন। তাহাতে এই দূতগণ কতক গুলীন নগরবাসি লোক সহায় পূর্বক ফরাশীষদিগের উপরে আক্রমণ করিলে বুণঘ রাজার প্রচণ্ড কোপাঘি এমন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, যে তিনি এই নগর পরিত্যাগ করিয়া রুম নগরের প্রতি আক্রমণার্থে প্রাণবান হইলেন।

অনন্তর ফরাশীষ লোক ও রুমী লোক উভয় জাতিতে রুম নগর হইতে একাদশ কোশ দূর আলিয়া নদী তীরেতে পরস্পর সাক্ষাৎ হইল; তাহাতে উভয় পক্ষ লোকেরাই পরাক্রমের অভিমানেতে নিজ নিজ জয়ের আকাঙ্ক্ষাতে সপ্ত্যাম আরম্ভ করিলে পর রুমী সৈন্য

শেনীরা মধ্যস্থ দলেরা ফরাশীষদের পুচণ্ড আক্রমণের বেগ নিধারণ করিতে না পারিয়া শেনী ভঙ্গ হইল। ইহা দেখিয়া উভয় পার্শ্বশেনী বহু সৈন্যোরাও রণ ভঙ্গ দিয়া এমন ভীত হইল, যে তাহারা রণ করিতে কি পলায়ন করিতে কিছুই না পারিয়া কাষের ন্যায় স্তম্ভ হইয়া দণ্ডায়মান থাকিল; তাহাতে ঐ শেনী ভঙ্গ সেনার মধ্যে কতক গুলীম সৈন্যোরা পলায়ন পূর্বক রুম নগরে গিয়া এই ভয়ানক পরাজয়ের সমাচার প্রদান করিলে নগরস্থ অবশিষ্ট অস্ত্রধারি লোকেরা কাপিটল নামক গৃহে গিয়া রহিল; এবং যুদ্ধে অনভিজ্ঞ লোকেরা শঙ্কাতে নিকটস্থ গ্রামে গিয়া লুককায়াত হইয়া থাকিল। আর প্রাচীন সভাস্থ ও যাজক লোকেরা নিভাস আপন প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া দেশের পাপ সকল দূর করণার্থে সকলে ঐ সভাতে গিয়া নিজ পদের বস্ত্র পরিধান পূর্বক গজদত্ত নির্মিত আসনে বসতি করিলেন।

অপর দুগম রাজা এই রূপে জয়ী হওনের তৃতীয় দিবসে রুম নগরে উপস্থিত হইয়া নগরের বহির্দ্বার প্রকাশ আছে, এবং দুর্গমধ্যে সেনামাত্র নাই, দেখিয়া সাবধানে ঐ নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে সভাতে প্রাচীন লোকদিগের নির্ভীত অথচ মৌনভাবে বসতি করিতে দেখিয়া তাহারা পুথমে তাহাদিগের দেবজ্ঞানে পূজাদি করিতে লাগিল বটে; কিন্তু ইতোমধ্যে এক জন সেনা পাপিরিয়স নামে এক সভাস্থ লোকের আশ্রিতে হস্তাপণ করিতে সে ব্যক্তি গজদত্তনির্মিত দণ্ডদ্বারা তাহাকে ভূমি পাত করিলেন। এই রূপ হইলে ফরাশীষ সৈন্যগণ ক্রোধাক্র হইয়া তাবৎ সভাস্থ লোকদিগকে বিনাশ করিল, এবং অধিদ্বারা নগরের সমুদয় গৃহাদি ভস্মসাৎ করিলে রুম নগর প্রায় একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

তদনন্তর এই রূপ হইলেও তথাপি ফরাশীষ লোকেরা মর্যাদাসিক্রোশেতে ছয় মাস পর্য্যন্ত ঐ রুমি কেলা অবরোধ করিয়া রহিল, তাহাতে তদুর্গস্থ লোকেরা খাদ্য দ্রব্যভাবে অনাহারে কষ্টাগত

প্লাগ হইলে অনেক ২ লোক প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল; এই প্রকারে তাহাদিগের মরণ অথবা শত্রু শরণাপন্ন হওয়া এই উভয় ভিন্ন আর কোন উপায় না থাকিলেও তথাপি তাহারা শত্রু হস্তগত হওয়া অপেক্ষা মরণ শ্রেয়োজ্ঞান করিয়াছিল। কিন্তু শেষে কেল্লার প্রাচীরোপরি আগত ইতর লোকদিগের অধ্যায় পরসিয়ন্ কামাইনস নামে এক জন যুবা পুরুষকে দেখিয়া কোন বন্ধুর মৃত বোধ হওয়াতে তাহাদের ঐ প্রতিজ্ঞা সফল হইয়া উঠিল। তাহার কারণ এই, যে ঐ ব্যক্তি রাত্রি যোগে সমুদ্রদ্বারা টাইবর নদী পার হইয়া শত্রুদিগের গৃহরি মধ্য দিয়া কষ্টেতে ঐ শৈলোপরি কেল্লাতে আরোহণ করিয়াছিলেন, এবং সাবধানে আগমন করিয়া তাহাদিগকে এই সমাচার দিলেন, যে তোমাদের কতক দেশ বহির্ভূত যে কামিলস সেনাপতি, তিনি নিজ দেশরক্ষার্থে অনেক ২ সেনা সংগৃহ পূর্বক আর্জিয়া লোক এবং বিয়াই লোকদিগের সেনাপতি হইয়া শত্রু জয় করণার্থে কেবল রুমি লোকদিগের অনুমতি অপেক্ষা করিয়া আছেন।

পরে আমাদিগের হইতে দেশ বহিষ্কৃত ব্যক্তি যে এই রূপ মহা সঙ্কট হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে প্রস্তুত আছেন, ইহা শুনিয়া রুমি লোকেরা চমৎকার বোধেতে আহ্লাদিত হইল; এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে সর্বাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিতে স্বীকৃত হইয়া পুনর্যত্ন করণে উদ্যোগী হইল ঐ মৃত নানা বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া কামিলস সেনাপতির নিকটে প্রত্যাগমন করিল। অপর কিছু দিনের পরে খাদ্য দ্রব্যভাবে রুমি লোকেরা বশীভূত হইতে পারে ইহা বোধ করিয়া বেণু রাজা ঐ কেল্লা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু তাহারা ভক্ষণভাবে আত্যাত্তিক দুর্দশাগ্ৰস্ত হইলেও তথাপি আপনাদের স্বচ্ছন্দতা জানাইবার জন্যে কতক গুলীন রুটী ঐ রাজার শিবিরে ফেলিয়া দিল; তাহাতে বেণু রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া রাত্রি যোগে ঐ কেল্লা আক্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময় জুনো নাম্নী দেবীর উৎসৃষ্ট কতক গুলীন হংসের কলরব শুনিয়া দগ্ধ লোকেরা জা-

গুরু হইয়া দুর্গের প্রাচীরহইতে এই শত্রুদিগকে অপোনিষ্কেপ করিল। এই রূপে কিছুদিন পরস্পর আক্রমণ ও আত্মরক্ষা করিলে পর, শেষে এই একটি নিরুপিত হইল, যে ফরাশীস লোকেরা সার্বভৌমত্বের সুবর্ণ পাইয়া কুম রাজ্য পরিত্যাগ করত নিজ দেশে গমন করিবেন। কিন্তু শেষে ফরাশীসেরা এই স্বর্ণ পরিমাণ করণ সময়ে চাতুর্য্য রূপে তরাজু দণ্ডে হেঁকা দেওয়াতে কুমি লোকেরা তাহাদের অন্যায় কৰ্ম্ম বলিয়া দৃষ্টিলে পর বেণুস রাজা তাহাদিগকে ভৎসনা পূর্বক আপন তরসালের শত্ৰুতা এই তরাজুর উপরে দিয়া কহিলেন, যে তোমাদের মরণ ব্যতিরেক আর কোন গতি নাই; এমন হইলে ইতোমধ্যে কামিনস সেনাপতি অনেকই সৈন্য সামন্ত সম্ভিবাচারে আসিয়া এই রূপ বিবাদ হইতে দেখিয়া সুবর্ণ সকল কেন্দ্রায় লইয়া যাইতে আজ্ঞা দিলেন। আর কহিলেন, যে কুম নগরের এই একটি রীতি আছে, যে স্বর্ণ দিয়া দেশরক্ষা না করিয়া লোভদ্বারা ভাঙ্গারক্ষা করিতে হয়। এ প্রকারে বচসা হওয়াতে পরস্পর খেরতর একটি সং-গ্ৰাম উপস্থিত হইল, তাহাতে বেণুস রাজা এমন পরাজিত হইলেন, যে অল্প দিনের মধ্যে তাহার ইটালি দেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইল।

অপর এই রূপে কুম নগর দগ্ধ ও চূর্ণ হইলে কেবল কেন্দ্র ব্যতিরেকে পূর্ব শোভার চিহ্ন আর কিছু মাত্র ছিল না। আর তৎকালে, নগরস্থ অনেক লোক পলায়ন পূর্বক বিয়াই নামক নগরে আশ্রয় লইয়াছিল। শেষে অবশিষ্ট কতক গুলীম লোকেরাও উত্তম প্রাচীর ও গৃহাদিয়ুক্ত এই বিয়াই নগরে গিয়া নিষ্কণ্টকে বসতি করণার্থে বিচার কর্তৃগণহইতে আজ্ঞা পাইল; তাহাতে কামিনস সেনাপতি তাহাদিগকে নিবৃত্ত করণার্থে এই কথা কহিলেন, যে তোমাদের এতাদৃশ পৈতৃক নগর পরিত্যাগ করিয়া আপনাদিগের কর্তৃক পরাজিত নগরে গিয়া বসতি করা অতি অনুচিত হয়। এই প্রকারে নানাবিধ কারণ কথাদ্বারা লওয়ানেতে তাহারা নিজ নগর ত্যাগের

মানস পরিত্যাগ করিয়া রাজধানীতে পূর্বমত অটালিকা প্রাচী-
রাদি নিৰ্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইল; তাহাতে ঐ নগরকে এক
প্রকার ভস্মহইতে তুলিয়া ক্রমে নানা প্রকার শোভিত করিতে
লাগিল বটে, কিন্তু তথাপি পুয়ের ন্যায় সুশৃঙ্খল ও সুশী আর
হইয়া উঠিল না।

পরে মানলিয়স নামে সেনাপতি ফরাশীর কর্তৃক দুর্গ আক্রমণ
সময়ে কেবল আশ্রয় সাহসদ্বারা দুর্গরক্ষা করিয়াছিলেন, এই নি-
মিত্তে রুমি লোকেরা তাহাকে নানাবিধ পুরস্কার করিয়া তাঁহার
জন্য কেল্লার সমীপে একটি উত্তম অটালিকা নিৰ্মাণ করিলেন,
এবং রাজ সরকারহইতে তাঁহার পোষণার্থে বৃত্তি করিয়া দিলেন।
এরূপ হইলেও তথাপি তাঁহার শ্রেষ্ঠ হওনের লালস পূর্ণ না হওয়াতে
তিনি রুম রাজ্য পদ প্রাপ্ত্যৰ্থে বাসনা করিয়া কলীন লোকদিগের
নিন্দা করণ ও ইতর লোকদিগকে ঋণহইতে মুক্ত করণদ্বারা লোক
সাধারণের প্রীতি জন্মাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তাহাতে রাজ-
সভায় লোকেরা কোন প্রকারে তাঁহার এই রাজদ্রোহ উদ্‌যোগ জ্ঞাত
হইয়া কণিলিয়স কশস নামে এক ব্যক্তিকে সর্বাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত
করিলেন। পরে ঐ সর্বাধ্যক্ষ ব্যক্তি বলসাই জাতিদিগকে জয়
করিয়া ঐ মানলিয়স সেনাপতিকে রাজদ্রোহী বলিয়া কারাগারে
বদ্ধ করিলেন বটে; কিন্তু তাহাতেই তাহার ঐ পদ ত্যাগ করিতে
হইল, কারণ লোকেরা ঐ মানলিয়স সেনাপতিকে কারাহইতে
উদ্ধার করিয়া জয়ধ্বনি পূর্বক নগর ভ্রমণ করাইয়া সর্বাধ্যক্ষ পদে
নিযুক্ত করিল। তাহাতে তিনি ভূমি সকল বিভাগ করণার্থে এবং
রাজ্যের মধ্যে আপামর সাধারণ সকলের সমানত্ব করণার্থে সূত্র
উত্থাপন করিয়া এক দল জঘন্য লোকের সহিত প্রকাশ পূর্বক সর্বদা
বেড়াইতে লাগিলেন। তৎকালে কামিনস সেনাপতি বিচারকর্তা
হইয়া ঐ মানলিয়সের দোষ প্রযুক্ত তাঁহাকে প্রাণ দণ্ডের বিচারিত
হওনার্থে বিচারস্থানে আসিতে হইবে এমন একটি দিন নিরূপণ করিলে

পর, তদ্বিনেতে মানলিয়সের উপরে রাজদ্রোহিত্ব ও রাজকর্তৃত্ব গুণকর্তৃ দাষ দিয়া নালিশ হওয়াতে এই অধ্যক্ষ কোন উত্তর না করিয়া কেবল আপন কীর্ত্তি স্মরণ করাটবার জন্যে কেল্লার প্রতি দৃষ্টি করিলেন। তাহাতে লোকেরা এই কৈফিয়তদির নালিশ গুজা করিল না বটে, কিন্তু তথাপি শেষে যখন তাহাকে কেয়াহইতে কিছু দূরান্তর লইয়া গিয়াছিল, তৎকালে তাহার গৃহাদি বনিয়াদের সহিত ভঙ্গ করিয়া তাহাকে টারপীয়েন পর্বতভূমিতে নিক্ষেপ করিতে আজ্ঞা হইল, এবং তৎপক্ষের মধ্যে মানলিয়স নাম রাখিতে ও নিষেধ হইল।

তদনন্তর এই কামিলস সেনাপতি ক্রমে ছয় বার বিচারকর্তৃত্ব পদে নিযুক্ত হইয়া শেষে এক সময় লুসিয়স ফিউরিয়স নামে এক জন সহকারির সহিত বলসাই জাতিদিগের প্রতি যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তাহাতে এই সহকারি ব্যক্তি সঙ্কল্প যুবা এবং যুদ্ধ করণে ব্যাপ্ত প্রযুক্ত কামিলসের যুদ্ধবিষয়ে কিছু শৈথল্য দেখিয়া অনুমান করিল, যে এই সেনাপতি বার্ত্তকা দশাতে দুর্বল প্রযুক্ত অথবা আশার যশ কোন পুরস্কারে না হয় এই অভিপ্রায়েতে আক্রমণেতে সঙ্কল্প ইচ্ছা করেন না। অতএব আমি একা সঙ্গাম করিব, এই মানস করিয়া যখন এই কামিলস সেনাপতি পৌড়িত হইয়াছিলেন, এই সময়ে এই সহকারি লুসিয়স, আপনি সেনাপতি হইয়া সঙ্গামে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু তাহাতে আপনার যে অসম্মিবেচনা আর কামিলসের যে কি রূপ সাধু মন্ত্রণা, তাহা তিনি অল্পকালেতেই জানিতে পারিলেন। ফলতঃ তাহার সেনাগণ পরাস্ত হইয়া যখন পলায়ন করিতেছিল, তৎকালে এই প্রাচীন সেনাপতি তাহা শ্রবণ করিয়া শয্যাহইতে গাজোথান পূর্বক সহসা সাহস ক্রমে অশ্বারোহণ করিয়া বার্ত্তকো ক্রীণ শরীর হইলেও তথাপি কতকগুলন সৈন্যসম্মতিবাহারে গমন করিলেন। আর পলাতক সৈন্যাদিনকে সাহস প্রদান পূর্বক নিবারণ করিয়া তৎপশ্চাৎ ধাবমান শত্রু সৈন্যাদিগের সম্মুখে

উপস্থিত হইয়া কহিলেন, যে তোমাদের কি এইরূপ জয় করণ? তোমরা এ স্থানে অশ্রু পাওয়া না। ইহা কহিয়া ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিয়া দিলেন। আর সেনাগণেরা তাহার বশীভূত থাকিয়া অনেক বার রণজয় করিয়াছিল, ইহাতে তাহারাই তাঁহাকে অজেয় করিয়া জ্ঞান করিত। এই নিমিত্তে তাহার আশ্রয়ার্থে প্রাচীন সেনাপতিকে দেখিয়া ভীত সাত্বে তখনক সংগ্রাম আরম্ভ করিলে শত্রুবর্গেরা অপর্যায় হইল; এবং পর দিন পুনরায় আরম্ভ হইলে বলসাহী লোকেরা সম্মুখ রূপে পরাজিত হইল। পরে কামিলস সেনাপতি জয় প্রাপ্ত হইয়া লুণ্ঠিত ধনাদি লইয়া কুম নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। এই রূপে তিনি দেশদেশান্তর জয় করিলেও কিছু তথাপি নিজ দেশের অমৈত্র্যাদি ঘুচাইতে পারিলেন না।

অনন্তর ফেবিয়স আফ্রিকান নামে এক ব্যক্তি কোন ইতর লোকের সহিত আপন কনিষ্ঠ কন্যার বিবাহ দেওন প্রযুক্ত নিজ জ্যেষ্ঠ ভগিনীপতি এই কুলীনের ঐশ্বর্য্য দর্শনে ইবা বিশিষ্ট হইয়া আপন পিতাকে এই লওয়াইলেন, যে ইতর লোকেরা যেন কুলীন বর্গের ন্যায় অধ্যাক্ষ পদাধিকার প্রাপ্ত হওনার্থে পুথান করি, এই তাহানের প্রবৃত্তি জন্মাও। তাহাতে ইতর লোকেরা অধ্যাক্ষ হইবার যোগ্য কি অযোগ্য ইহা রাজসভাতে বিবেচনা হইলে তাঁহার ঐ কথা নিতান্ত অগৃহ্য করিলেন বটে; কিন্তু বিচারকর্তাদের ভয় প্রযুক্ত কামিলস অধ্যাক্ষকে পদত্যাগ করিতে নিষেধ করিলেন। পরে ঐ কামিলসের অধ্যাক্ষতা করণ কালে তাহার কাছে লোকদিগের ঐ পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে সম্মতি অসম্মতি লওনার্থ বিচারকর্তৃগণ আত্মা দিলে পর তিনি তদ্বিষয়ে অসম্মত হইলেন; অতএব বিচারকর্তারা তাঁহাকে কারাগারে বদ্ধ করণার্থে দূত প্রেরণ করিল। এইরূপ অধ্যাক্ষের অতান্ত অপমান হওয়াতে নগরমধ্যে এমন একটি কলহ উপস্থিত হইল, যে তাদৃক বিষয় পূর্বে কখন দেখা যায় নাই। এমন হইলে কুলীন লোকেরা তর্জন গজ্জন পর্ব্বক ঐ পোষণাদিগকে দূরীকৃত করাতে গো-

কেরা এই অধ্যক্ষের অপমান করণার্থে চীৎকার শব্দ করিতে লাগিল। এই রূপে অত্যন্ত আশ্রয় কলহ উপস্থিত হওয়াতে কামিলস অধ্যক্ষ মন্ত্রণা পূর্বক এই স্থির করিলেন, যে ইতর লোক ও কুলীন লোক এই উভয় লোকহইতে দুই জন করিয়া অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইবে ; এবং তৎকালে অধ্যক্ষেরা অনুপস্থিত থাকিলে তাহাদের কর্ম নির্বাহার্থে কুলীন লোকহইতে প্রাণ্ডির নামে এক জন নিযুক্ত হইবে। এই প্রকারে কুলীন লোকহইতে ক্রমে ২ ঘোল জন প্রাণ্ডির নিযুক্ত হইয়াছিল।

পরে এই রূপে ঐ কামিলস অধ্যক্ষ রুম রাজ্যের দ্বিতীয় পত্তন-কর্ত্তা নামে বিখ্যাত হইয়া আপন পদ ত্যাগ করিলে পর বিরশী বৎসর বয়ঃক্রমে মহামারীতে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। আর ইতিহাস-বেত্তারা কহেন, যে তিনি এমন যুদ্ধে গমন করেন নাই যে যে সংগ্রামে জয়ী না হইয়াছিলেন ; আর এমন বেষ্টন করেন নাই যে বেষ্টনেতে নগর অপিকার হয় নাই ; আর যে যাত্রাতে সৈন্যগণেরা অধিক লুট পায় নাই এমন যুদ্ধে যাত্রা করেন নাই ; এবং যে লুটেতে সৈন্যগণ ভারাক্রান্ত হইয়া প্রত্যাগমন করে নাই এমন যুদ্ধযাত্রা করেন নাই। সে যাহা হউক, পরে এক সময় রাক্ষসভা-গৃহমধ্যে অকস্মাৎ একটি দোয়া পড়িলে পর গণকেরা কহিলেন, যে রুম রাজ্যের কোন নিধি ঐ গর্ত্তমধ্যে নিক্ষেপ না করিলে ঐ গর্ত্ত পূর্ণ হইবে না। তাহাতে কর্শাস নামে এক ব্যক্তি অশ্বারোহণ পূর্বক কহিলেন, যে রাজ্যের প্রতি প্ৰীতি ও যুদ্ধের সাহস ইহা ব্যতিরেক রুম রাজ্যের আর কি নিধি আছে, ইহা কহিয়া ঐ ঘোড়া যোড়া রণসজ্জার সহিত ঐ গর্ত্তমধ্যে লম্বু পুদান করিয়া পড়িলেন।

পশ্চাৎ রুমি লোকেরা সাবাইন ও ইটুরিয়া ও বলসান ইত্যাদি নিকটবর্ত্তি ক্ষুদ্র রাজ্য সকল জয় করিয়া ক্রমে ২ জয়শী প্রবলা হওয়াতে শেষে স্ব দেশের পূর্ব পঞ্চাশত কোশান্তরস্থ সামনাইট নামে জাতিদিগের সহিত যুদ্ধের উপক্রম করিলেন। ঐ সামনাইট

লোকেরা সাবাইন জাতিদিগের বংশজাত, এবং যাদৃশ পরাক্রমী তাদৃশ ক্লেশ সহিষ্ণুও ছিল; আর ইটালী দেশের দক্ষিণাংশ অর্থাৎ এখন যে স্থানে নেপলস রাজ্যের প্রধান খণ্ড হইয়াছে, এই স্থানে তাহারা বসতি করিত। তাহারা পরাক্রমেতে ও সংখ্যাতে ও রণ-বিদ্যাতে রুমি লোকদের সদৃশ ছিল, এবং রুমিদিগের ন্যায় তাহাদেরও ক্ষুদ্র রাজা সকল সংকারী ছিল। অতএব এই তৃতীয়া পরাক্রমী দুই জাতি নিকটবর্তী থাকাতে পরস্পর বিচ্ছেদ হওনের অধিক বিলম্ব নাই। পরে এক সময় সামনাইট লোকেরা সিডিনি নামক জাতিদিগের উপর উপদ্রব করিতে তাহারা যুদ্ধ অসমর্থ হইয়া কাল্পানিয়ন জাতিদিগের আশ্রয় লইল, তাহাতে তাহারাও পরাজিত হওয়াতে রুমি লোকদিগের শরণাপন্ন হইল।

অনন্তর এই রূপে সামনাইট লোকেরা কাল্পানিয়ন জাতিদের কাপিয়া নামে রাজধানী বেটন কবাজে রুমি লোকেরা শরণাগত রক্ষার্থে বালিরিয়স্ নামক অধ্যক্ষকে এই সংগ্ৰামে পুরণ করিল। এই ব্যক্তি যখন ফ্রাশীষ লোকের মধ্যে বৃহৎ কায় এক ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন কাক কর্তৃক উপকৃত হইয়া তাহাকে নষ্ট করিয়াছিলেন, এই জন্যে কর্বস নামে উপাধি পাইয়াছিলেন। পরে কর্নিলিয়স নামে তাহার সহকারি সেনাপতি কতক গুণে সৈন্য সামন্ত লইয়া সামনাইট লোকদিগের রাজধানীতে উপস্থিত পূর্বক যোরতর সংগ্ৰাম আরম্ভ করিতে শত্রু লোকেরা তাহাদের অসহ্য অন্ত্রবর্ষণেতে রণ তজ্জ দিয়া পলায়ন করিল। আর কহিল, যে রুমিদিগের যে নিকট মূর্তি এবং অগ্নিবৎ চক্র তাম্রমিত্রে তাহাদের নিকটে দাঁড়াইতে পারিলাম না। সে যাহা হউক, সে স্থানে কাপিয়া নগরীয় কেল্লাতে যে সকল রুমি সৈন্য উপায়ত হইয়াছিল, তাহারা কিছু দিনের পর রুম নগরীয় কর্তৃত্ব ত্যাগ করিতে স্বেচ্ছা করিলে কর্বস সেনাপতি আপন পরিমিততা ও সুবিবেচনাদ্বারা তাহাদের পুনর্ব্বার রুম নগরে যাইতে সম্মত করাইলেন।

অপর রুমি লোকেরা বিবেচনাতে সামনাইট লোকদিগের সহিত সন্ধি করা কর্তব্য স্থির করিল, তাহাতে কাম্বানিয়ন জাতি ও লাটিন জাতি এই দুই লোকেরা ঐ সন্ধির নিয়ম দেখিয়া এমন বিরক্ত হইল, যে রুমি রাজ্যের কর্তৃত্ব ভাগ করিতে স্বেচ্ছা করিয়া এই পণ করিল, যে যদি এক জন অধ্যক্ষ ও সভায় লোকেরও অর্ধেক লোক আমাদিগের হইতে নিযুক্ত না করেন, তবে উহাদিগের সহিত আমরা একা রাখিব না। এই নিমিত্তে মানলিয়স্ টরকুএটস নামে ও ডিসিয়স নামে এই দুই জন অধ্যক্ষ লাটিনদিগের শান্তি প্রদানার্থে প্রেরিত হইলেন, তাহাতে উভয় পক্ষীয় লোকেরা রণস্থলে ভয়ানক সংগ্রাম আরম্ভ করাতে প্রথমে উভয় পক্ষেতেই জয় পরাজয় সংশয় হইয়া উঠিল। কিন্তু অনশেষে ডিসিয়স অধ্যক্ষের বশতাপন্ন সৈন্য দলেরা রণভঙ্গ দেওয়াতে তিনি দেশ রক্ষার্থে পুনঃ ব্যয় পর্যাভূত প্রতিজ্ঞা করিয়া রণক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন। তাহাতে রুমি সৈন্যেরা যে আপনাদের সংগ্রাম সিদ্ধি নিশ্চয় জানিল তাহা কেবল নয়, লাটিনেরাও আপনহ পরাজয় নিশ্চয় স্থির করিল; এই প্রকারে তিনি শত্রুদিগের এমন বিনাশ করিতে লাগিলেন, যে তাহারা রণস্থল হইতে পুনরুজ্জ্বল করিয়া, অতি অল্প সৈন্য লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। এই রূপে দুই বৎসরের পর তাহাদের পিদিম নামে প্রধান নগর পরাজিত হওয়াতে লাটিন লোকেরা রুমিদিগের বশতাপন্ন হইয়া রহিল।

অনন্তর রুমি লোক ও লাটিন লোক পরস্পর নিকটবর্তী থাকিতে তাহাদিগের ভাষা ও পরিচ্ছদ ও অস্ত্রশস্ত্রাদি সমুদয় সমানরূপ প্রযুক্ত যুদ্ধস্থলে বিভিন্ন জ্ঞান না হওয়াতে মানলিয়স নামে অধ্যক্ষ এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন, যে শত্রুদের আহ্বানেতে ও কোন সৈন্য যেন আপন শুলভঙ্গ করিয়া না যায়, আর এই আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে তাহার প্রাণ দণ্ড হইবে। পরে উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পর সম্মুখবর্তী হইয়া শুলভঙ্গ হইলে পর মিটিয়স নামক

লাটিনবর্গীয় যোড়সোয়ার সৈন্যাপতি আপন শূণীহইতে অগুসর হইয়া দম্ব পূর্বক এই কথা কহিলেন, যে তোরাদিগের মধ্যে এমন যোগ্য অশ্বারূঢ় সৈন্যপতি যদি কেহ থাকে, তবে সে একাকী আসিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করুক। কিন্তু রুমি সৈন্যেরা আপন অধ্যক্ষের পূর্ব আজ্ঞা অরণ করিয়া উত্তর করিল না। অবশেষে টাউটস্ মানলিয়ন্ নামে অধ্যক্ষের পুত্র তিনি রুমি সৈন্যদিগকে ইহাতে ভীত বুঝিয়া লজ্জাতে সহসা সাহসক্রমে শূণী ভঙ্গ পূর্বক অগুসর হইলেন, তাহাতে উভয় পক্ষীয় সৈন্যেরা যুদ্ধ নিরন্তর রাখিয়া ঐ দুই জনের সংগ্রাম দর্শনার্থে স্থির হইল। তখন ঐ দুই জন যোদ্ধা পর-স্পর ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিয়া দিলে পর শেষে রুমি সৈন্যপতি শত্রুকে বিনাশ করিল, এবং তাহার পরিষ্কৃদাদি রণসজ্জা গুলিয়া লইয়া ক্রমেতে আপন পিতার শিবিরে উপস্থিত পূর্বক এই কথা কহিল, যে হে পিতা, আমি তোমার বীরত্বের দৃষ্টান্ত মত কর্ম করিয়াছি, অর্থাৎ লাটিন জাতীয় এক জন সৈন্যপতি আমার সহিত একাকী যুদ্ধ করিতে প্রার্থনা করিলে আমি তাহাকে নষ্ট করিয়া তাহার রণসজ্জাদি আনিয়া তোমার চরণে অর্পণ করিলাম। এ কথা শুনিয়া তাহার পিতা ক্রোধ দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করিয়া স্থিরকল্প করিয়া কহিলেন, যে হে দুর্ভাগ্য বালক, তুমি অধ্যক্ষের আজ্ঞা এবং পিতৃ আজ্ঞা অমান্য করিয়াছ, এবং সৈন্য দলমধ্যে ব্যবহৃত আজ্ঞাও লোপ করিয়াছ, ইহাতে তুমি এক প্রকার আত্মলঙ্ঘনকারির দৃষ্টান্ত স্থল হইয়াছ; অতএব আমি বিষম বিপদে পড়িলাম, কেননা দেশের সমুদ্র জুতি স্বীকার করিব কি আপন পুত্রের মস্তক ক্ষেদন করিব, ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; কিন্তু দেশরক্ষার্থে সহস্র পুত্র নষ্ট করা সেও ভাল, তবে সুতরাং তোমার মরণ স্বীকার করিতে হইবে, এতদ্বিষয়ে আমি দ্বিধা জ্ঞান করিতে পারি না। পরে দূতদ্বারা তাহাকে বন্ধন করিতে আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, যে ইহার মরণেত

আমাদিগেরও শিক্ষা হউক। ইহা কহিয়া তাহার মন্তকে জয়যুক্ত মুকুট প্রদান পূর্বক তাহার মন্তক ছেদন করিলেন।

অপর রুমি লোক ও সামনাইট লোক এই দুই লোকেতে সন্ধি ও বিরামদ্বারা বারং যুদ্ধ স্থগিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু রুমি লোকেরা এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, যে শত্রুসংহার না করিয়া আমরা ক্ষান্ত হইব না; এই নিমিত্তে সভ্য লোকেরা সামনাইটদিগের সন্ধিবিশয়ক যথার্থ নিয়ম স্বীকার না করাতে পনসিয়স নামে সামনাইট সেনাপতি কোন ছলেতে রুমি সৈন্যদিগের এক পর্বতীয় মন্ডী পশ্চিমধ্যে লইয়া গিয়া তাহাদের কেবল কটি দেশের বস্ত্র ব্যতিরেক আর সমুদয় রণসজ্জা পরিচ্ছদাদি কাড়িয়া লইল; আর বশীভূত রাখিবার জন্যে তাহাদের ক্রুদ্ধেতে ঘোঁয়ালী দিয়া গমন করাইল, এবং তাহাদের ঐ দেশ ত্যাগ করিতে স্বীকার পূর্বক পূর্বের ন্যায় পুণ্য রূপে নিয়মাদি রাখিতে প্রতিজ্ঞা করাইল।

অপর ঐ সৈন্যদিগের এই রূপ নিয়মের স্বীকার করণ কথা শুনিয়া রুমি লোকেরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, এই নিমিত্তে ঐ নিয়মকারি দুই জন অধ্যক্ষ সামনাইটদিগকে কহিলেন, যে যদ্যপি লোকেরা এই নিয়ম স্বীকার করিল না, তবে কেবল আমাদের উপর তোমাদের দাওয়া আছে, এই জন্যে আমাদিগকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিলাম। তাহাতে পনসিয়স নামে সামনাইট সেনাপতি রুমি লোকদিগকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া নানাবিধ ভৎসনা করাতে উভয় লোকে পরস্পর যথাসাধ্য রূপে একটি যুদ্ধের উদ্যোগ হইয়া উঠিল; তাহাতে টারেনটাইন নামে জাতিও অন্য অনেক রাজ্যের লোকেরা সামনাইট লোকদের সাহায্য করিলেও তথাপি রুমি লোকদিগের আক্রমণ নিবারণ করিতে ক্ষমতাবান হইল না।

অনন্তর ইটালী দেশীয় কতক গুলীন রাজ্যের লোকেরা আসন্ন সঙ্কটহইতে আপনাদিগকে রক্ষণার্থে অপারক হইয়া ইপাইরস

দেশীয় পীরস নামক রাজার শরণাপন্ন হইল, এই রাজা অত্যন্ত সাহসী ও সেনাপতির মধ্যে নিপুণ সেনাপতি রূপে গণিত ছিলেন। আর তাঁহার যুদ্ধের নিপুণতা কি লিখিব; লোক সকল তাঁহার ভাবে দ্বিত সৈন্যদিগকে দেখিয়া কহিত, যে এতাদৃশ সুশিক্ষিত সেনা বৃষ্টি আর জগতে নাই। সে যাহা হউক, তিনি এই শরণাগত লোকদের রক্ষার্থে তিন হাজার অশ্বরূঢ় সৈন্য ও বিংশতি সহস্র পদাতিক সৈন্য এবং বিংশতিটা যুদ্ধো হস্তী লইয়া এই সকল আড়ম্বর পূর্বক জাহাজে আরোহণ করিলেন বটে; কিন্তু পাণ্ডি মধ্যে কোন একটি দূর্ঘটনা হও-
 যাতে তাহার অল্পাংশ সেনা লইয়া ইটালী দেশে গিয়া পৌঁছিলেন। পরে টারেনটম নামে নগরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যে নগর-বাসি লোকেরা কেবল অত্যন্ত সুখভোগেতে রীতি ভুল হইয়াছে, ফলতঃ তাহার যুদ্ধবিষয়ক কোন উদ্যোগ না করিয়া কেবল স্তান ভোজন নৃত্যগীতাাদিতে মগুচ্চিত হইয়া কাল ক্ষেপণ করে; এ পুকার দেখিয়া তিনি তাহাদিগের তামাসা গৃহ ভঙ্গ করিতে, এবং যদ্বারা সাহস ক্ষণ হয়, এমন বিষয়হইতে সেনাদিগকে নিবৃত্ত হইতে আজ্ঞা দিলেন; আর তাহার যে আপন ২ কর্তাদিগের পুতি বিক্রপাদি করিত তাহা দমন করিয়া দিলেন। আর তাঁহার পুতি যাহারা ব্যক্তোক্তি করিয়াছিল, তাহাদিগকে ধরিয়া আনিতে আজ্ঞা করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাহাদিগের কোন দণ্ড দিলেন না, কারণ তাহার স্বচ্ছন্দে আপন ২ দোষ স্বীকার করিয়া কহিল, তোমার পুতি এ সকল ব্যক্তোক্তি যে করিয়াছি সে সত্য, কিন্তু আমাদের পানার্থ মদ্যের অভাব যদি না দেখিতাম তবে আরো অধিক বলিতাম।

অপর এই পীরস রাজা টারেনটাইন লোক ও রুমি লোকদিগের মধ্যবর্তী হইতে স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু ক্রম দেশীয় লিবারাইনস নামক অধ্যক্ষ এই রাজার আক্রমণ নিবারণার্থে অনেক ২ সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে আসিয়া কহিলেন, যে আমি তোমাকে মধ্য-

স্বের মত গণনা করিয়া মান্য করি না, এবং তুমি শত্রু হইলেও আম-
রা কিছু ভয় করি তাহাও নহে। অতএব এইরূপ পরস্পর দ্বন্দ্বের
আলাপ হইলে সূত্রাং পরস্পর রাগান্বিত হইয়া যুদ্ধার্থে নিশিগ্ধ নামে
নদীর উভয় তীরে গিয়া সম্মুখে দুই দলে ছাউনী করিল। তাহাতে
প্ৰথমে রুমি সেনাগণেরা এই নদী পার হইয়া গিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলে
পর, একটি ভয়ানক সংগ্রাম উপস্থিত হইল। এই সংগ্রামে পীরস রাজা
নিজ সেনার অগ্ৰসর হইয়া নানাবিধ উপস্থিত বুদ্ধি ও সাহস প্রকাশ
পূর্বক আপনি যে কেবল সেনাপতির কৰ্ম্য করিতে লাগিলেন তাহা
নয়, কখনও সেনাদিগের কৰ্ম্যও চালাইতে লাগিলেন। এমন হইলে
তাহাতে উভয় লোকেরাই যুদ্ধে নিপুণ এবং পরস্পর এমন তির
রূপ রণশিক্ষিত সৈন্যের কখন যুদ্ধ হয় নাট, এই নিমিত্তে
কাহাদিগের বল বিন্যাস উত্তম, ও কাহাদের বা সৈন্যরচনা অধম,
আর কাহাদের বা জয় ও পরাজয় হইবে, ইহা অনেক ক্রণ পর্য্যন্ত
সংশয় হইয়াছিল। ফলতঃ রুমি লোকেরা যেমন গুলিকদিগের আক্র-
মণ সাত বার নিবারণ করিয়াছিল ; ও গুলিকেরাও তাদৃশ সাত বার
রুমিদিগের আক্রমণ নিবারণ করিয়াছিল। কিন্তু অবশেষে যখন
পীরস রাজার মত্ত হস্তী কোধাবৃত হইয়া পৃষ্ঠস্থ সৈন্য লইয়া এই শত্রু
সৈন্যে প্রবেশ করিল, তখন যেমন পরিত শত্রুভরতে লোকেরা
দলিত হয়, তাদৃশ এই রুমি সেনারা এই হস্তির পদতলেতে দলিত
হইলে গুলিকেরা হঠাৎ একেবারে জয়যুক্ত হইয়া উঠিল।

পঞ্চম এই রূপে রুমি লোকেরা পরাজিত হইলেও তথাপি
আপনাদিগকে পরাস্ত স্বীকার করিল না। আরো নানা প্রকার অবি-
শ্রান্ত রূপে পুনর্বার সৈন্য সামন্ত সংগ্ৰহ করিয়া এই পীরস রাজার
প্রতিকূলে ধাবমান হইল। এপ্রকার রুমি লোকদিগের পুনর্জন্মের
উদ্যোগ দেখিয়া পীরস রাজা ইটালী দেশের দক্ষিণদিকস্থ কতক
ওলীন রাজগণকে সপক্ষ করিয়া এই রুমি লোকদিগের প্রতি আক্র-
মণ করিলেন, কিন্তু রুমি রাজ্যে নিত্য বিবম শত্রুতাপন্ন করিতে

অনিচ্ছুক হইয়া আপনার পরম সূত্র সিনিয়াস নামে এক জন সুবক্তাকে সন্ধি করণার্থে রুম নগরে প্রেরণ করিলেন, তাহাতে ঐ সুবক্তা সিনিয়াস রুম নগরে উপস্থিত হইয়া মহাসভায় লোকদিগের এবং তাহাদের ভ্রীগণকে যথেষ্ট উপঢৌকন দ্রব্য দিয়া কহিলেন, যে মহারাজ, পীরস সন্ধ্যার্থে তোমাদিগকে এই উপঢৌকন পাঠাইয়াছেন, একথা কহিয়া তিনি সন্ধির উদ্যোগ করিতে লাগিলেন বটে; কিন্তু রুমি লোকেরা তাহাতে সন্মত না হইয়া অগ্ৰাহ্য করিল।

পরে যে সময় ঐ সিনিয়াস সুবক্তা রুম নগরে আগমন করিয়া ছিলেন, তৎকালে আপিয়স ক্লোডিয়স নামক এক জন প্রাচীন সভাসদ তিনি বয়োষিক প্রযুক্ত অন্ধ হওয়াতে অনেক দিন পূর্বে রাজকীয় কার্যহইতে দূর হইলেও তথাপি তৎকালে শিবিকারোহণ পূর্বক রাজসভাগৃহে উপস্থিত হইলেন। তখন সভায় লোকেরা ঐ সমুদ্র প্রাচীন সভাসদকে দেখিয়া তটস্থ পূর্বক সুস্থির হওত তাহার প্রতি অবলোকন করিয়া রহিলেন। তাহাতে ঐ প্রাচীন ব্যক্তি কহিতে লাগিলেন, যে শুন ঐ পীরস রাজার সহিত তোমাদিগের সন্ধি করা কোন প্রকারে উচিত হয় না; কেননা তোমরা যুদ্ধ না করিলে এই রাজ্যের চতুর্দিক্ লোকেরা তোমাদিগকে তুচ্ছ বোধ করিবে, আর একের বিরোধহইতে নিবৃত্ত হইয়া সহস্র লোকের সহিত বিরোধ করিতে হইবে। এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সভায় লোকেরা নানাবিধ যুদ্ধের উদ্যোগদ্বারা সিনিয়াসের সন্ধিবিষয়ক যে ভাব তাহা মনহইতে একেবারে দূর করিয়া দিল। অনন্তর মহাসভায় লোকেরা ঐ সিনিয়াসকে এই উত্তরদ্বারা বিদায় করিলেন, যে পীরস রাজা আপন সৈন্য সকলকে অগ্নে ইটালো দেশহইতে বহির্গত করুন, পক্ষাৎ আমরা সন্ধি করিতে প্রস্তুত আছি। এ প্রকার কথা শুনিয়া ঐ সিনিয়াস সুবক্তা আপন প্রভু পীরস রাজার নিকটে উপস্থিত হইলে পর রুমি লোকদিগের যথেষ্ট গুণ প্রশংসা করিতে লাগিলেন; আর

কহিলেন, যে সভাগৃহ লোকদিগের কেবল দেবভাতুলা বোধ হইল, এবং সভাগৃহও দেবমন্দির সদৃশ দেখিলাম বটে।

অপর রুমিলোকের এই রূপে পরাজয় হইতে পুনর্ব্বার শান্তি প্রাপ্তি হইলেও রণহস্তি দর্শনজন্য যে ভয় তাহা ক্রমে লুপ্ত হইলে সেনাপতিগণ আপনাদিগের সৈন্য সামন্তদিগকে পীরস রাজার সদৃশ বলবিন্যাস ও ছাউনী করণ শিক্ষা করাইতে লাগিলেন। শেষে কিছু কালের পর রুমি লোক ও গ্রীক লোক এই উভয় লোকে সমান সংখ্যক সৈন্য সামন্ত সমভিযাহারে লইয়া আফ্রিউলম নামক নগরের সমীপে গিয়া সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন; তাহাতে পুথমতঃ রুমি লোকেরা গ্রীকদিগের সৈন্য বাহভেদ করণার্থে বহু-ক্লম পর্য্যন্ত বিবিধ প্রকারে চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু গ্রীকদিগের উত্তম রণশিক্ষা প্রযুক্ত তাহাতে অপারক হইলে পর শেষে এমন হইয়া উঠিল, যে তাহাদের ছয় হাজার সৈন্য রণশায়ী হইলে অবশিষ্ট পরাজিত সৈন্যেরা প্রাণভয়েতে শিবিরে প্রস্থান করিল। ঐ সংগ্রামে পীরস রাজারও চারি হাজার উত্তম যোদ্ধা সৈন্য প্রাণত্যাগ করিল, এই নিমিত্তে যখন তাহার কোন সৈন্য ঐ জয় বিষয়ক প্রশংসা পূর্বক রাজার সহিত আলাপ করিল, তখন রাজা কহিলেন, যে পুনর্ব্বার এতাদৃশ জয় করিতে হইলেই আমার সর্বনাশ হইবে।

অনন্তর পর বৎসরে ঐ উভয় লোকে ব্যগ্ৰহইয়া পুনর্যুদ্ধের উদ্যোগ করিলে পর যখন উভয় পক্ষীয় সেনাগণ কুলু শব্দেতে নদীবেগের ন্যায় পরস্পর রণস্থলে অগ্গসর হইতেছিল; ইতোমধ্যে এক জন ফাব্বিয়স নামে রুমি সেনাপতি পীরস রাজার কোন চিকিৎসকের এক পত্র পাইলেন, তাহাতে লেখা ছিল এই। যে আমি যথেষ্ট ধন পাইলে রুমি লোকদিগের এই সর্বনাশক যুদ্ধ ও পুৰল শত্রুহইতে রক্ষণার্থে পীরস রাজাকে বিষপান করাইয়া নষ্ট করিতে স্বীকৃত আছি। এই অধম নিবেদিত পত্র পাঠ করিয়া তিনি ক্রোধান্বিত হই-

য়া আপন সহকারিকে জানাইলেন। আর পীরস রাজাকে এই সমাচার জ্ঞাত পূর্বক খেদোক্তি করিয়া এই লিখিলেন, যে হায়! তোমার এ বড় অবিবেচনা দেখিতেছি, যে এই খুমি চিকিৎসকে যথেষ্ট সমাদর পূর্বক সোহাগ করিয়া এই উদার চরিত্র প্রবল সাহসিদিগকে শত্রু বোধ করিয়া যুদ্ধ করিতেছ, এ তোমার বড় অনূচিত দেখিতেছি।

পরে পীরস রাজা এ সমাচার পাওয়াগৌল লোকহইতে রুমি লোকেরা অসভ্য হইলেও তথাপি উদার চরিত্রবিষয়ে আপনাই হইতেও তাহাদিগের প্রাধান্য মানিলেন; অতএব এ পত্র পাঠ করিয়া রুমি লোকদের রীতির পুতি যাদৃশ চমৎকার বোধ করিলেন, তাদৃশ কোষাবৃত্ত হইয়া সেই বিশ্বাসঘাতক চিকিৎসকের প্রাণ দণ্ড করিয়া নিজ কারাগারে বদ্ধ যে সকল রুমি সৈন্য তাহাদিগকে দিনা মূল্যে মুক্তি প্রদান পূর্বক সন্ধি প্রার্থনা করিয়া রুম নগরে পাঠাইয়া দিলেন বটে; কিন্তু তথাপি রুমি লোকেরা সন্ধি বিষয়ে পূর্বদৃষ্টি নিয়মের উল্লেখ করিয়া তাহা স্বাকৃত হইল না, কিন্তু তৎকর্তৃক যত সৈন্য মুক্ত হইয়াছিল এ সংখ্যানুসারে রুমস্থ কারাতে বদ্ধ সামনাইট সেনাদিগকেও দিনা মূল্যে মুক্তি দিয়া এ রাজার নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। পরে এক সময় শিখিনী দেশীয় লোকেরা কাণ্ডজিয়ান লোকদের সহিত যুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এ পীরস রাজাকে এক নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইলে পর রাজা এই একটি উপলক্ষেতে টারণটাইন নগরে কতক গুলান সেনা রাখিয়া ইটালী দেশহইতে প্রস্থান করিলেন।

তদনন্তর এ পীরস রাজা শিখিনী দেশে গিয়া সে যুদ্ধেও জয়যুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু তদুপযুক্ত লাভ না হওয়াতে কোন ছলে এ উপদ্রোপ ত্যাগ করিয়া বিংশতি সহস্র পদাতিক ও তিন সহস্র অশ্ব সমভিযাহারে ককৌতে পুনর্ব্বার এ টারণটাইন নগরে আগিয়া উপস্থিত হইলেন; তাহাতে রুমি লোকেরা তখন যুদ্ধ করণে অনিচ্ছুক

হওয়াতে অধ্যক্ষ লোকেরা এই আজ্ঞা প্রকাশ করিলেন, যে গুলী-
বাঁটদ্বারা যাহার ২ নাম উঠিবে সেই ২ ব্যক্তি সৈন্যপদে নিযুক্ত
হইবে, তাহাতে যে ২ সৈন্য যুদ্ধযাত্রাতে সম্মত না হইবে সেই ২
দাসের ন্যায় বিক্রীত হইবে। এই প্রকার নিষ্ঠুর শাসন করাতে ডা-
হাদিগের কর্ম সফল হইল ; আর পশ্চাৎও তদ্রূপে এই রীতানুসারে
ক্রমশ চলিতে লাগিল।

অপর গ্রীক লোক ও রুমি লোকদিগের সহিত পরস্পর ঘোরতর
তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইলে পীরস রাজা বিপক্ষ পক্ষীয় পুৰুল বলা-
ক্রান্ত হওয়াতে আপনি পরাজিত হওনের উপক্রম দেখিয়া মদ্য
পানে পুৰুল হস্তি সকলকে এই শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করাইলেন
বটে, কিন্তু হিত করিতে বিপরীত হইয়া উঠিল ; অর্থাৎ যখন রুমি
লোকেরা রাণীকৃত অগ্নি আনিয়া এই মত্ত হস্তির গণ্ডোপরি নিক্ষেপ
করিল, তখন এই হস্তি সকল ব্যহিত শব্দ করিয়া সম্মুখ শত্রু পুতি
না গিয়া পশ্চাৎ নিজ সৈন্যগণের মধ্যে বেগেতে প্রাবল্য হইলে
যেমন নলবনেতে মত্ত হস্তি প্রবেশ করিলে নলবনের ভঙ্গ হয়,
তদ্রূপ পীরস রাজার সৈন্য সকল ভঙ্গ হইয়া গেল। এই রূপে
অনেক ক্রণ পর্যন্ত যুদ্ধ হইলে রুমি লোকেরা জয়যুক্ত হইল, তা-
হাতে পীরস রাজার ত্রয়োবিংশতি হাজার সেনা ও যুদ্ধের আয়ো-
জনের সহিত শিবির সকল রুমি লোকদের হস্তগত হইল। এই রূপে
পীরস রাজা অত্যন্ত পরাজিত হইয়া টারনটাইন লোকদিগের
পুনঃ সাহায্য করণের প্রবোধ জম্মাইবার কারণ তন্নগরে কিছু সেনা
রাখিলেন। আর অবশিষ্ট সেনা লইয়া ইটালীহইতে প্রস্থান করি-
লেন ; পরে রুমি লোকেরা এই টারনটম নগর নিজবলে হস্তগত
করিল, এবং তন্নগরীয় প্রাচীরাদি ভঙ্গ পূর্বক সমভূমি করিয়া
অন্যান্য আশ্রিত লোকদিগের ন্যায় তাহাদেরও মুক্তি ও আশ্রয়
দিয়া রাখিল।

উদনন্তর এই প্রকারে টারেন্তম নগর পরাজিত হইলে পর যুনানী অন্ধ্রি অবধি ও ইজুরিয়া দেশের শেষ সীমা পর্য্যন্ত ইটালী সম্বন্ধীয় ভাবদেশ এই রূমি লোকদিগের বশীভূত হইল বটে, কিন্তু তথাপি তাহাদিগের বিশেষ ২ ক্ষমতা ছিল। ফলতঃ কতক গুলীন লোক রুমীয় ব্যবস্থানুসারে চলিত, এবং কোন ২ লোকেরা আপনাদিগের পূর্ব্বীতানুক্রমে চলিত। আর কোন ২ দেশীয় লোকেরা রুমিদিগকে কর প্রদান করিত, এবং কতক গুলীন লোকেরা কেবল সহকারী রূপে ছিল, ও কতক গুলীন লোকেরা ও রুমিদিগের প্রজা সদৃশ ক্ষমতাপন্ন ছিল।

অপর ভিন্ন দেশহইতে ধান্যাদি শস্য আনয়নার্থে শিথিলী নামে উপদ্বীপ এক প্রকার রুমিদিগের গোলা স্বরূপ হইয়া ছিল, এই নিমিত্তে রুমি লোকেরা এই উপদ্বীপ হস্তগত করণার্থে মানস করিল। এই সময়ে কাথেরিয়ান লোকদিগের এই উপদ্বীপেতে অধিক অংশ প্রাপ্তিতে তাহারাও রুমিদিগের ন্যায় এই দ্বীপবাসি লোকদের কোন কলহাদি উপস্থিত দেখিলেই বলেতে অগহরণ করিবেন এই একটি উপলক্ষ্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন, এমন সময়ে এই শিথিলী দেশের সিরাকিউস নগরীয় হাইরো নামে রাজা ম্যামটাইন লোকদিগের সহিত যুদ্ধ করণার্থে কাথেরিয়ান লোকদিগের আশ্রয় লইলেন, এবং ম্যামটাইন লোকেরাও এই রূপ আসন্ন বিপদ দেখিয়া রুমি লোকদের শরণ প্রার্থনা করিল বটে, কিন্তু তাহাদের সহকারী হইতে তুচ্ছ বোধ করিয়া তোমরা ইটালী দেশীয়দিগের সহকারী হইয়া আমাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলা, এ কথা কহিয়া তাহারা স্বয়ং এই কাথেরিয়ান লোকদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল; অতএব পিউনিক নামে বিখ্যাত যে সংগ্রাম তাহর প্রথম উপক্রম এই।

অপর রুমি লোকেরা সমুদ্রপথে জাহাজদ্বারা কি রূপে সৈন্য গমনাগমন করাইতে হয় তাহা বিশিষ্ট রূপে জ্ঞাত না থাকিতে

আপিয়স কোতিয়স নামে কোন ব্যক্তি একখানি সামান্য জাহাজদ্বারা কতক গুলীন সেনা এই শিথিল দেশে পাঠাইয়া দিলেন। তাহাতে তাহারা অন্যান্য দেশের নায় সে স্থানে উৎকোষপক্ষাকৃতযুক্ত ধৃজা সমভিব্যাহারে লইয়া জয়যুক্ত হইল বটে, কিন্তু নিজ দেশহইতে গমনাগমন করিয়া উদ্দেশের কর্তৃত্ব করণে বড় বাধা জন্মিল, কারণ কাথেজিয়ান লোকদের বৃহৎ যুদ্ধজাহাজ থাকিতে তাহারা এক প্রকার সমুদ্রের কর্তা ছিল। কিন্তু অল্প দিনের পরেতেই সে বিঘ্ন দূর হইল, কারণ কোন দৃষ্টিনাতে এই কাথেজিয়ান লোকদের এক খানি জাহাজ সমুদ্রতে ঠেকিলে পর রুমি লোকেরা এই জাহাজ আয়ত্ত করিয়া বহুশুম পূর্বক তাহার দৃষ্টিত শীঘ্র শতাব্দিক বিশ্ৰুতি থানা জাহাজ নির্মাণ করিল। আর আপনাদিগের মধ্যে উপযুক্ত নাবিক না থাকিতে তাহারা পুথমতঃ নদীতে নৌকাবহনদ্বারা নাবিকতা এবং জলপথে যুদ্ধ করণের ধারা শিক্ষিত হইলে পর ডুইনিয়স নামে এক জন দেশাধ্যক্ষ দিল্লর সৈন্যের অধিপতি হইয়া এই সকল জাহাজে আরোহণ পূর্বক লব্ধর তুলিয়া প্রস্থান করিলেন। তাহাতে এই কাথেজিয়ান লোকদের সহিত যোরতর তুমুল সংগ্রাম হওয়াতে তাহাদিগের পঞ্চাশ খান জাহাজ মারা পড়িল তাহা কেবল নয়, অধিকন্তু তাহাদের যে সমুদ্রপথের কর্তৃত্ব ছিল, তাহাও এক প্রকার উচিয়া গেল।

পরে রুম দেশীয় রেগুলস নামে এক জন দেশাধ্যক্ষ তিনি মালটা নামক উপদ্বীপ এবং শিথিলী দেশীয় আগ্গেগেস্তম সাজক নগর জয় করিলেন। এবং কর্শিকা নামে উপদ্বীপের আলবুয়া নগর বশীভূত করিলেন। এ প্রকার হইলেও তথাপি কাথেজিয়ান লোকদিগের পরাক্রম সঙ্কোচ না করিলে যে শিথিলী দেশের কর্তৃত্ব প্রাপ্তি হইবে না, ইহা নিশ্চয় অনুভব হইল; অতএব আফ্রিকা দেশে উপস্থিত পূর্বক যুদ্ধকরণে মনস্থ করিয়া এই রেগুলস অধ্যক্ষ এবং মান্লিয়স অধ্যক্ষ এই দুই জন এক লক্ষাশতত্য়াবিশং সহস্র

সৈন্যের সেনাপতি হইয়া তিন শত জাহাজ সমাভিব্যাহারে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। পরে সমুদ্রমধ্যে নানা দুর্ঘটনাদি উত্তীর্ণ হইয়া কিছু দিনের পর নাবিকতাতে নিপুণ এবং তুল্য পরাক্রমি কাথেজিয়ান সৈন্য বিশিষ্ট জাহাজ সমূহের সহিত সাক্ষাত হইলে উভয় লোকেতে জল-মধ্যে মহাভয়ানক একটি সংগ্রাম হইয়া উঠিল। তাহাতে রুমি লো-কেরা জয়ী হইয়া শত্রুবর্গীয় জাহাজ সকল ছিন্ন ভিন্ন করিল, এবং চতুর্দিকশস্যসংখ্যক জাহাজ আপনারা হস্তগত করিল। এই রূপে সে স্থানে জয়ী হইলে পর আফ্রিকা দেশ আক্রমণ পূর্বক ক্লাটপীয় নামক নগর এবং কাথেজিয়ানদিগের বিশতি হাজার সেনা হস্ত-গত করিলেন।

অনন্তর সভাস্থ লোকেরা আপনাদিগের এই রূপ রণজয়ের সমা-চার পাইলে পর মান্লিয়স্ সেনাপতিকে যুদ্ধ করণার্থক শিথিলী দেশে প্রত্যাগমন করিতে এবং রেগুনস সেনাপতিকে ঐ আফ্রিকা দেশে থাকিতে আজ্ঞা পাঠাইলেন। এমন সময় রুমি লোকেরা যে ইতোমধ্যে তাহাদের রাজধানী পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছে, ইহা কাথেজিয়ান লোকেরা জ্ঞাত হইয়া কতক গুলীন সৈন্য সংগৃহ পূর্বক যুদ্ধার্থে গমন করিলে পুনর্ব্বার নিতান্ত পরাজিত হইল। অতএব এই দুঃসময়ে তাহাদের সহকারি নৃপতি বর্গেরাও বৈবরতাভাবে মগ্ন হইল; এবং তাহাদের অশীতি সংখ্যার অধিক্যে সকল নগর ছিল, তাহাও শত্রুহস্তগত হইল। এ প্রকার দেখিয়া তাহারা রুমি লো-কদের সহিত সন্ধিকরণে যত্ন পাটতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে ঐ সন্ধি-বিষয়ে রুমি লোকেরা এমন একটি কঠিন নিয়মের প্রস্তাব করিল, যে ভবিষ্যৎ তাহারা স্বীকার করা দূরে থাকুক, আরো ক্রোধেতে প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া ও পুনর্ব্বার যুদ্ধের উদ্যোগ করিল। তাহাতে কাথে-জিয়ান লোকেরা জার্টা দেশ হইতে জার্টিপস নামে এক জন সেনা-পতি পাইলেন। ঐ ব্যক্তি কিছু দিন পর্য্যন্ত অনেক সৈন্যাদিগকে সশিক্ষা দিয়া শেষে এক সময় এমন একটি ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ

করিল, যে তাহাতে রুমি লোকেরা রণস্থলে স্থির থাকিতে না পারিয়া ছিন্ন ভিন্ন হওয়াতে তাহাদের অধিকাংশ সেনা রণশায়ী হইল, এবং রেগুলস সেনাপতি ও ঐ শত্রুহস্তগত হইলেন।

অপর এই রূপ ঘটনাক্রমে হঠাৎ সংগৃহ জয় হওয়াতে কাথেজিয়ান লোকেরা আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইল। আর ঐ তরুকারি সেনাপতির শব্দমূর্তি ও ইতর লোকের ন্যায় আকৃতি হইলেও তথাপি তাহার পুতিচমৎকার বোম্বে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল বটে, কিন্তু অল্প দিনের পর তাহারা আপনাদের অসাধ্য কর্ম্ম ঐ ব্যক্তি সিদ্ধ করিয়াছে এই ভ্রমযাদা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার পুতি সে আশ্চর্য্য জ্ঞান ও সমাদরাদি না করিয়া আরো ক্রমেই ঘেষ ভাব করিতে লাগিল। তাহাতে ঐ জাণ্টিপস সেনাপতি ইহা ভাবক্রমে জ্ঞাত হইয়া তাহাদিগকে নিবৃত্ত করণার্থে নিম্ন পদ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে যাত্রিতে প্রাৰ্থনা করিলেন। অপর ইতিহাসবেত্তারা যাহা লিখেন, সে সত্য বা মিথ্যা যাহা হউক তাহার তদ্বিশয়ে যে রূপ কৃতদ্রুতা প্রকাশ করিয়াছিল তাহাতে পূর্বাপেক্ষা আরো অধিক বিশ্বাসঘাতকতা করিল, অর্থাৎ সে ব্যক্তি পাছে ঐ যুদ্ধের সমুদ্র প্রাপ্ত হয় এই হিসাবে তাহাকে সমাদর পূর্বক স্বদেশে প্রেরণ করিব, এই ছল কথা কহিয়া তাহাকে সমুদ্র নিঃকরণ করিতে নাবিকদের পুতি গুপ্ত রূপে আঁজা দিল; অতএব এই রূপে তাহানিগের ছল পিউনিক বিশ্বাস নামে লোকপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল।

পরে এই প্রকারে কিছু দিন পর্যান্ত রুমিদিগের দিভবের ছাদ-তা হইয়া কাথেজিয়ান লোকদের ত্রিবৃদ্ধি হইতে লাগিল, তাহাতে রেগুলস কর্তৃক হস্তগত যে সমুদ্র নিকটবর্ত্তী আফ্রিকা দেশীয় কুইপীয় নামে নগর, তদ্বাধ্যে রুমি লোকদের অবশিষ্ট সেনাগণ কাথেজিয়ান লোক কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া থাকিল। এঘন হইলে ইমিলিয়স পলস নামে রুমি সেনাপতি তৎকালে সমুদ্রমধ্যে কাথেজিয়ানদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদের উপকার করিয়াছিল বটে, কিন্তু

তাহা হইলেও তথাপি শেষে ঐ স্থান ত্যাগ করিতে হইল। অনন্তর কিছুদিন বাদে ঘটনাক্রমে একটি ঝড়দ্বারা রুমি লোকদের সমুদয় জাহাজ মারা পড়িলে তাহাদের শিবিলা দেশীয় আগুণেত্তম নামক প্রধান নগর কাথেল নামে কাথেজিয়ান সেনাপতি কর্তৃক পরাজিত হইল। তাহাতে রুমি লোকেরা কয়ে পুত্র হইলে কর্ম সম্বন্ধ না করিয়া ক্রান্ত হইব না, তাহাদের এই একটি পূরাপার রীতি থাকিতে তাহারা ত্বরায় কতক গুলিন নূতন জাহাজ নিয়োগ করিল; কিন্তু তাহাতেও ঘটনাক্রমে একটি বিপদ ঘটিল এই, যে তাহাদের নাবিকেরা ভূমধ্যস্থ সাগরের গভায়াতের পথ জানিতে না পারিয়া জাহাজের বহর সকল ছোপের মধ্যে চালানতে ঝড়তে তাহার অধিকাংশ জাহাজ মারা পড়িল। এই প্রকারে রুমি লোকেরা সমুদ্রপথে যে ২ উদ্যোগ করেন তাহা সকলি বিফল হওয়াতে তাহারা কতক দিনের নিমিত্তে কাথেজিয়ান লোকদের প্রতিযোগী হইয়া যুদ্ধাদি করণে ক্রান্ত হইয়া তাহাতে শিবিলা দেশ জয় হয় এমন চেষ্টা করিতে পুত্র হইল।

তদনন্তর এই রূপে কাথেজিয়ান লোকেরা চতুর্দশ বৎসর পর্যন্ত ঐ উচ্ছিন্নকারি যুদ্ধ করিয়া নিঃসঙ্গ হওয়াতে পরস্পর সন্ধি করিতে সচেষ্ট হইলেন, পরে ঐ সন্ধিবিবয় সম্বন্ধ করণার্থে এক পরস্পর বন্ধ লোকদের মুক্তি প্রদানার্থে চারি বৎসর কারাগারে থাকিয়া যথেষ্ট দুঃখ পাইয়াছে যে রেগুস সেনাপতি, তাহাকে এই শপথ পূর্বক তথায় পাঠাইল, যে কর্ম সফল না হইলেও তোমার এখানে প্রত্যাগমন করিতে হইবে। এই প্রকার হইলে পর ঐ সেনাপতি রুম নগরে গিয়া সভা লোকের সম্মুখে উপস্থিত পূর্বক এই মন্ত্রণা দিল, যে কাথেজিয়ান লোকদিগের সহিত তোমরা সন্ধি করিও না, কেননা এইরূপে তাহাদের সৈন্য সামন্ত ও সংগতি তাদৃক নাই; অতএব বেতনভুক্ত সৈন্যদিগের বেতন দিতে অশক্ত হইবে। এ কথা শবধানন্তর ঐ রেগুস সেনাপতির রক্ষার্থে সভা লোকেরা রাজ্যের

কৃতি স্বীকার করিল, কি না ইতিহাসবেত্তারা তাহার কিছুই লিখেন নাই, কেবল লিখিয়াছেন এই, যে কোন ২ সভাপতি লোক তাহাকে এই কথা কহিলেন, যে আপন অনিচ্ছা পূর্বক যে শপথ করিয়াছ তাহা সম্মূর্ণ করণার্থে তদদেশে যাওনে তোমার আবশ্যক নাই, অতএব তুমি স্ব দেশে থাক; কিন্তু একথা শুনিয়া ঐ সেনাপতি ক্রোধ পূর্বক এই উত্তর করিলেন, যে তদদেশে পুনর্গমন করিতে যথেষ্ট যত্নগাভোগ করিতে হইবে ইহা জানিলেও ওখাপি ঐ কৰ্ম করিয়া লজ্জাতে অধোবদন হওয়া অপেক্ষা যত্নগাভোগ শ্রেয়োজ্ঞান করিতেছি। এমন হইলে যখন ঐ সেনাপতি কাথেজিয়ান লোকদিগের সহিত সাক্ষাত করিল তখন তাহারা তাহাকে অন্ধকার ভয়ানক কারাগারে বদ্ধ রাখিয়া পরে তাহার চক্রুর পাভা ছেদন করিয়া পুত্রে সূচ্য ক্রিগে রাখিল। অবশেষে সমস্ত শলাকা বিশিষ্ট একটি সিন্দুকमध्ये তাহাকে পুরিয়া প্রাণ দণ্ড করিল, এ পুকার শুনিয়া সভাপতি লোকেরা কাথেজিয়ান লোকদিগের মধ্যে যে ২ প্রধান লোক রুম নগরে বদ্ধ ছিল, তাহাদিগকে ঐ সেনাপতির স্মৃতিস্মরণ করিয়া তদনুরূপে প্রাণ দণ্ড করিতে আজ্ঞা দিলেন।

পশ্চাৎ রুমি লোকেরা আপন ২ পুত্র অধ্যবসায়দ্বারা জয়পূর্বক কৃতকার্য হইলে কাথেজিয়ান লোকেরা পরস্পর সন্ধিকরণার্থে প্রার্থনা করিতে লাগিল। তাহাতে রুমি লোকেরা স্বীকৃত হইয়া সন্ধি-বিষয়ে এই একটি নিয়ম স্থির করিল; যে তাহারা যুদ্ধবিষয়ক ব্যয় পরিশোধনার্থে এক সহস্র কিকর রোপ্য রুমিদিগকে দিবেন; আর শিমিলি নামে উপদ্বীপ এবং তন্নিকটস্থ যে সকল উপদ্বীপ তাহাও দিবেন। এই সন্ধির ছয় বৎসর পরে রুমি লোকেরা চতুর্দিকস্থ তাবৎ রাজ্যের সহিত ঐক্য করিয়া এক পুকার নিকটকে রাজ্যাভোগ করণকালে রণবিদ্যা ব্যতিরেক যে সকল শান্তিজনক বিদ্যা তাহা শিক্ষার্থে অতি সুসময় পাইল।

অপর কাথেজিয়ান লোকেরা তৎকালে যুদ্ধকরণে অকর্ম প্রযুক্ত সন্ধি করিয়াছিলেন, কিন্তু এইক্রমে সুগম পাইয়া ঐ সন্ধি উল্লঙ্ঘন পূর্বক রুম রাজ্যের সহকারী যে সাগনুম নামক নগর, তাহা গিয়া অবরোধ করিল। এই প্রকারে ঐ দুই পরাক্রমি ও প্রতিযোগি লোকদের সহিত পরস্পর যুদ্ধের পুনরুপক্রম হইলে কাথেজিয়ান লোকেরা হামিল্কার নামে পূর্ব সেনাপতির পুত্র হানিবলকে অপাক্ষ করিল। তিনি বালা কালাবধি রুম নগরের পুতি সন্ধিতোভাবে নৈরতাব প্রকাশ করিতেন।

অপর ঐ হানিবল নামক অপাক্ষ দেবমন্দিরে গিয়া এক শপথ করিয়াছিলেন, যে রুমি লোকদিগের সহিত উভয়ে ত্না পরাক্রমী হইলেও এক পক্ষের ক্ষয় না হইলে জীবৎ থাকিতে তাহাদের সহিত বিপক্ষতা করণে ক্ষান্ত হইব না। আর তদন্তরেও ঐ পণ দৃঢ় রূপে পালন করিতে লাগিলেন। এবং তিনি যখন প্রথম রণস্থলে উপস্থিত হইলেন, তখন সৈন্যদিগের যথাযোগ্য আজ্ঞা পুদানে বিলক্ষণ বিজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন, আর সৈন্য গণ তাঁহার আজ্ঞা যাদৃশ পালন করিত তিনিও প্রধান ২ লোক-দিগের আজ্ঞা তাদৃশ পালন করিতেন। আর তিনি অত্যন্ত বলবান্ প্রযুক্ত নিজ আপদ ছেদনে ও শত্রুদিগকে বিপদগ্স্ত করণে উভয়ে-তেই যৎপরোনাস্তি নিপুণ ও সাহসী ছিলেন, তন্নিমিত্তে পুৰলদুর্ধ-টনাতেও কোন প্রকারে আশাভঙ্গ হইতেন না। আর তিনি শত্রু-রের সুধাভাগে রত ছিলেন না, এ কারণ শীত গ্রীষ্ম যে সমান সহ্য করিতেন তাহা কেবল নয়, বলবৃদ্ধিকরণ ব্যক্তিরেকে কেবল রসনা সুধাদের নিমিত্তে ভোজন করিতেন না। আর দেশরক্ষার্থে বা কখন কোন বিপদ উপস্থিত হয় তন্নিমিত্তে এমন সতর্ক ছিলেন যে হাতে তাঁহার শয়ন কি উঠন বা শুমকরণ ইহার নিয়মিত কাল নিরূপণ ছিল না; এবং তিনি এক খানি সামান্য উড়ানি গাত্রে দিয়া প্রহারি গণ মধ্যে পুনঃ ২ ভূমিশায়ী হইয়া থাকিতেন। আর তাঁহার

পরিচ্ছদাদি সামান্য সেনার ন্যায় ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার অশ্ব ও বগভূষণ সাজোয়া পুত্ত্বি উত্তম ছিল। আর যুদ্ধ গমনে যেমন অগু-
গামী হইতেন তেমন পলায়ন কালেও শেষে আগমন করিতেন;
এবং তাঁহার এমন পরিণামদর্শিত্ব ছিল, যে কোন উদ্যোগ করিলে
তাঁহা নিবুল হইত না। আর তিনি অস্তুবিদ্যাতে পারদর্শী থাকিয়া
অত্যন্ত নির্দয় ও অবিখ্যাসী ছিলেন বটে, কিন্তু তথাপি ইতিহাস-
সেতার প্রাচীন সেনাপতির মধ্যে তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা
করিয়াছেন।

অনন্তর কাথেজিয়ান লোকেরা হানিবল সেনাপতির এই রূপ
রাজনীতিদ্রতা ও যুদ্ধনৈপুণ্য জানিয়া অতিশয় ভরসা পাওয়াতে
দিনে অত্যাচার করিতে লাগিল, আর তাঁহার কৰ্ম দেখিয়া তাহা-
দের সে সকল ভরসা যে বিফল হইবে না ইহা নিশ্চয় বোধ
হইল; ফলতঃ এই সেনাপতি সাগন্তম নগর ও স্ক্যানিয়া দেশ জয়
করিয়া অনেক দেশীয় সৈন্য সকল সগুহ পূর্বক ইটালী দেশ আ-
ক্রমণার্থে মন্ত্রণা স্থির করিলেন। অতএব এই স্ক্যানিয়া দেশ রক্ষার্থে
হানো নামে সেনাপতিকে কতক গুলিন সৈন্যের সহিত তদদেশে
নিযুক্ত রাখিয়া আপনার পঞ্চাশ হাজার পদাতিক সৈন্য ও নয়
হাজার অশ্বরূঢ় সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তাহাতে
পিরানী নামক পর্বতশ্রেণী উত্তীর্ণ হইয়া দশ দিনের পর আল্লস
নামে পর্বতের এক নূতন পথে প্রবেশ করিলেন বটে, কিন্তু এই দুর্গম
পথে গমন করিতে ও নানাবিধ বিপদগ্গুস্ত হইয়া যখন এই পর্বত
শ্রেণী উত্তীর্ণ হইয়া ইটালী দেশে গিয়া পৌঁছাইলেন, তখন দেখি-
লেন যে হিম্মতে কি শত্রুদিগের হস্তে প্রায় অর্দ্ধেক সমভিব্য-
হারি সৈন্য প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

পরে এই হানিবল সেনাপতি ইটালী দেশ আক্রমণার্থে উপস্থিত
হইয়াছেন, এই সমাচার রুমি লোকেরা পাইলে পর মহা সভা
লোকেরা এই শত্রু আক্রমণ নিবারণার্থে সিপীয় নামে সেনাপতিকে

যুদ্ধার্থে প্রেরণ করিলেন। তাহাতে ঐ সেনাপতি টিভিনীয়স নগরের সান্নিধ্যে উপস্থিত পূর্বক অতিশয় সংগ্রাম আরম্ভ করিল বটে, কিন্তু তৎকালে নুমিডীয় দেশীয় কতক গুলিন অস্বারূঢ় সৈন্য আসিয়া রুমি লোকদিগের পশ্চাৎ হইতে অকস্মাৎ যুদ্ধ আরম্ভ করাতে রুমি লোকদিগের অনেক ২ সৈন্য সামন্ত প্রাণত্যাগ করিলে তাহার রণ ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। এ প্রকার হইলে ফরাশীষ লোকেরা রুমিপক্ষ ত্যাগপূর্বক কাথেজিয়ান লোকদিগের নিত্য ২ সহকার করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সেম্মোনীয়স নামে দ্বিতীয় অধ্যক্ষ সময়ক্রমে যুদ্ধ করিতে মানস করিলে পর অল্প দিন বাদে এমন একটি স্মোরতর সংগ্রাম হইয়া উঠিল, যে তাহাতে রুমি লোকেরা সর্বতোভাবে পরাভূত হওয়াতে তাহাদের সৈন্যগণ, কেহ বা নদী পার হইতে কেহ বা শত্রুহস্তে এই রূপে ছাব্বিশ হাজার সৈন্য প্রাণত্যাগ করিল।

অপর এই রূপে রুমি লোকেরা দুই বার পরাজিত হওয়াতে মর্যাদাসিক্রোধ প্রযুক্ত উভয়পক্ষে আরো অধিক যুদ্ধের আদ্যম্বর করিতে লাগিল, তাহাতে হানিবল সেনাপতি অগুসর হইতে কোন বাধা না দেখিয়া ইট্রিয়া দেশে গমন পূর্বক রুম রাজ্যের রাজধানী পর্যন্ত আক্রমণ করিতে মনস্থ করিয়া অনেক ২ সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে সমূহ কষ্টে ও পরিশ্রমে বৃহৎ ২ বিল উত্তীর্ণ হইলে পর ঐ সেনাপতি শুষ্ক ভূমিতে গাত্রোথান পূর্বক দেখিলেন, যে ফ্লামিনীয়স নামে রুম দেশাধ্যক্ষ সৈন্য সামন্ত লইয়া আরিশিয়া নগরসমীপে ছাউনী করিতেছেন, এবং দ্বিতীয় অধ্যক্ষ আরো কতক গুলিন সৈন্যের অপেক্ষা করিতেছেন; এই রূপে রুমিদের তাবৎ সৈন্য অনাগমনে সুযোগ দেখিয়া ঐ হানিবল সেনাপতি রুমিদিগের সহিত তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ করিতে মানস করিয়া অধিভারা ও অস্ত্রভারা ঐ দেশ একেবারে উচ্ছিন্ন করিবার উদ্যোগ করিল। এমন হইলে ফ্লামিনীয়স অধ্যক্ষ কোথেষ্টে পরিপূর্ণ হইয়া

মহা সভাস্থ লোক ও মজ্জিবর্গ সকলেরি কথা অমান্য করিয়া ত্রাসী-
মেনী নদীর সমীপে যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইলেন। তাহাতে তমিকটী
পর্বতশ্রেণীর মধ্যস্থ পর্বত বেষ্টিত নিম্ন পথে আপন সৈন্য সমস্ত
রাখিল, এবং হানিবল সেনাপতি আপন উত্তম যোদ্ধাদিগকে
পর্বতপার্শ্বেতে স্থাপন করিল। এই রূপে রুমি লোকেরা নিম্ন স্থানে
থাকাতে যুদ্ধারম্ভ হইলে সূত্রাৎ অল্প ক্রণের মধ্যেতেই তাহারা
সর্বতোভাবে পরাজিত হইল; তাহারা তাহাদিগের পোনের
হাজার সৈন্য রণশায়ী হইয়া আর ছয় হাজার সৈন্য শত্রুহস্তগত
হইল।

অনন্তর রণস্থলে এই প্রকার ভয়ানক মহামারিধ্বংস সৈন্য সং-
হার দেখিয়া ফ্রান্সিসের সেনাপতি নিজ সৈন্যরক্ষার্থে যথাসাধ্য-
ক্রমে বিবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ যে স্থানে ভয়ানক-
প্রবল যুদ্ধ হইতেছে ই সকল স্থানে আপনি গিয়া শত্রুনিবারণার্থে
চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু অবশেষে জয়াশ্য পরিত্যাগ করিয়া
একাকী শত্রুদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এক জন ফরাশীষ লো-
কের বর্ষাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। অতএব এমন হইলে
হানিবল সেনাপতি আপন হস্তগত রুমি লোকদিগকে আপন
সমীপে রাখিয়া লাটিনদিগের মুক্তি পূর্বক বিদায় করিলেন; আর
ঐ ফ্রান্সিসের অধ্যক্ষকে কবর দিতে মনস্থ করিলেন বটে, কিন্তু
রণস্থলে তাহার শবদেহ নিতে না পারাতে তাহা সম্মূর্ণ হইল
না। অপর এই রূপ অত্যন্ত পরাজয়ের সমাচার শ্রবণেতে রুমি
লোকদের যে দুর্ভাবনা হইয়াছিল, তাহা নিবৃত্ত হইলে পর সভাস্থ
লোকেরা মন্ত্রণাপূর্বক সম্মূর্ণ ক্রমতা ও স্বাধীনতা প্রদান পূর্বক এক
জন সেনাপতি নিযুক্ত করিতে মনস্থ করিয়া বিশেষরূপে পূর্বের
জ্ঞাত যে ফেব্রিস মাক্সিমস্ নামে অত্যন্ত সাহসী ও পরিণামদর্শী,
ঐ ব্যক্তিকে সেনাপতি করিয়া আপনাদিগের জয়াশ্যরূপ প্রদোপ
প্রায় নিব্বাণ হইলেও তথাপি যৎকিঞ্চিৎ থাকিতে তাহার হস্তে

সমর্পণ করিলেন। তাহাতে ঐ সেনাপতি কাথেজিয়ান লোকদিগের সম্মুখ গর্ভাশ্রয় করণার্থে পুথমতঃ যুদ্ধের উদ্যোগ না করিয়া কোন প্রকারে তাহাদের বিভূট কন্ডাইতে মনস্থ করিলেন; অতএব কাথেজিয়ান লোকেরা ছাউনী ভঙ্গ করিলে পর ঐ যুদ্ধানুসারে যে স্থানে উচ্চ ভূমি ঐ সকল স্থানে গিয়া ছাউনী করিলেন; আর কাথেজিয়ান লোকদিগের আহার বিহারাদি রহিত করিয়া তাহাদের নানা বিধ ক্লেশ জন্মাইতে চেষ্টা করিলেন। তাহাতে হানিবল সেনাপতি নানা প্রকারে যুদ্ধ করণে চেষ্টা পাইলেও ঐ সুচতুর সেনাপতি আপন শত্রুদিগের পরাক্রমের হাস দেখিয়া যুদ্ধ না করিয়া বিলম্ব করিতে লাগিল।

অপর রুমি লোকেরা যে স্বচক্ষে যুদ্ধ না করিয়া কৌশলক্রমে প্রকারান্তরে যুদ্ধ করিতেছে ইহা হানিবল সেনাপতি জানিয়া ফেব্রুয়স সেনাপতিকে কোন ছলেতে নিজ সৈন্যহইতে হাস্যাত্মক ও অপদস্থ করিবেন, এই অভিপ্রায় করিয়া চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কি না কখনও তাহার ছাউনীর সম্মুখে গিয়া তাহাকে বিজ্ঞপ্তি ও ভয় পুদর্শন করাইতে লাগিলেন, এবং কখনও তাহাদের চতুর্দিকস্থ দেশ সকল লুণ্ঠ করিতে লাগিলেন। আর তাহাদের দেশের পুতি আক্রমণ করিয়া ঐ সেনাপতির ভূমি বিষয়ে কোন ক্ষতি না করিয়া অন্যান্য ২ লোকদিগের সম্মুখ ক্ষতি করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে ক্রমে ২ তাহার চেষ্টা সকল এক প্রকার সফল হইয়া উঠিল; অর্থাৎ এই সকল ব্যাপারেতেও রুমি লোকেরা ফেব্রুয়স সেনাপতির কোন যুদ্ধাদির উদ্যোগ না দেখাতে তিনি সাহসহীন কি বিশ্বাসঘাতক হইবেন, এই অনুভব করিল। আর ইতোমধ্যে একটি সামান্য যুদ্ধ হওয়াতেও ঐ অনুমানের দৃঢ় প্রতীতি হইয়া উঠিল।

তদনন্তর ঐ পরিণামদর্শি ফেব্রুয়স সেনাপতি অল্প দিনের মধ্যে-তেই হানিবল সেনাপতির ঐ সকল কূচেষ্টার দমন করিলেন, ফলতঃ নানা বিধ কৌশলেতে হানিবল সেনাপতিকে সৈন্যগণের সহিত

ক্রমেই একটি গিরিগঙ্ঘরের মধ্যেতে যে স্থানে শিশির কালে হিম
প্ৰভাবেতে এক গুহুর্ভূও থাকা যায় না, এবং সমুহ ক্রতি স্বীকার না
করিলেও তাহান্ধিতে উদ্ধার হওয়া যায় না এমন একটি মহা-
শঙ্কট স্থান তাহাদিগকে বদ্ধ করিল। এ প্রকারে ঐ হানিবল সেনা-
পতি ঘোর বিপদগ্ৰস্ত হইলেও তাহার সদৃশ লোক ব্যক্তিরেক বাহা
সম্ভাবনা এমন একটি আশ্চর্য্য কৌশল ও ছলদ্বারা রক্ষা পাইলেন।
তাহাতে করিলেন কি না অজ্ঞানদ্বারা আপন ছাউনীতে যে সকল
বন্দ ছিল তন্মধ্যে দুই হাজার বন্দদের উভয় শ্রেণিতে প্রছলিত মশাল
বহন করিয়া শত্রুবাণিগের ছাউনীর দিকে প্রস্থান করাইলেন। অপর
ঐ সকল বন্দ পরতের পার্শ্ব দিয়া গাজ্রোথান পূর্বক গমন করিলে
পর যেমন চতুর্দিকস্থ বন সকল প্রছলিত হইতেছে এতাদৃশ বোধ
হইতে লাগিল। আর ঐ সকল ভয়ানক অগ্নির আগমন দেখিয়া
পর্বতপার্শ্ব ক্রমি প্রহারি লোকেরা মহা শঙ্কাতে কিছুদূর পশ্চা-
দগামী হইয়া অনুমান করিল এই, যে শত্রুবর্গীয় লোকেরা সংগ্রামার্থে
আগমন করিতেছে; সে যাহা হউক, এখানে হানিবল সেনাপতি
এই অবকাশক্রমে তাবৎ সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে লইয়া পর্ব-
তের একটি সুপ্রী পথদ্বারা গমন করাতে পশ্চাদ্গামী লোকদিগের
নানা প্রকার হানি হইলেও তথাপি কষ্ট শ্রেষ্ঠেতে ঐ মহা শঙ্কট
স্থানহইতে বহির্গত হইলেন। এ প্রকার হইলে ক্রমি সৈন্যগণ
কেকিয়স সেনাপতির নানা প্রকার কৌশলাচরণ দেখিলেও তথাপি
যে রূপ পূর্বে তাহাকে বিশ্বাসঘাতক ও ভীত অনুভব করিয়াছিল,
তাদৃশ এই ক্ষণেও তাহাকে যুদ্ধবিষয়ে অপারক বোধ করিল।

অপর এইরূপে কেবিয়স সেনাপতি সৈন্যকর্তৃক ঘৃণাহইয়া
স্বপদচ্যুত হইলে পর টারেনসিয়স বারো নামে এবং ইমিলিয়স
পলস নামক এই দুই জন প্রধান সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইলেন;
তাহাতে ঐ বারো নামক প্রথম ব্যক্তি কেবল আত্মগর্ব ও ধন-
গর্বেতে পরিপূর্ণ ছিলেন, এবং শেষোক্ত ব্যক্তি অস্ত্রবিদ্যাতে বিনাক্ষণ

বুৎপন্ন ও পরিণামদর্শী ছিলেন ; এবং আপন সহকারি ব্যক্তিকে সর্ব প্রকারে হেয় জ্ঞান করিতেন। এতৎকালে এখানে হানিবল সেনাপতি কানি নামে গুমের সাম্রাজ্য বিপক্ষ রুমিদিগের আগমন অপেক্ষা করিয়া ছাউনী করিয়াছিলেন। তৎকালে ইমিলিয়স সেনাপতি যুদ্ধ করণে অনিচ্ছুক থাকিলেও তথাপি বারো নামে সেনাপতি নিজ সহকারির সম্মত্যাতি অপেক্ষা না করিয়া যুদ্ধ করণে আজ্ঞা দিলেন। তাহাতে উভয় সৈন্য মধ্যস্থ অফাইডস নামে নদী উত্তীর্ণ হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলে কিছু কালের পর রুমি সৈন্যগণ সংগ্রামের অসহ্য বেদনাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া রণভঙ্গ করিতে লাগিল। এ প্রকার রুমিদিগের পরাজয়ের উদ্ভেক দেখিয়া ইমিলিয়স সেনাপতি আপন আজ্ঞাবর্তি কতক মলিন অশ্বারূঢ় সৈন্যের সেনাপতি হইয়া নানা বিধ সাহস ও কৌশল বুদ্ধি প্রকাশ পূর্বক তাহাদিগকে ঐ মহাশক্ত হইতে রক্ষা করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু অবশেষে তিনি শত্রুদিগের প্রবল আক্রমণের বেগ ভঙ্গ করিতে অসমর্থ হইলে আপনিও পলায়ন পূর্বক প্রাণ রক্ষা করিলেন। ঐ সংগ্রামে রুমি লোকদিগের পঞ্চাশ হাজার সৈন্য ও একবিংশতি জন বিচারকর্তা এবং অশীতি জন সভ্য লোক প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হানিবল সেনাপতি তিন কাঠা পরিমাণ স্বর্ণাজ্বরীয় পাটয়া কাখেজিয়ান নগরে পাঠাইয়া দিলেন।

পরে এই প্রকার হইলে হানিবল সেনাপতি যে অল্প দিনের মধ্যে রুম রাজ্যের রাজধানী পর্য্যন্ত আসিয়া নগর বেটন করিবে, এই রূপ তাবলোকের অনুমান হওয়াতে মহাশক্তি প্রযুক্ত সকলের মুখ একেবারে মলিন ও শুষ্ক হইয়া সকলে হাহাকার করিতে লাগিল ; এবং তাহাদের কথাধারা নিত্যন্ত নিরাশ হইয়াছে এমন বোধ হইতে লাগিল। পরে কিছু দিন বাদে এই উদ্বেগের কিঞ্চিৎ নূনতা হইলে পর মহাসভায় লোকেরা মন্ত্রণা পূর্বক এক জন সর্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন, এবং ফেব্রিয়স নামে ও মার্শেলস নামে

এই দুই জনকে প্রধান সেনাপতিপদে স্থাপিত করিলেন। আর কাথেজিয়ানদিগের অগ্নিস্রব হওনের কাল বিলম্ব দেখিয়া লুপ্ত সাহস শরীরে পুনর্ব্বার সাহস পাইয়া অতিযত্ন পূর্ব্বক পুনর্যুদ্ধকরণে উদ্যোগ করিতে লাগিল; তাহাতে হানিবল সেনাপতি তাহাদিগের সাহিত সন্ধি করণে স্বীকৃত ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি ইটালি দেশ পরিত্যাগ না করিলে তাহার সন্ধি পত্র স্থির করিবে না, এই অবকাশ ক্রমে হানিবল সেনাপতি জয়কারি নিজ সৈন্যাদিগকে বিশ্রাম প্রদান না করিয়া রুম নগরে প্রবেশ করিতে পারিবে না, ইহা মনস্থ করিয়া শিশির কালে কাপুয়া নগরে গিয়া বিরাম করিলেন। ঐ কাপুয়া নগর বহু দিবসাবধি সগ্গারের সাহস হানিজনক যে সকল সুখ, তাহাতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল; অতএব কাথেজিয়ান লোকেরা ঐ সকল মনোরম বিবিধ সুখভোগে রত হইয়া তাহার যেমন এক প্রকার উদাসীনের ন্যায় সাম্ভারিক সুখভোগে বশিত ছিল, সে স্থানে গিয়া তেমনি তাহার সুখেতে মগ্ন হইয়া সকলেই ত্রুণ হইয়া উঠিল। তাহাতে ঐ হানিবল সেনাপতি যে ক্রম রাজ্য জয় করণের এতাদৃশ সুযোগ পাইলেও জয় করেন নাই, ইহাতে ইতিহাসবেত্তারা তাহাতে দোষারোপণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঘটনা ক্রমে এমন হইলেও ঐ পরাক্রমি রুমি রাজ্যে হানিবল সেনাপতির নিজ হস্তে চতুর্গুণ সৈন্য থাকাতে তিনি যে ঐ নগর বেষ্টিত করেন ইহা অতি অসমসাহস করিয়া মানিতে হয়।

অনন্তর কাথেজিয়ান লোকেরা ঐ হানিবল সেনাপতির সাহায্য করণে শৈথিল্য করিতে লাগিলেন; ফলতঃ হানো নামে যে তাহাজ্জব পূর্ব্বকার সেনাপতি, তিনি ঐ হানিবল সেনাপতির বিপক্ষে একটি দল করিয়া কুমন্ত্রণা পূর্ব্বক নূতন সেনা ও সগ্গারের বায়াদি পাঠাইতে বিলম্ব করাতে তাহার এই একটি দুর্ভাগ্যের প্রথম উপক্রম ঘটিল, যে ঘটন তিনি নোলা নামে নগর বেষ্টিত করিতেছিলেন, তৎকালে মার্শেলস নামে রুমি সেনাপতি তাহার উপর আক্রমণ করি-

যা জয়ী হইল; তাহাতে কিছু দিন পর্যান্ত তাহাদের সহিত সংগ্রাম হওয়াতে কেহন্থা কখন জয় ও কেহ বা কখন পরাজয়, এই রূপে তিনি কখন জয়ী হইলেও তথাপি সংগ্রামখরচ ও নূতন সৈন্য না পাওয়াতে তাহারা সুশী হইতে পারিল না। এমন হইলে আদফবল নামে ঐ হানিবল সেনাপতির ভ্রাতা, স্লানিয়া দেশীয় কতক গুলীন সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া কাথেজিয়ান লোককর্তৃক প্রেরিত হইতেছেন। ইতোমধ্যে লিবিয়স নামে ও বিরো নামে এই দুই জন রুমি অধ্যক্ষ এই সম্বাদ পাইবা মাত্র সৈন্য সামন্ত লইয়া পাশ্চিমধ্যে তাহাদিগকে দেখেন পূর্বক তাবৎ সৈন্যের সহিত তাহাকে সংহার করিল।

তদনন্তর পূর্বে রুমি লোকেরা কানি নগরের সম্মিকটস্থ যুদ্ধে যে প্রকার আত্যাত্তিক পরাজিত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি স্মরণ হইতে না পারিলেও তথাপি তাহারা ইটালি দেশে হানিবল সেনাপতির সহিত এবং মাসিডন দেশীয় ফিলিপ রাজার সহিত যোঁরতর সংগ্রাম করিতেছেন। আর ঐ সময় শিথিলী উপদ্বীপের নাইরাকুথ নামে নগর যে হস্তগত করিলেন তাহা কেবল নয়, স্লানিয়া দেশেও অনেক সৈন্য প্রেরণ পূর্বক তাহাদিগের সিপিউ নামক সেনাপতি ক্রমে ঐ দেশের সমুদয় রাজ্য রুম রাজ্যের বশীভূত করিলেন। সে যাহা হউক, ঐ হানিবল সেনাপতি আগুন দেশহইতে এবং তাহাদের সহকারি ইউরোপ দেশস্থ কতক গুলীন লোকহইতে সমগ্র রূপে সাহায্য প্রাপ্ত না হইলেও তথাপি ক্রমিক চতুর্দশ বৎসর পর্য্যন্ত ঐ ইটালী দেশে থাকিয়া সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

পরে এই রূপে স্লানিয়া দেশ ও শিথিলী দেশ রুম রাজ্যের ভুক্ত হওয়াতে রুমি লোকেরা কাথেজিয়ান লোকদিগের সহিত যুদ্ধ করণে প্রবল সাহস পাইলেন; তাহাতে ঐ সিপিউ নামে রুমি সেনাপতি হানিবল সেনাপতির সহিত যুদ্ধার্থে ইটালী দেশে না গিয়া বিস্তর জাহাজ ও সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ পূর্বক আফ্রিকা দেশে উপস্থিত

হইলেন। তাহাতে সে স্থানে গিয়া নিউমিডিয়া দেশীয় মাসিনিয়া নামে পদচ্যুত রাজার সহিত বন্ধুত্ব করিয়া কাথেরিজিয়ান দেশীয় হানো নামে সেনাপতির সমভিষাহারে একটি ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত করিলেন; তাহাতে ঐ হানো সেনাপতি পরাভব পূর্বক প্রাণত্যাগ করিলেন পর নিউমিডিয়া দেশীয় সিংহাসনাক্রান্ত সাইফাক্স নামে রাজার সহিত একটি ভয়ানক তুমুল সংগ্রাম হওয়াতে ঐ রাজা পরাজিত হইলে তাহার চল্লিশ হাজার সৈন্য বংশাশ্রয় হইল, ও ছয় হাজার সৈন্য অঙ্গুষ্ঠীন কৃতযুক্ত হইল; এবং আর ছয় হাজার সৈন্য শত্রুহস্তগত হইল। এই রূপ হইলে ঐ রাজা ক্রোধাক্রান্ত হইয়া পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন অবশেষে অত্যন্ত পরাজিত হইয়া সফোনিসবা নামী রাজ্যের সহিত ঐ ক্রমি লোক-দিনের হস্তগত হইলেন।

অপর এইরূপ কাথেরিজিয়ান লোকেরা পুনঃ পুনঃ পরাজিত হওয়াতে ঐ সিপিউ সেনাপতির এক প্রকার সমাক্কৃতকার্য্যত্ব জানিয়া সে ব্যক্তি যে অল্প দিনের মধ্যে ঐ কাথেরিজ রাজধানী বেটন করিবে ইহা স্থির বোধ হইল; অতএব তাহার সহিত যুদ্ধ করণার্থে হানিবল সেনাপতিকে স্ব দেশে আনয়নার্থক দূত পাঠাইলেন। তাহাতে রাজ্যের পুতি যে এতদূশ বিপদ ঘটিবে, ইহা হানিবল সেনাপতি ঐ ক্রমি সেনাপতির গমনোপযোগেই বহু দিবসাবধি জ্ঞাত ছিলেন, অতএব এই সমাচার পাঠিয়া পূর্বে ইটালী দেশে পঞ্চদশ বৎসর থাকিতে তদদেশের উত্তম প্রদেশ হস্তগত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তথাপি কোন আপত্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ ইটালী দেশ পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর তিনি আফ্রিকা দেশে উপস্থিত হইয়া সন্ধি পত্রের নিয়ম স্থির করণার্থে সিপিউ সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে মনস্থ করিলেন, তাহাতে সিপিউ সেনাপতির তদ্বিষয়ে সম্মতি হইলে উভয় সেনামধ্যস্থ যে প্রস্তাব, তদ্বাধ্যে পরস্পর সাক্ষাৎ হওয়াতে সিপিউ সেনাপতি অঙ্গ সৌষ্টবা-

দ্বিত পরম সুন্দর প্রযুক্ত উত্তম দেখাইল, কিন্তু হানিবল সেনাপতিকে দর্শনে আত্যাত্তিক যুদ্ধের কষ্ট প্রাপ্ত বোধ হইল, বিশেষতঃ তাহার এক চক্ষু অস্ত্র প্রযুক্ত নিষ্ঠুরের ন্যায় দেখাইল। সে যাহা হউক, তখন হানিবল সেনাপতি সিপিউ সেনাপতির প্রতি এই প্রশ্ন করিলেন, যে তুমি, রুমি লোকেরা যে আশা দিগের প্রতি অনায়াস করিতে সম্মত নহে, ইহা আমরা স্থির জানি; কেননা যদি না জানিতাম তবে কদাচ অদ্য সন্ধিবিষয়ক প্রার্থনা করিতাম না। অতএব সঙ্গ্রামের প্রাক্কালে যদি আমরা এইরূপকার মত নিলোভিত্ব প্রকাশ করিতাম, তবে উভয় পক্ষেই মঙ্গল হইত; ফলতঃ তৎকালে যদি তোমরা ইটালি দেশ পরিত্যাগ পূর্বক রাজাবৃত্তিবিষয়ে ক্রান্ত হইতা, এবং আমরাও যদি শিথিল দেশ রাজ্যের ভুক্ত করণে নিরন্ত হইতাম, তবে উভয় পক্ষের সৈন্য, বিনাশ পূর্বক অনর্থক এতাদৃশ রক্তপাত হইত না। সে যাহা হউক, জয় হওয়া যে মঙ্গলকারক নহে, আর সৌভাগ্য যে চিরস্থায়ী নহে, ইহা আমি অধিক বয়ঃক্রম প্রযুক্ত জ্ঞাত হইয়াছি; কিন্তু তুমি যুবা অল্প বয়স্ প্রযুক্ত আমার ন্যায় দেখিয়াও চেকিয়া তোমার শিক্সা হয় নাই। ফলতঃ আমার যৌবন কালে কানি নগরসমীপে যুদ্ধ করণসময়ে যে স্ব দেশের মঙ্গল চেষ্টা দূরে রাখিয়া কেবল নাম-বৃত্তিকরণ চেষ্টাতে আমার মতি ছিল, বোধ হয় এইরূপে তোমার তাদৃশ মন হইতে পারে; কিন্তু সন্ধি হইলেই যে সমুদয় জয় হওনের উদ্দেশ্য পাওয়া যায়, ইহা মনে রাখা উচিত। আর আমিও তন্নিমিত্তে আসিয়াছি; অতএব আমার মত এই, যে তুমি পুনঃ জয় হওয়াতে যে সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা যাহাতে সজীব থাকে ইহা তোমাদের কর্তব্য। আর এখন তোমার সৌভাগ্যও বটে কেননা কি জানি সঙ্গ্রাম করাতে রূপের মধ্যে তোমাদের জয় না হইয়া পর পক্ষেতেও তো জয় হইতে পারে? তাহাতে আমি কিছু তোমার শত্রু ভাবাপন্ন নহি, অতএব আমাদের দুই জনে সন্ধি হইলে

উভয় পক্ষেরই শুভকারী বটে, ফলতঃ রুমিদের সহিত মিত্র ভাব হইলে আমি অতি শ্রেয়োজ্ঞান করিস, এবং এইক্রমে তোমার যাহা-কে প্রবল শত্রু বোধ হইতেছে, সে ব্যক্তিও তোমার সুহৃদ হইবে। তাহাতে সিপিউ সেনাপতি এই উত্তর মাত্র দিলেন, যে শুন, এই যে সকল সংগ্ৰাম হইয়াছে তাহা কেবল কাথেজিয়ান লোক-দের দোষজন্যে জানিবা; অতএব এইক্রমে তত্তদুপবিষয়ক বিশদ ঘটনার নিমিত্ত করিয়া আমাকে দোষ দেওয়া অনুচিত, কেননা আমি কেবল রুমিদিগের ন্যায় বিষয় রক্ষার্থে সংগ্ৰাম করিয়াছি। আর যখন যুদ্ধ বিরামের সন্ধি নির্ণয় হইয়াছিল, তখন কাথেজিয়ান কৌকেরা ঐ নিয়ম অমান্য করিয়া যুদ্ধ করিলেন, ইহাতে আমার দোষ সম্ভব হয় না; অতএব এই সকল দোরাড্যা জন্য যে সকল ক্ষতি হইয়াছে, তাহার সম্যক্‌পরিশোধ না পাইলে এইক্রমে সন্ধি পত্র হইতে পারে না।

এই প্রকারে পরস্পর কথোপকথন হইলে উভয় সেনাপতিতেই অসন্তুষ্ট হইয়া পরস্পর সংগ্ৰামের আবশ্যকতা জানিয়া স্ব-শি-বিরে প্রস্থান করিলেন; অতএব অল্প দিনের পরেতেই একটি ঘোর-তর তুমুল সংগ্ৰাম উপস্থিত হইল, তাহাতে হানিবল সেনাপতি পূর্ব-যুদ্ধ অপেক্ষাও ঐ যুদ্ধে অতি উৎকৃষ্টরূপে সৈন্যরচনা করিলেন বটে, কিন্তু তথাপি কাথেজিয়ান লোকেরা পরাজিত হওয়াতে তাহাদের কতক সৈন্য বা রণ স্থলে ও কতক বা পলায়ন কালে এইরূপে বিশতি সহস্র সৈন্য প্রাণত্যাগ করিল। আর বিশতি সহস্র সৈন্য শত্রু হস্তগত হইলে হানিবল সেনাপতি অত্যন্ত সাহসির ন্যায় সংগ্ৰাম করিলেও তথাপি শেষে অনন্যাত্তিক হইয়া ভয় প্রযুক্ত আক্রমিটম নামক নগরে পলায়ন করিলেন। আর মনুষ্যের ভাগ্য ও দেশের গতি যে কখনকি রূপে পরিবর্তন হয়, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অপর এইরূপে কাথেজিয়ান লোকেরা পরাভূত হওয়াতে সুত-রা এই সকল নিয়ম পূর্বক সন্ধি পত্র করিতে হইল। তাহাতে তা-

হার। যে মানিয়া দেশ ও ভূমধ্যস্থ সাগরবর্তী সমুদয় উপদ্বীপ পরিত্যাগ করিলেন তাহা কেবল নয়, আরো পঞ্চদশ বৎসরের মধ্যে দশ সহস্র কিকর রৌপ্য দিতে হইবে; আর মাসিনিয়া নামক পূর্ব রাজাকে ঐ রাজ্য পুনরায় প্রদান করিয়া রুমি লোকদিগের অনুমতি ব্যতিরেক আফ্রিকা দেশে কোন যুদ্ধাদি করিতে পারিবেন না। সে যাহা হউক, ঐ হানিবল সেনাপতির যুদ্ধ করণসময়ে সাহায্য করিয়াছিলেন যে মাসিডন দেশীয় ফিলিপ নামক রাজা, তাহার সহিত ঐ রুম নগরস্থ সভায় লোকেরা ঘোরতর সংগ্রাম করাতে তিনি পরাভূত হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিলেন; তাহাতে রুমি লোকেরা তদ্বিষয়ে সন্মত হইলে পর তাহার এক সহস্র কিকর রৌপ্য দিতে হইল। আর রুমি লোকেরা সমাদর পূর্বক গ্রীক দেশীয় ব্যবস্থানুসারে চলিতেছেন, এই নিমিত্তে তদদেশ হস্তগত করিয়া ও যে পুনর্গুণ্টি দিলেন, ইহা লোকেতে প্রকাশ করিলেন।

অনন্তর শিরিয়া দেশীয় আন্টিওকস্ নামে মহারাজ অত্যন্ত দুর্দান্ত শৌর্য্য বীর্য্যতে সূর্য্যের ন্যায় প্রবল প্রতাপাবিত যশোতে পরিপূর্ণ ছিলেন। তাহাতে রুমি লোকেরা ঐ রাজার এতাদৃশ ঐশ্বর্য্য শ্রবণ করিয়া লোভ সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইলে কিছু দিন পর্যান্ত উভয় পক্ষে বিবাদ উপস্থিত করিলেন। আর এক সময় লুসিয়স সিপিয় নামে আফ্রিকেনস্ নামক সেনাপতির সহোদর, তিনি রুমি সৈন্যদিগের সেনাপতি হইয়া তদদেশে গমন পূর্বক ঐ রাজার সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তাহাতে ঐ আন্টিওকস্ রাজা অনেক ২ বার পরাজিত হইয়া অবশেষে তিনি এমন অনন্যাতিক হইলেন, যে রুমি লোকদিগের সহিত সন্ধি করণার্থে এই ২ রূপ নিয়ম স্থির করিতে হইল; তাহাতে তিনি যে ইউরোপের সমুদয় ভূমি পরিত্যাগ করিবেন তাহা কেবল নয়, আরো পঞ্চদশ সহস্র কিকর রৌপ্য দিতে হইবে, আর বিংশতি জন লোক বন্দক রাখিয়া হানিবল সেনাপতিকে অর্পণ করিবেন। অতএব লুসিয়স্ সেনাপতি ঐ ভূমূল

সংগ্ৰামে এই প্রকার কৃতকার্য হইলে আশ্চর্য্যটক এই পদবী পাইলেন। এই রূপ ভয়ানক সমাচার পাইয়া হানিবল সেনাপতি তথাহইতে পলায়ন পূর্বক বিভেনীয়া দেশীয় রাজার শরণাপন্ন হইলেন বটে, কিন্তু তথাপি রুমি লোকেরা এই স্থানহইতে ধরিয়া তাহাকে আনিতে এক জন সেনাপতিকে পাঠাইলেন। অতএব এই রূপ নিষ্ঠুরতাতে তাড়িত হইয়া এক দেশহইতে আর দেশ এই রূপে নানা দেশে ভ্রমণ করিলেও তথাপি পলাইয়া রক্ষা পাইবার স্থান না দেখাতে আত্মঘাতী হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন ; তাহাতে কোন আপন অনুগত লোকদ্বারা কালকূট আহরণ পূর্বক প্রস্তুত করিয়া এই কথা কহিলেন, যে আমি লোকদিগের মধ্যে এক জন প্রাচীন লোক, কিন্তু রুমি লোকেরা আমাকে স্বচ্ছন্দে প্রাণত্যাগ করিতে দিবে না; অতএব আমার বর্তমানের যে তাহাদের বর্তমান আশঙ্কা তাহা থণ্ড করা উচিত। কিন্তু আমি এই রূপ ভয়েতে দেশচ্যুত হইলেও তথাপি আমাকে ধরনার্থে দূত পাঠাইতেছে, এবং রাজাদিগের আতিথ্য ধর্ম ও লোপ করিতেছে, বোধ হয় যে এই রূপ ক্রুরতা ব্যবহার পূর্বকালে ছিল না। এই কথা কহিয়া তিনি বিষপানেতে প্রাণত্যাগ করিলেন।

অপর এই রূপে ঐ আন্টিওকস্ মহারাজের সহিত সন্ধিপত্র হইয়া তৃতীয় বৎসর গত হইলে পর ঐ নিপীড় আফ্রিকেনস সেনাপতির ধূর্নামেতে বিচারকভৃগণসমীপে এই নালিশ হইল, যে তিনি ঐ সংগ্ৰামের লুণ্ঠিত অব্যাহি রাজ ভাণ্ডারে সমর্পণ না করিয়া আপনি লইয়াছেন, এবং ঐ রাজার সহিত বন্ধুত্ব করিয়া সন্ধিপত্রের অনুরূপ নিয়মাদি করিয়াছেন। তাহাতে এই আদ্যাসের নিরূপিত দিনেতে ঐ সেনাপতি নিজ দোষ নিমগ্ন করণার্থে কোন চেষ্টা ও উত্তরাদি না করিয়া তদ্বিনেতে হে জামা নামক নগর গারিখা হানিবল সেনাপতিকে পরাজয় করিয়াছেন, তাহাই কেবল লোকদিগকে অরণ করাইলেন; তন্নিমিত্তে তাহারা বিচারকভৃগণ-

হইতে কৃতকার্য না হওয়াতে মহা সভাতে গিয়া পুনর্বার ঐ না-
লিশ করিল, তাহাতে ঐ সিপৌড সেনাপতি কাল্লেননয় দেশীয় লীন-
টর্নম নামে নগরেতে পুস্থান করিয়া বসতি করিলেন। আর তদ্বশে
প্ৰাণভাগ করিলে পর নিজ কবরোপরি এই কথা ক্ষোদিত করিতে
আজ্ঞা দিয়াছিলেন, যে হে কৃত্যু ক্রম দেশ, তুমি আমার এক স্থানি
অস্থি পাইবারও যোগ্য পাত্র হও নাই।

অনন্তর রুমি লোকেরা তদৎ সময়েতে ভূরিং লুচিভ ধনাদি
পাওয়াতে লোভ পুযুক্ত ছলেতে কাথেজিয়ান লোকদিগের সতি
পুনরুদ্ধ করণে সচেষ্ট হইলেন, তাহাতে কাথেজিয়ান লোকেরা রুমি
লোকদের পুনরুদ্ধের ঘোরতর আড়ম্বর দেখিয়া সংগামে পুত্যা ক্রমণ
করিতে প্রস্তুত হওয়া দূরে থাকুক, বরং আরো অধিক ক্ষতি স্বীকার
করিয়াও তাহাদিগকে ক্ষান্ত করিতে প্রার্থনা করিল; তাহাতে তা-
হারা রুমিদিগের বাক্যানুসারে ত্রিশ দিনের মধ্যে তিন শত লোক
বন্ধক রাখিতে এবং উত্তরকালে রুমিদিগের আজ্ঞানুযায়ী চলিতে
সম্মত হইলেও তথাপি রুমি লোকেরা ক্রুরতা ও অন্যায় পূর্বক ঐ
কাথেজ নগর ভূমিসাত্ করিতে এবং তন্নগরস্থ লোকদিগকে ঐ নগর
ভাগ করাইয়া সমুদ্রতীরহইতে দশ কোশান্তে গিয়া নতুন নগর
স্থাপন করিতে আজ্ঞা দিলেন। অতএব এইরূপ অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা
পূর্বক দৌরাখ্য করাতে ঐ ভাগ্যহীন কাথেজিয়ান লোকেরা নিতান্ত
নিরাশ হইলেও তথাপি লৈভুক বাসস্থান ঐ রাজধানী রক্ষার্থে
প্ৰাণপণে সংগাম করিতে উদ্যত হইল।

পরে কাথেজিয়ান লোকেরা যে আসডুবল সেনাপতিকে রুমি লো-
কদিগের বিধুকারী বলিয়া কারাগারে বদ্ধ করিয়াছিল, তাহাকে
কারাহিতে মুক্ত করিয়া তৎকালে আপনাদিগের সৈন্যাধ্যক্ষ করি-
লেন; আর ঐ সেনাপতি কাথেজ নগর রক্ষার্থে এমন দৃঢ়রূপে অ-
য়োজন করিতে লাগিলেন, যে দুই জন রুমি অধ্যক্ষ ঐ নগর অন্না-
য়ানে জয় করিবেন, এমন অনুভব করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শেষে

রুমি লোকেরা এমন পরাজিত হইল, যে অসহ্য ক্রোধ প্রযুক্ত শত্রু সম্মুখে প্রাকৃিতে পারিল না তাহা কেবল নয়, সৈন্যগণ জয় বিষয়েও নিরাশ হইল। আর এই রূপে পুনঃ যুদ্ধ করিলেও তথাপি ক্রমেই প্রায় সর্বদা পরাজিত হইতে লাগিল, তাহাতে সিপৌউ ইমিলিয়ানস্ নামে সেনাপতি পরাভূত হইলেও তথাপি আপন রক্ষার্থে ও ভবিষ্যৎ জয়লাভ প্রদানে নিপুণ ছিল, এই নিমিত্তে তিনি ঐ কাথেজ নগর বেটেনবিষয়ে ক্রান্ত ছিলেন না। আর কিছু কাল গতে ঐ সেনাপতি কাথেজিয়ান লোকদের অশ্রুত সৈন্যধাক্ক যে ফ্রানিয়স নামক ব্যক্তি, তাহাকে ছল চতুরতাদ্বারা আপন পক্ষে আনয়ন করিল, তখন রুমি লোকেরা অতিশয় পুৰল হইলে কাথেজিয়ান লোকেরা অতি দুর্বল হইয়া ক্রমেই তাবলোক কেন্নাতে পলায়ন করিল; এবং আর কতক স্থান লোক পলায়ন করিয়া একটি মন্দির মধ্যে আশ্রয় করিল। এমন হইলে রুমি লোকেরা আক্রমণ পূর্বক ক্রমেই ঐ দুর্গ হস্তগত করিয়া কেন্না এবং ঐ মন্দিরে অগ্নি প্রদান করাতে লোকেরা ব্যাকুল হইয়া যেই স্থানে পলায়ন করে তত্তৎস্থানেতেই অগ্নি প্রদান করিতে লাগিল। এই রূপে ষড়্বিংশতি ক্রোশ বেটেনে ঐ কাথেজ নগর কেবল অগ্নিক্ষেত্র হইয়া উঠিল। অপর সভাহ লোকদিগের আজ্ঞাদ্বারা যে কেবল ঐ নগর ভস্মরাশ করিয়া সমভূমি করিল এমন নয়, আরো তৎসংস্কারী যেই নগর ছিল, সে সকলও সমভূমি করিয়া তন্নিবন্ধ ভূমি সকল রুমি বাহুবলদ্বারা সমর্পণ করিল।

এই রূপে রুমি লোকেরা কাথেজ নগর জয় করিয়া তৎসংস্কার মধ্য করিহু নামে গ্রীক দেশীয় একটি প্রধান নগর জয় করিলেন, এবং ঐ কাথেজ নগর উচ্ছিন্নকারি আফ্রিকেনস উপাধি প্রাপ্ত যে সিপৌউ নামে সেনাপতি, তিনি ক্লানিয়া দেশীয় নুম্যান্সিয়া নামক নগর হস্তগত করিয়া ঐ সমুদয় দেশ রুম রাজ্য ভুক্ত করিলেন। এই প্রকারে রুমি লোকেরা নানা দিগ্বিদিক্ জয় করাতে দর্পমদেতে

উন্নত তুল্য হইয়া আপনাদিগকে এক পুকার নার্বভৌম রাজ্য করিয়া মান্য করিতে লাগিলেন; আর চতুর্দিক্ অন্যান্য জাতিদিগকে এক পুকার ভূতুল্য নিজ দাসের ন্যায় গণনা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ রুম রাজ্যের পরাক্রম চন্দ্রের ন্যায় ক্রমে বৃদ্ধি এইরূপে সম্পূর্ণ হইল। আর তৎপশ্চাতেও ক্রমে রাজ্যের উন্নতি হইতে লাগিল বটে; কিন্তু তাহাতে রাজ্যের পরাক্রম বৃদ্ধি না হইয়া কেবল ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল, অর্থাৎ রুম রাজ্যের পূর্বাণর যে সকল পরিমিত ব্যবহারাদি ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে পক্ষীয় চন্দ্রের ন্যায় ক্ষীণ হইয়া ঐ রাজ্য কেবল সুখাভিলাষেতে পরিপূর্ণ হইল। অতএব তন্নগরস্থ মহল্লোকদিগের ইদৃশ অমঙ্গল সূচক ক্রিয়া দেখিয়া তৎসম্বন্ধে গ্যুকাই নামক দুই সহোদর কুলীন লোকদিগের সুখানুসন্ধান নিবারণার্থে লিশিনিয়ন নামে একটি ব্যবস্থা উপস্থাপন পূর্বক এই নিয়ম স্থির করিলেন, যে কোন ব্যক্তি পঞ্চশতাধিক সংস্কৃতি ভূমির অতিরিক্ত ভোগ করিতে পারিবেন না; কিন্তু তাহার অধিক ভূমি ভোগ করিলে সে ব্যক্তি যে দেশে প্রাণত্যাগ করিবে তদদেশীয় রাজ্য ঐ ভূমি প্রাপ্ত হইবে।

অনন্তর রুমি লোকেরা রাজ্যের কু ব্যবস্থাতে পূর্বের নিজ নিজ ক্রম-তাদি চ্যুত হইয়া এইরূপে প্রায় আত্মবর্জিত দাসের ন্যায় হইলেন বটে, কিন্তু তথাপি রাজ্য বৃদ্ধার্থে বহুতর চেষ্টাশ্রিত থাকিতে বানিরিক নামে কতক ধনি উপাধীপ, এবং ইদানীন্তন সাবয় নামে খ্যাত যে দেশ, এবং থ্রুশ দেশীয় ফুরতিবাই নামে জাতি, এই সকলকে পরাভূত করিয়া নুমিতিয়া দেশীয় জগর্তা নামক রাজাকেও পরাজিত করিলেন। ঐ রাজ্য রুমি সহকারে হানিবল সেনাপতির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন যে মাশিনিয়া নামে মহা খ্যাতিমান রাজ্য, তাহার পৌত্র ছিলেন; তিনি তাহা রাজ্যাধিকারি দুই জন যুবরাজের সহিত একত্র শিক্ত হইয়া আপনি সুচতুর ও লোকদিগের প্রিয়-তম হইয়া তাহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হিএমসান নামক যুবরাজকে

বধ করিল ; এবং আড্‌হর্বল নামে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকেও নষ্ট করিতে উদ্যত হইলে সে ব্যক্তি তৎক্ষণে হইতে কোন প্রকারে মুক্ত হইয়া রুমি লোকদিগের শরণাপন্ন হইল । তাহাতে ঐ জুগর্ত্তা রাজা রুমি সভাস্থ লোকেরা যে অর্থপ্রিয় ও অন্যায়কারী ইহা জ্ঞাত প্রযুক্ত নানাবিধ বহুমূল্য উপঢৌকন সম্বলিত এক জন দূতকে তথায় প্রেরণ করিলেন ; অতএব সভাস্থ লোকেরা ঐ সকল ধনেতে বশীভূত হইয়া লোকদ্বারা ঐ রাজ্য আত্মসাৎ করিয়া ঐ দুই জনকেই রাজ্যভিষিক্ত করাইতে আজ্ঞা দিলেন । কিন্তু তদবধি রুমি লোকদিগের যৎকিঞ্চিৎ শারল্য ছিল, তন্নিমিত্তে এই রূপ অবিচার দৌরাগ্ৰ্য্য দেখিয়া তাহারা নানা প্রকার আপত্তি করিতে সভাস্থ লোকেরা উৎকোচ প্রাপ্ত প্রযুক্ত তৎ কালে নীরব থাকিয়া পরে কিছু দিন বাদে ঐ বধকারির প্রতিফল দেওনার্থে কতক গুলিন সৈন্যের সহিত এক জন অধ্যক্ষকে তথায় পাঠাইয়া দিলেন বটে, কিন্তু সে ব্যক্তি ও তাহাদের ন্যায় উৎকোচ লইয়া ঐ জুগর্ত্তা রাজার সহিত সন্ধি করিলেন ।

অপর এই রূপ অত্যাচার দেখিয়া সাধারণ লোকেরা অধিরোদন প্রচণ্ড ক্রোধান্বিত হওয়াতে ঐ জুগর্ত্তা রাজাকে উৎকোচ গ্রাহকদিগের প্রমাণার্থে লোক সমীপে উপস্থিত হইতে আজ্ঞা হইল, তাহাতে ঐ রাজা তদাজ্ঞানুসারে নম্রমনাও কুব্ধ বেশ বিশিষ্ট হইয়া বিপদগুস্তের ন্যায় তথায় উপস্থিত হইলেন । আর তিনি তৎস্থানে তত্ত্ববিবরণ কিছু প্রকাশ পূর্বক উৎকোচ গ্রাহকত্ব দোষের ক্ষয় করা দূরে থাকুক, বরং ঐ দোষের আরো বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন । ফলতঃ রুমি লোকেরা ধনেতে ভুট প্রযুক্ত ঐ রাজা তাহাদিগকে হরণ করণার্থে আরও অধিক ধন বিতরণ করিতে লাগিলেন ; অতএব সাধারণ লোকেরা একথা জানিয়া তাহাকে দেশহইতে বিদায় করিয়া তিনি যে কোন কুমন্ত্রণা ও কুচেষ্টাদি করেন কি না, তৎসম্বন্ধার্থে আলবাইনস নামক সৈন্যাধ্যক্ষকে তৎপশ্চাতে প্রেরণ করিলেন ; তাহাতে ঐ সৈন্য-

পতি স্বেচ্ছাধীন স্বপদ ত্যাগ করিয়া অলস নামক নিজ ভ্রাতাকে এই সেনাপতি পদ সমর্পণ করিলেন বটে, কিন্তু সে ব্যক্তি যুদ্ধ বিষয়ে অনিপুণ প্রযুক্ত একটি কু স্থানে মহা বিপদ গুলু হইয়া শত্রু কর্তৃক নিতান্ত পরাজিত হইলেন।

অনন্তর রুমি লোকেরা কেশন মারিয়শ নামক ব্যক্তিকে যথেষ্ট প্রশংসা ও গৌরব করিয়া মান্য করিলেও তথাপি শেষে সে ব্যক্তি দেশের বিপদ স্বরূপ হইয়া উঠিল, আর মিটলেশ নামক দেশাধ্যক্ষ নর্মিদিয়া দেশে সেনাধ্যক্ষ হইয়া গমন করিতে এই ব্যক্তি তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়াছিল, এবং এই মিটলেশের দেশাধ্যক্ষ পদের নিয়ম শেষ হইলে পর এই ব্যক্তি তৎপদ প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে তিনি যে এই পদ প্রাপ্ত হন, কুলীন লোকদিগের এমন বোধ ছিল না বটে, কিন্তু তথাপি তিনি তৎপদাভিষিক্ত হইলেন। তিনি প্রথমতঃ এই জুগর্তী রাজার সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া জয় পূর্বক তাহাকে শৃঙ্খলেতে বদ্ধ করিয়া রুম দেশে আনয়ন করিলেন। তিনি ইতর বংশ জাত ছিলেন, আর সুদীর্ঘকায় হইয়া অপরিমিত বল ও সাহস যুক্ত ছিলেন। আর তিনি যৌবন কালাবদি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া কোন প্রকারে রাজ্যের নিয়মানি ভঙ্গ করেন নাই। কিন্তু সভ্য লোকদিগের সহিত নিতান্ত অপ্রণয় প্রকাশ করিলেন। অর্থাৎ সভা মধ্যস্থানে তাহাদিগের উপর দাওয়া পূর্বক যথেষ্ট নিন্দাদি করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর এই রূপে জুগর্তী রাজার সহিত যুদ্ধ সমাপন হইলে পর এক সময় উত্তর দেশ হইতে অসংখ্য বন্য লোক আদিয়া রুম রাজ্যে উপস্থিত হওয়াতে সমুদয় ইটালি দেশ যে একেবারে সমভূমি করিবে, ইহা নিশ্চয় বোধ হইল; অতএব এই আকস্মিক দৃষ্টটনা হওয়াতে পূর্বাগর চলিত যে অধ্যক্ষ পদ, তাহা ত্যাগ করিলে পর দশ বৎসরের মধ্যে তৎপদে নিযুক্ত হইতে পারিবে না; কিন্তু তৎকালে লোকেরা স্তরাং এই রাজনিয়ম অপেক্ষা করিতে না

পারিয়া মারিয়স সেনাপতিকে পুনরার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিল। তাহাতে ঐ অধ্যক্ষ অসভ্য লোকদিগের উপর প্রত্যাক্রমণ করিয়া ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম পূর্বক তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া টুটমিশ নামক জাতিদিগের ভূপত্যিকে হস্তগত করিল, এবং কিয়ৎ দিনান্তে তুমথান্‌ সিম্বাট নামক জাতিদিগকে এমন পরাজিত করিল, যে তাহাতে তাহাদিগের এক লক্ষ চত্বারিংশ সহস্র সৈন্য প্রাপত্যাগ করিল, আর বাকি সহস্র সৈন্য শত্রু হস্তগত হইল।

অপর এই পুকারে মারিয়স সেনাপতি সমুদয় জয়ী হওয়াতে তাহার যুদ্ধসময়ে দুরূহ লোকেরা কল্পকল্পাস্থিত হইত, এবং সন্ধি করণসময়ে তিনি ক্রমি লোকদিগের ভরস্কর হইতেন। সে যাহা হউক, মিটেলস নামক সেনাপতি মারিয়সের জীবদ্দশক সহকারী হইলেও তথাপি তিনি মহা সভাতে অধিক মর্যাদাপন্ন পুযুক্ত ঐ মারিয়স তাহার পুতি দ্বেষ ভাব করিয়া তাহাকে কোন পুকারে দেশচ্যুত করিবার ছল অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। আর তৎকর্ম সম্বল করণার্থে সাটর্নিনস নামক বিচারকর্তাকে উৎকোচদ্বারা বশীভূত করিয়া এই পুবৃত্তি লওয়াটিলেন, যে গত যুদ্ধে লোকদিগের প্রাপ্ত ভূমি সকল বিভাগ করণার্থে তুমি মহা সভায় লোকদিগের নিকটে ব্যবস্থা উত্থাপন কর; তাহাতে সভায় লোকেরা সম্মত হইলে তাহাদিগের ঐ ব্যবস্থা পুকাশ করিতে শপথ করাও। অতএব এই রূপ চাতুর্য্য চেষ্টাতে লোকেরা সম্মত ছিল, কিন্তু এমন হইলে যে রাজ্যের পুরাতন বিরোধ পর্যন্ত উপস্থিত হইবে, ইহা মিটেলস সেনাপতি জানিয়া সভায় লোকদিগের ঐ ব্যবস্থা অস্বীকার করণার্থে সচেষ্ট হইলেন। তাহাতে সভায় লোকেরা যে এমন ব্যবস্থা গৃহ্য করিবে না, পুথমতঃ এমন বোধ হইল বটে, কিন্তু অবশেষে তাহার মারিয়স সেনাপতির অনুরোধে সম্মত হওয়াতে সুতরাং মিটেলস সেনাপতির দেশান্তরে পুস্থান করিতে হইল।

পরে ইটালী সম্রাজ্যীয় রাজাছ লোকেরা রুমি প্রজাদিগের সম্মত
ক্রমতা প্রাপ্তিনিমিত্ত প্রার্থনা করাতে রাজ্যের মধ্যে একটি মহা
সংগ্রাম উপস্থিত হইয়া কখন বা কাহার জয় ও কখন বা কাহার
পরাজয় এই রূপে ক্রমিক দুই বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ হইতে লাগিল।
তাহাতে ঐ সংগ্রামে জয় পরাজয় উভয়েতেই যে রুমি লোকদিগের
পরাক্রম চূর্ণ হয়, ইহা বোধ হওয়াতে সভাস্থ লোকেরা যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত
ইটালী দেশীয় লোকদিগকে রুমি প্রজাতন্ত্র ক্রমতা প্রদান করিলেন,
এবং প্রথমতঃ যাহারা যুদ্ধহীনতে নিবৃত্ত হইল, তাহাদিগকেও ঐ
ক্রমতা প্রদানে স্বীকৃত হইলেন, এ প্রকার করাতে পরস্পর যুদ্ধ নি-
বৃত্ত হইয়া সুতরাং রাজ্য স্থির হইল।

তদনন্তর যে সময়ে রুমি লোকেরা আশিয়া দেশীয় রাজগণের
মধ্যে মিথ্রিডেটিশ নামে মহাবল পরাক্রান্ত এক ব্যক্তির সহিত সং-
গ্রামের উদ্যোগ করিলেন; তৎকালে কাপাডোশিয়া নামে ও বিথিনী
ও পোশ ও মাসিডন এবং সমুদয় গ্রীক দেশ এই সকল দেশ ঐ রাজার
রাজ্য ভুক্ত ছিল, এতন্নিমিত্তে রুমি লোকেরা সর্বসম্মতি পূর্বক শিলা-
নামক ব্যক্তিকে দেশাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিয়া ঐ সংগ্রামের সেনা-
পতি করিলেন। আর তিনি বিষয় সুগভোগ ইচ্ছুক হইলেও তথাপি
অধিক যশ আকাঙ্ক্ষা প্রযুক্ত সর্বপ্রিয় হওনার্থে তাবতের সহিত
পুণ্য রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন। অধিক কি লিখিব, তিনি আপনার
স্থূল বুদ্ধি প্রযুক্ত প্রকৃত কোন গুণ না থাকাতে যে কোন ব্যক্তির স-
হিত সাক্ষাৎ হইত, তাহার ভাল মন্দ ইচ্ছা ও চেষ্টা দেখিয়া আপ-
নিও তদনুরূপ ভাল মন্দ কর্ষ করিতেন। এমন হইলেও কিছু তথাপি
তিনি রুম রাজ্যের পূর্ব সংগ্রামে আপন নৈপুণ্য প্রকাশ করাতে রুমি
লোকেরা ঐ আশিয়া দেশীয় সংগ্রামে মারিয়স সেনাপতিকে
নিযুক্ত না করিয়া তাহাকে সেনাপতি নিযুক্ত করিল।

অপর ঐ শিলা সেনাপতি কোন সময়ে দেশান্তর থাকাতে এখানে
মারিয়স সেনাপতি সল্লিসিয়স নামক বিচারকর্তাকে সহায় করিয়া

অনুরোধ করাতে এই রাজ নিয়ম বাহির হইল, যে ইটালী দেশস্থ লোকেরা অন্যান্য জাতিদিগের পশ্চাৎ না আসাইয়া তাবৎলোক এককালে সম্মতি অসম্মতি জানাইবে, এবং মিথ্রিডেটশ রাজার সহিত যুদ্ধে শিলা সেনাধ্যক্ষ না হইয়া মারিয়স ব্যক্তি সেনাপতি হইয়া গমন করিবে। এই পুকারে রাজ আজ্ঞা পরিবর্ত্ত হইলেন শিলা সেনাপতি মারিয়সের আজ্ঞাবহ হইতে স্বীকৃত হইল না। তাহাতে তাহার আজ্ঞাকারি সৈন্যগণ প্রভুপদগুহক এই আগত সেনাপতিকে নষ্ট করিয়া আপনাদের সেনাপতিকে এই কথা কহিল, যে তুমি আমাদিগের অধ্যক্ষ হইয়া বিপক্ষদিগের প্রতিফল প্রদানার্থে রুম নগরে গমন কর। তাহাতে এই শিলা সেনাপতি স্বভাবতঃ ঘেঘী পুষ্ট জাতক্রোধে তাহা স্বীকার করাতে সৈন্যগণও রাগাক্ত হইয়া তাবৎ বিপক্ষদিগকে সংহার করিতে দ্বির করিল। এমন হইলে নগর রক্ষক ব্যক্তি এই সকল সমাচার শ্রবণ করিয়া তাহার আগমনের নিবারণার্থে স্ব সৈন্যে শুলী বদ্ধ হইয়া বাহির হইলেন। এবং সভ্য লোকেরাও এই শিলাকে নগরের পাঁচ কোণের মধ্যে আসিতে নিষেধ আজ্ঞা দিলেন বটে, কিন্তু তথাপি এই শিলা সেনাপতি এসকল অপেক্ষা না করিয়া ঋদ্ধ হস্ত হওতো দেশাক্রমণের ন্যায় এই নগরের সিংহ দ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করিল। এ পুকার বিপদ উপস্থিত হইলে মারিয়স সেনাপতি এবং তৎপক্ষীয় লোকেরা প্রাণভয়েতে স্থানান্তরে পলায়ন করিল। এই রূপে শিলা সেনাপতি আপন বিপক্ষ নিরাকরণ করিয়া তৎকালে আপন শূন্যনগর বোধ হওয়াতে তিনি পুনর্বার এই মিথ্রিডেটশ রাজার সহিত সংগ্রাম করিতে যাত্রা করিলেন।

অপর এই রূপে শিলা সেনাপতি নির্বিপক্ষ নগর করিলেন বটে, কিন্তু তৎকালে রুম রাজ্যের মধ্যে যে কর্নেলিয়স সিনা নামে তাহার এক জন পূর্বল প্রতিযোগির বন বিক্রমাদি দিনে ২ লক্ষ পক্ষীয় হস্ত সেনার নগর বৃদ্ধি পাইতেছিল, অনুমান হয় যে শিলা সেনাপতি

তাহাকে বিমুক্ত হইয়াছিলেন; এই ব্যক্তিকুলীন বংশোদ্ভব হইলেও তথাপি স্বাকার্য সাধনার্থে সাধারণ লোকদিগের সহিত পুণর পূর্বক সর্বাদি থাকিতেন। তিনি অতিশয় একমুখী ও অবিবেচক ছিলেন, এবং প্রচণ্ডরাগী ও হতবুদ্ধি এবং ভয়শূন্য যোর উৎসাহমী ছিলেন। আর তাহার যশ প্রাপ্তার্থে অতিশয় অকিঞ্চন প্রযুক্ত ক্রমে ২ সুখ্যাতি লইতে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না। অতএব শিলা সেনাপতি নানাচেষ্টাতে ব্যাপিত হইলেও তথাপি সে ব্যক্তি দেশাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইয়া কুলীন লোকদিগের পক্ষে পূর্বস্থাপিত ব্যবস্থা সকল লোপকরণার্থে সচেষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু শিলা সেনাপতির দলভুক্ত লোকেরা তদ্বিষয়ে নিতান্ত বাধা জ্ঞান্যতে তাহার সে সকল অকিঞ্চন নিযুক্ত হইয়া উঠিল।

তদনন্তর এমন হইলে শিলা সেনাপতি নানা প্রকারে বিস্তর ধন ও সৈন্যাদি সংগৃহ করিতে লাগিল, তাহাতে তাবৎ সেনাধ্যক্ষ এই সেনাপতির পক্ষ হওয়াতে উভয় পক্ষ ভিন্ন যে সকল সভ্য লোক ছিল, তাহারাও তাহার গণীভূত হইল; আর মারিয়স সেনাপতি যে পুত্র সমভিব্যাহারে লইয়া তাহার যুদ্ধের সাহায্যার্থে আসিতেছেন, ইহাতে এই শিলা সেনাপতি সর্বপ্রকারে আপনার মৌজাগা জ্ঞান করিলেন। ফলতঃ এই মারিয়স সেনাপতি সত্তরি বৎসর বয়ঃক্রমের মধ্যে ছয় বার দেশাধ্যক্ষ হইয়া অনেক ২ বার সংগ্রাম জয় হইলেও তথাপি লোকেরা তাহাকে দেশান্তর করিতে তিনি শঙ্কিত হওনের ভয়প্রযুক্ত বহু দিবসাবধি নিগদিগন্তরে ভ্রমণ করিতে ছিলেন; কিন্তু শেষে এমন বিপদ ঘটিল, যে এক দিন চতুর্দিকে শত্রুর আগমন দেখিয়া মিনটর্নী দেশীয় বৃহজ্জলার পক্ষেতে সমস্ত রাতি তাহার লুক্কায়িত হইয়া থাকিতে হইল। পরদিবস প্রভাতে শত্রু হস্তহইতে মুক্ত হওনার্থে কোন প্রকারে কোন কাহাজে গমন করিবার নিমিত্তে সমস্ত জীরে প্রস্থান করিলেন বটে, কিন্তু সে স্থানে এমন বিপদ ঘটয়া উঠিল, যে তদদেশস্থ লোকেরা তাহাকে হস্তগত করিয়া

পৃথগেতে তাহার গল বেশ বন্ধন পূর্বক এই সর্বভায়ে কর্মের সহিত
 নিকটবর্তি কোন নগরে প্রেরণ করিয়া কারাগারে বদ্ধ করিল।
 অনন্তর কিয়দিনাবসানে তত্ত্বগরহ লোকেরা রমি সভাহ লো-
 কদিগের আজ্ঞানুসারে এই মারিয়স সেনাপতিকে বধ করণার্থে সিঙ্কি-
 য়া দেশীয় এক জন ক্রীত দাসকে কারাগারে প্রেরণ করিল। তাহাতে
 যখন এই বন্দ্য লোক খড়্গহস্ত হইয়া কারাগারের দ্বারে প্রবেশ করিল,
 তখন এই সেনাপতির বিকট মূর্তি ও ভয়ঙ্কর গভীর কথা শুনিয়া
 ভয়েতে কাষ্ঠের ন্যায় স্তম্ভ হইল। এমন হইলে এই সেনাপতি তাহাকে
 জিজ্ঞাসা করিলেন, যে কেয়ল মারিয়সকে বধ করণের উদ্দেশ্যে এতা-
 দ্ধ সাহস কি তোমার আছে? তাহাতে এই ব্যক্তি বিক্রম প্রকাশ
 পূর্বক উত্তর করানুরে থাকুক, আরো ভয়েতে অবাক হইয়া অল্প পরি-
 ভাগ পূর্বক বেগে পলায়ন করিল। আর নিজ কর্তাদিগের নিকটে
 গিয়া কহিল, যে মহাশয়, কাহারো এমন সাহস নাই, যে এই ব্যক্তিকে
 বধ করিতে পারে। এমন হইলে তখন তত্ত্বগরহ লোকেরা এই দাসকে
 এতাদৃশ বিষয়াপন্ন ও ভীত দেখিয়া কারাহ ব্যক্তি যে দেবানুগৃহীত
 লোক, ইহা বোধ হওয়াতে তাহাকে কারাহইতে মুক্তি প্রদান পূর্বক
 দেশান্তর গমনার্থে এক খানি জাহাজ প্রদান করিল। এই প্রকারে মারি-
 স সেনাপতি তথাহইতে উদ্ধার পাইয়া জাহাজ আরোহণ পূর্বক
 কাথের নগরীয় আফ্রিকা দেশে গিয়া উত্তরিলেন বটে, কিন্তু তিনি
 পূর্বে তদেশীয় রাজার যথেষ্ট উপকার করিলেও তথাপি সে ব্যক্তি ২৭-
 কালে তাঁহাকে সে স্থানহইতে প্রস্থান করিতে আজ্ঞাদিল; অতএব
 সূতরাং পুনর্বার গিয়া তাহার এই জাহাজে আরোহণ করিতে হইল।
 এইরূপ শত্রু ভয়েতে কৃত্রাপি উত্তরিতে না পারিয়া শিশির কালে এই
 জাহাজে বাস করিতে আপন পুত্রের সাক্ষাৎ পাইলেন; সে ব্যক্তি
 আফ্রিকা দেশীয় এক জন রাজার শরণাগত হইলেও তথাপি সে
 স্থানে আশ্রয় না পাইয়া কোন প্রকারে পিতার সমীপে উপস্থিত
 হইলেন। এমন সময়ে রম দেশীয় শিলা সেনাপতির সহিত যে

শিনা অধ্যক্ষ যুদ্ধের উদ্যোগ করিতেছে, এই সমাচার পাইয়া তাঁ-
হারা পিতাপুত্র্যে তাহার সহিত যোগ করণার্থে অবিলম্বে প্রস্থান
করিলেন। এই পুকারে মারিয়স সেনাপতির আগমন সম্বাদ শুনিয়া
শিনা অধ্যক্ষ কতক গুলীন লোক পাঠাইয়া যথেষ্ট অভ্যর্থনা পূর্বক
তাহাকে আনয়ন করিলেন। পরে মারিয়স সেনাপতি যথেষ্ট সৈন্য
সংগৃহ পূর্বক রুম রাজ্যের নিকটবর্তি একটি পর্বতোপরি গিয়া শিনা
অধ্যক্ষের সহিত যোগ করাতে ঐ শিনা অধ্যক্ষ ততুলা সৈন্য সংগৃহ
করিয়া ঐ এক স্থানে উভয়েই গিয়া রহিলেন। আর উভয়ের অস্ত্র-
করণের জাত ক্রোধ প্রযুক্ত রুম নগর নিজ ২ জন্ম স্থান হইলেও
তথাপি ঐ নগর বেটন করিয়া আক্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন।

পরে সভাস্থ লোকেরা এবং দেশাধ্যক্ষেরা ঐ দুই সেনাপতির
এতাদৃশ ভয়ানক কন্ঠের চেষ্টা দেখিয়া এক পুকার নিরাশ হইয়া
কেবল তাহাদিগের বশ্যতা স্বীকার করণ ব্যতিরেক যে আর কোন
উপায় নাই, ইহা নিতান্ত বোধ হওয়াতে তাহাদের নিকটে এক
জন দূতদ্বারা এই কথা কহিয়া পাঠাইলেন, যে তোমরা নিজ দেশ
নষ্ট না করিয়া অহিংসা ধর্মেতে নগরমধ্যে আগমন কর, ইহাতে
আমরা তোমাদিগের আজ্ঞানুসারে চলিব। এ পুকার মিনতি বাক্য
কহিলেন, কিন্তু তথাপি মারিয়স সেনাপতি সে কথা তুচ্ছ বোধ
করিয়া মহা ক্রোধেতে আত্ম বিপক্ষদিগকে বধ করিতে লাগিল,
এবং রাজ পথি মধ্যে বিস্তর ২ সভাস্থ মহল্লোকদিগের মস্তক ছেদন
পূর্বক ঐ সকল মূণ্ড মঞ্চোপরি রাখিয়া শরীরকে কুস্তুরদিগকে প্রদান
করিতে লাগিল। আর এই পাষণ্ড দুরাত্মার বধকারি সৈন্য সকল
পুচণ্ড রাগোন্মত্ত হইয়া মার ২ শব্দেতে স্ব ২ পরিবারের সম্মুখে
তাহাদের পিতা মাতাকে ছোরাঘাতে বিনাশ করিতে লাগিল, এবং
মান্য স্ত্রী লোকদিগের বলাৎকারেতে সত্যি নষ্ট করণ পূর্বক তাহা-
দিগের সম্ভান সন্ততিদিগকে বলেতে হরণ করিয়া লইল। আর যা-
হারা ঐ দুরাত্মার এই পুকার সন্নিবাসকারি ক্রোধ সম্বরণ করাইতে

সচেষ্ট হইয়াছিল, তাহাদিগের যে স্ব সাফাতে প্রাণ হরণ করিয়া তাহা কেবল নয়, আরো নিরপরাধ ব্যক্তিদিগেরও প্রাণহত্যা হইল; অতএব এই রূপ আত্যাধিক ক্রোধ দেখিয়া শেষে তাহার আত্মীয় বন্ধুবর্গও ভয় প্রযুক্ত তাহার সম্মুখবর্তী হইতে সাহসী হইল না। পরে শিলা সেনাপতি কর্তৃক যে সকল ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছিল, মারিয়স সেনাপতি তাহা সমূলে উৎপাটন করিয়া নিজ সহকারের নিমিত্তে ঐ শিলা সেনাপতিকে দেশাধ্যক্ষ করিলেন, এই প্রকারে তাহার অভ্যুত্থানের প্রতিহিংসা ও উচ্চ পদাভিলাষ সম্পূর্ণ করিয়া নিজ জন্ম দেশ রুধিরেতে আধারিত করিয়া সত্তর বৎসর বয়ঃক্রমের অধিকেতে প্রাণত্যাগ করিলেন; কিন্তু তাহার এই মরণ যদ্যপি কিছু দিন পূর্বে হইত তবে লোকদিগের এই রূপ অমঙ্গলের বিষয় ঘটিত না।

পরে শিলা সেনাপতি স্ব দেশের এই সকল দুর্ঘটনা সমাচার প্রাপ্ত হইয়া মিথ্রিডাটিশ রাজার সহিত সন্ধি পূর্বক রুম নগরস্থ নিজ বিপক্ষদিগের প্রতিফল প্রদানার্থে উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, তাহাতে শিলা অধ্যক্ষ শিলা সেনাপতির ঐ সকল উদ্যোগ ভঙ্গ করণার্থে নিজ সহকারি বালিরিয়স ফ্লাকস নামক ব্যক্তিকে বিস্তর সৈন্য অধ্যক্ষ করিয়া ঐ মিথ্রিডাটিশ রাজার সহিত সংগ্রামার্থে আশিয়া দেশে পাঠাইলেন বটে, কিন্তু ঐ সকল সৈন্যেরা বালিরিয়স অধ্যক্ষের হস্তবশতা ত্যাগ করিয়া ঐ শিলার অধীন সৈন্যদিগের সহিত যোগ করিল। তাহাতে শিলা অধ্যক্ষ অবিবেচনা পূর্বক লোকদিগের সহিত ঘোরতর বন্দ করিতে ঐ অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে সৈন্য মধ্যে কুচক্রের দল হইয়া মহা একটি উপপ্লব হইয়া উঠিল। এমন হইলে তিনি যখন ঐ বিরোধ সান্ত্বনা করিতে গমন করিলেন, তৎকালে কোন ব্যক্তি কর্তৃক বর্ষাঘাতে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

অপর এই প্রকারে স্ব রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ হওয়াতে যে কি লক্ষ্যত দুর্গতি হইল, তাহা ইটালী দেশের আদ্যন্ত সীমার মধ্যে

সময় লোকেই বিশেষ রূপে জানিতে পারিলেন। সে যাহা হউক, পশ্চাৎ ঐ শিলা সেনাপতি তাহার যাত্রার সুযোগ পাইয়া বুণ্ডুবিয়ম নামক নগরে উপস্থিত পূর্বক মহান্ উপাধি প্রাপ্ত হে পদ্মী নামক সেনাপতি, তাহার সহিত এবং মারিয়স সেনাপতির দ্বন্দ্ব হইতে রক্ষা প্রাপ্ত যে সকল সৈন্য, তাহাদিগের সহিত যোগ করিয়া পূর্ব দেশ হইতে আনিত যে সকল লুণ্ঠিত ধনাদি, তাহা নির্ভয় রূপে জলবৎ বিতরণ পূর্বক ফরাশীয় অসভ্য লোকদিগকে এবং ভিন্ন দেশ দেশান্তরীয় লোকদিগকে নিজ পক্ষে আনয়নার্থে সচেষ্ট হইলেন। এমন হইলে কার্বো নামে এবং কনিষ্ঠ মারিয়স নামে এই দুই জন দেশাধক্ষ স্থাপিত হইলে পর উভয় পক্ষীয় লোকেরা ভীত ক্রোধে ও হিংসাতে উদ্ভততুল্য হইয়া যোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল, তাহাতে মারিয়স সেনাপতির বহু সংখ্যক সৈন্য প্রাণিলেও উদ্ধাপি শিলা সেনাপতির সৈন্যগণ রণবিষয়ে নিপুণ প্রযুক্ত প্রায় জয়যুক্ত হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু এদিকে সামনাইট দেশীয় সৈন্যগণ কতক গুলীন রুমি সেনাপতিকে অধ্যক্ষ করিয়া এবং স্ব দেশীয় টেলসাইনস্ নামে সেনাপতির সহিত গুপ্ত ভাবে গমন পূর্বক বেগেতে শিলা সেনাপতি ও পদ্মী সেনাপতির দল উত্তীর্ণ হইয়া হঠাৎ রুম নগর আক্রমণ করিল। তাহাতে রুম নগরস্থ লোকেরা স্ব স্ব সর্ব্ব রক্ষার্থে অতি দৃঢ় সাহস পূর্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল বটে, কিন্তু হঠাৎ তাহাদিগের সেনাপতির বহু হওয়াতে তাহারা ভরসাশূন্য হইয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইল; এমন সময় শিলা সেনাপতি ঐ ভীত সৈন্যদিগের সাহায্যার্থে হহকার শব্দ পূর্বক উপস্থিত হইলে উভয় লোকেতে যোরতর-তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। এইরূপে প্রত্যন্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধ করত শেষে শিলা সেনাপতি জয়যুক্ত হইয়া রণস্থলে গিয়া দেখিলেন, যে উভয় পক্ষীয় পক্ষাশ সহস্র সৈন্য প্রাণত্যাগ পূর্বক রণস্থায়ী হইরাছে; এবং তদ্বধ্যে মারিয়স সেনাপতিও প্রাণত্যাগ

করিয়াছে। এমন হইলে শিলা সেনাপতি নিম্নকটকে রুম নগরে গিয়া যেহা পূর্বক রাজ কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। ইহাতে ইতিহাসবেত্তারা লিখেন, যে শিলা সেনাপতি যদ্যপি এই দুই জয়ের পর বিবৃতি পূর্বক পুনর্ভাগ করিতেন, তবে লোকদিগের সর্বমত প্রকারে ভাল হইত; কেননা পঞ্চাৎ এই ব্যক্তি এমন দুর্য্যভাচরণ করিতে লাগিলেন, যে তাহাতে নগরস্থ লোকেরা স্থির হইতে পারিল না। অর্থাৎ এই সংহারক সময়হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত যে আট হাজার সৈন্য ছিল, তাহারা এই জয়ি সেনাপতির বশতা স্বীকার করিলেও তথাপি এই সেনাপতি তাহাদিগের মাস্ দেবতার প্রান্তর মধ্যবর্তি একটি বৃহদ্বৃক্ষমধ্যে বদ্ধ করিয়া পুণ্ড দগু করিল, এবং বিপক্ষ লোকদিগের পুত্র পৌত্রাদিদিগকে পদচূত করিয়া রাজ-বিষয়ক ক্রমতা শূন্য করিল। আর চল্লিশ হাজার সভ্য লোক, ও ষোল শত সম্ভ্রান্ত লোক, এবং তন্নিম্ন রুম দেশীয় অসংখ্য ভাগ্যবান লোক এই সকল লোকদিগের প্রত্যেকের সর্ব্ব বস্তুতে হরণ করিয়া যে স্থানে পদহইতে দূর করিল তাহা কেবল নয়, আরো এই সকল লোককে যে ব্যক্তি আশুর দিবে তাহাকেও এই সকল দগু দিতে আজ্ঞা প্রকাশ করিল। ফলতঃ এই দুরাত্মা এই আজ্ঞা প্রকাশ করিল, যে এই সকল লোকদিগকে যে ব্যক্তি বধ করিবে সে ব্যক্তি প্রত্যেক লোকের হিসাবে দুই ২ কিকর রূপা পাইবে; অতএব এই একটি লেভের আশা পাইয়া ক্রীত দাস সকল নিজ ২ ভর্তাকে বধ করিয়া এবং পুত্রগণেরা নিজ ২ পিতা মাতাকে বিনাশ করিয়া রক্ত চিহ্নিত হস্তের সহিত এই দুরাত্মার নিকটে আসিয়া পুরস্কার প্রার্থনা করিতে লাগিল।

আর এইরূপে শিলা সেনাপতি যে কেবল নিজ বিপক্ষ লোকদিগকে সংহার করিয়া মন্দের আভ্যর্থন দূর করিলেন, এমন নয়, নৈমাদিগের যে সকল বিপক্ষ ছিল তাহাদিগকেও এইরূপে বিনাশ করিতে অনুমতি দিলেন। তাহাতে কাহারো দ্বন্দ্ব আছে এমন নহে।

কতি হইলেনই তাহার এই দণ্ডভাগ করিতে হইত; অতএব তৎকালে
এ বিমিত্তে কাহারো কিছু ধন থাকিলেনই সে সর্বদা সশঙ্কিত
হইয়া থাকিত। আর বিশেষতঃ মারিয়স সেনাপতির ভ্রাতার পুত্র
তাহার এমন বজ্রাঘাত স্বরূপ জোখ দৃষ্টি পড়িল, যে তাহার চক্ষুর
উৎপাটন পূর্বক ক্রমে হস্ত পদাদি ছেদন করিয়া প্রাণ দণ্ড করিতে
আজ্ঞা দিল। অতএব অধিক কি লিখিব, এই পাণ্ডিত্যের দৌরাভ্যাস
বিষয় শ্রবণ করিলে যাহার শরীরে দয়ার কণিকা মাত্র আছে, সে
ব্যক্তিও তাহাকে থিঙ্কার না মিয়া নিরস্ত হইতে পারে না। আর
এই রূপ দুঃখটন। যে কেবল রুম দেশে ঘটিয়াছিল এমন নয়, তাবৎ
ইটালী দেশেতেই এক প্রকার দুর্যোগ হইতে লাগিল। কলতঃ এই
পাষাণ সৈন্যাদিগের বেতন দিবার নিমিত্তে ছল করিয়া সমুদয়
দেশ প্রদেপ উচ্ছিন্ন করিতে লাগিল। এমন হইলেও তথাপি সৈন্য-
গণ তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া এই দুরাভ্যাসকে আরো অধিক দৌ-
রাভ্যাস করণে প্রবৃত্তি জন্মাইতে লাগিল। সে যাহা হউক, কিন্তু জুলি-
য়স কাইসার নামে শিলা সেনাপতির জামাতাকে প্রাণের সহিত
নষ্ট করিল না বটে, কিন্তু তথাপি তাহাকে মারিয়স সদৃশ বিপক্ষ
কহিয়া দোষী করিল। এই রূপে রুম নগরে ভয়ানক রক্তশোভ
বহিলে পর শিলা সেনাপতির ছলদ্বারা এই সকল উৎকট দৌরা-
ভ্যাসকে লোকদিগের যথার্থ বোধ করণার্থে আপনি দেশাধ্যক্ষ
হইল; অতএব সেই পর্যন্ত রুম নগরে এই রূপে ক্রমে রাজ কর্তৃত্ব
ও কুলীন কর্তৃত্ব এবং সাধারণ কর্তৃত্ব হইয়া অবশেষে এক জনের
আধীনে রাজকর্তৃত্বাদি সম্মত হইতে লাগিল।

তৎকালের এই শিলা সেনাপতি তিন শত সমুদ্র লোকদিগকে
সভাভর্তি করিয়া দুশ হাজার ক্রীত দাসদিগকে সাধারণ লোকের
মধ্যে বিক্ৰয় করিলেন। আর তিনি এই সকল কর্ম করিলেন বটে,
কিন্তু সেবে এমন একটি আশ্চর্য্য কর্ম করিলেন, যে তাহা দেখিয়া
লোকেরা চমৎকার বোধ করিল, অর্থাৎ তিনি এই রূপ দুঃসাহসী

ও বিপদগুহু হইয়া যে সর্বাধাক্রপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা
 যেচ্ছাধীন অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া তাবলোকদিগের সমীপে
 আপনি বিচারিত হইতে স্বীকৃত হইলেন; তাহাতে তাবলোকের
 দ্বারাক্রান্তে আপনি পদচ্যুত হইয়া তৈনাত্তি সেনা সকলকে বিদায়
 পূর্বক একাকী সভাগৃহমধ্যে ইতস্ততো গমনাগমন করিতে লাগিলেন।
 পরে সূর্যাস্ত সময়ে নিজগৃহের পুতি গমন করিলেন। এরূপ হইলে
 নগরস্থ সমুদয় লোক আশ্চর্য্যজ্ঞানে অবাক হইয়া তাহার
 পশ্চাৎ গমন করিল, তাহাতে আরো একটি আশ্চর্য্য বোধ হইল
 এই, যে তিনি তাবলোকের পুতি এইরূপ লাঞ্ছনা করিলেও তথাপি
 তৎকালে এক জন যুবা পুরুষ ব্যতিরেক আর কেহ তাহার পুতি দো-
 যারোপণ করিল না; তাহাতে তিনি ঐ যুবাকে উত্তরের অযোগ্য ক্ষুদ্র
 শত্রু বোধ করিয়া লোকদিগের নিকটে এই কথা কহিলেন, যে এই
 পুকার দুষ্কের নিন্দনীয় কথাতে বোধ হয়, যে অদ্যাবধি এতাদৃশ
 পদ কেহ পরিত্যাগ করিবে না। সে যাহা হউক, কিন্তু ঐ ব্যক্তি যে
 কি নিমিত্তে ঐ অধাক্রপদ ত্যাগ করিল, তাহা লোকদের বুদ্ধির
 অগম্য হইলেও লোকেরা নানা পুকার অনুমান করিতে লাগিল;
 অর্থাৎ কেহ কহিল অনুভব করিল এই, যে তিনি কেবল নিজ গরিমাতে
 ঐ পদ ত্যাগ করিলেন, আর কেহ কহিল যে কোন নিগূঢ় চাতুর্য্য
 প্রযুক্ত, এবং কেহ কহিল যে তিনি লোকদিগের ভয় ও মনোর-
 ঞ্জন কথাতে তৃপ্ত হইয়া এইরূপে দেশের হিতচ্ছাদ্যরা আত্ম
 প্রশংসা প্রার্থনা করিতেছেন, আর কেহ কহিলেন যে তাহা
 নয়, তিনি কেবল শত্রুহইতে গুপ্ত মরণের ভয়েতে নিজ পদ ত্যাগ
 করিয়া লোকদিগের হিংসাহইতে মুক্ত হইলেন। সে যাহা হউক,
 কিন্তু তিনি পদ ত্যাগ করিলেও তথাপি লোকেরা যে যেচ্ছাধীন
 তাহাকে পুনর্বার ঐ পদে নিযুক্ত করিবেন এমন বোধ করিলেন।
 আর মরণের পূর্বে নিজ কবরে এই লিখিয়া রাখিলেন, যে

বন্ধু লোকদিগের উপকার করণে এবং শত্রুদিগের অপকার করণে আমার সদৃশ লোক আর কেহ হয় নাই।

তদনন্তর উভয় পক্ষীয় লোকদিগের পরস্পর বিচ্ছেদানন্তর বহু দিবসাবধি ধূমায়মান হইতেছিল বটে, কিন্তু এই ক্ষণে শিলা সেনাপতির মৃত্যু রূপ প্রবল বায়ুর আগমনেতে তাহা দোধূয়মান শব্দে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাহাতে কাটলস নামে এবং লিপিডস নামে যে দুই জন অধ্যক্ষ উভয় পক্ষের পুত্রোক দলে এক জন ছিলেন, তাহার মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তি শিলা সেনাপতির স্থাপিত ব্যবস্থা সকল লোপ করণে এবং মারিয়স সেনাপতির পক্ষীয় দেশ-চ্যুত লোকদিগের পুনরাবস্থান করণে অভিলাষ করিলে পর, কাটলস নামে অধ্যক্ষ তদ্বিষয়ে সম্মত না হইয়া বহুবিধ চেষ্টাতে এমন সফলা বাধা দিলেন, যে তাহাতে লিপিডস অধ্যক্ষ দেশ পরিত্যাগ করিয়া সার্ডিনিয়া দেশে পালায়ন করিলেন। আর এই রূপে আপনার সমুদয় চেষ্টা নিম্নলি হওয়াতে তিনি অত্যন্ত মনঃক্লম্ব হইয়া শেষে দুর্ভাবনাতে প্রাণত্যাগ করিলেন।

অপর এই রূপে লিপিডস অধ্যক্ষের কাল প্রাপ্তি হইলেও তথাপি তৎপক্ষীয় লোকেরা বিপক্ষ লোকদিগের বৈরতাচরণে নিরন্তর সচেতন থাকিল ; বিশেষতঃ তৎপক্ষীয় মারিয়স সেনাপতির শিক্ষিত সের্টোরিয়স নামে এক জন প্রবল বৃদ্ধ যোদ্ধা স্প্যানিয়া দেশে ছিলেন, তিনি পরিমিতাচারী এবং দয়ালু অশ্বচ সাহসী ছিলেন। আর বোধ হয় যে রণবিদ্যাতে তাহার সদৃশ সেনাপতি আর কেহ ছিল না। তাঁহার দেশান্তর গমনের কারণ এই, যে মারিয়স সেনাপতির দল ভঙ্গ হইলে পর যখন তিনি শিলা সেনাপতির হস্তগত হইয়াছিলেন, তৎকালেই সেনাপতি তাঁহাকে ধীরে জান করিয়া নষ্ট করিল না বটে, কিন্তু অল্প দিন বাদে তাহা দুষ্টবৃত্তি বোধেতে মনস্তাপ করিয়া পুনর্বার বলেতে তাঁহার সর্ব্ব্ব হরণ করিয়া তাঁহাকে নষ্ট করিতে

উদাত্ত হইলে সুতরাং প্রাণরক্ষার্থে তাঁহার দেশান্তরে পলায়ন করিতে হইল; তাহাতে তিনি প্রথমে আফ্রিকা দেশে এবং ভূমধ্যস্থ সমুদ্র-ভীরে গিয়া বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শেষে স্লামিয়া দেশে গিয়া বসতি করিলেন। পরে ঐ দূরাঙ্গা শিলা সেনাপতির হৃদহইতে পলায়িত ব্যক্তি সকল ক্রমে তাহার সন্নিহিত গমন করিলে পর তিনি সে স্থানে একটি রাজসভা প্রস্তুত করিয়া ঐ সভাধারা নিকটস্থ প্রদেশ সকলের উপর কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। আর ঐ সেটোরিয়স সেনাপতি রুমি লোকদিগের সহিত ক্রমিক আট বৎসর পর্য্যন্ত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগের প্রাচীন বহু শিক্ষিত মিটলস্ নামক সেনাপতিকে পুনঃ এমন পরাস্ত করিতে লাগিলেন, যে তাহাতে অবশেষে রুমি লোকদিগের পম্পী নামক সেনাপতিকে উত্তম প্রবল যোদ্ধাগণের সহিত ঐ সংগ্রামে প্রেরণ করিতে হইল।

পশ্চাৎ এমন হইলেও সেটোরিয়স সেনাপতি এই দুই জন সেনাপতি কর্তৃক পরাস্ত হওয়া দূরে থাকুক, বরং পুনঃ জয় হইয়া শেষে ইটালী দেশ পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন বটে, কিন্তু অনশেষে পরপেনা নামে তাহার এক জন সেনাপতির দোষেতে ঐ সমুদয় উদ্যোগ বিফল হইয়া উঠিল; যেহেতুক ঐ সেনাপতি লিপিডস সেনাপতির অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া তাহার সহিত যোদ্ধা করিলে পর ঐ উভয় সেনাপতির মধ্যে পরস্পর একটি আন্তরিক বিচ্ছেদ হওয়াতে এক সময় ঐ পরপেনা সেনাপতি সেটোরিয়সকে ভোজনের নিমন্ত্রণ পূর্বক সমাদরেতে আনয়ন করিয়া তাহার সমভিব্যাহারে লোকদিগের বহু পান ভোজনেতে বিহ্বল করিয়া শেষে আক্রমণ পূর্বক ঐ সেটোরিয়স সেনাপতিকে বধ করিল; কিন্তু এই দুষ্কৰ্ম্মধারা তিনি আপনার সর্বনাশ আপনিই ঘটাইলেন, যেহেতুক সেটোরিয়সের সেনাগণকে পশ্চাৎ যথেষ্ট সমাদর করিতে তাহার সৎসহকারী হইলেও তথাপি তিনি পম্পী সেনাপতির সহিত সমরে

পরাজিত হইয়া শত্রু হস্তগত হইলেন। অতএব তাহার অধীনে যে সকল নগর ছিল, তাহাদিগের সূতরাং রুমি লোকদিগের বশতা স্বীকার করিতে হইল। আর পরপেনা সেনাপতি নিজ প্রাণরক্ষার্থে সমুদয় গুপ্ত কথা ব্যক্ত করণার্থে এবং রুমি মহাসভায় লোকদিগের বিস্তর লিপির সহিত সে.টারিয়স সেনাপতির সমুদয় কাগজ পত্রাদি প্রদানে স্বীকৃত হইলেও তথাপি পল্লী সেনাপতি তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া এই রাজ্যোহি সেনাপতির প্রাণদণ্ড করিতে এবং এই সকল কাগজ পত্রাদি অগ্নিতে তপ্ত করিতে আজ্ঞা দিলেন।

অনন্তর এই রূপ হওয়াতে পল্লী সেনাপতি লোকদিগের নিকটে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় ও মান্য হইয়া যৎকালে আল্পস্ নামক পর্বতশ্রেণী উত্তীর্ণ হইয়া রুম নগরে গমন করিতেছিলেন, তৎকালে পূর্বে ক্রাশস্ সেনাপতি ইটালী দেশে জয়ী হওন কালে তাহার প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছিল, এই সকল ক্রীত দাসদিগের সহিত সাক্ষাত হওয়াতে পল্লী সেনাপতি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন। আর তিনি মহাসভায় লোকদিগের পুত্রি এই নিবেদন পত্র লিখিলেন, যে আমি সংগ্রামকে সমূলে উৎপাটন করিয়াছি; অতএব এই প্রকারে মারিয়স সেনাপতি ও শিলা সেনাপতি এই উভয়ের রাজকর্তৃত্ব লোভেতে যে যুদ্ধ উঠিয়াছিল, তাহা এই ক্ষণে নিবৃত্ত হইল। এই উভয় পক্ষীয় লোকেরাই তুল্যরূপে নিষ্ঠুর এবং স্বার্থী ও অধম ছিল; অতএব তাহাদের যে কোন পক্ষের প্রশংসা করিয়া কোন পক্ষকে দোষী করিব, ইহা স্থির করিতে পার যাবনা।

অপর এই রূপে লোকদিগের দল বিদল জন্য যে কলহাদি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা তৎকালে নিবৃত্ত হইয়াছে, এমন বোধ হইল বটে; কিন্তু তথাপি রাজ্যের মধ্যে রাজকর্তৃত্ব গৃহণাকাঙ্ক্ষি অনেকে থাকিতে শিলা সেনাপতির তাবৎ কর্মের নিদর্শন দেখিয়া ক্রমে তাহাদিগের এই লোভের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আর তৎকালে পল্লী

এবং সেনাপতিক্রাশন্ সেনাপতি এই দুই জন জয়ী প্রযুক্ত লোকদিগের নিকটে অধিক প্রিয় ছিলেন ; কিন্তু তাহার মধ্যে পম্পী সেনাপতি রণবিদ্যাতে অধিক বিখ্যাত প্রযুক্ত ক্রাশন্ সেনাপতি তদ্বিষয়ে আপনাকে নূন বোধ করিয়া বিস্তর ২ ধন সঞ্চয় পূর্বক ঐ উচ্চ হওনের অভিলাষ পূর্ণ করণের অভিপ্ৰায়েতে লোকদিগের তুষ্টিনিমিত্ত অপরিমিত ধন ব্যয় করিতে লাগিলেন। আর অল্প দিন বাদে ঐ দুই জন সেনাপতির মধ্যে পরস্পর ঈর্ষাভাব হওয়াতে দেশের মঙ্গল জন্য না হইয়া কেবল আত্ম উচ্চাভিলাষ সঙ্গুর্ণার্থে পরস্পর উভয়ের উদ্যোগ ভঙ্গ করিতে উভয়েই সচেষ্ট হইলেন ; এ কারণ ক্রাশন্ সেনাপতি সমুদয় লোকদিগকে প্রীতি জন্মাবার নিমিত্তে এক সহস্র মেজ সুসজ্জিত করিয়া চর্যা চূষ্য লেহ্য পেষ চতুর্বিধ খাদ্য সামগ্ৰীদ্বারা যে তাহাদিগের পরিতোষে ভোজন করাইলেন তাহা কেবল নয়, আরো দ্বিজ লোকদিগের পরিবার পালনার্থে বিস্তর ২ ধান্য ব্যয় করিয়া নগরস্থ প্রায় অধিকাংশ লোকদিগকে তিন মাস পর্যন্ত ভরণ পোষণ করিতে লাগিলেন। আর এ দিকে পম্পী সেনাপতি করিলেন কি না, বিচারকর্তাদিগের পূর্বরীত্যনুসারে ক্ষমতা প্রদান করিয়া শিলা কৰ্তৃক সাধারণ লোকদিগের ক্ষমতা হ্রাসবিষয়ে যে ব্যবস্থা স্থাপিত ছিল, তাহা অম্বাধা করিতে সচেষ্ট হইলেন।

অপর এই প্রকার হইলে মানলিয়স নামে এক জন বিচারকর্তার উদ্যোগেতে এই একটি নূতন ব্যবস্থা স্থাপিত হইল, যে তাহাতে রুমরাজ্যের সমুদয় সৈন্যাগণ ও আশিয়া দেশীয় কৰ্তৃত্বের ভার এবং পাণ্টশ দেশীয় মিথ্রিডাটিশ নামক রাজা, ও আমিনিয়া দেশীয় টিগুানীস নামে রাজা, এই দুই রাজার সহিত সংগ্রামের ভার, এই সকল পম্পী সেনাপতির হস্তে সমর্পিত হইল ; এমন হইলে পম্পী সেনাপতি প্রায় স্বয়ং কর্তা হইয়া মিথ্রিডাটিশ রাজার সহিত সংগ্রামার্থে আশিয়া দেশে প্রস্থান করিলেন। আর সে স্থানে থাকিয়া রুমি-

কৃত সমুদয় যুদ্ধহইতে প্রধান এই যুদ্ধতে ক্রমে ২ কৃতকার্য হইতে লাগিলেন।

অপর ঐ পক্ষী সেনাপতি পুথুমতঃ মিথিডাটিশ রাজার সহিত সংগ্রাম না করিয়া বরং সন্ধি করণের মানস জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তাহাতে ঐ রাজা বারং পরাস্ত হওনের পর তৎকালে কিছু নিম্ন ক্ষতি সামলাইয়া সবল হওয়াতে সন্ধিবিশয়ে সন্মত না হইয়া সংগ্রামের কল্প স্থির করিলেন। ফলতঃ রুমি লোকদিগের যে আশ্রয়ানী দেশে দূর করিয়া চতুর্দিক বেষ্টিত পূর্বক খাদাদি আয়োজন অব্যবহার্য করিবেন, এই মনস্থ করিলেন বটে; কিন্তু ঐ উদ্যোগের ভঙ্গ হওয়াতে শেষে এমন বিপরীত হইয়া উঠিল, যে তাহাতে তাহাদের দূর করা দূরে থাকুক, শেষে আপনার দূরে পলায়ন করিতে হইল, আর যাহারা তাহার সহচর হইতে অক্রম হইল, তাহাদিগকে নষ্ট করিলেন। এমন দেখিয়া পক্ষী সেনাপতি বেগেতে তাহার পক্ষাৎ ২ ধাবমান হইলে ঐ রাজা ফরাৎ নামক নদী উত্তীর্ণ হইতে না পারাতে সূতরাং সে স্থানে যুদ্ধ আরম্ভ করিতে হইল। তাহাতে ঐ রাজার সৈন্যগণ রুমি লোকদিগের প্রবল পুচণ্ড বেগ নিবারণ করিতে অক্রম হইলে মিথিডাটিশ রাজা তাহাদিগের যথা সাধ্যানুসারে সাহস পুমান পূর্বক পুত্যাক্রমণ করাইতে সচেষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু কোন প্রকারে তাহার ঐ চেষ্টা ফলবতী না হওয়াতে ঐ রাজা পরাস্ত হইয়া যখন আপনাকে শত্রু কর্তৃক অবরুদ্ধ দেখিলেন, তখন করিলেন কি না আট শত অশ্বারূঢ় সৈন্যোক্ত বেষ্টিত হইয়া প্রাণপণ সাহসেতে আক্রমণ পূর্বক একটি পক্ষ করিয়া পূর্বে তাহার বশতাপন্ন ছিল যে কলচিব নামে রাজা, ঐ রাজার প্রতি বেগেতে পলায়ন করিলেন; কিন্তু সে স্থানেও পক্ষী সেনাপতি তাহার পক্ষাৎ ধাবমান হওয়াতে তিনি আরাক্ষিব নামক নদী উত্তরণ পূর্বক নানা প্রকার বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া মিথিডা নামক রাজ্যে

উপস্থিত হইলেন। আর তৎস্থানস্থ বন্য লোকদিগকে সঙ্গুহ পূর্বক তদেশীয় রাজাদিগকে রুমি লোকদিগের সহিত যুদ্ধার্থে প্রবৃত্তি জন্মাইতে লাগিলেন। আর ঐ রাজা এই পুকারে বিপদগ্রস্ত হইলেও তথাপি রুমি লোকদিগের প্রুতি দ্বেষভাব ত্যাগ না করিয়া বরং তৎ কালে আরো অধিক বিপক্কতা করিতে লাগিলেন। তাহাতে আশিয়া দেশে থাকিয়া এই মনস্থ স্থির করিলেন, যে ই উরোপে উপস্থিত পূর্বক আল্পস নামক পর্বত উত্তীর্ণ হইয়া হানিবল সেনাপতি যাদৃশ যুদ্ধ করিয়াছিল, আমিও রুমি লোকদের সহিত তদ্রূপ সঙ্গুহ করিব; কিন্তু এই মনস্থবিষয়ে আশিয়া দেশীয় সেনাগণ নিজ স্বামির অভিলাষেতে সম্মত না হওয়াতে ঐ অভিলাষ জনরব হওন প্রযুক্ত তাহার বিরুদ্ধে একটি দল হইয়া উঠিল, ঐ দলও ধিপতি তাহার পুত্র ছিলেন। এই পুকার দেখিয়া ঐ রাজা পলায়ন পূর্বক নিজ গৃহে লুক্কায়িত হইয়া থাকিতে তাহার ঐ পাষণ্ড সন্তান তাহাকে এই জ্ঞাত করাইল, যে এবার তোমার মরণ ব্যতিরেক আর কোন উপায় দেখিতেছি না; অতএব ঐ রাজা পুত্রের এই পাষণ্ডতা শুনিয়া স্বহস্তে বিষপান করিলেও তথাপি প্রাণ বিয়োগ না হওয়াতে শেষে কোন ফরাশিষ লোকের অন্ত্রঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন। ঐ মিশ্রিডাটিশ রাজা ক্রমিক পক্ষাশ বৎসর পর্য্যন্ত রুম রাজ্যে সহিত যুদ্ধ করিয়া অনেক বার নিজ লোকদিগের বি-
 শ্বক্ৰযাতকভাবে পড়িলেও তথাপি কোন উপায়েতে তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া রুমি লোকদিগের একটি মহাকণ্টক স্বরূপ হইয়া-
 ছিলেন।

তদনন্তর পম্মী সেনাপতি টাইমেনিস নামক রাজাকে স্বাধীন করিয়া সে স্থানে আর কোন বিষু না দেখিলে পর তথাহইতে সৈন্য সামন্তের সহিত প্রায় বন্যার জলের ন্যায় তাবৎ দেশ ব্যাপ্ত করিয়া গমন করিলেন। তাহাতে টরস নামক পর্বত উত্তীর্ণ হইয়া দেশ দেশান্তরীয় রাজাদিগকে স্বেচ্ছা পূর্বক পদস্থ ও পদচ্যুত করি-

তে লাগিলেন, বিশেষতঃ মেডিয়া দেশীয় ডারারস নামক ভূপাল-
কে এবং সিরিয়া দেশীয় আটাইকস নামে নৃপত্তিক বশতা স্বীকার
করাইয়া পার্শ্বিয়া দেশীয় ফেটিব নামক রাজাকে জয় পূর্বক
দূর করাতে সুতরাং তাহার ও সন্ধি প্রার্থনা করিতে হইল। এই
রূপে সমুদয় সিরিয়া দেশ ও পণ্টশ দেশ রুম রাজ্যের প্রদেশের
মধ্যে ভুক্ত করিলেন পর তিনি স্ব সৈন্যে পঞ্চপালের ন্যায় যিহুদা
দেশে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাতে সে স্থানে স্বৈচ্ছাধীন মহা-
যাজক পদগুহী যে আরিস্টবলস নামে ব্যক্তি, তাহাকে রিরশ-
লম নগরীয় মন্দিরেতে ব্রত করিয়া তিন মাস পর্য্যন্ত ঘোরতর সৎ-
গাম করিলেন পর শেষে জয়ী হইয়া ঐ মন্দিরের মহা পবিত্র স্থানে
উপস্থিত পূর্বক যাজক ভিন্ন লোকদিগের দর্শনে নিষিদ্ধ যে সকল বস্তু
তাহার পুতি কেবল এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। আর ঐ মন্দি-
রে বহুমূল্য ধনাদি থাকিলেও তদ্রূপ তাহা দর্শনও না করিয়া বরং
ঐ মন্দিরের পুতি মান্যতা করিয়া তথাহইতে প্রস্থান করি-
লেন।

পশ্চাৎ এই প্রকারে পম্মী সেনাপতি দিগ্বিজয় করিয়া রুম
নগরে প্রত্যাগমন করিলেন পর রুমি লোকেরা যে রূপ তাহার
জয়ের সমুদয় ক্রিয়া করিল, বোধ হয় এতাদৃশ সমারোহ ও ঘটনা
পূর্বক সমুদয় ক্রিয়া কেহ কখন দেখে নাই। ফলতঃ তৎকালে যে
পঞ্চদশ রাজা, ও আট শত নগর, আর এক হাজার দুর্গ, জয় করিয়া
ছিলেন, তাহার প্রত্যেকের নাম দীপদ্বারা লিখিত হইল। সে যাহা
হউক, পম্মী সেনাপতি এই দিগ্বিজয় করাতে রুম রাজ্যের এবং লোক
দিগের অহঙ্কারের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল বটে, কিন্তু রাজ্যের পরাক্রম
পূর্ণাপেক্ষা কিছুই বাড়িল না।

অনন্তর যৎকালে পম্মী সেনাপতি দূর দেশে গমন পূর্বক এই রূপে
নানা দিগেশ জয় করিতেছিলেন, ঐ সময় রুম রাজ্যের মধ্যে গোপব
ভাবে একটি কুচক্রির দল হওয়াতে ঐ রাজ্য প্রায় আসন্ন বিপদ-

গুপ্ত হইল; অর্থাৎ কিনা সর্বাংশ কাটালাইন নামে এক জন কুলীন বংশজাত তিনি ঐ কুচক্রিদিগের দলপতি ছিলেন। তিনি নিজ জন্ম-
 দেশ ধ্বংস করিয়া আপনাদিগের শ্রীবৃদ্ধি হেতুক সচেষ্ট হইলেন। ঐ ব্যক্তি
 অসমসাহসি কর্ম্মের উপযুক্ত লোক ছিলেন। আর তাহার এমন বক্তৃ-
 তাশক্তি ছিল, যে আপনি কু কর্ম্ম করিয়া পশ্চাৎ তাহা লোকদিগকে
 সৎকর্ম্মরূপে জানাইতে পারিতেন। আর তাহার লাল্পট্যরীতি প্রযুক্ত
 অপব্যয়েতে ক্রমেই নিজ পৈতৃক বিষয় সকল লোপ হওয়াতে ঐ
 কু কর্ম্মের খরচ পত্র না চলিলে পর সুতরাং ধনের নিমিত্তে শেষে
 তাহার লালায়িত হইতে হইল। তাহাতে দেশাধিকার পদ প্রাপ্তির
 নিমিত্তে দুইবার চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু শেষে ঐ চেষ্টা নিষ্ফল
 হওয়াতে ক্রোধ প্রযুক্ত অত্যন্ত রাগাক্ত হইয়া ঋণভাবে প্রায় ত্রিশ
 জন কুচক্রি লোকের সহিত যোগ করিয়া এই কুমন্ত্রণা স্থির করি-
 লেন, যে প্রথমতঃ সমুদয় ইটালি দেশে রাজবিরুদ্ধে একটি উপপ্লব
 করিয়া পশ্চাৎ ক্রম নগরের নানা স্থানে অগ্নি প্রদান করিব। আর
 ইজুরিয়া দেশ হইতে সেনা সমূহ সংগৃহ পূর্বক ঐ গোলমালের
 মধ্যে আসিয়া স্বকৃন্দে ক্রম নগর হস্তগত করিয়া সমুদয় সভাস্থ
 লোকদিগকে বধ করিব। এই প্রকার মনস্থ করিলে পর শিবরো
 নামক অধ্যক্ষ কোন প্রকারে ঐ কুচক্রিদিগের কুচক্রপনা জ্ঞাত
 হইয়া সাবধান পূর্বক ঐ উদ্যোগের বিঘ্ন জন্মাইতে লাগিলেন। আর
 ঐ লোকদিগের যে কি পর্য্যন্ত রাজ্য আঘাতের প্রতি চেষ্টা, তাহা
 সভাস্থ লোকদিগকে জ্ঞাপন করাইলেন। এমন হইলে ঐ সর্বাংশ কাটা-
 লাইন ব্যক্তি আপনাদিগের এই সকল কুমন্ত্রণা ব্যক্তি হইয়াছে জানিয়া
 ভয়েতে কতক স্ত্রীলোকের সহিত যে স্থানে আপনাদিগের
 দলস্থ মানলিয়স নামক ব্যক্তি সৈন্য সংগৃহ করিতেছিলেন, ঐ ইজুরিয়া
 দেশে পলায়ন করিয়া তাহারা তৎকালে প্রাণ রক্ষা করিলেন বটে,
 কিন্তু ইতোমধ্যে সভাস্থ লোকদিগের আজ্ঞাধারা লেটেলশ নামক

ব্যক্তি ও কাশিয়স নামক ব্যক্তি তন্নিম্ন আর কতক ধনীন লোক এই সকল লোকের প্রাণ দণ্ড হইল।

তদনন্তর কাটালাইন ব্যক্তি রুম নগরের মধ্যে নিজ সহকারি লোকদিগের যে গলদেশে পীড়নদ্বারা প্রাণ দণ্ড হইয়াছে, এই সমাচার পাইয়া ডয় প্রযুক্ত তথাহইতে আপানাইন পর্বতদ্বারা ফরাশীষ দেশে পলায়ন করিতে ছিলেন। ইতোমধ্যে মিটলস সেনাপতি সৈন্য সামন্তের সহিত তাহাকে পশ্চিমধ্যে চতুর্দিকে বেঁটন করাতে তিনি এই মহাশঙ্কটে পড়িয়া প্রাণপণে সংগ্রাম করিলেও তথাপি ঐ রণস্থলে দলের সহিত প্রাণত্যাগ করিলেন। অতএব তাহা-দিগের বিনাশ হওয়াতে রুম রাজ্যের প্রতি আর সেই বিপদ ঘটিল না এই নিমিত্তে সভাম্ লোকদিগের আজ্ঞানুসারে লোকেরা ঐ শিষরো দেশাধিকার সমীপে যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিল, এবং কেটো নামক ব্যক্তির যত্নদ্বারা তাহাকে দেশের পিতৃভৃত্য এই একটি উপাধি দিলেন। পরে অল্প দিনের মধ্যে দিগ্বিজয় করিয়া প্রত্যাগমন করাতে মহৎ উপাধি প্রাপ্ত যে পম্মী সেনাপতি, তিনি রুম রাজ্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক মান্য ছিলেন বটে, কিন্তু তথাপি বোধ হয় যে তাহার কর্তৃত্ব পদে অভিলাষ না থাকিয়া কেবল সেনাপতি পদবিষয়ক প্রশংসাতে সম্মুগ্ধরূপে ইচ্ছা ছিল, আর ক্রাশস সেনাপতি রাজ্যের মধ্যে সকলহইতে প্রচুর ধন-বান্ ও অধিক মান্যমান হইলেও তথাপি পম্মী অপেক্ষা তাহার মানের লাঘব ছিল, কিন্তু মহাসভামধ্যে পম্মী সেনাপতি অপেক্ষা ক্রাশস সেনাপতির অনেক আত্মীয় বন্ধু লোক ছিল, ঐ দুই জন সেনাপতিতে পরস্পর ভিন্ন চরিত্র ও চেষ্টা প্রযুক্ত বহুদিবসাবধি ক্রমিক বিচ্ছেদ হইয়া আসিতেছে। অনন্তর জুলিয়স কাইশর নামক সেনাপতি অল্প দিবসের মধ্যে ক্লানিয়া দেশহইতে রুম নগরে প্রত্যাগমন করিলেন; তিনি পূর্ব পুরুষানু-

ক্রমে খ্যাতিাপন্ন বংশজাত হইয়া চিরকাল সাধারণ লোকদিগের সপক্ষ হওয়াতে তাহাদিগের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন, অতএব লোকেরা তাহার স্তানিয়া দেশীয় ভয়ের যথেষ্ট সমুদয় ক্রিয়া করিল। আর তাহার দেশাধ্যক্ষ পদেতে সম্মূর্ণ অভিলাষ ছিল, এই কারণে পম্পা এবং ক্রাশাস এই দুই জন প্রতিযোগি সেনাপতির চেষ্টাতে যে আপনার মনস্কামনা সিদ্ধ হইতে পারে তাহার এমন বোধ হওয়াতে এই উভয় পরাক্রমি সেনাপতিদ্বয়কে পরস্পর মিলন করিয়া স্বপক্ষে আনয়নে চেষ্টাস্বিত হইলেন; তাহাতে অল্প দিনের মধ্যে পম্পা সেনাপতি তাঁহাকে রক্ষা করাতে পরস্পর সৌহৃদ্য জন্মিল। আর এই দুই জন সেনাপতির উভয়তঃ একত্র উদ্যোগের সম্মতি দেখিয়া তাহাদিগের এমন প্রবৃত্তি জন্মাইতে লাগিলেন, যে তাহাতে এই উভয় সেনাপতি পরস্পর বিবাদ মনহইতে দূরীকরণ করিল, এমন হইলে এই পরামর্শ স্থির হইল, যে তাহাদিগের উভয়ের সম্মতি ব্যতিরেক রাজ্যের কোন কন্ম হইতে পারিবে না। এই রূপে তিন জনের কর্তৃত্ব হইয়া রাজ্যের নিয়ম এক প্রকার নূতন হওয়াতে এই তিন জনের নাম প্রথম ত্রয়াধিপতি রাখা গেল।

এই প্রকারে রম রাজ্যের রাজশাসন বিষয়ে ত্রয়াধিপতি লোক ও সভাস্থ লোক এবং সাধারণ লোক এই তিন লোকেতে তিন দল হইয়া উঠিল, তাহাতে এই ত্রয়াধিপতি লোকেরা কোন মতে সভাস্থ লোকদের ক্ষমতার ন্যূনতা করিয়া আর সাধারণ লোক কর্তৃক উপাসনা প্রাপ্ত হইয়া স্বাধীন কর্তৃত্ব প্রাপ্তির চেষ্টা করিতে লাগিলেন; এই নিমিত্তে সভাস্থ লোকেরা কেবল তাহাদিগকে ভয় করিত, কিন্তু শেষে সাধারণ লোকদেরও ভয় করিতে হওয়াতে উভয় বিপক্ষের মধ্যে পড়িলেন; অতএব শিলা সেনাপতি কর্তৃক কুলীন লোকদের কর্তৃত্ববিষয়ক যে ব্যবস্থা স্থাপিত ছিল, তাহা পুনঃ স্থাপন করিয়া রাজ্য উদ্ধারার্থে উদ্যোগ পাইতে লাগিলেন। আর সাধারণ লোকেরা

সম্মুখাংশে রাজ্যমুক্তির নিমিত্তে বাণু ছিল বটে, কিন্তু তাহাদের বিবেচনা ত্রুটিতে এই হইল, যে সভাস্থ লোকদিগের রাজ্যমুক্তির বাধক বোধ করিয়া ঐ তিন জনের ইচ্ছার পোষকতা করিতে লাগিল, তাহাতে ঐ তিন ব্যক্তি তাহাদের পুতি সর্ব্ব প্রকারে ভরসা জনক মৌখিক পুতিজাহারা তাহাদিগকে ভুলাইতে লাগিল।

পশ্চাৎ এমন হইলে সভাস্থ লোকেরা কাইশর দেশাধ্যক্ষের অত্যাচারের বাধকতার নিমিত্তে বিবলস নামক কাহ্নিকে তাহার সহকারি পদে নিযুক্ত করিলেন; তাহাতে বিবলস অধ্যক্ষ যাহাতে সভাস্থ লোকদিগের ক্ষমতার উন্নতি হয় এমন চেষ্টা করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু শেষে আপনার উদ্যোগ সকল অনর্থক বোধ করিয়া অল্প দিনের পর তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত হইলেন। সে যাহা হউক এখানে কাইশর অধ্যক্ষ লোকদিগের পুতি জম্মাইবার নিমিত্তে নানা প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; বিশেষতঃ ত্রাপিক সম্মান বিশিষ্ট যে সকল দরিদ্র লোক, তাহাদিগকে কাল্পানিয়া দেশায় ভূমি সকল বিতরণ করণার্থে একটি নূতন ব্যবস্থার উত্থাপন করিলেন। আর পল্লী সেনাপতিকে দৃঢ় রূপে স্বপক্ষ করণার্থে তাহার সহিত জুলিয়া নামী নিজ কন্যার বিবাহ দিলেন, তাহাতে তাহার ঐ কন্যা ও মিকৈ ভাষাধারা পরস্পর অশ্ব ও আশ্রয়িতা করণে গুণবতী ছিলেন বটে।

পশ্চাৎ ত্রয়াদিপতি লোকেরা দূরস্থ রাজ্য লইয়া তিন জনে পরস্পর বিবাদ করিলে পর শেষে ঐক্য পূর্ব্বক আশ্রয় করিয়া পল্লী সেনাপতি কাল্পানিয়া দেশ লইলেন, ও ক্রাশস সেনাপতি দিরিয়া দেশ লইলেন, এবং কাইশর সেনাপতি ফরাশীষ দেশ প্রদেশাদি লইলেন, এই রূপে পরস্পর এক ২ দেশ লইয়া ততদ্দেশে প্রস্থান করণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন; কিন্তু শিবরো নামে ব্যক্তি যে রুমস্থ সাধারণ লোকদিগের ক্ষমতাপোষক ছিলেন তদ্বিমিত্তে তাহাকে পদচ্যুত করণার্থে কাইশর সেনাপতির পূর্বাধি মনস্থ ছিল; ঐ শিবরো ব্যক্তি সহতা ও রাজনীতিজ্ঞ হইয়া ও জানী ছিলেন, এবং

নীচ জাতি হইলেও তথাচ নিজ গুণেতে ক্ষুদ্র পদহইতে ক্রমেঃ সর্বাধিক উত্তম পদস্থ হইয়াছিলেন, একারণ কাইশর সেনাপতি দৌলত করিয়া লোকদিগের মধ্যে সম্ভ্রান্ত অথচ লম্বট এমন এক জন কুলীন লোকদ্বারা ঐ শিবরো ব্যক্তির দুর্নামে এই নালিশ করিলেন, যে যখন রাজ্যের মধ্যে কাটোলাইন সেনাপতি উপস্থিত করিয়াছিলেন, তৎকালে ঐ শিবরো ব্যক্তি তত্ত্ব উপস্থিত দমন করণের নিমিত্তে অনেকঃ রাজবিরুদ্ধ কর্ম করিয়াছিলেন, এই প্রকার নালিশ হওয়াতে ঐ শিবরো ব্যক্তির বাটী প্রভৃতি সমস্ত লুণ্ঠপাট হইয়া ইটালি দেশহইতে চারি শত কোশ দূর দেশে তাহার পুস্থান করিতে হইল।

তদনন্তর কাইশর সেনাপতি ফরাসী দেশে উপস্থিত হইয়া ক্রমিক অষ্টম বৎসর পর্য্যন্ত বিশেষ রূপে যুদ্ধ করিয়া যে সকল রাজ্য জয় করিয়াছিলেন তাহার সম্যক বিবরণ লিখনে প্রয়োজন না থাকিলেও তথাচ স্থূলরূপে লেখা যাউতেছে; যে তিনি প্রথমতঃ হেলবিসিয়াই জাতিদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম পূর্বক তাহাদিগের প্রায় দুই লক্ষ সৈন্য বিনাশ করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিলে পর এই মহা মারী স্বরূপ সংগ্রামহইতে রক্ষিত যে সকল বন্য লোক, তাহারা যে স্থানহইতে আগমন করিয়াছিল তত্ত্বনন্তে তাহাদিগকে প্রেরণ করিলেন। তৎপশ্চাদে জর্মণী দেশীয় লোকদিগের সহিত যুদ্ধ পূর্বক তাহাদিগের অশীতি সহস্র সৈন্য বিনাশ করিতে তাহাদিগের আরিওবিস্টন নামক ভূপতি ভীত হইয়া নৌ-কারোহণ পূর্বক রাইন নামক নদী উত্তীর্ণ হইয়া ভাগ্য ক্রমে প্রাণ রক্ষা করিলেন। অনন্তর কাইশর সেনাপতি বেল্জী নামক জাতিদিগের সহিত ভয়ানক যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে এমন সংহার করিলেন, যে তাহাতে ঐ রণমৃত শবদ্বারা জলা ও নদী পরিপূর্ণ হইলে তাহার উপর দিয়া লোক সকল স্বচ্ছন্দে পার হইতে লাগিল, এই রূপে সমস্ত জয় করিলেন বটে, কিন্তু নর্বিয়াই নামক জাতি

সকল ফরাশীষ দেশীয় লোকহইতে ও অধিক বলবান্ পরাক্রান্ত প্রযুক্ত তাহারা কিছু দিন পর্য্যন্ত অটল হইয়া থাকিয়া শেষে রুমি সেনাপতিদিগের প্রতি প্রচণ্ড বেগেতে এমন আক্রমণ করিল, যে তাহাতে রুমি সৈন্য সকল ঐ বেগ নিবারণে অসমর্থ হইয়া প্রায় সমস্ত সৈন্য রণভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল; এমন হইলে কাইশর সেনাপতি পুনর্বার ঢাল আদি অস্ত্র লইয়া নিজ সৈন্যমধ্য দিয়া শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন; তাহাতে সৈন্যগণ এমন ভয়ানক সংগ্রাম করিতে লাগিল, যে তাহাতে বন্য সৈন্যের মধ্যে প্রায় এক জনও জীবিত থাকিল না। পরে ফরাশীষ লোকদিগের মধ্যে সেন্টিক নামক জাতি, যাহাদিগের অনেক যুদ্ধলাহাজ ছিল, ঐ লোকদিগকে পরাজয় করিলেন। এই রূপে ক্রমেই সুইড নামক জাতি ও মেনাপাই জাতি ইত্যাদি লোকদিগকে জয় পূর্বক ভূমধ্যস্থ সমুদ্রাবধি ও ইংলণ্ড দেশীয় সমুদ্র পর্য্যন্ত জয় করিলেন পর ঐ সাগর উত্তীর্ণ হইয়া ইংলণ্ড দেশে উপস্থিত পূর্বক এই কথা কহিলেন, যে ইংলণ্ডীয় লোকেরা আমার শত্রুদিগের সহকারী হইয়াছিলেন, এই নিমিত্তে ইহাদিগের সহিত আমার যুদ্ধ কর্তব্য। এ কথা কহিয়া কাইশর সেনাপতি নবম বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ড দেশের সহিত ভূমধ্যস্থ সাগরাবধি ও জার্মানী সমুদ্র পর্য্যন্ত সমুদ্র দেশ হস্তগত করিলেন।

অনন্তর পম্পী সেনাপতি নিজ বিবেচনার ভ্রুটিতে তদবধি কাইশর সেনাপতির উন্নতির পোষক ছিলেন বটে, কিন্তু এই ক্ষণে কাইশর সেনাপতির এতাদৃশ ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি দেখিয়া আপনি যে অনর্থক কালক্ষেপণ করিতেছেন, ইহা বোধ হওয়াতে হিংসা প্রযুক্ত মনেতে অত্যন্ত বেদনা পাইলেন। আর তাহার জুলিয়া নাম্নী স্ত্রী ও ক্রাশস সেনাপতি এই দুই জনের পরলোক প্রাপ্তি হওয়াতে পম্পী সেনাপতি ও কাইশর সেনাপতি এই দুই জনের মধ্যে শীঘ্র বিচ্ছেদ জন্মিয়া উঠিল। তাহাতে পম্পী সেনাপতি কাইশরের ক্রমস্তর

হানি জন্মাইতে মানস করিলেন বটে, কিন্তু তৎকালে আপন ঐশ্বর্যের ন্যূনতা দেখিয়া তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত হইলেন, অর্থাৎ স্বীয় প্রতিযোগী যে কাইশর সেনাপতি, তিনি নিজ সৈন্যদ্বারা যে এই ক্ষণে দেবভাতুল্য মান্য হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া তদ্বিষয়ে নিবৃত্ত হইলেন।

পশ্চাৎ কাইশর সেনাপতি ক্রমে প্রচুর ধন সঞ্চয় পূর্বক আপন সাহসিক ও গুণবান সৈন্য সামন্তদিগকে যথেষ্ট ধন বিতরণ করিয়া অনেক সেনাপতিদিগের ঋণ পরিশোধ করিতে লাগিলেন। ফলতঃ সৈন্য ও সেনাপতিগণ সাধারণ লোকদিগের সপক্ষ না হইয়া যেন কেবল তাহার অনুগত থাকে, এই নিমিত্তে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আর সেনাদিগের প্রতি যে কেবল এই ব্যবহার করিলেন, এমন নহে, নগরস্থ সপক্ষ লোকদিগের প্রতিও তদ্রূপ আচরণ করিলেন। এই সকল লোকদিগকে বিতরণার্থে ধনের নিমিত্তে নানাদেশ পুদেশাদি লুণ্ঠপাট করিতে লাগিলেন। এই রূপে এক জনের ধন অপহরণ করিয়া অন্যান্য লোকদিগকে বিতরণ পূর্বক লোকদিগের নিকটে আপনার দাতৃত্ব শক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন; অতএব পক্ষী সেনাপতি কাইশরের এই রূপ লোকবশীভূত করণের ক্রিয়া দেখিয়া আপনার পরাক্রমের যে লাভব করিবে, ইহা বোধ হওয়াতে তিনি ভীত হইলেন বটে, কিন্তু আপন ক্ষমতার উন্নতির নিমিত্তে যে সকল চেষ্টা করিলেন, তাহাতে একটি মহৎ পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা হওয়াতে ঐ চেষ্টা সফল হইয়া উঠিল। ফলতঃ লোবেরা অনেক বৎসরাবধি ঘূষ প্রদান ও অন্যান্যদ্বারা বিচার কর্তৃপক্ষ হইয়া নিযুক্ত হয়, এই অবিচার হেতুক অক্টো মাস পর্য্যন্ত ঐ পদ শূন্য থাকিতে রুম নগর এক পুকার অরাজক হইয়া উঠিল। তাহাতে কোডিয়স সেনাপতি যখন পল্লী গ্রামহইতে নগরমধ্যে আসিতে ছিলেন, এমন সময় মাইলো নামক ব্যক্তি তাহাকে বধ করিল। এমন হইলে লোক সমূহ তাহা দর্শন করিতে নগরমধ্যে একট

মহা উপপুর হইয়া উঠিল, তাহাতে লোকেরা ক্রোধাক্ত হইয়া মাইলো সেনাপতির গৃহমধ্যে অগ্নি পুদান করিল বটে, কিন্তু সে স্থানে উপযুক্ত দগ্ধিত হইলে পর লোকেরা ঐ মৃত শরীর সভাগৃহ-মধ্যে আনয়ন করিয়া বিচারকর্তাদিগের আসনদ্বারা একটি চিতা-নিৰ্ম্মাণ করিয়া ঐ শব এবং সভাগৃহ এক কালে ভস্মসাৎ করিলেও তথ্যচ ক্লান্ত না হইয়া আরো পুতোক রাজপক্ষি মধ্যে উপস্থিত পূর্বক তাবৎ লোকের প্রাণ দগ্ধ করিতে লাগিল। এই রূপ লোক-দিগের অসম্মত অত্যাচার করণ সময়ে পম্মী সেনাপতিকে সর্বাধ্যক্ষ করণে প্রায় সমুদয় লোকদিগেরই বাঞ্ছা ছিল, কেবল কেটো নামক ব্যক্তি অসম্মত হইয়া এই কথা কহিলেন, যে উচ্চ ভিলাষি ব্যক্তির হস্তেতে রাজশাসন সমর্পণ করিলে অবশ্য পুমান ঘটতে পারে; অতএব মন্ত্রণা পূর্বক অধ্যক্ষ পদে তিন জনকে নিযুক্ত না করিয়া কেবল একা পম্মী সেনাপতিকে তৎপদে নিযুক্ত করিলেন। আর তাহার আজ্ঞাকারি নিকটবর্তী এক দল সেনা নিযুক্ত করিয়া তাহা-দিগের প্রতিপালনার্থে এক হাক্কার কিকর রূপা পুদান করিলেন। এই রূপ হইলে শিবরো নামক সুবক্তা মাইলোকে রক্ষণার্থে চেষ্টা করিলেও তথাপি তাহাকে দ্বীপান্তর পুরণার্থে আজ্ঞা হইল। অপর কিছু দিন গত হইলে পম্মী অধ্যক্ষ মিটলস্ নামক ব্যক্তির এক পরম সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্তে ঐ খন্তরকে নিজ সহকারিপদে নিযুক্ত করিলেন। এমন হইলে পূর্বের পুতি-যোগী যে কাইশর সেনাপতি, তাহার তুলা শক্তিমান এইরূপে হইয়াছি ইহা বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর আপনার পুতি যে পম্মী সেনাপতির দ্বেষভাব আছে, তাহা কাইশর সেনাপতি জ্ঞাত হইলে পর যাহাতে পরস্পর বিচ্ছেদ ভঞ্জন হয়, এমন ইচ্ছা করিলেন; আর পম্মী সেনাপতির উন্নতির তুলনাদিয়া আপনারও যেন করাদ্রোশ দেশীয় কর্তৃত্ব বিদ্যমান থাকিয়া ক্ষম নগরীয় অধ্যক্ষ পদ প্রাপ্তি হয়, এই প্রার্থনা করিলেন; তা-

হাতে পম্মী সেনাপতি প্রকাশ রূপে কোন উত্তর প্রদান না করিয়া তাহাকে কোন প্রকারে জাপনার্থে সভামধ্যস্থ তাহার দুই জন সুহৃদ্ ব্যক্তিকে গুপ্ত রূপে এই পরামর্শ কহিলেন, যে কুম্ব নগরের এমন রীতি নাই, যে বিদেশস্থ হইয়া কোন ব্যক্তি দেশাধ্যক্ষ পদের আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে। ফলতঃ লোভ দেখাইয়া কাইশর সেনাপতিকে ভদ্রদেহচ্যুত করণের অভিপ্রায়েতে কহিলেন; কিন্তু নিতান্ত আশ্রিত সেনাপতিদিগের অধ্যক্ষ হইলে পর যে সুযোগ পাইয়া নূতন ২ বিচারকর্তা ও নূতন ব্যবস্থা স্থাপন করিতে পারে, ইহা ঐ সুচতুর কাইশর সেনাপতি জ্ঞাত প্রযুক্ত পম্মী সেনাপতির ঐ ছিল জ্ঞাত হইয়া নিজ পদ পরিত্যাগ করণে স্বীকৃত হইলেন না।

তদনন্তর সভাস্থ লোকেরা পূর্বে সাধারণ লোক কর্তৃক পরাক্রম হীন হওন কালে পম্মী সেনাপতি কর্তৃক রক্ষিত হইয়াছিলেন, এই নিমিত্তে তাহারা ঐ সেনাপতির প্রতাপকার করণেচ্ছুক হইয়া কোন প্রকারে কাইশর সেনাপতির পরাক্রম খর্ব করণার্থে পার্শ্বস্থান দেশীয় লোকদিগের আক্রমণ নিবারণ করিতে পাঠাইবার চল করিয়া পম্মীর দুই দল সেনা যে কাইশরের নিকটবর্তী ছিল, তাহাদিগকে পম্মী সেনাপতির নিকটে পাঠাইতে আজ্ঞা করিলেন। তাহাতে কাইশর সেনাপতি তাহাদিগের এই রূপ চল জ্ঞাত হইল বটে, কিন্তু তথাচ তৎকালে ইষ্টসাধনে আপনি অসমর্থ হওয়াতে তদাজ্ঞা লঙ্ঘন না করিয়া সেনাপতিদিগের উপকার পূর্বক ও সেনাদিগের নানা প্রকার দান পূর্বক সবুট করিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

অপর কাইশর সেনাপতি যদি আর কিছু দিন তাহার ঐ সকল নিতান্ত বাধ্য সৈন্যদিগের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত থাকেন, তবে অবশ্য রাজ্যের প্রতি ব্যাঘাত জন্মিতে পারে; এই রূপ স্ফট রূপে সমুদয় লোকের বোধ হওয়াতে সভাস্থ লোকেরা তাহার আমনের শেষ হইয়াছে অনুভব করিয়া তাহাকে ভদ্রদেহচ্যুত আগমন করিতে আজ্ঞা পাঠাইলেন। তাহাতে কাইশর সেনাপতি বিউরিঙ

নামক বিচারকর্তাকে উৎকোচদ্বারা সপক্ষ করাতে ঐ বিচার-
কর্তা সভাস্থ সমীপে কাইশর সেনাপতির আগমন বিষয়ক বিবেচ-
নাকে মৌখিক ভাবে উত্তম রূপে ব্যাখ্যা করিয়া মন্ত্রণা পূর্বক
শেষে এই কথা উল্লেখ করিলেন, যে কাইশর সেনাপতি ও পম্মী
সেনাপতি এই দুই জনে যদ্যপি স্ব-পদ পরিত্যাগ করেন তবে
এই রাজ্য সুস্থির হইতে পারে। ইহাতে যদ্যপি তাঁহারা অসম্মত
হন তবে অবশ্য তাহাদিগের রাজ্যের বৈরি জ্ঞান করিতে হইবে,
আর ঐ বিচারকর্তা যে এই রূপ মন্ত্রণা প্রদান করিলেন, ইহার
কারণ কি না পম্মী সেনাপতির যে কর্তৃত্ব করণে পূর্ণ রূপে ইচ্ছা
ছিল, তাহা তিনি বিশেষ রূপে জ্ঞাত ছিলেন। আর পম্মী
সেনাপতি যে কাইশর অপেক্ষা অধিক পরাক্রমী জানেন্তে ঐ পদ
পরিত্যাগ করিবে না, ইহাও যথার্থ বটে; কেননা তিনি নানাবিধ
সৌভাগ্য ও নানা প্রকার সমুদ্র প্রাপ্ত হওয়াতে এবং খোশা-
মুদিয়া লোককর্তৃক কাইশর সেনাপতির সৈন্যগণ যে অধ্যাক্রম
প্রতি অশ্রুতা করে, এই সমাচার প্রাপ্ত হওয়াতে তাহার অত্যন্ত
দাঙ্গিকতা বৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছিল, ইহাও ঐ বিচারকর্তা বিশেষ
রূপে জানিতেন।

পরে কাইশর সেনাপতি নিজ পক্ষীয় লোকদ্বারা ঐ সকল মন্ত্রণা
জ্ঞাত হইলে পর আপনাকে ন্যায়কারিরূপে জ্ঞাপন করাইবার
নিমিত্তে সভাস্থ লোকদিগের নিকটে এক নিবেদন পত্র লিখিলেন
এই, যে যাদৃশ পম্মী সেনাপতি জানিয়া দেশেতে কর্তৃত্ব করিতেছেন,
তাদৃশ আমিও যেন করাশিষ দেশেতে প্রভুত্ব করিতে নিযুক্ত থাকি,
ইহাতে যদ্যপি তাহার সম্মতি না হয়, তবে রুম নগরে প্রত্যাগমন
করিলে যেন দেশাধ্যক্ষ পদ প্রাপ্ত হই। আর পম্মী সেনাপতি যদ্য-
পি স্বকীয় পদত্যাগ করেন, তবে আমিও হেচ্ছাধীন এই পদ পরি-
ত্যাগ করিব, এই রূপ দরখাস্ত পাঠাইলেন বটে; কিন্তু সভাস্থ লো-
কেরা পম্মী সেনাপতির নিতান্ত সপক্ষ প্রযুক্ত প্রিয়ব্যক্তিরূপ

দৃষ্টি করিয়া এই নিবেদন অগ্ৰাহ্য করিলেন; কিন্তু তথাচ কাইশর সেনাপতি হঠাৎ পরস্পর বিচ্ছেদ করণে অনিচ্ছুক হইয়া পুনর্বার এই নিবেদন লিখিলেন, যে যদ্যপি এ রূপ সম্মতি না হইল, তবে আমাকে দুই দল সৈন্য প্রদান পূর্বক ইলিরিয়া দেশের কর্তৃত্ব ভার দিতে আজ্ঞা হউক। কিন্তু সভাস্থ লোকেরা যে দ্বিতীয় বার তাহার এই নিবেদন অগ্ৰাহ্য করিলেন তাহা কেবল নয়, এক জনের পরূপাতে উন্মত্ত হইয়া তাহার তাবৎ নিবেদন অমান্য করিতে লাগিলেন। আর কাইশরের অন্যায় নিবারণ করিয়া আপনারা অন্যায় করিয়া কোন প্রকারে যাহাতে কাইশর সেনাপতির ক্ষমতার দ্রাসতা পূর্বক পক্ষী সেনাপতির পরাক্রমের বৃদ্ধি হয়, এমন চেষ্টা পাইতে লাগিলেন; এ কারণ কাইশর সেনাপতি যে সকল চেষ্টা করেন্ সকলি বিফল হইতেছে দেখিয়া তিনি আপন আশ্রিত সৈন্যদিগকে নিত্য বাধ্য জানিয়া ইটালী দেশের সৌম্যপর্য্যন্ত অগুসর হওতো আল্লস নামক পর্বতশ্রেণী উত্তীর্ণ হইয়া নিজ তৃতীয় দল সেনার সহিত রাবেনা নামক নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আর তথাহইতে পুনর্বার দেশাধ্যক্ষের প্রতি এই নিবেদন পত্র লিখিলেন, যে পক্ষী সেনাপতি যদি নিজ কর্তৃত্ব পদ পরিত্যাগ করেন, তবে আমিও এই কর্তৃত্ব পদ ত্যাগ করিব। এই রূপ লিখিয়া শেষে লিখিলেন এই, যে যদ্যপি এক ব্যক্তিকে সমুদয় শ্রেষ্ঠ পরাক্রম প্রদান করা তোমাদিগের উচিত হয়, তবে আমরা এই সকল অন্যায় নিবারণ করা উচিত বটে; অতএব এই কথা যদ্যপি তোমাদিগের সমাদৃত না হয়, তবে আমি এই রূপে রুম নগরে উপস্থিত হইয়া তোমাদিগের তাবৎ বিষয় সামঞ্জস্য পূর্বক যাহার যে পর্য্যন্ত অন্যায় তাহাকে তদ্রূপ প্রতিফল প্রদান করিব; অতএব সভাস্থ লোকেরা কাইশর সেনাপতির এই সকল তর্জন গর্জন পূর্বক দান্তিকতা শ্রবণ করিয়া মহাক্রোধাপন্ন হইলেন, বিশেষতঃ মার্শেলস নামক দেশাধ্যক্ষ ক্রোধেতে অগ্নিবৎ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তাহাতে লেটনস নামক দ্বিতীয় অধ্যক্ষ

তাঁহার প্রচুর ধন ব্যয় হইয়া এক প্রকার নির্ধন হওয়াতে দেশের বিষয়ে সম্যক্ মনোযোগ না থাকিলেও তথাপি তিনি এই কথা কহিলেন, যে এতাদৃশ অপমানের বিষয়েতে কেবল সন্তোষ করণ ব্যতিরেক আর কোন উপায় নাই।

তদনন্তর মহাসভাস্থ লোকেরা মন্ত্ৰণাপূর্বক এই আজ্ঞা দিলেন, যে কাইশর সেনাপতি যেন এই নিয়মিত কালের মধ্যে নিজ কর্তৃত্বপদ পরিত্যাগ করিয়া নিকটস্থ সৈন্যদিগকে বিদায় করেন। যদিও এতদ্বিষয়ে সম্মত না হইয়েন, তবে অবশ্য তাহাকে রাজ্যের শত্রু বোধ হইবে। এই রূপে কাইশর সেনাপতিকে কর্তৃত্ব চ্যুত করিয়া মার্শেলস সেনাপতি ও পম্পী সেনাপতি এই দুই জনকে রাজশাসনের সম্মুখ ক্ষমতা প্রদান করিলেন; তাহাতে কিউরিও সেনাপতি এবং মাকান্টিনি নামক ও লনজাইনস নামক এই দুই জন বিচারকর্তা এবং তন্নিম্ন কাইশর সেনাপতির স্বপক্ষীয় কতকগুলি লোক এই সকল লোকেরা আপনাদের বিপদ ঘটনার সম্ভাবনা দেখিয়া ভীত হওয়াতে ক্রীত দাসের ন্যায় ছদ্মবেশ ধারণ পূর্বক পলায়ন করিয়া কাইশর সেনাপতির ছাউনীতে উপস্থিত হইলে পর রাজ্যমধ্যে যে সভাস্থ লোকেরা এই রূপ অসঙ্গত অভ্যাস ও অন্যায় করিতেছেন, তাহা কাইশরকে জ্ঞাপন করাইয়া আপনারা যে তাহার নিতান্ত আশ্রিত, একপ জানাইলেন। তাহাতে কাইশর সেনাপতি ঐ ছদ্মবেশের সহিত তাহাদিগকে নিজ সেনাগণের সম্মুখে লইয়া গিয়া কহিলেন, যে দেখ, আমি সভাস্থ লোকদিগের বিবিধ উপকার করিলেও তথাপি তাহারা আমার প্রতি যে অভ্যাস করিয়াছে তাহা কেবল নয়, আমার আত্মীয় বন্ধুবর্গ লোকেও এই দুর্দশা পূর্বক দূর করিয়াছে; ইহা কহিয়া সভাস্থ লোকদিগের উদ্দেশে নানা প্রকার কটুক্তি করিতে লাগিলেন। তাহাতে সৈন্যগণ সভাস্থ লোকদের এই রূপ অভ্যাসের সম্বাদ শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, যে ভোমরা এই সকল অন্যায়ে

সমুচিত প্রতিকূল প্রদানার্থে যে স্থানে লইয়া যাউতে ইচ্ছা করে
আমরাও প্রাণপণে সে স্থানে যাউতে প্রস্তুত আছি; অতএব তাহার
প্রত্যেক জন স্বয়ং ভাষ্মতে গিয়া ঐ দশ বৎসর ব্যাপিয়া যে যুদ্ধ
করিতেছিল, তাহা একেবারে মনহুইতে দূর করিয়া ঐ নতুন সংগ্রাম
করণের আলোচনা করিতে লাগিল।

অপর এমন হইলে কাউশর সেনাপতি তাবৎ সৈন্য সামন্ত
সমভিব্যাহারে লইয়া ফরাশী দেশ ও উটমনি দেশের সীমা-
নির্ধারক যে রুবিকন নামক ক্ষুদ্র নদী, ঐ নদী তীরেতে গিয়া উপস্থিত
হইলেন; কিন্তু ঐ নদী পারিতে তাহার কোন কর্তৃত্ব ছিল না, কে-
ননা কোন সেনাপতি সৈন্য সামন্ত লইয়া ঐ নদী উত্তীর্ণ হইলে
সভ্য লোকদের ব্যবস্থানুসারে সে ব্যক্তি পিতৃঘাতি তুল্য অপরাধী
হইবে; অতএব তিনি ঐ নদীর তটেতে কিছু দিন পর্য্যন্ত থাকিয়া
শেষে ঐ জলশোভের প্রতি অবলোকন করিয়া খেদোক্তি পূর্বক এই
কথা কহিলেন, যে হায়! আমি এই নদী উত্তীর্ণ হইলে আমার
নিজ দেশের অত্যন্ত দূরবস্থা হইবে; কিন্তু ঐ নদী পার না হইলেও
আপনার অশ্রয় দুর্গতি ঘটবে। এই কথা কহিয়া শেষে যাহা
হইবার তাহা অবশ্য হইবে এই কথার উপরে নির্ভর দিয়া ঐ নদীর
জলেতে আস্থান করিয়া পড়িলেন। এই রূপে ক্রমে তাবৎ সৈন্য
সামন্ত জলেতে ঝাঁপ দিয়া সমুদ্রদ্বারা উত্তীর্ণ হইয়া আক্রমণ পূর্বক
অরমিনম নগর হস্তগত করিলেন।

অনন্তর এই রূপ কাউশর সেনাপতি যে অগ্নসর হইয়া অর-
মিনম নগর পর্য্যন্ত আসিয়াছেন, এই সমাচার শ্রবণ করিয়া ক্রমি
লোকদিগের হৃদয়ে বজ্রাঘাত তুল্য বোধ হওয়াতে একেবারে
নগরস্থ লোকেরা পলায়ন পূর্বক পল্লীগামে, ও পল্লীগামস্থ লোকেরা
পলায়ন পূর্বক নগরে, এই রূপে লোক সকল ভয়েতে উদ্ধমুখ হই-
য়া দেশ দেশান্তর পলায়ন করিতে লাগিল। এমন হইলে পক্ষী সে-
নাপতি আপনি যে ঐ প্রতিযোগি ব্যক্তির এতদ্রূপ উন্নতি করিয়া দি-

গ্রাহিলেন, তাহা তখন স্বরণ করিয়া বিস্তর অনুতাপ করিতে লাগিলেন; তাহাতে তাহার পূর্বকার আত্মীয় বন্ধু লোকেরা তাহার শৈথিল্য প্রযুক্ত তাঁহাকে ভৎসনা করিতে লাগিল, এবং কেহ তাহার অপাত্রেতে বিশ্বাস করণ প্রযুক্ত তাহাকে শ্রেষ করিতে লাগিল। বিশেষতঃ কেটো নামক ব্যক্তি এই কথা কহিল, যে আমি তোমাকে ভুয়োভুয়ো বোধ জন্মাইয়াছিলাম, তথাপি তোমার তদ্বিষয়ে অনুধাবন হয় নাই।

অপর এই প্রকারে তাহার আত্মীয় বন্ধু লোকেরা পরামর্শ প্রদানের ছলেতে এই রূপ ভৎসনা করিলে পর পন্নী সেনাপতি তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেও তথাপি সপক্ষ লোকদিগের নানা প্রকার ভরসা প্রদান পূর্বক সুস্থির করিতে ইচ্ছা করিয়া এই কথা কহিলেন, যে কাইশর সেনাপতির এই অভিপ্রায়ের যে অনুসন্ধান আগে না জানাতে আমার ত্রুটি হইয়াছে বটে, তাহা আমি স্বীকার করিতেছি; কিন্তু এই ক্ষণে যদ্যপি তোমরা তাহার দাসত্ব স্বীকার না কর তবে এ বিপদহইতে অবশ্য মুক্ত হইতে পারিবা, কেননা আমার প্রতিনিধি স্বরূপ দুই জন সেনাপতি তাহাদিগের সহিত বহু দূর পর্য্যন্ত পূর্ব দেশ জয়কারি যে প্রাচীন সেনা সকল স্তানিয়া দেশেতে আছেন, তদ্ব্যতিরেকে আশিয়া দেশে ও আফ্রিকা দেশে যুদ্ধের প্রচুর আয়োজন আছে, আর রুম রাজ্যের অন্তঃপাতি অন্যান্য রাজগণও আমাদের সাহায্য করিবে। এই রূপ বাক্যেতে তাহাদিগকে সুস্থির করিলে পর কাইশর সেনাপতির সহিত যে রুম নগরের মধ্যে থাকিয়া যুদ্ধ করণে সমর্থ হইব না, ইহা তিনি জ্ঞাত হইয়া যে স্থানে তাহার দুই দল সৈন্য ছিল, ঐ কাপূয়া নগরে সৈন্য সামন্তের সহিত যাত্রা করিলেন; তাহাতে সভাহ লোকের মধ্যে অধিকাংশ লোকেরা, ও তাহার আত্মীয় বন্ধু লোকেরা এবং পারিষদগণ তন্নিম্ন সপক্ষ লোকেরা, এই সকল লোকেরা তাহার সমভিব্যাহারে গমন করিতে স্বীকৃত হইল। এমন হইলে তাহারা যখন

রুম নগরহইতে যাত্রা করিলেন, তখন কিছু দূর পর্য্যন্ত তাহার আগবাড়ন গিয়াছিল যে প্রাচীন সভ্য লোক ও মর্যাদাপন্ন বিচারকর্তা ও যুব লোক সকল, ইহার তাহাদের নগর ত্যাগ করণ দেখিয়া শত্রু আগমনের আশঙ্কাতে রোদন পূর্বক হাহাকার শব্দেতে গমন করিলেন।

অনন্তর এমন হইলে কাইশর সেনাপতি পল্লী সেনাপতির সহিত পুনর্মিলনের অসম্ভাবনা বোধ করিয়া ত্রি ব্যতিরেক যে নগরাধিকারী হওয়া দূর্লভ, ইহা নিশ্চয় করিলেন; অতএব তৎকালে তিনি প্রথমতঃ রুম নগরে না গিয়া তন্নিকটস্থ নগর সকল জয় পূর্বক হস্তগত করিয়া পশ্চাৎ কাপুয়া নগরের প্রতি আক্রমণ করিলেন। এমন হইলে ঐ সকল নগরের মধ্যে করশিনিয়ম নামক নগরের শাসনকর্তা যিনি ঐ কাইশরের পদ প্রাপ্তি নিমিত্তে সভ্য লোককর্তৃক আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ঐ ডিমিত্রিয়স নামক সেনাপতি বিংশতি দল সৈন্যের সহিত তাহার আক্রমণ নিবারণার্থে সচেষ্ট হইলেন বটে; কিন্তু শেষে তাহার সাহায্যার্থে অন্য সৈন্য আগমন না হওয়াতে তিনি গুপ্ত ভাবে পলায়ন করিতে মনস্থ করিলেন। এমন হইলে কেলাসিত সৈন্যেরা তাহার এই অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া তাহাকে শত্রুহস্তগত করণার্থে সচেষ্ট হইল। এমন সময় লেণ্টলস নামক দেশাধ্যক্ষ দুর্গহইতে নির্গত হইয়া কাইশর সেনাপতির সম্মুখে দণ্ডায়মান পূর্বক তাহার সহিত পূর্বকার বন্ধুত্ব অরণ করাইয়া নিজ লোকদিগের অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে কাইশর সেনাপতি তাহার এই প্রার্থনা সম্মান অপেক্ষা না করিয়া এই উত্তর প্রদান করিলেন, যে আমি নগরস্থ লোকদিগকে দস্যুহস্তহইতে মুক্ত করণ ব্যতিরেকে তাহাদিগের প্রাণ দণ্ড করণার্থে আগমন করি নাই। অতএব এই কথা নগর-মধ্যে প্রকাশ হওয়াতে দুর্গস্থ লোকেরা কিঞ্চিৎ সাহস পূর্বক কাইশর সেনাপতির সাক্ষাতে নিবেদন করণার্থে আগমন করিল।

তাহাতে তিনি তাহাদিগকে কারাহু না করিয়া বরং তাহাদের ইচ্ছানুসারে গমন করিতে অনুমতি দিলেন। আর এমন হইলে সেনাপতিদিগকে স্বয়ং স্থানে বিদায় করিয়া তিনি পরিণামদর্শী প্রযুক্ত এতদ্রূপ দিনেতে সৈন্যদিগের পুনরাগমনের সম্ভাবনা রাখিবার নিমিত্তে তাহাদের সম্বন্ধার্থে যথেষ্ট ধন বিতরণ করিয়া তাহাদিগকে দ্রুপক্ষে রাখিলেন।

পরে এই সকল সমাচার পন্নী সেনাপতি জ্ঞাত হইলে পর বৃণ্ডাবিলম্ব নামক নগরে প্রস্থান করিয়া এষ্ট মনস্থ স্থির করিলেন, যে যাবৎ স্বতাজের সৈন্য সকল সংগৃহ করিতে না পারিব, তাবৎ এই নগরমধ্যে বাস করিয়া সংগ্ৰাম করিব; কিন্তু এষ্ট মনস্থ শেষে ফলবান্ হইল, অর্থাৎ অল্প দিবসের মধ্যে কাইশর সেনাপতি এই নগরে উপস্থিত হইলে পরস্পর বিবাদ ভঞ্জন কোন পুকারে না হওয়াতে উভয়ে ঘোরতর সংগ্ৰাম করণের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অপর কাইশর সেনাপতি এই যুদ্ধের আশ্বাস অবলম্বন করিয়া এই নগরসম্মুখে কিছু দিন পর্য্যন্ত বাস করাতে পন্নী সেনাপতি আপন মনস্থকে ফলবান্ দেখিয়া গুপ্ত রূপে জাহাজে আরোহণ পূর্বক যে স্থানে স্ব দেশীয় নূতন অধ্যক্ষ সৈন্য সংগৃহ করিতেছিলেন, এই দিরাফুম নামক নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাতে কাইশর সেনাপতি জাহাজের অভাব প্রযুক্ত তৎপশ্চাৎ গমনে অশক্ত হইলে পুনশ্চ রুম নগরে প্রত্যাগমন পূর্বক সমুদয় রাজধানাগার হস্তগত করিয়া অপরিমিতরূপা ব্যতিরেক সান্নিধ্যসম্পন্ন ত্রিশত মোন সুবর্ণ গৃহণ করিলেন। এই প্রকার হইলে তিনি বহু দিনাবধি নানা সংগ্ৰাম জরকারি এই প্রাচীন সেনাপতির সহিত সংগ্রামার্থে পুনর্বার অপরিমিত সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে লইয়া নানা দুর্গমা পথদ্বারা আফ্রিস পর্বতশ্রেণী ও ফরাশীয দেশ প্রদেশাদি উত্তীর্ণ হইয়া জারিন্দা দেশে উপস্থিত হইলেন। তাহাতে সে স্থানে ঘোরতর সংগ্ৰাম

করিয়া রুম নগরীয় প্রধানঃ যোদ্ধাদিগকে জয় পূর্বক স্বেচ্ছাতে বশী-
ভূত করিয়া অল্প দিনের মধ্যে সমুদয় জানিয়া দেশ হস্তগত করি-
লেন। এই রূপে সে স্থানহইতে কৃতকার্য হইয়া পুনশ্চ রুম নগর
আক্রমণ পূর্বক জয় করাতে রুম নগরস্থ তাবলোক গলবস্ত্র হইয়া
আনন্দোৎসবেতে সম্যক্ সমাদর পূর্বক তাহাকে লইয়া গিয়া
দেশাধ্যক্ষ পদ ও সর্বাধ্যক্ষ পদ এই দুই পদেতে নিযুক্ত করিল ;
কিন্তু তিনি একাদশ দিবসানন্তর স্বেচ্ছাধীন ঐ সর্বাধ্যক্ষ পদ পরি-
তাগ করিলেন।

এই রূপে কাইশর সেনাপতি যৎকালে দেশাধ্যক্ষ পদে নি-
যুক্ত হইলেন, ইত্যবকাশে পম্মী সেনাপতি পূর্ব দেশীয় তাবৎ
ভূপতিদিগকে স্বপক্ষ করিয়া অগণ্য সৈন্য সংগৃহ পূর্বক ইপাইরুস
দেশে ও গ্রীক দেশেতে ঘোরতর সংগ্রামের আঁড়ম্বর করিতে
লাগিলেন। তাহাতে তাহার পক্ষে ইটালী দেশীয় নয় দল সমর-
সুপারক সৈন্য ছিল। তদ্ব্যতিরেক সংগ্রামে পারদর্শী যে বিবলস
নামে অধ্যক্ষ, তাহার তাঁবে পাঁচ শত বড় জাহাজ ছিল।
আর কাইশর সেনাপতির স্বপক্ষীয় যে আন্টনী সেনাপতি ও
ডলাবেলা সেনাপতি, এই দুই জন পরাজিত হইয়া তাহার
পক্ষ হইয়াছিল, এবং রুম নগরীয় প্রধানঃ কলীন লোক ও প্রজাবর্গ
সকলেই ক্রমেঃ তাহার সপক্ষ হইতে লাগিল; অতএব অধিক কি
মিথিব ? এক সময় তাহার শিবিরেতে দুই শতের অধিক সভা
লোক সভা করিয়া বসিয়া ছিলেন, তন্মধ্যে প্রত্যেকে শতঃ সেনার
পুতিবল যে শিবিরে সভাপতি, ও কেটো সেনাপতি, এই দুই জন
তাহার অনুকূল হইয়াছিলেন। এই প্রকারে তিনি বলেতে ও বুদ্ধিতে
অতি সুলক্ষণাক্রান্ত হইলে লোক সকলে তাহার গণভূত প্রচুর
সৈন্য সেনাপতি দেখিয়া তাহাদিগের এমন বোধ হইয়াছিল, যে
কাইশর সেনাপতি এই রূপ জয়ী হইলেও তথাপি শেষে তাহার
সর্বনাশ ঘটবে।

অপর এ স্থানে কাইশর অধ্যক্ষ যথা প্রয়োজনোপযোগি সংগৃহের আয়োজন করিলে পর অসম সাহস পূর্বক আপন প্রতিযোগি ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করণার্থে পূর্ব দেশে গমনের মনস্থ করিয়া বুণ্ডুঘিয়ম নগরে উপস্থিত পূর্বক জাহাজে আরোহণ করিলেন। পরে এক সময় দিরাক্কম নগর সন্নিধানে আপ্পশ নদীর উভয় তীরে উভয় দলে সম্মুখাসম্মুখী হইয়া পরস্পর সাক্ষাৎ হইল বটে, কিন্তু তত্রাপি তৎকালে উভয় সেনাপতির মধ্যে কেহ সংগৃহের নিমিত্তে বাগু হইলেন না; কারণ এই যে পক্ষী সেনাপতি এই সকল নূতন সৈন্য সমূহের প্রতি নিতান্ত ভরসা রাখিলেন না, এবং কাইশর সেনাপতি ও ইটালী দেশীয় সৈন্যগণের আগমন অপেক্ষা করিয়া ব্যস্ত হইয়াছিলেন।

এমন হইলে পক্ষী সেনাপতি তাবৎ সৈন্য সামন্তাদি সমভিব্যাহারে লইয়া দিরাক্কম নগরের সান্নিধ্য সমুদ্রমধ্যে জিল্বাকূতি আশ্কারাগস নামে যে ভূমি তন্মধ্যে জাহাজ থাকিবার উপযুক্ত একটি খাল থাকাতে এই স্থানে গিয়া ছাউনী করিলেন। তাহাতে কাইশর সেনাপতি পক্ষীর এরূপ দুর্গম স্থানে ছাউনী দেখিয়া আর তাহার যুদ্ধেতে সম্যক ইচ্ছা না থাকাতে তাহাকে কোন প্রকারে সংগৃহে প্রবৃত্ত করাইবার অভিপ্রায়ে তাহার পশ্চাৎ গিয়া ক্ষুদ্র মূর্চ্চা নিষ্কাশন করিতে লাগিল। এমন হইলে কিছু কালের পর একটি সংগৃহ হইয়া কাইশর সেনাপতির সৈন্য সকল হঠাৎ কোন পুরীতন মূর্চ্চাবন্দির উপরে পতিত হইয়া শৌণ্ড ভঙ্গ পূর্বক ছিন্ন ভিন্ন হওয়াতে অনেক সৈন্য প্রাণত্যাগ করিল। এই রূপে পক্ষী সেনাপতি তখন জয়যুক্ত হওয়াতে অধিক সাহসী হইয়া কাইশর সেনাপতির শিবির পর্য্যন্ত অগ্নিসর হইলেন বটে; কিন্তু কি জানি সম্মুখে কোন সৈন্য লোকেরা ওত করিয়া বসিয়া আছে, ইহা সন্দেহ করত শিবিরের সম্মুখ দিয়া আক্রমণ না করিয়া দূর্তাগ্য ক্রমে পশ্চাদ্ দিগ্ দিয়া গমন করাতে এমন দুর্দশা ঘটিল, যে পূর্বকার জয় পর্য্যন্ত নি-

মূল হইয়া উঠিল। কিন্তু কাইশর সেনাপতি এই রূপ দূর্দশাগুস্ত হইলেও তথাচ তাহার জয় হওনের আশা এবং উপস্থিত বৃত্তির ভ্রংশ হয় নাই; এ কারণ উভয় পক্ষে সমান জয় পরাজয়ের উপায় থাকিতে পম্মী সেনাপতি যে যুদ্ধবিষয়ে অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া এখন আপনার যে সংগ্রামের ইচ্ছা নাট, তাহা জ্ঞাপন করাইল। আর নিজ সৈন্য সেনাপতিদিগকে আস্থান পূর্বক অস্থান বদনে ঐ পরামর্শানুসারে সাহসজনক কথা কহিয়া অপরাধি অপুখান সেনাপতিদিগকে অপদস্থ করিলেন। আর সৈন্য সেনাপতিদিগকে কিছু কাল বিশ্রাম দিবার নিমিত্তে সে স্থান হইতে ছাউনী উঠাইয়া আপলোনোয়া নামে নগরে প্রস্থান করিতে উদ্যোগ করিলেন। তাহাতে সরঞ্জামের দ্রব্যাদি অগ্নে পাঠাইয়া সৈন্য সামন্তের সহিত আপনি প্রস্থান করিলেন পর এখানে পম্মী সেনাপতি ঐ সম্বাদ পাইয়া তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল বটে, কিন্তু তিনি বহু দূর অগুসর হওয়াতে তাহার নাগাইল ধরিতে পারিলেন না। পরে কাইশর সেনাপতি ঐ সমাচার অবগত হইয়া ডমিথিয়স নামে যে সেনাপতি, সে ব্যক্তি মাষিডন দেশেতে বহু শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, এ কথা শুনিয়া খেশালী নামক দেশের সীমাতে উপস্থিত পূর্বক তাহার সহিত যোগ করিলেন।

আর পম্মী সেনাপতির সেনাপতিগণ অল্প দিন গত যুদ্ধেতে জয়ী-প্রযুক্ত প্রফুল্ল হইয়া পুনর্বার কাইশর সেনাপতির সহিত মহা সংগ্রাম করিবার জন্যে পম্মীকে পুনঃ প্রবৃত্তি দিতে পরামর্শ দিল। আর তিনি যে যুদ্ধ করিতে বিলম্ব করিতেছেন, এ কারণ তাহার প্রতি নানা প্রকার দোষারোপন করিতে লাগিল। এই রূপ নিত্য সেনাপতিদিগের উত্তেজনাতে তিনি ব্যস্ত হইয়া খেশালী দেশে প্রবেশ করা যে আপন সুবিবেচনা, তাহা পরিভ্রমণ করিয়া কার্শেদিয়া নামে প্রান্তরে গিয়া ছাউনী করিলেন; অতএব কাইশর সেনাপতি-

ও সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এই রূপে দুই প্রবল সৈন্য দলেতে একত্র হইলে একটি প্রধান রাজ্যের নিমিত্তে যে এমন ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল, তাহা দেখিয়া লোক সকলে ভয়েতে কম্পাঙ্কিত কলেবর হইতে লাগিল; কিন্তু পক্ষী সেনাপতির বহু সংখ্যক সেনা থাকাতে তিনি যে জয়যুক্ত হইবেন এমন নিতান্ত ভরসা করিলেন।

কিন্তু এই দুই দল মহা প্রবল সৈন্যগণ রণসজ্জাতে সুসজ্জীভূত হইয়া শূণ্য বহু পূর্বক যখন পরস্পর সম্মুখা সম্মুখী হইয়া দাঁড়াইল, তখন উভয় দলেরই সৈন্যশৃংখলা ও বিকট মূর্তি দেখিয়া আশঙ্কাতে উভয় সৈন্যোতেই কাষ্ঠ পুতলিকার ন্যায় স্তব্ধ হইয়া পড়িল। পরে যখন গুড়ু শব্দেতে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল, তখন উভয় সৈন্যোতেই কোথা হইয়া পুচ্চও বেগেতে ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিল। তাহাতে উভয় পক্ষেরই পদাতিক সৈন্যেরা অনেক ক্রম পর্য্যন্ত পরস্পর সমান সাহসে ও সমান বলেতে যুদ্ধ করিল বটে; কিন্তু শেষে পক্ষী সেনাপতির সমুদয় ভরসা যে সকল অশ্বারুঢ় সৈন্যোতে ছিল, তাহারা অসহ্য সময়বেদনাতে আকুল হইয়া নর পুকারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া নিকটস্থ পর্বতোপরি পলায়ন করিল; অতএব কাইশর সেনাপতি এই রূপ বিপক্ষ সৈন্য ভগ্ন দেখিয়া আরো অধিক সাহস পাইয়া তাহাদের শিবির পর্য্যন্ত গিয়া আক্রমণ করিলেন। তাহাতে সে স্থানে তাহারা কিছু কাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিল বটে, কিন্তু তথাপি এ জয়ি সৈন্যাদিগের প্রবল আক্রমণের বেগ নিবারণ করিতে না পারিয়া শিবির ও মূর্ত্তা সকল পরিত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে সকলেই এ পর্বতোপরি পলায়ন করিল। এই রূপে কাইশর সেনাপতি জয়ী হইলেও এ যুদ্ধে তাহার দুই শত সৈন্য প্রাণত্যাগ করিল; এবং পক্ষী সেনাপতির পক্ষ দশ সহস্র সৈন্য রণশীল হইল; আর ছাব্বিশ হাজার সৈন্য শত্রুহস্তগত হইয়া

প্রায় তাহার অধিকাংশ সৈন্য কাইশরের সৈন্যমধ্যে ভুক্ত হইল। এমন হইলে কাইশর সেনাপতি পম্পীর অধেষণে লারিষা নামক নগরে প্রস্থান করিলেন।

এখানে পম্পী সেনাপতি প্রাণভয়েতে ভীত হইয়া পলায়ন পূর্বক একখানি ক্ষুদ্র জাহাজে আরোহণ করিয়া যে স্থানে কর্ণিনিয়া নামী আপন ভাৰ্য্যাকে রাখিয়া সংগ্রামে আসিয়াছিলেন; এখান সেই ভাৰ্য্যাকে আনয়ন করিবার জন্যে ই লেজবশ নগরের পুতি গমন করিলেন। পরে এই মনস্থ স্থির করিলেন, যে পূর্বোক্ত দেশীয় টলমো নামক রাজার পিতা আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন; অতএব টলমির নিকটে শরণাপন্ন হইলে রক্ষা পাইতে পারিব; ইহা স্থির করিয়া মিশর দেশের সমুদ্র তীরেতে গিয়া উপস্থিত পূর্বক কোন আত্মীয় লোকদ্বারা এই রাজার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন বটে, কিন্তু এই টলমো রাজার মন্ত্রিবর্গ কাইশর সেনাপতির প্রতাপ ও পরাক্রমেতে ভীত হইয়া এমন বিপরীত মন্ত্রণা দিল, যে তাহাতে শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা করাদুরে থাকুক, আরো কাইশর সেনাপতির আনুকূল্য পাইবার জন্যে তাহাকে বিনাশ করিতে স্থির করিলেন; অতএব এই রূপ তৎপরতা করিয়া তাহাকে রক্ষা করিবার ছলেতে তাহার নিকটে এক খানি ক্ষুদ্র নৌকা পাঠাইয়া দিলে পর, যখন পম্পী সেনাপতি এই নৌকা দ্বারা আসিয়া তীরেতে পাদক্ষেপণ করেন, এমন সময় রুম দেশীয় যে এক জন মহৎ সেনাপতি, সে ব্যক্তি পূর্বেই পম্পী সেনাপতির অধীন থাকিলেও তথাপি অকস্মাৎ এক খান ছোরা দ্বারা বিদ্ধ করিয়া তাহার উদর বিদীর্ণ করিল; এবং মস্তক ছেদন করিয়া তাহার অধিক অপমান করণার্থে এই শবকে কবর না দিয়া সমুদ্রকূলে নিক্ষেপ করিল; কিন্তু ফিলিপ নামে তাহার এক জন বিশ্বাসি সেনা, যে যৌবনকাল পর্য্যন্ত তাহার নিকটে ছিল, এই ব্যক্তি এই শব দাহনাদি করিয়া সমুদ্রায় ত্যজ একত্রীকরণ পূর্বক মৃত্যু-কাতে পুতিয়া রাখিল। এই রূপে দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া মহান্ নামে

বিখ্যাত যে পম্মী সেনাপতি, তাহার অপঘাত মৃত্যু ও অস্ত্রোক্তি ক্রিয়াদি সমাপন হইল। কিন্তু এই পম্মী সেনাপতি রুমনগর দাসত্বে আনিবার ক্ষমতা পুনঃ পাইলেও যে তথাপি তদ্বিষয়ে নিবৃত্ত ছিল, ইহা একটি প্রশংসার বিষয় বটে।

এখানে কাইশর সেনাপতি আপন পুতিবাদি পম্মী সেনাপতির অশ্বেষণ করিতে আলিগজেন্দ্রিয়া নগরে উপস্থিত হইলে পর এই খুনি লোকদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি কাইশরের স্বপক্ষ হইবার জন্যে এই পম্মী সেনাপতির ছিন্ন মস্তক ও অঙ্গুরীয় হস্তে লইয়া তাহার হস্তে প্রদান করিল; কিন্তু তাহাতে কাইশর সেনাপতি এমন বিপক্ষের মস্তক পাইয়াও সন্তুষ্ট না হইয়া বরং তাহার পুতি দৃষ্টিপাতও করিলেন না। আর কিছু দিনের মধ্যে এই পম্মী সেনাপতিকে স্মরণার্থে তাহার মৃত্যু স্থানেতে একটি আশ্রয় কবর নির্মাণ করিতে আজ্ঞা দিলেন।

অপর এসময়ে মিশর দেশীয় রাজার কালপাপ্তি হওয়াতে তাহার টলমি নামক পুত্র ও ক্লিয়োপাত্রা নামী কন্যা এই উভয়েতে রাজ-সিংহাসন লইয়া বিরোধ হইতেছিল; কারণ তাহাদের পিতৃ আজ্ঞাতে উভয়ে সমভাগে সিংহাসন পাইতে পারে; কিন্তু ক্লিয়োপাত্রা স্বয়ং রাজকর্তৃত্ব গৃহণ করণার্থে বিবাদ উপস্থিত করিল। এই রাজকন্যা এমন অন্যায় বিবাদ করিলেও কাইশর সেনাপতি তাহার সৌন্দর্য্যেতে মোহিত হইয়া তাহার পক্ষে রাজকর্তৃত্ব আজ্ঞা দিলেন। এই রূপ হইলে টলমির সহিত মহা একটি সংগ্রাম উপস্থিত হইয়া টলমি প্রাণত্যাগ করিলে পর সমুদয় মিশর দেশ রুমিলোকদিগের আয়ত্ত হইল। পরে কাইশর সেনাপতি ক্লিয়োপাত্রা এবং তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এই উভয়কে রাজ্যের সমান অংশী করিলেন, এমন সময় মিস্রিডাটিব সেনাপতির পুত্র ফার্নেশিয়া নামক সেনাপতি, যে ব্যক্তি পিতৃরাজ্য হস্তগত করণার্থে আরমানি দেশ জয় করিয়াছিল, এই সেনাপতি রুম রাজ্যের পূর্বাংশ আক্রমণ করিয়াছে, এই

সম্মান পাইয়া তিনি অটুতি মিশর দেশহইতে পুস্থান পূর্বক তন্ত-
দেশে গমন করিয়া অনায়াসে তাহাকে জয় করিলেন, তাহাতে রুম
নগরে এক লিপি প্রেরণ করিলেন এই, যে আমি এখানে আইলাম
ও দেখিলাম ও জয় করিলাম ।

অপর এই রূপে কাইশর সেনাপতি আশিয়ার দেশ প্রদেশাদি
সমুদয় সুব্যবস্থিত ও সুস্থির করিয়া তাহাজে আরোহণ পূর্বক ইটালি
দেশে পুস্থান করিলেন ; কেননা তাহার সে স্থানে গমনের জাতি-
বশ্যক ছিল, এ কারণ শত্ৰুলোকদের আনুমানিক দিনের পূর্ব সে
স্থানে গিয়া গৌছিলেন । আর তিনি যখন দেশ দেশান্তরে পুর্বাস
করিতেছিলেন ঐ সময়ে রুম লোকেরা তাহাকে এক বৎসরের নিমি-
তে সর্বাধ্যক্ষপদ ও পাঁচ বৎসরের জন্যে দেশাধ্যক্ষপদ এবং যাব-
জীবনের নিমিত্তে বিচারকর্তৃপদ দিতে স্থির করিয়াছিল ; কিন্তু মার্ক-
আন্টনি নামে তাহার প্রতিনিধি ব্যক্তি আতান্ত্রিক লম্পটতা ও দুরাচার
ক্রিয়া করিয়াছিল, এই জন্যে লোকদের এমন বোধ হইয়াছিল,
যে যদিপি তখন কাইশর সেনাপতির আগমন না হইত তবে রুম
রাজ্যে অবশ্য নানা উপপূর্ব উপস্থিত হইতে পারিত ; সে যাহা হউক
কিন্তু তিনি তৎকালে কিছু দিনের মধ্যে রুম রাজ্য পূর্বমত সুস্থির
করিয়া শুবণ করিলেন, যে আফ্রিকা দেশে পক্ষী সেনাপতির গণভূত
লোক সকল মরিটিনিয়া দেশীয় যুবানামক রাজা এবং সিনিও
নামে ও কেটো নামে দুই জন সেনাপতি এই তিন ব্যক্তিকে সহায়
করিয়া সঙ্গামের আড়ম্বর পূর্বক আসিতেছে । এ কথা শুনিয়া তিনি,
সত্ত্বর আফ্রিকা দেশে পুস্থান পূর্বক তাহাদের সহিত সঙ্গাম আরম্ভ
করিলেন, তাহাতে পূর্বে তাহার যেমন সৌভাগ্য ছিল, তখনও তদনু-
সৌভাগ্য ফলবান্ হইয়া উঠিল ; ফলতঃ আত্মপক্ষ লোকের মধ্যে
এক জনও নষ্ট না হইয়া কেবল বিপক্ষ পক্ষীয় সৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন
হইয়া একেবারে পরাজিত হইল । এই রূপে অত্যন্ত পরাজিত
হইয়া যুবানামক রাজা ও পিড্রিয়েস ব্যক্তি তাহারা নিরাশ হইয়া

অপমানেরে পরল্পর কাটাকাটা করিয়া মরিল; এবং সিপিও সেনাপতি স্তানিয়া দেশে পলায়ন করণকালে শত্রুহস্তে প্রাণত্যাগ করিল। আর কেটো সেনাপতি ইউটিকা নগরের চতুর্দিকস্থ ফটক বন্ধ করিয়া তথ্যে থাকিয়া কাইশরের সহিত সংগ্রাম করিবেন, এমন মনস্থ করিলেন বটে; কিন্তু শেষে ঐ কর্ম্মে আপনার অসাধ্য তাঁহা নিশ্চয় জানিলেন, আর সমুদয় রুম রাজ্য কাইশরের দাসত্বে নিযুক্ত হইয়াছে, ইহা জ্ঞাত হওয়াতে আপনার জীবনকে নিষ্ফল বোধ করিয়া আত্মঘাতী হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। কিন্তু ঐ কেটো সেনাপতি আত্মহত্যা রূপ এই একটি গুরুতর দোষ করিলেন বটে, নতুবা তাহাছাড়া রুম রাজ্যের ইতিহাসের মধ্যে অন্য অপেক্ষা অল্প দোষী ছিলেন, ফলতঃ তিনি যদ্যপিও কঠিন শাসন করিতেন, তথাপি অন্যে নিষ্ঠুরতাচরণ করিতেন না; আর আপনার অল্প দোষ হইলেও ক্ষমা করিতেন না, কিন্তু পরের উৎকট অপরাধও মার্জনা করিতেন।

এই রূপে আফ্রিকা দেশীয় সংগ্রাম সাক্ষ হইলে পর কাইশর সেনাপতি দিগিজয়ী হইয়া রুম নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। তাহাতে নগরমধ্যে তাঁহার যে রূপ আশ্চর্য্য জয়ের সমুদ্র ক্রিয়া হইল, তাহা দেখিয়া বোধ হয়, যে পূর্ব্বে কার যে সকল আশ্চর্য্য জয়ের সমুদ্র ক্রিয়া, তাহা বৃদ্ধি এই ক্রিয়ার শোভাবৃদ্ধিকরণার্থে নূন কম্ব হইয়াছিল। ফলতঃ তাঁহার আগমনের ঘটনা ও সম্ভারোহ দেখিয়া এবং তিনি যে কত দেশ জয় করিয়া ছিলেন, তাহা দেখিয়া রাজপথের চতুর্দিকস্থ লোক সকল এক কালে বিস্ময়াপন্ন হইয়া রহিল। আর তাঁহাকে যে কে কিরূপে অধিক সমুদ্র করিবে, এই চেষ্টাতে সকলেই ব্যস্ত হইল; তাহাতে তিনিও অহঙ্কার পূর্ব্বক তাহাদের সমুদ্র ক্রিয়া গুহ্য করিলেন। সে যাহা ইউক কিছু দিনের পর এক দিবস মহাসভায় লোকেরা তাঁহাকে কোন বিশেষ সমুদ্র করিতে আজ্ঞা করিলে পর তিনি অহঙ্কার প্রযুক্ত

নিজ আসনহইতে গাজোথান না করিতে নগরমধ্যে এই জনরব হইয়া উঠিল, যে কাইশর সেনাপতি সার্বভৌম রাজা হইতে বৃহা করিয়াছেন, আর এই আগামি মার্চ মাসের মধ্যে রাজমুকুট গৃহণ করিবেন। এই রূপ জনশ্রুতি হওয়াতে মহাসভার লোকদিগের মধ্যে যষ্টি জন লোক তাঁহার বিরুদ্ধে একটি দল করিল; তাহার মধ্যে কুটস নামে ও কাশিয়ুস নামে দুই জন সেনাপতি প্রধান ছিলেন, কিন্তু ঐ কুটস সেনাপতি কাশেলিয়া সংগামে পরাজিত হইলে যে ঐ কাইশর সেনাপতি দয়া করিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন তাহা কেবল নয়, ভক্তির ও নানা প্রকারে অনুগৃহ করিয়াছিলেন।

অপর ঐ কুটস সেনাপতির কোন পূর্ব পুরুষহইতে একদা কুম রাজ্য রক্ষিত হইয়াছিল, এ কারণ তিনি সর্বদা আত্ম অভিমানে করিতেন। আর তাঁহার পূর্ব পুরুষাদিক্রমে কুটস বংশেতে বিরকাল স্বাধীনতার অনুরাগ ছিল, এই প্রযুক্ত তাঁহার পরাধীন হওয়া ঘৃণাই বটে; কিন্তু তথাচ ঐ অত্যাচারকারি কাইশর সেনাপতিহইতে তাঁনা প্রকার উপকার প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সহিত প্রণয় করিয়াছিলেন; কিন্তু অবশেষে কৃতঘ্নতা রূপ অস্ত্রদ্বারা আত্মীয়তা রূপ ভাবৎ বন্ধ ছেদন করিয়া এমন এক কৃতজ্ঞি দলমধ্যে ভুক্ত হইলেন, যে তাহাতে ঐ উপকারি ব্যক্তির প্রাণপর্যন্ত সাহায্য করিতে উদ্যত হইলেন। আর কাশিয়ুস সেনাপতি নিজে অহঙ্কারী প্রযুক্ত সকল লোককেই তুচ্ছবোধ করিতেন, বিশেষতঃ কাইশর সেনাপতির সমস্ত আচরণকে ও তাঁহাকে অতি অপকৃষ্ট জ্ঞান করিতেন; অতএব আপন হিংসাভিলাষ পরিপূর্ণ করণার্থে তাঁহাকে বধ করিতে পুনঃসচেষ্ট হইয়াছিলেন। আর ঐ কুপারামর্শিদলহু লোকেরা আপনাদের কর্ম সকল যথার্থরূপে প্রচার করণার্থে যে দিবসে কাইশর সেনাপতি মুকুট ধারণ করিবেন, ঐ মার্চ মাসের পঞ্চ দশ দিবসে তাহাকে বধ করিতে পরামর্শ দ্বির করিলেন। ইতোমধ্যে কাইশর সেনাপতি কোন ঘটনাতে সন্দিগ্ধ হইয়া আপনি যে সভাগৃহমধ্যে যাইবেন না, ইহা

মনস্থ করিলেন বটে; কিন্তু ঐ কুচক্রি দলের মধ্যে কোন ব্যক্তি আসিয়া বাগ্‌জালেতে তাঁহাকে প্রতিজ্ঞাপালন করিতে লওয়াইল, অর্থাৎ এই কথা কহিল, যে সভাস্থ লোকেরা তোমার আগমনের অপেক্ষা করিয়া নানাবিধ আয়োজন করিয়াছেন, এই কথাতে ভুলাইল। আর তিনি যে সময় সে স্থানেতে গমন করিতেছিলেন এমন সময় এক জন ক্রীত দাস তাঁহাকে ঐ দুষ্ট লোকদিগের দুষ্টতা সকল জ্ঞাপন করাইতে যাইতে ছিল বটে, কিন্তু চতুর্দ্দিগেতে অত্যন্ত ভিড় প্রযুক্ত তাঁহার নিকটে নৌছিতে পারিল না। এও ইতিহাসবেত্তারা আরো লিখেন, যে গ্রীক দেশীয় আর্টিমিডরস নামে এক জন জ্ঞানি লোক, তিনি তাহাদের ঐ সকল কুমন্ত্রণা জানিয়া নিপিছারা ঐ সম্বাদ কাইশরের হস্তে প্রদান করিলেন; কিন্তু তিনি ঐ নিপি আপনি পাঠ না করিয়া আপন সহকারির হস্তেতে দিলেন। পরে তিনি ক্রমেই সভাগৃহ মধ্যে উপস্থিত হইয়া বসিবা মাত্র ঐ সকল দুষ্ট লোকেরা তাঁহাকে চতুর্দ্দিগে ঘেরিয়া বারং ছোরাঘাত করিতে লাগিল, তাহাতে তিনি কত ক্ষণ ঐ সকল আঘাত কিছু নিবারণ করিয়া ওষধে ক্রুটসকে দেখিয়া কাতরোক্তিতে এই কথা কহিলেন, যে হে পুত্র, তুমিও কি ইহাদের মধ্যে এক জন? এ কথা কহিয়া পরিচ্ছদ দ্বারা আপন মুখ আবরণ করিয়া মরণেতে শরীর সমর্পণ করিলেন। এই রূপে কাইশর সেনাপতি নিজ পরাক্রম ও উপকারদ্বারা যাহা দিগকে স্বপক্ষ জ্ঞান করিলেন, তাহাদেরই হস্তের তিপ্লাস অজ্ঞাঘাত দ্বারা প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

এই রূপে কাইশর সেনাপতির অপঘাত মৃত্যু দেখিয়া রুমি লোকেরা ভীত ও বিস্ময়াপন্ন হইয়া ঐ দুষ্টকর্মকারি লোকদিগকে ধিক্কার করিতে লাগিল। বিশেষতঃ মার্কান্টনী নামক ও লেপিডস নামক দুইজন সেনাপতি ঐ খুবিলোক সকলের প্রাণদণ্ড করিয়া আপনারা যাহাতে সর্বাধ্যক্ষ পদ পাইতে পারে এমন সুপরামর্শ স্থির করিল। পরে মার্কান্টনী সেনাপতি ঐ মন্ত্রণানুসারে সমুদয় লোকের সমীপে

কাইশরের লিখিত দানপত্র পাঠ করিতে লাগিল; আর কাইশর সেনাপতি যে আপন বিষয়ের প্রধান অংশ লোকদিগকে দান করিয়াছিলেন, তাহা তাহাতেই প্রকাশ হইল। সে যাহা ইউক, মার্কান্টনো সেনাপতি সভার মধ্যে এই প্রকার শরীরটাকে সম্মুখে রাখিয়া তর্জন গর্জন পূর্বক বাক্যের কৌশলদ্বারা লোকদিগের মনেতে এমন ক্রোধ জন্মাইতে লাগিল, যে তাহাতে বোধ হয় যদ্যপি এই খুনিলোকেরা আশ্রয় লভায়ন না করিত তবে তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের প্রাণদণ্ড হইত। কিন্তু এই ধূর্ত সেনাপতি যে আত্মীয় ব্যক্তি কাইশরের শোকেতে খেদাবিত হইয়া লোকদিগের ক্রোধ জন্মাইলেন তাহা নয়, কেবল স্বার্থের নিমিত্তে; অতএব এইরূপে কাইশরের পক্ষে উদ্যোগ হইয়া লোকদিগের মনোহরণ করিলে পর কোন প্রকারে সভায় লোকদিগকে আপন পক্ষে আনিতে যত্ন করিতে লাগিলেন। আর এই বিরোধ সময়ে পাছে রুম রাজ্য শত্রুহস্তগত হয় এই নিমিত্তে আপনাকে অত্যন্ত ব্যস্তরূপ দেখাইয়া নিজরক্ষার্থে প্রার্থনা পূর্বক এক দল সৈন্য নিযুক্ত করিল। আর ক্রমেই শ্রীবৃদ্ধি হওয়াতে আপনি যে সম্রাট রাজা হন এমন আকার দিনেই দেখাইতে লাগিল।

তদনন্তর অক্টেবীয়স নামে এক জন সেনাপতি এই দর্যোগের সময়ে রুম নগরে আসিয়া মার্কান্টনো সেনাপতির একটি প্রবল প্রতিযোগী হইয়া উঠিল। সে ব্যক্তি কাইশর সেনাপতির নিজ কটুদ্ব ছিল তাহা কেবল নয়, তাহার বিষয়ের অধিকারিত্ব পদ প্রাপ্তও বটে; আর এই ব্যক্তি পশ্চাদে অগটস নামে বিখ্যাত হইয়াছিল একারণ এই নামেতেই তাহার বিবরণ লিখিত হইবে। এই রূপ হইলে রুম রাজ্য ভিন্ন ভিন্ন দলেতে বিভক্ত হইল, তাহাতে প্রথমতঃ অগটস সেনাপতির অভিপ্রায় এই, যে তিনি খুনিলোকদিগের উপযুক্ত প্রতিফল দিয়া সর্বাধিক পদের অধিকারী হইবেন; দ্বিতীয় মার্কান্টনো সেনাপতি আপনি যে রাজ্যের সর্বকর্তৃত্ব করে এই তাহার ইচ্ছা;

তৃতীয়তঃ যাহারা কাইশরকে নষ্ট করিয়াছিল তাহাদের অভিপ্রায় এই, যে সাধারণ লোকদিগের পূর্বের ন্যায় ক্ষমতা যেন বজায় থাকে, এই রূপে ভিন্ন অভ্যুত্থানে পরস্পর বিরোধিতা দল হইয়া উঠিল।

পরে অগষ্টস সেনাপতি মহাসভায় লোককর্তৃক সম্মুখ ক্ষমতা পাইয়া দেশাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইলে পর আপনার তাবৎ সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে গিয়া আণ্টনী সেনাপতি ও লেপিডস সেনাপতির সহিত মিলন করিলেন ; অতএব এমন হইলে তিনজনে একা হইয়া মন্ত্রণা পূর্বক এই ব্যবস্থা স্থির করিলেন, যে ত্রয়াধিপতি নামে একটি তিন জনের কর্তৃত্ব পদ স্থাপিত হইয়া পাঁচ বৎসরের নিমিত্তে তাহাদের হস্তে সমুদয় রাজকর্তৃত্ব থাকিবে, এবং সেই তিন জনের নিমিত্তে রুম রাজ্যের তাবৎ দেশ প্রদেশাদি তিন অংশে বিভক্ত হইবে। আর ঐ তিন জনের স্বয়ং বৈরির নাম ফর্দেতে লিখিয়া ত্রয়াধিপতির নিকটে উপস্থিত করিলে পরস্পর তাবতের তাবৎ শত্রুতাবতে বিনাশ করিবেন। এই রূপ নতুন ব্যবস্থা স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু অবশেষে শেষের লিখিত যে নিয়ম, তাহাতে সর্বপ্রকারে এমন গর্হিত হইয়া উঠিল, যে লেপিডস সেনাপতি পলস নামে আপন সহোদরকে অংশির হস্তে প্রাণ দণ্ডার্থে সমর্পণ করিল, এবং আণ্টনী সেনাপতি আপন পিতৃব্য লুসিয়সকে প্রাণ দণ্ডের নিমিত্তে সমর্পণ করিল, আর অগষ্টস সেনাপতি শিবরো নামক ব্যক্তিকে নষ্ট করিয়া চির কালের নিমিত্তে আপন অপমান আপনি করিল ; অতএব এই ভয়ানক শত্রুসংহারের নিয়মেতে তিন শত সভায় লোকি এবং তিন সহস্র সম্ভ্রান্ত লোক প্রাণত্যাগ করিল।

অপর এই ভয়ানক নিয়মেতে ত্রয়াধিপতি লোকেরা সর্বদোষ শিবরো নামক সম্ভ্রান্ত প্রাণদণ্ড করিবার জন্যে তাহাকে স্থানে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে তিনি পলায়ন করিয়া কিছু দিনের নিমিত্তে শত্রুহস্তগত হইলেন না বটে ; যেহেতুক তিনি সমস্ত উত্তীর্ণ হইয়া চির দিনের নিমিত্তে রক্ষা পাইবার মনস্থ

করিয়া পল্লী গ্রামস্থ আপন অট্টালিকাদি পরিভ্যাগ পূর্বক সমুদ্র
 তীরের অঞ্চলে পলায়ন করিলেন। আর তাহাতে ঘটনাক্রমে গত
 মাসে এক খানি প্রস্তুত জাহাজ পাইয়া এই জাহাজে আরোহণ
 পূর্বক কতক দূর পর্য্যন্ত গমন করিলেন বটে, কিন্তু অকস্মাৎ একটি
 প্রবল প্রতিকূল বায়ুর আগমনেতে এই জাহাজ পুনর্বার তীরেতে
 লাগাইতে হইল। এমন হইলে সেই সমস্ত রাজি তটোপরি কাল
 যাপন করিয়া পর দিনেতে তাঁহার আত্যন্তিক ইচ্ছা না থাকিলেও
 তথাপি সমভিব্যাহারি পরিবার লোকদিগের মিনতিতে পুনর্বার জা-
 হাজে আরোহণ করিলেন। কিন্তু শেষে পলাইয়া জীবন ধারণেতে
 বিরক্ত হইয়া তিনি পুনর্বার জাহাজহইতে তট ন্যমিয়া নিকটস্থ
 পল্লী গ্রামে তাঁহার যে বাটী ছিল, এই বাটীতে গিয়া বসতি করি-
 লেন। তাহাতে তিনি যখন অল্পকালের নিমিত্তে নিদ্রাগত হইলেন,
 এমন সময় তাঁহার ভ্রাতৃবর্গেরা শত্রুপক্ষীয় চরণের পুনঃ অনু-
 সন্ধান ও গমনাগমন দেখিয়া ভয়েতে সহসা তাঁহাকে শিবিলা
 বাহনে লইয়া আরবার সমুদ্রতীরে পলায়ন করিল। ইতোমধ্যে শত্রু-
 পক্ষীয় লোকেরা তাঁহার গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি যে পলা-
 য়ন করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া তাহারা অবিলম্বে সমুদ্রতীরে
 গিয়া অনুেষণ করিতে একটি বনমধ্যে তাঁহাকে পাইয়া গুল্ফার
 করিল। আর তাঁহার হস্তদ্বয়ের সহিত মস্তক ছেদন করিয়া এই ছিন্ন
 মস্তক উপটোকন স্বরূপ করিয়া রুম নগরে আন্টনো সেনাপতির
 নিকটে পাঠাইয়া দিল, তাহাতে এই আন্টনো সেনাপতি মহা আন-
 ন্দেতে এই ছিন্ন মস্তক গৃহণ করিয়া এই খুনিব্যক্তিকে প্রচুর ধন
 দিয়া সজ্জিত করিলেন, আর এই সভাসদ শিবরো যে মঞ্চেপরি
 দাঁড়াইয়া দেশাধ্যক্ষদের নানাবিধ অত্যাচারেতে দোষ প্রদান পূর্বক
 বক্তৃতা করিতেন, তদুপরি তাঁহার ছিন্ন মস্তক রাখিলেন। এই
 রূপে শিবরো সমস্তা ত্রিযুক্তি বৎসর বয়ঃক্রমে অত্যাচারে পর-
 লোক প্রাপ্ত হইলেন। জুলিয়স কাইশরের ইতিহাসে তাঁহার বিষয়ে

এই কথা কিঞ্চিৎ লিখিয়াছেন, যে রুম নগরীয় সমস্ত সেনাপতি অপেক্ষাও ঐ শিবরো ব্যক্তি অধিক সম্ভ্রান্ত ছিলেন।

সে যাহা হউক, এদিগে কাইশরের প্রুতিহিংসক যে ক্রুটস্ ও কাশিয়স্ সেনাপতি, তাহারা ত্রয়াধিপতি লোকদিগের তাড়নাতে পলায়ন পূর্বক দেশবহির্ভূত হইয়া গ্লীক দেশে গিয়া উপস্থিত হইলেন; তাহাতে সে স্থানে আথেক্স নগরে রুম নগরীয় যে সকল যুবা লোক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিল, তাহাদিগকে সপক্ষ করণার্থে নানা প্রকারে মনলওয়াইতে লাগিলেন। পরে দুই জনে ভিন্ন হইলে ক্রুটস্ সেনাপতি মাসিডন দেশে উপস্থিত পূর্বক সৈন্য সংগৃহ করিতে লাগিলেন; এবং কাশিয়স্ সেনাপতি শিরিয়া দেশে গিয়া দ্বাদশ দল সৈন্য সংগৃহ করিলেন। এই রূপে তাহারা অতি অল্প দিনের মধ্যে এত প্রচুর সৈন্য সংগৃহ করিলেন, যে তাহাতে ঐ অতুল্য পরাক্রমি আসমুদ্র করণাঙ্কি রুমি লোকদিগের সহিত তাহারা যুদ্ধ করিতে আপনাদিগকে সমর্থ বোধ করিলেন। আর সার্বভৌম রাজা কে হইবেন তাহাও এই যুদ্ধে নির্ণীত করিতে মনস্থ করিলেন। আর এত শীঘ্র যে তাহাদের এত অসংখ্য সৈন্য সংগৃহ হইয়াছিল, তাহার কারণ এই, যে ক্রুটস্ সেনাপতি সর্বত্র লোকদের নিকটে এমন সৌজন্য ও সদয়াচরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে তাহাতে তাবলোকেরেই তাহাকে পৃথিবীর হিতকারী ও শুভজনক বলিয়া মান্যমান করিয়াছিল।

পরে এই রূপ সমাচার পাইয়া আণ্টনীয় সেনাপতি ও অগষ্টস্ সেনাপতি উভয়ে সুসজ্জীভূত হইয়া মাসিডন দেশের প্রুতি অগুসর হইলে পর এখানে ক্রুটস্ সেনাপতি ও কাশিয়স্ সেনাপতি দুই জনে সংগ্রামার্থে যে স্থানে ত্রয়াধিপতিদিগের তাবৎ সৈন্য সামন্ত ছিল, ঐ ফিলিপাই নগরেতে গমন করিলেন; তাহাতে এই মহাবল পরাক্রান্ত ত্রয়াধিপতি সেনাপতির অগুগমন দেখিয়া তাবৎ লোকেরাই মহা উদ্বেগ ও বিস্ময়াপন্ন হইল; কিন্তু কেবল ক্রুটস্ সেনাপতি নির্ভ-

যেতে সহজ রূপে দর্শন করিতে লাগিলেন; অতএব এই সমুদয় পৃথিবী-
 বীৰ্য্যাপক যে রাজা, ইহা যে কাহার হস্তগত হইবে, তাহা এই যুদ্ধে-
 তে জানা যাইবে; সে যাহা হউক, এই রূপে ক্রুটিস সেনাপতি অশী-
 তি সহস্র পদাতিক এবং বিংশতি সহস্র অশ্বরূঢ় সৈন্য লইয়া, এবং
 ত্রয়াধিপতি লোকেরাও এক লক্ষ পদাতিক ও ত্রয়োদশ সহস্র অশ্বা-
 রূঢ় সৈন্য লইয়া, উভয় দলেতে ঘোরতর সংগ্রামের আড়ম্বর পূর্বক
 খ্রেশ দেশের সীমান্ত ঐ ফিলিপাই নগরের সমীপে পর্বতোপরি গিয়া
 ছাউনী করিলেন। ঐ নগরের পশ্চিম দিগে দ্বাবিংশতি ক্রোশ পরি-
 সর একটি মহাপ্রান্তর ছিল, ঐ প্রান্তর ক্রমে চালু হইয়া স্ট্রাইমন
 নদীতে গিয়া মিলন হইয়াছে, আর তন্মধ্যবর্ত্তি নগরহইতে এক
 ক্রোশ দূরে পরম্পর অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যবধানে দুইটি ক্ষুদ্র পর্বত ছিল,
 ঐ দুই পর্বতের একপার্শ্বে সমূহ পর্বতশ্রেণী এবং অন্যপার্শ্বে সমুদ্র
 মিলন একটি বৃহৎ জলাশয় ছিল, ঐ দুই পর্বতোপরি কাসিয়ন্স
 এবং ক্রুটিস দুই দলেতে গিয়া ছাউনী করিলেন। তাহাতে উভয়
 লোকেরাই সংগ্রামের আয়োজিত অব্যাদি ছয় ক্রোশ দূরে থাসস
 নামক উপদ্বীপেতে লইয়া রাখিলেন। আর নিকটস্থ সমুদ্র
 হইতে অনায়াসে খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন হইতে লাগিল; অত-
 এব এমন উত্তম স্থানেতে ছাউনি করাতে পরস্পর ইচ্ছা ব্যতিরেক
 কেহ তাহাদের প্রতি আক্রমণ করিতে পারেন না; আর
 তাহারা উভয় ছাউনিতে উভয়ত গমনাগমন ও পরস্পর রক্ষণা-
 বেক্ষণ করিত। কিন্তু ত্রয়াধিপতি লোকদিগের সৈন্য পর্বতের
 অধঃ ঐ প্রান্তরের মধ্যে ছাউনী করাতে তাহাদের দ্বাবিংশতি ক্রোশ-
 দূরহইতে বাহনদ্বারা খাদ্যদ্রব্যাদি আনিতে হইত, একারণ তাহা-
 দের আহারাদির দারুণ কষ্ট হওয়াতে তাহারা শীঘ্র যুদ্ধারম্ভ
 করণার্থে বারং চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে প্রতিবাদি
 লোকেরা যুদ্ধের পুসঙ্গও না করিয়া ঐ প্রান্তরে উত্তরণ পূর্বক সৈন্যে
 শ্রেণী বদ্ধ হইয়া তাহাদের ছাউনীর সম্মুখে রহিল। এই রূপে কিছু

দিন গত হইলে, ক্রুটস্ সেনাপতি আপনার কতক গুলিন সেনাপ-
তিকে বিপন্ন পক্ষে হেলিত দেখিয়া ভ্রায় শত্রুর প্রতি আক্রমণ
করিতে কাশিয়সের প্রতি পরামর্শ দিলেন। পরে কিছু দিন বাদে
খাসন্সামক উপদ্বীপের প্রতি গমন করিয়াছে যে পথ, ঐ পথে প্রবেশ
করিতে উভয় সেনাপতি লোকেরাই এক কালে চেষ্টা করিতে ক্রমে
একটি মহা সংগ্রাম উপস্থিত হইয়া উঠিল, তাহাতে কাশিয়স ও ক্রুটস্
সেনাপতি প্লাপণ করিয়া যে সংগ্রাম করিবেন আর পরাজিত
হইলে স্বহস্তে প্লাপণ পরিত্যাগ করিবেন এমন মানস করিলেন; কিন্তু
শেষেও তাহা কলিয়া উঠিল, অর্থাৎ এইরূপে কতকক্ষণ পর্যান্ত
ঘোরতর ভয়ানক সংগ্রাম হইলে কাশিয়স সেনাপতি অকস্মাৎ এমন
পর্যভূত হইলেন, যে একেবারে জয়েতে নিরাশ হইয়া সৈন্যগণ
যে কোন প্রকারে কৃতকার্য হইতে পারে এমন কিছু মাত্র ভরসা
দেখিলেন না; অতএব এই রূপে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া লজ্জাতে ক্রুটস্
ও কাশিয়স সেনাপতি আত্মঘাতী হইয়া প্লাপত্যাগ করিলেন, এমন
হইলে তাহাদের অনুগামি সপক্ষ লোকদিগের দীর্ঘ আশঙ্কণ যে
বৃদ্ধ, তাহা একেবারে সমূলে উৎপাটিত হইল।

অতএব এই রূপে ত্রয়াদিপতি লোকেরা এই সংগ্রামে সম্মুখ রূপে
জয়ী হইয়া অনিবার্য অপরিমিত পরাক্রম যুক্ত হওয়াতে পূর্বে যা-
হাদের দণ্ড দিতে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, ঐ লোকদিগকে উপযুক্ত দণ্ড
প্রদান করিতে লাগিলেন। আর ঐ ক্রুটস্ সেনাপতির মন্তক যে কা-
শিয়সের প্রতিমূর্তির চরণেতে নিক্ষেপ করণার্থে রুম নগরে পাঠাইয়া
দিদেন, তাহাতে ইতর লোকেরা অত্যন্ত খেদান্বিত হইল। সে যাহা
হউক, এই রূপে রুম রাজ্যে সাধারণ কর্তৃত্ব একেবারে উঠিয়া
ত্রয়াদিপতি লোকদিগের হস্তে রাজকর্তৃত্ব সমর্পিত হইল; অতএব
আণ্টনো সেনাপতি ক্রমে গ্রীক দেশে ও আশিয়া দেশে উত্তীর্ণ
হইয়া পূর্ব দেশীয় রাজগণকে বলেতে রুম রাজ্যের অধীনতা
স্বীকার করাইলেন, এ কারণ রাজগণেরা তাহার অনুকূল হওনার্থে

তাঁহার সম্মতিবাহারে গমন করিল। এই প্রকারে আর্টনী সেনাপতি নানা দিগ্বেশ ভ্রমণ করিয়া অসম্ভব ১২ রাজগণক সম্মতিবাহারে রাখিয়া করগুহন পূর্বক বেচ্ছাধীন রাজাদিগের এক ২ রাজ সিংহাসন দিতে লাগিলেন। কিন্তু পূর্ব দেশীয় তাবৎ রাজাঅপেক্ষা মিশর দেশীয় ক্লিয়োপাত্রা নামী রানীকে অত্যন্ত ভাল বাসিয়াছিলেন; কলতঃ এই রানী কোন ক্ষুদ্র বিষয়ে তাঁহার আজ্ঞা মান্যমান হইত, তাহাতে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া উত্তর দিতে আত্মপাত্র পাইলে পর যখন এই রানী তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন আর্টনী সেনাপতি এই রানীর লাবণ্য দেখিয়া এবং তাহার বাক্যের ক্রোশনেতে কন্দর্পেতে এমন মুগ্ধ হইলেন, যে রাজ্যের হিতাহিতে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া তাহার আশা পরিপূর্ণ করণার্থে মিশর দেশে প্রস্থান করিলেন।

অপর এই রূপে আর্টনী সেনাপতি এই মনোরম ক্লিয়োপাত্রার সহিত হাস্যকৌতুকাদি নানাবিধ অনর্থক ইন্দ্রিয় সুখ সন্তোষেতে রত হইয়া কিছু দিন পর্য্যন্ত মিশর দেশে রহিলেন; কিন্তু অবশেষে এখানে অগষ্টস্ সেনাপতি তাহার সম্মতি ব্যতিরেক লোকদিগকে কড়ক গুলিন ভূমি বিতরণ করাতে তাহার সপক্ষ লোকেরা অগষ্টসের এই রূপ স্বয়ং কর্তৃত্বে ঘেষ করিয়া তাহাকে সন্বাদ করিল। অতএব আর্টনী সেনাপতি এই রূপ সমাচার পাইয়া মহাক্রুদ্ধ হইয়া হঠাৎ অগষ্টসের সহিত যাত্ৰা করিতে গমন করিলেন বটে, কিন্তু শেষে কোন প্রকারে পরস্পর বিবাহ ভঙ্গন হইলে পর তাঁহারা উভয়ের নিকট উভয়েই দোষের মার্জনা করিলেন, আর উভয়ে অঞ্চল প্রণয় রাখিবার জন্যে অগষ্টস্ সেনাপতি আর্টনী সেনাপতির সহিত নিজ ভগিনীর বিবাহ দিলেন; আর সকলের পরামর্শানুসারে এই রূম রাজ্য নূতন রূপে বিভক্ত হইলে পর আর্টনী সেনাপতি পূর্ব দেশীয় রাজা ধৃত হইলেন, এবং অগষ্টস্

সেনাপতি পশ্চিম দেশীয় ঋণ লইলেন, ও লেনিডন্স সেনাপতি
আফ্রিকা দেশীয় ঋণ লইলেন।

অপর লেনিডন্স সেনাপতি আপন রাজ্য ঋণের মধ্যে শিশিলী
দেশ ভুক্ত করিতে নানা প্রকার আদিক্ষন করাতে অগষ্টন্স সেনা-
পতির এমন ক্রোধাঘাতে পতিত হইলেন, যে তাহাতে একেবারে
সমুদয় পূর্ব ক্ষমতাতে বঞ্চিত ও দেশচ্যুত হইয়া সে ককইয়ন্স দেশে
গিয়া তাহার থাকিতে হইল; অতএব তদ্রূপ অগষ্টন্স সেনাপতি
যখন একা রাজ্য রাজ্যোখর হইতে যত্ববান হইয়াছিলেন, তখন
আন্টনো সেনাপতিও তাহার তেমনি এক জন প্রতিবন্ধক ছিলেন
বটে, কিন্তু তথাপি ঐ আন্টনোর যে লোক পুসিত আচরণ ও চরিত্র
সকল তাহা আপন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঐ প্রতিযোগী অগষ্টন্সের
বিকৃত চেষ্টাকে ফলবতী করণের একটি প্রধান কারণ হইয়াছিল;
ফলতঃ আন্টনো সেনাপতি রাজকীয় সমুদয় চিন্তাকে মনহইতে
দূর করিয়া কেবল ইন্দ্রিয় সুখভোগে আসক্ত ছিলেন। আর ঐ রা-
জ্যেও কোন প্রকারে ঐ সেনাপতিকে বশীভূত করণার্থে নানা কৌশল
করিতে লাগিলেন; অতএব শেষে আন্টনো সেনাপতি অক্টে-
ব্রিয়া নিজ ভাষ্যাকে ভাগ পত্র দিয়া ঐ ক্লিয়োপাত্রা রাণীকে
বিবাহ করিলেন।

অপর অগষ্টন্স সেনাপতি এই রূপ অকারণে নিজ ভগিনীর
অপমান দেখিয়া ক্রোধেতে আন্টনো সেনাপতির সহিত যে সংগ্রাম
করা উচিত, তাহা সভ্য লোকদিগের প্রতি বিজ্ঞাপন করাই-
লেন; এ কারণ আন্টনো সেনাপতিও ক্রোধাপন্ন হইলে উভয়
পক্ষ সেনাপতিরাই সংগ্রামার্থে সুসজ্জীভূত হইল; কিন্তু আন্টনো
সেনাপতির জিয়ন্স সকল তদ্রূপ চঞ্চল প্রযুক্ত যুদ্ধবিষয়ে পূর্বে
যে রূপ সুখ্যাতি ছিল, তাহা হারাণেতে সেনাপতির অনুপযুক্ত
প্রকাশ হইল; অতএব তাহার আত্মীয় বন্ধু লোকেরা তাহাকে

পারিত্যাগ করিয়া এই রূপে তিনি যে নিভান্ত অপদার্থ হইয়াছেন ইহা সকলেই কহিতে লাগিল; সে যাহা হউক। পরে আন্টনী সেনাপতি অগুনসর না হইয়া সামস নগরে ও আথেন্স নগরে ক্রমে ভ্রমণ করিয়া কালবিলম্ব করাতে তাহার প্রতিযোগি অগট্টস সেনাপতি কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনা পূর্বক সঙ্গ্যামের প্রচুর আয়োজন করিতে অবকাশ কাল পাইলেন, তাহাতে পশ্চিম দেশীয় সৈন্য সামন্ত সকল অগট্টসের পক্ষে হওয়াতে পূর্ব দেশীয় তাবৎ সৈন্য সেনাপতি আন্টনীর পক্ষে হইল; অতএব যথাযোগ্য রীতি পূর্বক সঙ্গ্যাম করণের ঘোষণা হইল।

পরে ইপাইরস দেশীয় আক্সীরস নামক নগরের সম্মুখ-
দ্রোণরি আয়েবিয়া নামে মোহানার মুখেতে একটি মহাসঙ্গ্যাম
উপস্থিত হইল; তাহাতে আন্টনী সেনাপতি ঐ মোহানার মুখে
আপন জাহাজ সকল সরিৎ শৌণ্ডিক করিয়া রাখিলেন, এবং
অগট্টস সেনাপতি তাহার সম্মুখে জাহাজ সকল শৌণ্ডিক করিলেন;
আর উভয় পক্ষীয় সৈন্য সকল মোহানার উভয় ভীরেতে থাকিয়া
উভয় পক্ষেতে সাহস প্রদান পূর্বক কেবল সঙ্গ্যাম দর্শন করিতে
লাগিল। এই রূপে ঘোরতর সঙ্গ্যাম আরম্ভ হইলে আন্টনী সেনাপতি
যুদ্ধবিষয়ে বিজ্ঞতম হইলেও হঠাৎ পরাজিত হইলেন। তাহার প্র-
ধান কারণ এই, যে তাহার ঐ ক্লিয়োপাত্রা নামী স্ত্রী বিপদস্বাতকতা
করিয়া ঘোরতর যুদ্ধসময়ে কতক গুলি জাহাজ লইয়া পলায়ন
করিল, তাহাতে ঐ দ্বৈধ হতবুদ্ধি আন্টনী সেনাপতি শত্রুহস্তে
সমুদয় জাহাজ সমর্পণ করিয়া আপনিও তাহার পশ্চাৎ পলায়ন
করিলেন। এমন হইল অগি লোকেরা তাহার সমুদয় জাহাজ হস্ত
গত করিয়া ভীষণ বিপক্ষ সৈন্যগণ যুদ্ধ না করিলেও জাহাজ
সৈন্যের নায় তাহাদিগকেও বশতা স্বীকার করাইল।

এই রূপে অগট্টস সেনাপতি জয়যুক্ত হইলে পর সৈন্য সামন্তের
সহিত অগুনসর হইয়া পেলবিরস নামক নগরের সম্মুখে গিয়া

ছাউনী করিলেন; তাহাতে তৎকালীন রাজা মুরুল সাহসহীন প্রযুক্ত
কিয়া এই ক্লিষ্টোনাডার আজাদারাতেই বা ইউক, কলহ বিগ্ৰহাদি
কিছু মাত্র না করিয়া ইঠাৎ আসিয়া তাহার হস্তেতে আপন নগর
সমর্পণ করিল; অতএব অগস্ত্য সেনাপতি আর কোন বাধা না
পাইলে যত্নে আশ্রিত্যে আসিয়া নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন।
এ কথা শুনিয়া আন্টনো সেনাপতি যুদ্ধ করণার্থক এই নগর হইতে
বেগেতে অকস্মাৎ বাহির হইয়া শত্রু পক্ষীয় কতকগুলীন অশ্বা-
রুঢ় সৈন্যদিগকে প্রহার পূর্বক নগরসম্মুখ হইতে তৎক্ষণাৎ
দূর করিলেন; অতএব এই কৃতকার্য হওয়াতে কিঞ্চিৎ সাহস
পাইয়া এই মনস্থিতির করিলেন, যে এই বার ভলে কি স্থলে প্রাণ
পাণে যুদ্ধ করিয়া আপন প্রাণ কিম্বা শত্রুর প্রাণ নষ্ট করিয়া সংসা-
মের শেষ করিব। অতএব এই রূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া এই সংগ্রাম
নিজাদক যুদ্ধের পূর্ব দিনে মহা আড়ম্বর পূর্বক উভয় ২ খান্য
সামগ্রীদ্বারা একটি ভোজ করিতে আজ্ঞা করিয়া আশ্রয় বন্ধ
বান্ধবদিগের প্রতি কহিলেন, যে আমি অদ্য যেন জীবৎ
ব্যক্তির মত কাল যাপন করি; কেননা কি জানি হয়তো তোমরা
কল্য নূতন একটি মনিব পাইবা।

পরে এইরূপে প্রতিজ্ঞা হইলে পর আন্টনো সেনাপতি আপনার অব-
শিষ্ট কতকগুলীন সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে লইয়া এই নগরের
নিকট একটি উচ্চ ভূমিতে গিয়া শ্রেণীবদ্ধ পূর্বক সৈন্য রচনা করিয়া
শত্রুদিগের আক্রমণার্থে যুদ্ধের আহ্বাজ প্রেরণ করিলেন। আর
আপনি এই সৈন্যশ্রেণীমধ্যে থাকিয়া এই আহ্বাজের প্রতি অব-
লোকন করিয়া থাকিতে আপন জাহাজ সকল যে রীতিপূর্বক
অগ্নিসংহত হইতেছে, ইহা দেখিয়া পরমাহুত হইলেন বটে, কিন্তু
তৎক্ষণাৎ পুনরায় প্রচণ্ড কোপাধিত হইলেন, কারণ তাহার জাহাজ
সকল অগ্নিসংহত হইয়া শত্রু পক্ষীয় জাহাজের সম্মুখ হইলেও কোন
ফাটুমাটু না করিয়া তাহাদের সহিত সন্ধি করিয়া ক্রমে ২ মোহা-

মাত্রে আসিয়া গৌছিল; তাহাতে পুনর্বার অধারত সৈন্যদিগকে
সংগৃহীত প্রেরণ করিলে তাহারাও শত্রুসৈন্যমধ্যে ভুক্ত হইল;
অতএব অবশেষে তিনি প্রচণ্ড রাগান্বিত হইয়া আপনি কেবল
পরাধিক সৈন্যদিগকে আশ্রয় করিয়া শত্রুদিগকে আক্রমণ করিলেন
বটে, কিন্তু তাহাতে অশেষরূপে পরাধিত হইয়া পুনর্বার ঐ নগর-
মধ্যে পলায়ন করিলেন। আর এই অপমানজন্য অদম্য ক্রোধ
স্বরূপ হ্রিতে না পারিয়া উৎকণ্ঠেরে কহিতে লাগিলেন, যে ক্লিয়ো-
পাজা রাজা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আমাকে নষ্ট করিল। আর
তিনি যে এই অনুমান করিয়াছিলেন তাহাও সত্য; কেননা ঐ
রাজা তাহার আহাজীয় সৈন্যদিগের শত্রু পক্ষীয় হইতে গুপ্ত রূপে
সহায়তা দিয়াছিলেন।

অপর আর্টন সেনাপতি এই রূপ দুরবস্থাতে পড়িয়া এইরূপে
মাহাতে প্রাণদান পাইয়া নিজ্জনেতে থাকিয়া অবশিষ্ট পরমায়ু
কর করিতে পারেন, এমন অনুগ্রহ মাত্র প্রার্থনা করিলেন;
কিন্তু তাহাতে অগষ্টস সেনাপতি কিছু মাত্র উত্তর প্রদান করিলেন
না; আর ঐ মনোরম ক্লিয়োপাজা রাজার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে,
এই মিথ্যা সন্বাদ রাষ্ট্র হওয়াতে ঐ আর্টন সেনাপতি শৌকেতে
উদ্বিগ্ন হইয়া ছুরিকাঘাত করিয়া অল্প কালের মধ্যে প্রাণ পরিভ্যাগ
করিলেন। আর ক্লিয়োপাজা রাজা ঐ অগষ্টসের ক্রোধ সাম্য কর-
ণার্থে নানা প্রকার কৌশল পূর্বক আক্রমণ করিল বটে, কিন্তু সে
সকল চেষ্টা নিফল হইয়া বরং অগষ্টস সেনাপতি আপন জয়ের
একটি চিহ্নের নিমিত্তে তাহাকে দৃঢ়রূপে বন্ধন পূর্বক রম নগরে
লইতে মনস্থ করিলেন; অতএব ক্লিয়োপাজা রাজা কোন উপদ্রোহ-
নেতে ভ্রমর কলের সহিত গুপ্ত রূপে একটি কালসর্প পাইয়া ঐ
সর্পাঘাতে প্রাণ পরিভ্যাগ করিলেন।

অথ সম্রাটের বিবরণ।

এই রূপে অগষ্টস সেনাপতি জগতের মধ্যে আসমুজ করগুহী রাজাধিরাজ চক্রবর্তী হইয়া উঠিলেন, তাহাতে ইউরোপ খণ্ডে এই রুম রাজ্যের মধ্য ভুক্ত অন্যান্য দেশ ব্যতিরেক ইটালী দেশ, ও করাসীয়া দেশ, ও সিরিয়া, ও গ্ৰীক, ও বৃটন, ও জার্মানীয়া দেশের কতক ওলোন প্রদেশ, ও আশিয়া দেশের মধ্যে ক্ষুদ্র আশিয়া নামে খ্যাত যে সকল দেশ, ও আর্ম্যানী দেশ, ও সিরিয়া, ও যিহদী, ও মেসোপোটামিয়া, মিডিয়া, এবং আফ্রিকাখণ্ড ভুক্ত মিশর দেশ, ও নুমিয়া দেশ, ও মরিতেনিয়া, ও লিবিয়া, এই কতকওলোন দেশ সমুদ্রায়েতে এই রুমরাজ্য দীর্ঘে দুই হাজার কোশ এবং পরিসরে এক হাজার কোশ ছিল।

তদনন্তর এই অগষ্টস রাজা রাজ্যের এই রূপ একাধিপত্য পাইলেও লোকদিগের কোন প্রকারে ঈর্ষা না জন্মাইয়া বরং তাহাদের অনুকূল করণার্থক যত্নবান্ হইলেন, তাহাতে পূর্ব ২ রাজনীতি সকল পরিবর্ত করিয়া সমুদয় রাজনীতি নূতন রূপে সংস্থাপন করিলেন বটে; কিন্তু লোকদিগের মনোরঞ্জনার্থে সকলি এই প্রাচীন নামে বিখ্যাত করিলেন। আর তিনি যে কেবল লোকদিগের অসামঞ্জস্য ভয়েতে সম্রাট্ নামে বিখ্যাত হইলেন, ইহা লোকেতে প্রচার করিলেন। আর সকলের শাসনকরণার্থে আপনি বিচারকর্তা হইলেন, এবং সভাপতি হইতে লোকদিগকে অভিমত করাইলেন; কিন্তু তাইশ্বর সেনাপতি ও শিলা সেনাপতির মূর্ত্য নিদর্শন দেখিয়া আপন যে সম্রাট্ হইবেন কিম্বা লোকদিগের ক্রমতাপ্রদান পূর্বক পূরুষত সাধারণ কর্তৃত্ব সংস্থাপন করিবেন, ইহা বহু দিন পর্যন্ত মনে ২ আন্দোলন করিয়াছিলেন। তাহাতে অবশেষে মিশরাস নামক তাহার এক জন মন্ত্রী এই পরামর্শ দিলেন, যে এই অজগর ভূলা অতিবৃহৎ রাজ্য সুকঠিন শাসন ব্যতিরেক কোন মতে সুস্থির

ধাক্কিবে না; বিশেষতঃ এক রাজ্যে অনেকের কর্তৃত্ব ও শাসন হইলে অবশ্য ছিন্ন ভিন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে। অতএব অগষ্টন রাজা নানা প্রকার আকর্ষণ পূর্বক অতি যত্নেতে যে পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই পদ সংস্থাপনের মন্ত্রণা অতি মনের মত বোধ হওয়াতে তৎক্ষণাৎ গৃহীত করিলেন।

পরে এই অগষ্টন রাজা জগতে আপনি মহাপুরুষ রূপে বিখ্যাত ও মান্যমান হইবার জন্যে ছলক্রমে এমন ভাণ করিলেন, যে বৈরাগ্য দশাতে যেমন উদাস্য করিয়া বিষয় পরিত্যাগ করে, তেমনি এই প্রাণরীষ্য সাম্রাজ্য পদ অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, ইহা লোকদিগকে জানাইলেন। তাহাতে সমুদয় লোকেরা এই সাম্রাজ্য পদে থাকিতে তাহাকে যথেষ্ট কাকূতি মিনতি করাতে তিনি যেন তাহাদের অনুরোধে সম্মত হইলেন, এমন ভাণ করিলেন; কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার উদ্দেশ্যে পরম ভুক্তি ছিল। তাহাতে দশ বৎসরের নিমিত্তে রাজত্ব করিতে স্বীকৃত হইয়া এমন উৎকর্ষ রূপে তাবদীয় কৰ্ম নিষ্পাদন করিতে লাগিলেন, যে তাহাতে লোকেরা তাহাকে প্রশংসা করিয়া পুনঃ ১ এই পদাভিষিক্ত করিতে লাগিল। আর এই অবধি সভা হু লোককর্তৃক অগষ্টন নামে বিখ্যাত হইলেন, বিশেষতঃ ত্রিষি লোকদের গিড়া এই নামেতে প্রসিদ্ধ হইলেন। অতএব তাঁহার শরীর যে পুণ্য ভারাক্রান্ত ও অবস্থা, ইহা সকলেরি বোধ হইল; তাহাতে যখন পুনঃ ১ দশ বার দৈশাখ্যকপদে নিযুক্ত হইলেন, তখন লোকসকলে পঞ্চ পূর্বক তাঁহার সমুদয় ব্যবহাতে অনুমতি দিয়া তাঁহাকে যে স্বাধীন করিয়া রাখিল তাহা কেবল নয়; পক্ষাৎ যে কোন ব্যবস্থা স্থাপিত করেন, তাহাতেও পঞ্চ পূর্বক সম্মতি প্রদানে প্রস্তুত ছিল। আর, বাস্তবিক এই রাজার মহাপুরুষ তুল্য কোন গুণ ছিল না, হঠাৎ, কিন্তু শুধাপি তিনি রাজনীতিবিষয়ে এমন পারদর্শী ছিলেন,

যে লোকেরা বোধ করিত যে পূর্বমত সাধারণ কর্তৃত্ব আছে, বাস্তবিক তিনি আপনি সর্বতোভাবে স্বাধীন কর্তৃত্ব করিতেন।

আর মিশিনাস নামে মন্ত্রী মন্ত্রণাবিশয়ে বিজ্ঞতম ও গুণা-
বিত্ত প্রযুক্ত নর প্রকারে এই অগষ্টস রাজার বিশ্বাসের পাত্র
হইলেন। আর যাহাতে রুম রাজ্যের মঙ্গল ও জীবৃদ্ধি হয়, সর্বদাই
এমন আকিঞ্চন করিতেন ; অতএব তাঁহার মন্ত্রণাতেই রুম রাজ্যের
বিধি ব্যবস্থাদি তাৎকালিক কর্তব্যাকর্তব্য কর্ম চলিতে লাগিল। আর
লোকদিগের কষ্টক সকল দূর করণার্থে উত্তম ২ উপায় সৃষ্টি করিয়া
তাহাদিগকে শিকাগারাদি উৎকৃষ্ট ২ নীতিশিক্ষা করাইলেন ; অত-
এব সেই সময়ে বিদ্যাতে কি শিল্প কর্ম্মেতে লোকদিগের যে
ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল, সে কেবল তাহাই হইতে হয়, আর অধিক
কি লিখিব, এই রাজা কোন অংশে বিদ্যারূপ অলঙ্কারেতে বিহীন
থাকিলেনও তিনি গুণত্বগেতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

আর এই রাজা নূতন ২ পদ প্রাপ্ত হইয়া নানাবিধ সমুদয়ের
উপাধি সকল পাইলেনও তজ্জাপি তাৎকালিক নিম্নলিখিত করিতে কোন
প্রকারে ত্রুটি করিতেন না। আর তিনি আজাদারা কতকগুলোর
স্বতন্ত্রাধিকার ব্যবস্থা স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহাতে সভ্যদিগের
মিগের কোন কুসিত ব্যবহারে চলিতে নিষেধ ছিল, তাহা কেবল
নয়, সাধারণ লোকদিগেরও কোন লম্বটাদি অভ্যাচার করিতে
বারণ ছিল। আর সভ্য লোকদিগের আজ্ঞা ব্যতিরেক কোন ব্যক্তি
অস্ত্রধারী হইয়া যুদ্ধ কিম্বা জোড়াদি করিতে পারিতেন না ; বিশেষতঃ
পূর্বাধি চলিত যে নাট মন্দিরে গিয়া অস্ত্রাট শৈল্যদিগের সহিত
সম্মুখ জী লোকদিগের নৃত্য গীতাদি করা, তাহাও অদ্যাবধি এবং
তাহাদের এণোত্র পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হইল। আর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও
কোন বিবাহ না করে তবে তাহাদের অর্থ নষ্ট হইবে, কিন্তু বহু
পুত্রবান হইলে পুরস্কার পাইবে, আর বাদশ বৎসরের পূর্বে

কন দিগের বিবাহ সিদ্ধ হইবে না, এবং বাতিচার কর্ম করিলে
প্রাণ দণ্ড হইবে। আর সভার লোকদিগের অন্তর্ভূত ক্ষমতা ক্ষর
করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাহ্যতে তাহাদিগের অধিক সম্মান কৰি-
তে আজ্ঞা দিলেন; আর লোকদিগের পরীক্ষাদ্বারা চরিত্রাদি না
জানিল, ক্রমি পুজাদিগের নগর কেহ ক্ষমতা পাইতে পারিবে
না। আর ক্রীত দাসদিগের দাসত্ব হইতে মুক্তি করণবিন্যয়ে একটি
নতুন নিয়ম স্থাপিত করিলেন। আর কোন ব্যক্তির কোন পদ
প্রাপ্ত হইতে হইলে রাজ সরকারে টাকা বন্ধক রাখিতে হইবে;
কারণ পদ প্রাপ্ত হইয়া যদ্যপি কেহ উৎকোচ গ্রহণ করে কিম্বা
অব্যবহিত কর্ম করিলে ইহা সম্মান হইলে সে ব্যক্তি এই টাকার নিঃ-
সৃত্ত্বিকারী হইবে। আর এই সকল ব্যবস্থা যে তিনি কেবল
স্থাপিত করিলেন এমন নয়, আপনিও সুজ্ঞানস্বরূপে প্রতিপালন
করিলেন; অতএব তিনি এইরূপ শুভদায়ক রাজনীতি স্থাপিত করিতে
অল্পে ক্রমি লোকদিগের দূশচরিত্রতা দূর হইয়া ক্রমে সকলেই
সভ্য ভাব্য শিষ্ট শাস্ত্র হইয়া উঠিল।

আর এই অগস্ত্য রাজা আপনি একাধিপতি সর্বশ্রেষ্ঠ হইলেও
তদ্বালি যে কোন লোকদের সহিত সমতা পূর্বক আলাপ করিতেন,
নিবেদনঃ তাহাদের সমুত্তরেতে যদি আপনাকে অনুরোধ বোধ হয়
তাহাও ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে স্বীকৃত ছিলেন। তাহাতে এক দিন
কোন প্রাচীন সেনা নিজ মকদ্দমার নিষিদ্ধতা হার নিকটে নিবেদন
করিলে পর এই রাজা উদাস্য করিয়া তাহাকে কোন উকীলের নিকটে
নিবেদন করিতে আজ্ঞা করিলেন; কিন্তু তাহাতে সেনা কহিয়া, যে
আমিতো আকস্মিক নগরের সংগামেতে কোন প্রতিনিধিধারা
সংগমীক করিয়াই। অতএব এই সেনার এইরূপ উত্তর শুনিয়া রাজা
সঙ্কট হইয়া বিচারস্থানে গিয়া আপনি উকীলতা করিতে তাহার
মকদ্দমা সকল করিল। আর এইরাজার এতদূর পর্য্যন্ত শিষ্টতা ছিল,
যে কোন লোকে তাহাকে প্রণাম করিলে তিনিও তাহাদিগকে

মঙ্গল করিতেম। আর এক সময় কোন ব্যক্তি ভয়েতে কল্প কল্পা-
 দিত কনবর হইয়া তাঁহার নিকটে নিবেদন করিতে এইরাজা
 তাহাকে ভীত দেখিয়া অসহ্য হইয়া কহিলেন, যে এবে
 অবোধ, তুমি কি ব্যাধির নিকটে দরখাস্ত দিতে আনিয়াছ? অতএব
 ভয় করিও না। এবং আরো এক দিবস বিচারাসনে বসিবার সময়ে
 মিশিনস নামক মন্ত্রী এই রাজাকে জ্ঞেয় ভাবাপন্ন দেখিয়া জনতা
 প্রযুক্ত নিকটবর্তী হইতে না দ্বারাতে কোশল পূর্বক এক খানি
 লিপি এইরাজার ক্রোড়েতে ফেলিয়া দিলেন; তাহাতে লিখিত ছিল,
 যে হে সংসারকারিণী গাজোখান করা অতএব রাজা এই লিপি পাঠ
 করিয়া গাজোখান পূর্বক যাহাদের মণ্ড দিতে মনস্থ করিয়াছিলেন
 তাঁহাদের দোষ মার্জন করিতেম। এবং যখন কবলিনিস
 নামে পতি সেনাপতির প্রপৌত্র এই অগষ্টস রাজার নিকটে একটি
 কুজি দান করিয়াছিলেন, তখন এই রাজা তাহাদিগের এই গুণ
 কুমন্ত্রণ শুনিয়া তাহাদিগের প্রাণদণ্ড না করিয়া বরং আপন
 সম্মুখে ডাকিয়া এই কথা কহিলেন, যে তোমাকে দুই বার ক্ষমা
 করিলাম, অতএব পূর্বে তুমি যখন শত্রু ছিলে তখন ক্ষমা করি-
 রাছিলাম, এই ক্ষম্যে রাজদোহী হইলও পুনর্বার ক্ষমা
 করিলাম অতএব এই অগষ্টস রাজার এই রূপ আশ্চর্য্য ক্ষমা
 দেখিয়া তদবধি আর কোন ব্যক্তি রাজদোহিত্বচরণ করিত
 না।

অপর এই অগষ্টস রাজা চতুর্দিকস্থ বৎসর পর্যন্ত রাজাদিরাজ
 করিয়া হইয়া পুজাদিগের সুখেতেই আত্মমুগ্ধ জ্ঞান করিয়া
 শাসন করিতে এইরূপ রাজ্য ক্রমে নিযুক্ত ও সুস্থ হইয়া
 গেল; তবে স্বদেশিও কোন দূর দেশে দুই একটি সংগাম হইয়া-
 গিলে সে কেবল দুইদমনের নিমিত্তে, নতুবা রাজ্যবৃদ্ধির নিমিত্তে
 বহু করণের কোন প্রয়োজন ছিল না; অতএব ইন্দ্র সামন্তগণেরা
 অসন্তুষ্ট হইয়া বিরুদ্ধ হইয়াছিল। সে যাহা হউক, অপর

অগষ্টস রাজা টাইবিরিয়স নামে কোন ব্যক্তির অবিদ্যা-
 মানতে তাহার বিধবা পত্নীর জসস নামে এক সন্তান আর
 তিন মাস গর্ভ থাকিলেও রাজা এই স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।
 পক্ষে এই স্ত্রী জ্যেষ্ঠ পুত্র টাইবিরিয়সকে পোষ্য পুত্র করিয়া
 তাহারই কার্যে রাজত্বের অধিকারী করিলেন, তাহাতে এই রাজ-
 কুমার যত্নবিধয়ে নিপণ ছিলেন বটে, কিন্তু তাহার কিছু বক্রস্বভাব
 ছিল। আর এই শেষ গর্ভদ্বাত জসস নামক রাজকুমার এক সময়
 জার্মানী লোকদিগের সহিত সংগৃহীতে জয়ী হইয়া প্রত্যাগমন
 করিয়াছিলেন, এবং পরিত্যাগ করিলেন। তাহাতে অগষ্টস রাজা
 পুত্রহীন হইয়া কাতর হইলেন, বিশেষতঃ তাহার পূর্ব স্ত্রী-
 গর্ভ হইতে সন্তানহীন হইয়া কন্যার ব্যভিচারাদি নানাবিধ দুষ্কি-
 য়াতে বিরক্ত হইয়া ক্রমেই সময় রাজ্যের ভার পরিত্যাগ
 পূর্বক কামানিয়া দেশীয় নোলা নামক নগরে গিয়া পুত্ৰান করি-
 লেন। তাহার এই ক্রমে চৌয়ালিশ বৎসর পর্য্যন্ত সার্বভৌম রাজা
 হইয়া, তাহার মৃত্যুর বয়ঃক্রমে এই নগরে প্রাণ পরিত্যাগ করি-
 লেন। এই সময়ে নুইমরিশস আটিকশ নামে কোন ব্যক্তি বহুনা-
 মক লোকদিগের নিকটে কিছু অর্থ লইয়া কৌশলেতে এই রাজ্যের
 অনুরাগ করিলে, তাহা সচিৎ প্রজাদিগের নিকটে এই কথা কহিল,
 যে, এই নগরে এই স্ত্রীতে স্বর্গারোহণ করিতে দেখিয়াছি; এই
 কথা শুনিয়া সকলেরি মন ও ধন হরণ করিল।

অতঃপর এই অগষ্টস রাজা নিজ গুণদ্বারা লোকদিগের নিকটে এই-
 রূপে প্রসিদ্ধ ও সমাদৃত হইয়াছিলেন, আর তাহার রাজ্যশাস-
 নের প্রথম সময়ে লোকদিগের প্রাণ হরণাদি নানা দুর্ঘটি ছিল
 নাই, এবং তাহার প্রজাদিগের অতুল সুখ হইয়া উঠিল। একদিন
 ইতিহাসকার লিখিয়াছেন যে এই রাজা যদ্যপি কিছু অধিক দিন
 জীবৎ থাকিলে, তাহা হইলে ক্রমেই প্রজাদিগের আরো অধিক সুখ
 হইতে পারিত, কিন্তু এই রাজা দেশ কাল পাত্র বিবেচনা

করিয়া নদী পানন পানন করাতে এই রাজ্যের মধ্যে যে সাধারণ
কর্তৃক আছে, ইহা বোধ করিয়া লোকেরা নদী না সঙ্কট থাকিত,
বিশ্ব বাস্তবিক তিনি সমুদ্রগণে একাধিপত্য করিতেন; অতএব এই
রাজার অধিকারের সময়ে প্রায় পৃথিবীর অধিক দেশ লোকেরা
এক জনের অধীনে থাকিলেও তাহার মৃত্যু প্রকৃত অধিপতির
মিতাচার ছিল, যে তথাপি কোন প্রকারে স্বাধাধিনের সমস্ত
কলহাদি উপস্থিত হইত না।

ইতি প্রাচীন ইতিহাসঃ সমাপ্তঃ

